যুগ-সন্ধি

প্রথম খণ্ড

সাগরে

প্রথম স্তবক

উপকূলের অরণ্য

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ। মে মাস বিগতপ্রায়। ফ্রান্সের ব্রিটেনী প্রদেশে সাণ্টারে প্রেরিত প্যারিসীয় সেনাদলের একদল ভেণ্ডি অঞ্চলের ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। অভিপ্রায়, বনভূমির সবিশেষ অবস্থা নির্ণয়।

দারুণ সমর সেনাদলের অধিকাংশকেই গ্রাস করিয়াছে। এই পল্টনে ইদানীং তিন শতের অধিক সৈন্য ছিল না। আর্গোনে, জেমাপেঁ ও ভামি যুদ্ধের পরিণামে প্যারিসের প্রথম রেজিমেণ্টে ছয় শত ভলাণ্টিয়ারের মধ্যে সাতাশ জন, দ্বিতীয় রেজিমেণ্টে তেত্রিশ এবং তৃতীয় রেজিমেণ্টে সাতান্ন জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। চারি দিকে তখন বিরোধের মহামারী।

প্যারিস হইতে ভেণ্ডিতে প্রেরিত প্রত্যেক রেজিমেণ্টে নয় শত বারো জন সৈন্য এবং তিনটি কামান ছিল। এই সেনাদলের সংগঠন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ২৫ এপ্রিল কমিউনের[১] (Commune মিউনিসিপ্যালিটি) সদস্য লুবিনের রিপোর্টে ভেণ্ডিতে ভলাণ্টিয়ার সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়; আর ১ মে তারিখেই সাণ্টারের ব্যবস্থায় হাজার সৈন্য ও ত্রিশটি তোপ ও একদল গোলন্দাজ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইল। দ্রুত গঠিত হইলেও এই-সব রেজিমেণ্ট এমন সুগঠিত হইয়াছিল যে, বর্তমান সময়েও তাহারা আদর্শরূপে গণ্য।

২৮ এপ্রিল প্যারিসের কমিউন সাণ্টারের ভলাণ্টিয়ারদিগকে এই সংক্ষিপ্ত সংকেতবাক্যে বিদায়াভিনন্দন করে— 'ক্ষমা করবে না, দয়া দেখাবে না'। মে মাসের শেষ ভাগে প্যারিস হইতে প্রস্থিত এই দ্বাদশ সহস্রের মধ্যে আট সহস্র আর জীবিত ছিল না।

---

১ প্রাচীন কাল হইতে ফ্রান্স কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের ছিল। দেশাত্মবোধের এই অন্তরায় দূর করিয়া সমগ্র দেশে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে আবে সাইয়ের প্রচেষ্টায় পুরাতন প্রদেশ বিভাগের পরিবর্তে ফ্রান্স কতকগুলি 'ডিপার্টমেণ্টে', প্রতি ডিপার্টমেণ্ট কতকগুলি 'ডিস্ট্রিক্টে', এবং প্রতি ডিস্ট্রিক্ট কতকগুলি 'কমিউনে' বিভক্ত হয়, এবং ইহাদের মধ্যে আইন ও অধিকারের সাম্য স্থাপিত হয়। ইহাদের শাসনকার্য নির্বাচন প্রথানুসারে গঠিত একটি মন্ত্রণা সভা ও একটি কার্যনির্বাহক সভার হস্তে সমর্পিত হয়।

অরণ্যে নিযুক্ত সেনাদল চারি দিক পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের বিশেষ কোনো ত্বরা দেখা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ যাবৎ তাহারা কুচ করিয়াছে। বেলা কত হইয়াছে বলা কঠিন। অসংখ্য তরুলতার ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া সূর্যরশ্মি সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। অরণ্য প্রদেশ যেন প্রদোষ তিমিরে সর্বদাই আচ্ছন্ন।

এই অরণ্যের কাহিনী বড়োই ভীতিজনক। ইহার গহন বনেই ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়া বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ইহার তমসাবৃত নিভৃত গর্ভ হইতেই ক্রূরকর্মা খঞ্জ মুস্‌কেটনের আবির্ভাব। এখানকার নরহত্যার তালিকা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এমন ভয়সংকুল স্থান বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

সৈন্যগণ সতর্ক পদবিক্ষেপে অরণ্য অতিক্রম করিতেছিল। তাহাদের দুই পার্শ্বে বৃক্ষশাখা ও শিশিরসিক্ত পত্রাবলীর কম্পমান প্রাচীর; বনস্থলীর ঘনশ্যাম ছায়া দুই একটি সৌরকর রেখায় ক্বচিৎ বিদীর্ণ। গহ্বর গর্তাদি ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; ভূমিতল শ্যামল তৃণ-শষ্পে মখমলমণ্ডিত; মাথার উপর পাখির কিচিমিচি। ধীরে ধীরে ঝোপঝাড় সরাইয়া এক পা, দুই পা করিয়া সেনাদল নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্বে— শান্তির সময়ে— এই বনে পাখি শিকারের জন্য বহু শিকারীর সমাগম হইত। এখন সেখানে মানুষ শিকার চলিতেছে।

ওক্, বীচ, ভূর্জ— এই-সব গাছের জঙ্গল। ভূপৃষ্ঠ সমতল— পুরু শ্যাওলা ও ঘাসে আবৃত বলিয়া পদশব্দ শোনা যায় না। পথ নাই, পথের দুই-একটি ক্ষীণ রেখা মাত্র এখানে-ওখানে চোখে পড়ে; কিন্তু সেগুলি আবার অদূরবর্তী ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দশ হাত দূরের লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কখনো কখনো দুই-একটা বক ও সারস উড়িয়া যাইতেছিল। নিকটেই জলাভূমি আছে বোঝা যায়।

সেনাদল যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে লাগিল। কতকটা উদ্‌বিগ্ন— যাহার সন্ধানে তাহারা চলিয়াছে পাছে তাহাই সম্মুখে পড়ে, যেন এই আশঙ্কায় সশঙ্ক।

কোনো কোনো স্থানে তাহারা অচির-পরিত্যক্ত শিবির সন্নিবেশের চিহ্ন-

সকল দেখিতে পাইল— দগ্ধ ভূপৃষ্ঠ, বিমর্দিত তৃণগুল্ম, আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত ছিন্ন বৃক্ষশাখা, পত্রপল্লবে রক্তবিন্দু। এখানে রন্ধন করা হইয়াছিল, ওখানে প্রার্থনার বেদী, অনতিদূরে আহতের ক্ষতবন্ধনের চিহ্ন ; কিন্তু জনমানব নাই। কোথায় তাহারা ? হয়তো বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। হয়তো বা খুব নিকটেই বন্দুক হস্তে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কাননভূমি মনুষ্য-পরিত্যক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছিল। সেনাদল অধিকতর সতর্কভাবে চলিতে লাগিল। বিজন বন— কাজেই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আশঙ্কা তাহাতেই আরো বর্ধিত হইল। অরণ্যটির বড়ো বদনাম। অতর্কিত আক্রমণ অসম্ভব নহে।

ত্রিশজন পদাতিক সৈন্য একজন সার্জেন্টের নেতৃত্বে প্রধান দলের অনেকটা আগে আগে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য যাইতেছিল। পল্টনের পানীয়-সরবরাহিকাও তাহাদের সঙ্গে ছিল। এই-সকল মেয়েমানুষ ইচ্ছা করিয়াই অগ্রগামী গার্ডদের সাথী হয়। তাহাতে যেমন বিপদাশঙ্কা, তেমনি আবার যাহা যাহা ঘটে সব দেখিবার সুযোগও আছে। কৌতূহলই অনেক সময় সাহসিকতার নিদান।

শিকারীগণ তাহাদের শিকারের গোপনাবাসের সন্ধান পাইলে যেমন চমকিয়া উঠে, সহসা এই অগ্রগামী সৈনিকগণ তেমনি চমকিয়া উঠিল। একটা ঝোপের ভিতর হইতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। ডালপালাগুলিও যেন নড়িতেছে। সৈনিকগণ পরস্পর সংকেত-বিনিময় করিল।

মুহূর্তমধ্যে ঝোপটি ঘিরিয়া ফেলা হইল। সঙিনের সারি চারি দিকে বৃত্তাকারে উদগ্র হইয়া রহিল। সন্দেহের স্থানে নিবদ্ধ-দৃষ্টি সৈনিকগণ স্ব-স্ব বন্দুকের ঘোড়ায় অঙ্গুলি রাখিয়া সার্জেন্টের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পানীয়-সরবরাহিকা কিন্তু সাহস করিয়া ঝোপের ভিতর চাহিয়া দেখিল, এবং যে মুহূর্তে সার্জেন্ট হুকুম দিবে, 'গুলি চালাও' সেই মুহূর্তে সে বলিয়া উঠিল, 'থামো !'

সৈনিকগণের দিকে ফিরিয়া রমণী বলিল, 'ভাই-সব, বন্দুক ছুঁড়িও না।'

তার পর সে ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল ; সৈনিকগণ অনুবর্তী হইল।

সত্যই ঝোপের ভিতর লোক ছিল। ঝোপের অভ্যন্তরে শাখা-প্রশাখার অন্তরালে খানিকটা পরিষ্কৃত স্থান। সেখানে এক রমণী একটি স্তন্যপানরত

শিশুকে কোলে লইয়া শষ্পাবৃত ভূমিতলে বসিয়া আছে; আর দুইটি নিদ্রিত শিশুর সুন্দর মুখ তাহার জানুর উপরে ন্যস্ত।

পানীয়-সরবরাহিকা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এখানে কি করছ?'

রমণী মাথা তুলিয়া চাহিল।

প্রথমা ক্রুদ্ধস্বরে পুনরায় বলিল, 'তুমি কি পাগল যে এমন জায়গায় এসে বসে আছ? আর একটু হলে বন্দুকের গুলিতে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গিয়েছিলে আর কি!'

তার পর সৈনিকদের অভিমুখে ফিরিয়া বলিল, 'এ একজন মেয়েমানুষ।'

জনৈক পদাতিক বলিল, 'তা তো দেখাই যাচ্ছে।'

পানীয়-সরবরাহকারিণী বলিতে লাগিল, 'কি বোকামি!— প্রাণটা দেবার জন্যে বনে আসা।'

রমণী ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া স্বপ্নমুগ্ধার ন্যায় এই-সব বন্দুক, তরবারি, সঙিন ও কঠোর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শিশু দুইটি জাগিয়া কান্না আরম্ভ করিল।

প্রথমটি বলিয়া উঠিল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

দ্বিতীয়টি বলিল, 'আমার ভয় করছে।'

কোলের শিশুটি তখনো স্তন্যপানে রত। পানীয়-সরবরাহিকা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আসল কাজটি কিন্তু তুমিই হাসিল করে নিচ্ছ।'

ভয়ে মা'র মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। সার্জেণ্ট তাহাকে বলিল, 'ভয় নেই; আমরা লাল পল্টনের লোক।'

রমণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া সার্জেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গোঁফজোড়া, ভ্রূযুগ এবং জ্বলন্ত অঙ্গার-তুল্য চক্ষু দুইটি ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পাইতেছিল না।

সার্জেণ্ট আবার বলিল, 'মাদাম, তুমি কে?'

রমণী ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। রমণী কৃশাঙ্গী, যুবতী, মলিন ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা। তাহার অঙ্গে ব্রিটেনী-প্রদেশীয় কৃষক রমণীদিগের ব্যবহার্য পশমী ঢিলা বহিরাবরণ ও মস্তকাবরণ। তাহার বক্ষস্থল পশুসুলভ ঔদাসীন্যে অনাবৃত। পদদ্বয় পাদুকাবিহীন— রক্তাপ্লুত।

'ভিখিরি হবে', সার্জেণ্ট বলিল।

পানীয়-সরবরাহিকা রমণী-জনোচিত মিষ্টস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম কি বাছা ?'

রমণী কোনোরূপে অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'মিচেল ফ্লেচার্ড।'

কোলের ঘুমন্ত শিশুটির মাথায় হাত বুলাইয়া প্রথমা জিজ্ঞাসা করিল, 'এই বাচ্চাটির কত বয়স ?'

সে যেন বুঝিতে পারিল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'এ কতদিনের হয়েছে, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

শিশুটির মাতা তখন বলিল, 'ও বুঝেছি, আঠারো মাস।'

'এ তো তা হলে বড়ো হয়েছে, আর বুকের দুধ খাওয়া এর উচিত নয়, একে মাই ছাড়িয়ে দাও, আমরা সুপ্ দেব।'

মা'র মন যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। অন্য শিশু-দুইটি ইতিপূর্বেই জাগিয়াছিল, তাহাদের ভয় তত হয় নাই যত হইয়াছিল কৌতূহল। সৈনিক-দিগের পোশাকে যে পালক ছিল, তাহারা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল।

মাতা বলিল, 'এদের বড়ো খিদে পেয়েছে— আমারও আর বুকে দুধ নেই।'

সার্জেণ্ট বলিল, 'আমরা এদের কিছু খাবার দিচ্ছি ; তোমাকেও দেব, কিন্তু আমাদের কথা শেষ হয় নি। আগে বল, তোমার রাজনৈতিক মত কি ?'

রমণী শুধু চাহিয়া রহিল— কোনো জবাব দিল না।

'আমার প্রশ্ন শুনতে পেলে কি ?'

রমণী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'আমাকে খুব অল্প বয়সেই কুমারী মঠে[১] রাখা হয়েছিল— কিন্তু আমার বিয়ে হয়েছে, আমি কুমারী নই। সেখানে মঠের সিস্টাররা আমাকে ফরাসী ভাষা শিখিয়েছিল। গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে— কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি, জুতো পরার আর সময় হয় নি।'

'আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার রাজনৈতিক মত কি ?'

১ সংসারত্যাগিনী ধর্মচর্চানিরতা নারীগণের আশ্রম। তাহারা সাধারণত 'সিস্টার' (ভগিনী) নামে অভিহিত হয়।

'আমি এর মানে বুঝতে পারছি না।'

সার্জেণ্ট বলিল, 'দেখ, অনেক মেয়েগোয়েন্দাও তো আছে। গোয়েন্দাদের আমরা গুলি করে মারি। বল, সোজা জবাব দাও, তুমি গোয়েন্দা নও তো? কোন্ দেশের লোক তুমি?'

'আমি জানি না', রমণী বলিয়া উঠিল।

'কি? তুমি তোমার নিজের দেশ জান না?'

'আমার দেশ। ও, হ্যাঁ, তা আমি জানি।'

'ভালো, কোথায় সেটা?'

'আজে গ্রামে সিস্‌কয়নার্ডের গোলাবাড়ি।'

এইবার সার্জেণ্ট হতভম্ব হইল। একমুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিল, 'তুমি বলছ— ?'

'সিস্‌কয়নার্ড।'

'সেটা তো একটা দেশ নয়।'

'সেই তো আমার দেশ।'

একটু ভাবিয়া রমণী পুনরায় বলিল, 'বুঝেছি, মশায়। আপনি ফ্রান্সের লোক; আমি ব্রিটেনীর।'

'ভালো?'

'এই দুই জায়গা এক অঞ্চল নয়।'

'কিন্তু দুইটি একই দেশ।'

রমণী শুধু বলিল, 'আমি সিস্‌কয়নার্ডের লোক।'

সার্জেণ্ট প্রত্যুত্তরে বলিল, 'তাই যেন হল; তোমার আপনার লোকেরা সব সেখানকারই অধিবাসী?'

'হ্যাঁ।'

'তারা কি করে?'

'তারা সকলেই মরে গেছে, আমার বলতে আমার আর কেউ নেই।'

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল, 'কি আপদ! লোকের আত্মীয়-কুটুম্বও তো থাকে। তুমি কে? বল।'

রমণী হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল।

পানীয়-সরবরাহিকা দেখিল এই সময় তাহার কিছু বলা উচিত। খুকির গা চাপড়াইয়া এবং অন্য শিশু দুইটির গাল টিপিয়া দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'খুকিকে কি বলে ডাক ?'

মা উত্তর দিল, 'জর্জেটি।'

'আর সকলের বড়ো ছেলেটিকে ? এ তো বেশ বড়ো-সড়ো হয়েছে— ছোট্টো শয়তানটি !'

'রেনিজিন্।'

'আর ছোটোটি— এও তো বেশ মর্দ হয়ে উঠেছে— মুখটি বেশ গোলগাল।'

'গ্রোস্ এলেন্।'

'সুন্দর ছেলেমেয়ে— এর মধ্যেই এদের বেশ ভাবিক্কি দেখাচ্ছে।'

সার্জেণ্ট তাহার জেরা ছাড়িতে পারিল না।

'এখন বল, মাদাম, তোমার বাড়ি আছে কি না।'

'বাড়ি আমার ছিল।'

'কোথায় ?'

'আজে গ্রামে।'

'বাড়ি ছেড়ে এসেছ কেন ?'

'জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'কারা ?'

'জানি নে— লড়াই হচ্ছে।'

'কোত্থেকে তুমি আসছ ?'

'সেখান থেকে।'

'যাবে কোথায় ?'

'জানি নে।'

'কাজের কথা বলো। তুমি কে ?'

'জানি নে।'

'তুমি কে, তা তুমি জানো না ?'

'আমরা পালিয়ে এসেছি।'

'তুমি কোন্ পক্ষের লোক ?'

'জানি নে।'

'তুমি "ব্লু"[১] (নীলদল) কি "হোয়াইট" (সাদাদল)— কাদের সাথে আছ ?'

'আমি আমার ছেলেদের সাথে।'

সার্জেণ্ট থামিল।

পানীয়-সরবরাহিকা বলিল, 'আমার কোনো ছেলেপিলে নেই।'

সার্জেণ্ট পুনরায় আরম্ভ করিল, 'কিন্তু তোমার পিতামাতা ? তাদের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমার নাম রাডুব্‌ ; আমি একজন সার্জেণ্ট ; চার্চমিডি স্ট্রীটে আমার বাড়ি। আমার বাপ-মাও সেখানকার লোক ছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে আমি সব বলতে পারি। তুমিও তোমার পিতামাতার কথা আমাদের বলো। তাঁরা কে ছিলেন ?'

'তাদের নাম— ফ্লেচার্ড, এইমাত্র জানি।'

'বেশ, বুঝলাম তাদের নাম ফ্লেচার্ড। কিন্তু লোকের একটা ব্যাবসা থাকে তো ? তোমার এই ফ্লেচার্ডরা— তারা করত কি ?'

'তারা মজুরি করে দিন-গুজরান করত। আমার বাবা ছিলেন রুগ্‌ণ, আর জমিদার— তার জমিদার— এই আমাদের জমিদার— তাকে যা মার দিয়েছিল ; সেজন্য বাবা কোনো কাজ করতে পারত না। তা বাবাকে তারা খুব সহজেই রেহাই দিয়েছিল বলতে হবে। মুনিবের বেড় থেকে বাবা একটা খরগোশ চুরি করেছিল— এর জন্য বাবার প্রাণদণ্ড হতে পারত, কিন্তু মুনিব দয়া করে শুধু একশো ঘা কোড়া মেরে বাবাকে ছেড়ে দেয়। তাতেই বাবা বাকি জীবনের মতো খোঁড়া হয়ে রইল।'

'তার পর ?'

'আমার ঠাকুরদা ছিলেন হ্যাগনট্‌। পাদরী তাকে জেলে পাঠায়— আমি তখন খুব ছোটো।'

'তার পর ?'

'আমার সোয়ামীর বাপ চোরাই নিমকের ব্যাবসা করত। রাজার হুকুমে তার ফাঁসি হয়।'

---

১ 'ব্লু'— সাধারণতন্ত্রের দল ; 'হোয়াইট'— রাজপক্ষীয়।

'আর তোমার স্বামী ? সে কী করত ?'

'ইদানীং সে লড়াই করছিল।'

'কোন্ পক্ষে ?'

'রাজার পক্ষে।'

'পরে ?'

'আমাদের জমিদারের পক্ষে।'

'তার পরে ?'

'পাদরীর পক্ষে।'

একজন পদাতিক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'জানোয়ারের দল !'

রমণী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। পানীয়-সরবরাহকারিণী একটু মোলায়েম ভাবে বলিল, 'মাদাম্, দেখছ আমরা প্যারিসের লোক।'

রমণী হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হা ঈশ্বর, হা প্রভু।'

সার্জেণ্ট চেঁচাইয়া উঠিল, 'আর কুসংস্কারপূর্ণ উক্তি করতে হবে না।'

পানীয়-সরবরাহিকা রমণীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বড়ো ছেলেটিকে কোলে টানিয়া লইল। শিশুটি কোনো আপত্তি জানাইল না, চুপ করিয়া রহিল। ছেলেপিলেদের স্বভাবই এই— সহজেই বিশ্বাস করে, আবার অবিশ্বাসও করে সহজে। এর কোনো বাহ্য কারণ দেখা যায় না— অন্তর হইতে কোন্ কল্যাণকামী দেবতা যেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়।

পানীয়-সরবরাহকারিণী বলিল, 'বাছা, তোমার ছেলেমেয়েগুলো তো দেখতে বেশ। এদের বয়স আমি অনুমান করতে পারি। বড়োটি চার বছরের— তার ভাইটি তিন। মাইথেকো মেয়েটি তো বড়ো লোভী— ও রাক্ষুসী। তোর মাকে কি খেয়ে ফেলবি, থাম্ না। দেখ বাছা, তোমার কিছু ভয় নেই। আমার মতো তুমিও এই সেনাদলে জুটে পড়। আমার নাম— হুজার্ড— এটা ডাকনাম। তা আমার আসল নাম মাম্‌জেল্ বাইকর্‌নো থেকে এটাই আমি বেশি পছন্দ করি। আমার কাজ হচ্ছে মদ জোগানো— যখন সৈনিকেরা বন্দুক আর তলোয়ার চালিয়ে লড়াই করে। তোমার পা আর আমার পা দেখছি এক মাপেরই ; আমার একজোড়া জুতো তোমাকে দেব। জানো, ১০ আগস্ট আমি প্যারিসে ছিলাম। আরে বাপ্‌রে ! কি কাণ্ডই না

হয়ে গেল! গিলোটিনে ষোড়শ লুইর হত্যাকাণ্ড দেখলাম। তাকে তারা লুই ক্যাপেট্ বলে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে তারা বধ করলে। আহা, ভাবো দেখি একবার, এই ১৩ জানুয়ারিও সে তার পরিবারবর্গ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করছিল! তারা যখন জোর করে তাকে নাগরদোলায় (গিলোটিনকে তারা তাই বলে) চড়িয়ে দিলে, তখন তার কোটও ছিল না, জুতোও ছিল না; কেবল একটা শার্ট, একটা তুলোভরা ওয়েস্টকোট আর ধূসর রঙের পাত্‌লুন ও মোজা পরা ছিল। আমি এই সবই দেখেছি। সবুজ রঙের একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে তাকে নিয়ে আসে। দেখ, তুমি আমাদের সঙ্গে চলে এসো। এই সেপাইরা লোক ভালো। তুমি হবে পানীয়-সরবরাহকারিণী নম্বর দুই। কাজটা আমি তোমায় শিখিয়ে দেব— খুবই সোজা— সুরাপাত্র এবং একটা হাত-ঘণ্টা তোমার কাছে থাকবে। চলে যাবে যেখানে খুব গোলমাল বেধে উঠেছে— সেপাইরা গুলি চালাচ্ছে— কামান গর্জে উঠছে, আর চেঁচিয়ে বলবে, 'মদ চাই কার, বাছারা?' এইমাত্র, কঠিন কিছুই নয়— যে চায় তাকেই আমি পানীয় দিই— তা সে 'সাদাই' হোক কিংবা 'নীলই' হোক, যদিও আমি নিজে 'নীল' দলে। তেষ্টা সকল আহতেরই পায়— মরবার সময় আর মতভেদ থাকে না। আমার তো মনে হয় এই মুমূর্ষুদের পরস্পর আলিঙ্গন করা উচিত। লড়াই করাটা কি বোকামি! চলে এসো আমাদের সঙ্গে। আমি যদি মারা যাই আমার পদ তুমি পাবে। আমার চেহারাটা বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু আমার স্বভাব ভালো, আমি সাহসীও খুব। ভয় পেয়ো না।'

পানীয়-সরবরাহিকা থামিলে রমণী অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমাদের প্রতিবেশিনীর নাম মেরি জিয়েনী, আর আমাদের চাকরানীর নাম ছিল মেরি ক্লড্।'

ইতিমধ্যে সার্জেণ্ট পদাতিককে ভর্ৎসনা করিতেছিল, 'চুপ করো। তুমি মাদামকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। মহিলাদের সামনে গালমন্দ দিতে নেই।'

'তা হোক। কিন্তু এ তো একেবারে কসাইয়ের কারবার। জমিদার এদের শ্বশুরের ঠ্যাং ভেঙে দেয়, পাদরী এদের ঠাকুরদাকে জেলে পোরে, রাজা এদের বাপকে ফাঁসিতে চড়ায়; আর এরা আবার সেই জমিদার, পাদরী এবং রাজার জন্যই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে লড়াই ক'রে নিজেরাই জবাই হয়।'

সার্জেণ্ট বলিল, 'চুপ্ চুপ্।'

পদাতিক প্রত্যুত্তরে বলিল, 'মুখ বন্ধ করে রাখতে পারি বটে সার্জেণ্ট, কিন্তু মন তো মানে না। কেন যে এর মতো সুন্দরী রমণীর জীবন একটা বদমাশ দস্যুর জন্য বিপদাপন্ন হচ্ছে—'

সার্জেণ্ট ধমক দিয়া বলিল, 'জমাদার, এটা প্যারিসের ক্লাব নয়, বাগ্মিতার প্রয়োজন নেই।' তার পর রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আর মাদাম, তোমার স্বামী কি করছে?'

'সে আর কি করবে? তাকে তারা মেরে ফেলেছে।'

'কোথায়?'

'ঝোপের মধ্যে।'

'কখন?'

'আজ তিন দিন হল।'

'কে তাকে মারলে?'

'জানি নে।'

'সে কি? তোমার স্বামীকে কে মারলে তা তুমি জান না?'

'না।'

'নীল দলের লোক, কি সাদা দলের?'

'গুলিতে মারা যায়।'

'তিন দিন হল?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ দিকে?'

'আর্নির দিকে। আমার স্বামী পড়ে গেল— এই আর কি?'

'তার পর থেকে তুমি কি করছ?'

'ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথা নিয়ে যাচ্ছ?'

'যেদিকে চোখ যায়।'

'ঘুমাও কোথায়?'

'মাটিতে।'

'খাও কি ?'

'কিছুই না।'

সার্জেণ্ট মিলিটারি ধরনে গোঁফ উঁচাইয়া বলিল, 'কিছুই না ?'

'এই গাছের পাতা, মূল-টুল— এই-সব আর কি !'

'তা হলে কিছু না খাওয়াই হল।'

বড়ো ছেলেটি এই কথাটা যেন বুঝিতে পারিল। সে বলিয়া উঠিল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

সার্জেণ্ট তাহার পকেট হইতে এক টুকরা রসদের রুটি বাহির করিয়া মার হাতে দিল। মা সেইটুকু ভাঙিয়া দুই টুকরা করিয়া দুই ছেলেকে দিল। তাহারা আগ্রহের সহিত খাইতে লাগিল।

সার্জেণ্ট বক্ বক্ করিতে লাগিল, 'দেখছ, নিজের জন্যে কিছুই রাখলে না।'

একজন সৈনিক বলিল, 'কারণ, তার খিদে পায় নি।'

সার্জেণ্ট বলিল, 'কারণ, সে মা।'

কথোপকথনে বাধা পড়িল।

একটি ছেলে বলিল, 'আমি জল খাব।'

অপরটিও তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'আমিও জল খাব।'

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, 'এই হতভাগা জঙ্গলে ঝর্না-টর্না কিছু নেই নাকি ?'

পানীয়-সরবরাহকারিণী তাহার কোমরবন্ধে ঝুলানো একটা পেয়ালা লইয়া তাহাতে তাহার পাত্র হইতে খানিকটা ঢালিল, এবং ছেলেদিগকে এক এক চুমুক খাইতে দিল।

বড়ো ছেলেটি পান করিয়া মুখ বিকৃত করিল। দ্বিতীয়টি চুমুক দিয়াই ফেলিয়া দিল।

'জিনিসটা ভালোই', পানীয়-সরবরাহিকা বলিল।

'পুরোনো মাল বুঝি ?' সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল।

'হাঁ, খুব সেরা মাল। এরা চাষা লোক তার মর্ম কি বুঝবে ?'

সার্জেণ্ট তাহার কথার জের টানিয়া রমণীকে বলিল, 'তা হলে, মাদাম, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ ?'

'আর উপায় তো কিছুই নেই!'

'মাঠ পার হয়ে যে দিকে চোখ যায় চলে যাবে?'

'যথাশক্তি দৌড়ি, তার পর হাঁটি, তার পর পড়ে যাই।'

'আহা, বেচারা!' পানীয়-সরবরাহিকা বলিল।

রমণী ধীরে ধীরে কষ্টে বলিল, 'লোকেরা লড়াই করছে, আমাদের চার দিকে গুলি চালাচ্ছে। কী তারা চায় জানি নে। এইমাত্র বুঝলেম, তারা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে।'

সার্জেণ্ট তাহার বন্দুকের গোড়ালি ধপ্ করিয়া মাটিতে রাখিয়া বলিয়া উঠিল, 'কি পাশবিকতা— কি জহ্লাদে কাণ্ড এই যুদ্ধ!'

রমণী বলিল, 'কাল রাত্তিরে আমরা একটা গাছের খোলের ভিতর ঘুমিয়েছিলাম।'

'চার জনেই?'

'চার জনেই।'

'ঘুমিয়েছিলে?'

'ঘুমিয়েছিলাম।'

'তা হলে তোমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে হয়েছিল?'

পানীয়-সরবরাহিকা বিস্ময়ে বলিল, 'একটি গাছের খোলের ভিতর ঘুমিয়েছিলে— তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে!'

সার্জেণ্ট বলিল, 'আর যখন ছেলেরা বাবা, মা বলে কেঁদে উঠছিল, তখন সেখান দিয়ে কোনো পথিক গেলে, তার কি অদ্ভুতই না ঠেকত— কিচ্ছু তো দেখতে পেত না।'

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ভাগ্যি, এ গরমের দিন।'

রমণী নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৌন হইয়া রহিল— নিজের দুর্দশায় যেন সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সৈন্যগণ নীরবে এই দুস্থ পরিবারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটি বিধবা— তিনটি অনাথ শিশু। পলায়িত— নির্বাসিত— নিরাশ্রয়। দিগন্তে যুদ্ধের গুরু গুরু ধ্বনি; অন্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না— কিন্তু আহার শুধু বনের তৃণগুল্ম; মাথার উপর আকাশ ভিন্ন দ্বিতীয় আচ্ছাদন নাই

সার্জেণ্ট রমণীর নিকট যাইয়া স্তন্যপানরত শিশুটির দিকে তাকাইল। খুকি মাতৃস্তন ছাড়িয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া নিজের সুনীল চোখ-দুটি দিয়া সৈনিকের ভয়ংকর লোমশ মুখের দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া রহিল, আর একটু একটু হাসিতে লাগিল।

সার্জেণ্ট সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, বড়ো এক ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া গোঁফের প্রান্তে আসিয়া মুক্তাবিন্দুর মতো ঝল্‌মল্ করিতেছে। গলা পরিষ্কার করিয়া সার্জেণ্ট বলিল, 'ভাই-সকল, আমাদের রেজিমেণ্টকে এখন পিতৃস্থানীয় হতে হবে। তোমরা রাজি আছ কি? এই তিনটি ছেলেপিলেকে আমরা পোষ্যরূপে গ্রহণ করব।'

সৈনিকগণ উল্লাসে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক!'

'তা হলে এই ঠিক হল।' মাতা এবং শিশুদের মাথার উপর দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া সার্জেণ্ট বলিল, 'দেখ, দেখ, লাল পল্টনের সন্ততি।'

পানীয়-সরবরাহকারিণী আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল। তার পর সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হতভাগিনী বিধবাকে ব্যগ্রভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'ছোটো মেয়েটিকে এখনই কেমন দুষ্টুদুষ্টু দেখাচ্ছে।'

'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক' সৈনিকগণ পুনরায় জয়ধ্বনি করিল। তার পর সার্জেণ্ট রমণীকে বলিল, 'এসো, দেশ-ভগ্নী।'

দ্বিতীয় স্তবক

করভেট[১] 'ক্লে-মোর'

১

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহচর্য

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে ফ্রান্সের সীমান্ত-প্রদেশগুলি চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইলে গিরোণ্ডিস্ট[২] সম্প্রদায়ের শোচনীয় অধঃপতন সংঘটিত হয়। সেই সময়ে ইংলিশ-চ্যানেলস্থিত দ্বীপসমূহে যাহা ঘটিয়াছিল এইস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

পয়লা জুনের সন্ধ্যা। সূর্যাস্তের প্রায় একঘণ্টা পূর্বে জার্সি দ্বীপের নির্জন বেনেন্থুট উপসাগর হইতে একটি করভেট পাল তুলিয়া দিয়া রওনা হইল। সমুদ্র কুয়াশাচ্ছন্ন— পলায়নের অনুকূল, যেহেতু অনুসরণ সহজ নহে।

নাবিকগণ সকলেই ফরাসী, করভেটটি দ্বীপের পূর্বপ্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ইংরাজ নৌবাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত বাহিনীর অধ্যক্ষ প্রিন্স ডি-লা-টুর-ডি-অর্ভার্নের আদেশেই কোনো বিশেষ জরুরি কার্যে উহা প্রেরিত হইতেছিল।

জলযানটির নাম 'ক্লে-মোর'। দেখিতে বাণিজ্যপোতের মতো, কিন্তু বস্তুত ইহা একটি যুদ্ধজাহাজ। গাধাবোটের ন্যায় ইহার ভারী, শান্ত চেহারাকে বিশ্বাস করা নিরাপদ ছিল না।

দুইটি উদ্দেশ্যে ইহা নির্মিত হইয়াছিল— কৌশল এবং বল, প্রয়োজনানুসারে যেন উভয়েরই প্রয়োগ করা যাইতে পারে— সম্ভব হইলে ফাঁকি দেওয়া, আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করা।

১ করভেট (Corvette) — একপ্রকার যুদ্ধ-জাহাজ।

২ গিরোণ্ডিস্ট (Girondists)— ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় জাতীয়-মহাসমিতি 'লেজিসলেটিভ এসেম্বলি'র মডারেট (মধ্য বা নরমপন্থী)-গণ। ইহাদের লেখক— কণ্ডরসেট এবং বক্তা— ভার্জিনড। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেরূপ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তাহাদের মন হইতে বহুদূরে ছিল— যদিও তাহাদের কার্য ও বক্তৃতায় তাহাই সম্ভব করিয়া তুলিতেছিল।

আজিকার রাত্রিতে যে কার্য সাধন করিতে হইবে তজ্জন্য জাহাজের নীচের ডেকে খাটো বৃহৎ-গর্ভ ত্রিশটি ভারী ভারী কামান সজ্জিত করা হইয়াছে। হয়তো ঝড় হইতে পারে এই আশঙ্কায়, কিংবা জাহাজটির সন্দেহজনক আকার-প্রকার গোপন করার জন্য কামানগুলি ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে— বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না; জাহাজটি যেন মুখোশ পরিয়াছে। যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করভেটগুলির উপরের ডেকেই সাধারণত কামান রাখা হয়। কিন্তু এই জাহাজটিকে গোপন-আক্রমণের উপযোগী করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার উপরের ডেক খালি রাখিয়া নীচের ডেকে কামান সাজাইবার বন্দোবস্ত ছিল।

খালাসীরা সকলেই পুরনো খাঁটি লোক। তাহারা প্রত্যেকেই সুদক্ষ নাবিক, অভ্যস্ত সৈনিক এবং বিশ্বস্ত রাজপক্ষীয় লোক। তিনটি বিষয়ে তাহাদের ক্ষ্যাপামি ছিল— রণতরী, তরবারি এবং রাজা। খালাসীদের সঙ্গে অর্ধ-রেজিমেণ্ট নৌসৈন্যও এই জাহাজে ছিল, আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে স্থলযুদ্ধে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

'ক্লে-মোর'-এর কাপ্তেন কাউণ্ট বয়বার্থেলট রাজকীয় নৌবিভাগের একজন কর্মকুশল অফিসার। উহার সেকেণ্ড অফিসার সিভেলিয়ার লা-ভিউভিলেরও যুদ্ধকার্যে অভিজ্ঞতা ছিল। আর পাইলট ফিলিপ গেকয়ল জার্সির সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ নাবিক।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, জাহাজটি কোনো গুরুতর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এইমাত্র একটি লোক জাহাজে আসিলেন— তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন তিনি কোনো দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। লোকটি দীর্ঘকায়, বৃদ্ধ, কিন্তু ঋজু ও বলিষ্ঠ— তাঁহার মুখের ভাব কঠোরতাব্যঞ্জক। বয়স সঠিক অনুমান করা কঠিন। ইনি একাধারে বৃদ্ধ এবং যুবক— সেই রকমের লোক, যাহারা বয়োবৃদ্ধ হইয়াও বীর্যসম্পন্ন, যাহাদের মস্তকে পক্ককেশ কিন্তু চক্ষে বিদ্যুৎ, যাহাদের মধ্যে চল্লিশ বৎসর বয়সের কর্মশক্তি এবং আশি বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রভুত্বের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ঘটিয়াছে।

বৃদ্ধ জাহাজের ডেকে আসিলেন। বাতাসে তাঁহার সামুদ্রিক ওভারকোট ঈষৎ অপসারিত হইলে দেখা গেল, তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা, পায়ে বড়ো

উঁচু বুট জুতা এবং গায়ে ছাগচর্মের খাটো কোর্তা। এই কোর্তার একদিকের চামড়া পালিশ এবং রেশমসূত্রের কারুকার্যখচিত, অপর দিকে খাড়া খাড়া কর্কশ লোমগুলি অমনি রহিয়াছে— ব্রিটেনীর কৃষকদিগের পোশাক। এই-সকল সেকেলে পোশাক কর্মদিন এবং উৎসবদিন— উভয়েরই উপযোগী ছিল— ইচ্ছানুসারে লোমের দিক কিংবা কারুকার্যের দিক উলটাইয়া পরা চলিত। সপ্তাহের ছয়দিন ছাগচর্ম, আবার রবিবারে উহাই জমকালো পরিচ্ছদ। অপর কাহারো সাদৃশ্যে আত্মগোপন করিবার মতলবেই যেন বৃদ্ধ এই কৃষক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। পোশাকটি দীর্ঘকাল ব্যবহারে জীর্ণ, জানু ও কনুইয়ের নিকট ছিন্ন— তাহাতে উক্ত সাদৃশ্য যেন আরো বর্ধিত হইয়াছে। মোটা কাপড়ের বহিরাবরণটি জেলেদের ওভারকোটের মতো। তাঁহার মাথায় তৎকালীন উঁচু, গোল টুপি— উহার প্রান্ত নীচের দিকে নামাইয়া দিলে চাষাদের মতো দেখায়, আর উপরের দিকে উলটাইয়া দিলে মিলিটারি ধরনের চেহারা হয়। বৃদ্ধের টুপির প্রান্ত নীচের দিকে নামানো ছিল।

জার্সি দ্বীপের গভর্নর লর্ড ব্যাল্‌ক্যারাস্ এবং প্রিন্স ডি-লা-টুর-ডি-অভার্ন স্বয়ং আসিয়া বৃদ্ধকে এই জাহাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। রাজপক্ষের গুপ্ত কর্মচারী গেলেম্বারের তত্ত্বাবধানে ক্যাবিনের সব বন্দোবস্ত ঠিক করা হইয়াছে। গেলেম্বার নিজে অভিজাতবংশের হইয়াও বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার পোর্টমেণ্টো বহন করিয়া আনিয়াছেন। জাহাজ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় মঁসিয়ে ডি গেলেম্বার এই কৃষককে অত্যন্ত বিনীত ভাবে অভিবাদন করিলেন। লর্ড ব্যাল্‌ক্যারাস্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মঙ্গল হউক, জেনারেল।' প্রিন্স ডি-লা-টুর বলিলেন, 'ভ্রাতঃ, আপাতত বিদায়।'

জাহাজের খালাসীরা নিজেদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মধ্যে এই আরোহীটিকে 'কৃষক' বলিয়াই উল্লেখ করিতে লাগিল। ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিলেও তাহারা এইটুকু অনুমান করিয়া লইল যে, করভেটটিও যেমন সামান্য স্লুপ নহে, বৃদ্ধও তেমনি সাধারণ কৃষক নহেন।

বাতাস মোটেই ছিল না। 'ক্লে-মোর' বেনেহুট উপসাগর ছাড়াইয়া বুলে উপসাগরের সম্মুখ দিয়া চলিল। ক্রমে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে ঘনায়মান নৈশান্ধকারে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া গেলেশ্বার সাউদামপ্‌টন্ এক্সপ্রেসে এই কয় ছত্র ডিউক অব ইয়র্কের তদানীন্তন হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত কাউন্ট ডি আর্টয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন :

'মন্‌সেইনিয়র্, তরী এইমাত্র ভাসিল। সফলতা নিশ্চিত। আট দিবসের মধ্যে গ্রেন্‌ভিল হইতে সেণ্ট্‌ মালো পর্যন্ত সমস্ত উপকূলে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।'

চার দিন পূর্বে মার্নের প্রতিনিধি 'প্রিউর', যিনি শেরবুর্গ উপকূলে সন্নিবিষ্ট সেনাদলের নিকট কোনো কার্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি গ্রেন্‌ভিলে অবস্থিত ছিলেন— তিনি একজন গুপ্তদূতের মারফত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রাপ্ত হন। উপরোক্ত ডেসপ্যাচ এবং এই সংবাদ একই হাতের লেখা।

'নগরের প্রতিনিধি— ১ জুন জোয়ার আরম্ভ হইলে যুদ্ধজাহাজ ক্লে-মোর গোপনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রওনা হইবে এবং ফ্রান্সের উপকূলে একজন লোককে নামাইয়া দিবে। লোকটির আকৃতি এইরূপ— দীর্ঘকায়, বৃদ্ধ, পলিত-কেশ; পরিচ্ছদ— কৃষকের, হাতদুটি অভিজাতবংশীয়দের হাতের অনুরূপ। আগামীকল্য আরো বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইব। ২ তারিখ প্রাতঃকালে সে অবতরণ করিবে। উপকূল রক্ষায় নিযুক্ত ক্রুজারগুলিকে সতর্ক করিবেন, করভেটটিকে আটক করিবেন, লোকটাকে গিলোটিনে[১] দিবেন।'

২

করভেটে একরাত্রি

করভেট দক্ষিণ দিকে না যাইয়া প্রথমত উত্তর দিকে চলিল, তার পর পশ্চিম দিকে ফিরিয়া শার্ক ও জার্সির মধ্যস্থিত খাঁড়িতে প্রবেশ করিল। তৎকালে কোনো উপকূলেই লাইট-হাউস ছিল না। সূর্য অস্ত গিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার। শুক্লপক্ষ— কিন্তু চন্দ্র ঘন মেঘে অবগুণ্ঠিত। কয়েক খণ্ড মেঘ জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমুদ্রকে কুয়াশার অস্পষ্ট আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এই আঁধার— এই অস্পষ্টতা করভেটের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল।

১ একপ্রকার হত্যা-যন্ত্র। প্রকাণ্ড গুরুভার প্রশস্ত কুঠার উপর হইতে সহসা পতিত হইয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

পাইলট গেকয়লের মতলব ছিল, জার্সি বাঁয়ে ও গার্ন্‌সি ডাইনে রাখিয়া পালের জোরে সেণ্ট্‌মালো উপকূলের কোনো খাঁড়িতে গিয়া পৌঁছানো। একটু ঘুরিয়া যাইতে হইলেও এই পথ নিরাপদ। অন্য সোজা পথে ফরাসী ক্রুজারগুলির সতর্ক পাহারা। বাতাস অনুকূল থাকিলে এবং অন্য কোনো দৈব-দুর্বিপাক না ঘটিলে সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া ভোরবেলা ফ্রান্সের উপকূল স্পর্শ করিতে পারিবে —গেকয়ল এই ভরসা করিয়াছিল।

জাহাজ গন্তব্যপথে বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার সময় গুমট করিয়া বাতাস উঠিল এবং বারিধি-বক্ষ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রবল বাত্যা করভেটের গতির অনুকূলই ছিল, আর সমুদ্র তখনো তেমন উত্তাল হইয়া উঠে নাই। তবু সময় সময় উদ্‌বেলিত সাগর-তরঙ্গে জাহাজের সম্মুখের ডেক প্লাবিত হইতেছিল।

সেই কৃষক— যাহাকে লর্ড ব্যালক্যারাস্‌ 'জেনারেল' বলিয়া এবং প্রিন্স ডি-লা-টুর-ডি-অভার্ন 'ভ্রাতঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন— তিনি ডেকের উপর শান্ত গম্ভীর ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। জাহাজ খুব দুলিতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ নাই। নাবিকদের মতোই তাঁহার দৃঢ় পদবিক্ষেপ। কখনো কখনো তিনি কোটের পকেট হইতে খানিকটা চকোলেট বাহির করিয়া চিবাইতেছিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশ তুষারশুভ্র বটে, কিন্তু দন্ত একটিও স্বস্থানচ্যুত হয় নাই।

তিনি কাহারো সহিত আলাপ করিতেছিলেন না, কেবল মাঝে মাঝে কাপ্তেনকে দুই-একটি দ্রুত উচ্চারিত কথা বলিতেছিলেন। কাপ্তেন সসম্ভ্রমে তাহা শুনিতেছিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কাপ্তেন এই যাত্রীটিকেই জাহাজের প্রকৃত অধ্যক্ষ মনে করিতেছে।

গেকয়ল অভ্যস্ত নিপুণতার সহিত জাহাজটিকে জার্সি ও শার্কের মধ্যবর্তী মগ্নগিরি ছাড়াইয়া লইয়া চলিল— পথটি যেন তাহার সুপরিচিত। ধরা পড়িবার ভয়ে করভেটের সম্মুখভাগে কোনো আলো দেওয়া হয় নাই। কুয়াশাটাকে ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়াই মনে করা হইতেছিল। ক্রমে তাঁহারা 'গ্রাণ্ডইটাকে' পৌঁছিলেন। সেণ্ট্‌ওয়েনে স্তম্ভের উপরিস্থিত ঘড়িতে তখন দশটা বাজিতেছে শোনা গেল। বাতাস যে তখনো পশ্চাৎ হইতেই বহিতেছিল ইহাতেই বোঝা

যায়। লা-কবুবিয়াব্ নামক মগ্ন শৈলের সান্নিধ্যবশত সমুদ্র সেখানে অধিকতর তরঙ্গায়িত।

দশটা বাজিবার কিয়ৎক্ষণ পরে জাহাজের কাপ্তেন ও সেকেণ্ড অফিসার কৃষক-পরিচ্ছদ পরিহিত লোকটিকে তাঁহার ক্যাবিনে পৌঁছাইয়া দিল। ক্যাবিনে প্রবেশ কালে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মশায়রা, বিষয়টি গোপন রাখার উপর যে কতদূর নির্ভর করে আপনারা তা বুঝতে পারছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বাক থাকা চাই। আপনারা দুজন ভিন্ন আর কেউ আমাব নাম জানে না।'

কাপ্তেন বলিল, 'আমরা আমবণ এই গুপ্ত কথা রক্ষা করব।'

'আর আমি, আমি তো মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেও ইহা ব্যক্ত করিব না'— এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ক্যাবিনে প্রবেশ কবিলেন।

৩

অভিজাত ও অনভিজ্ঞাতের সাহচর্য

কাপ্তেন ও সেকেণ্ড অফিসার ফিরিয়া আসিয়া ডেকের উপর পাশাপাশি ভাবে পায়চারি করিতে করিতে কথাবার্তা বলিতে লাগিল। আলোচনাব বিষয় তাহাদের আরোহীটি। বাতাসে কথাগুলি সীমাহীন অন্ধকারে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বয়বার্থেলট লা-ভিউভিলের কানে কানে অর্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'দেখা যাবে ইনি প্রকৃতই একজন নেতা কিনা।'

লা-ভিউভিল উত্তর করিল, 'এদিকে কিন্তু ইনি একজন প্রিন্স।'

'প্রায়।'

'ফ্রান্সে ইনি শুধু অভিজাতবংশীয়, কিন্তু ব্রিটেনীতে প্রিন্স।'

'ফ্রান্সে যখন রাজশকটের আরোহী তখন ইনি মার্কুইস— এই যেমন আমি কাউণ্ট এবং তুমি সিভেলিয়ার।'

'রাজশকট তো এখন বহুদূরে! আপাতত আমরা টামব্রিলের[১] সওয়ারি!'

এ কথার পর তাঁহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

[১] ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে গোরুর গাড়ির মতো একরকম গাড়িতে চড়াইয়া গিলোটিনে লইয়া যাওয়া হইত। সেই গাড়ির নাম টামব্রিল (tumbrill)।

বয়বার্থেলট আবার আলাপ শুরু করিলেন, 'ফরাসী প্রিন্সের অভাবে একজন ব্রিটেনীর প্রিন্স জোগাড় করা গেছে।'

'ঈগলের অভাবে কাক নির্বাচিত হয়েছে।'

'আমি কিন্তু গৃধ্র হলেই অধিকতর পছন্দ করতুম,' বয়বার্থেলট্ বলিলেন।

লা-ভিউভিল টিপ্পনী কাটিল, 'হ্যাঁ, বটেই তো। তীক্ষ্ণ চঞ্চু এবং নখ চাই।'

'দেখা যাবে।'

লা-ভিউভিল বলিতে লাগিল, 'একজন নেতা নইলে আর চলছে না। টিন্‌টেনিয়েকের যে মত আমারও তাই— একজন প্রকৃত নেতা চাই— আর চাই বারুদ। কাপ্তেন, সম্ভব এবং অসম্ভব প্রায় সকল নেতাকেই আমি জানি— কালকে যাঁরা ছিলেন, আজকে যাঁরা আছেন, এবং আসছে কাল যাঁরা হবেন। যেমন মাথাওয়ালা লোক আমরা চাচ্ছি, তেমন একটিও তাঁদের মধ্যে নেই। ঐ অভিশপ্ত ভেণ্ডি প্রদেশে এমন একজন সেনাপতি চাই, যিনি আবার আইনজ্ঞও হবেন— তিনি শত্রুকে উদ্বাস্ত করে তুলবেন। প্রত্যেকটি ঝোপ, প্রত্যেক খানা-খন্দ. প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিয়ে তাঁকে যুঝতে হবে— শত্রুর সঙ্গে। সুযোগ মাত্রেরই সদ্ব্যবহার করতে হবে; সব দিকে তাঁর চোখ থাকা চাই; তিনি হত্যা করবেন প্রচুররূপে— যেন তাক্ লেগে যায়— যেন লোকের শিক্ষা হয় আচ্ছা মতো— তাঁকে অতন্দ্র এবং লেশমাত্র কৃপাশূন্য হতে হবে। বর্তমান সময়ে সে কৃষক সৈন্য-দলে বীরের অভাব নেই— অভাব হচ্ছে শুধু সেনাপতির। ডি-এল্‌বির কথা না বললেও চলে; লেস্‌কিয়োর— পীড়িত; বোঁচাম্প— দয়া প্রবণ— অর্থাৎ নির্বোধ; লা-রোচেজেকেলিন্— সাব-লেফ্‌টেনাণ্ট হিসাবে চমৎকার; সিল্‌জ— সম্মুখ-যুদ্ধের সৈনাপত্যে পটু, কিন্তু কৌশল-সমরে অনভিজ্ঞ; কেথেলিনো— অল্পবুদ্ধি শকট-চালক মাত্র; স্টোফ্লেট— ধূর্ত, দরোয়ানগিরির উপযুক্ত; বেরার্ড— অক্ষম; বুলেইন ভিলিয়ার্স— হাস্যকর; চেরেট্— অসহ্য! আর সেই নাপ্‌তে গ্যাস্টনের কথা আমি বলি না; কারণ একজন চুলকাটা নাপিতকে যদি আমরা অভিজাতবর্গের পরিচালনে নিযুক্ত করি, তা হলে এই বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করে হল কি? আর আমাদের ও সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্যই বা রইল কোথায়?'

'দেখছ, এ বিপ্লবের বিষ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে।'

'এ হচ্ছে ফ্রান্সের দুষ্টব্রণ।— কেবল ইংলণ্ড আমাদের এ রোগ সারাতে পারে।'

'আর, নিঃসন্দেহ ইংলণ্ড আমাদের সারাবেও এ থেকে কাপ্তেন।'

'কিন্তু যতদিন না সারে ততদিন ব্যারামটা দেখতে বড়োই বিচ্ছিরি!'

'তা বটে। সর্বত্রই কেবল ভাঁড়ামি। রাজতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি হচ্ছে স্টোফ্লেট্— আর সহকারী হচ্ছে ডি. মলেভ্রিয়র। ও দিকে সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রী হচ্ছে ডিউক ডি কাষ্ট্রিজের দরোয়ানের ছেলে পাঁচে— একই অবস্থা। এই ভেণ্ডির যুদ্ধ কি সব লোককেই না পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে! একদিকে শুঁড়ি সাণ্টারে, অপর দিকে চুলকাটা গ্যাস্টন্।'

'যাই বল, গ্যাস্টনের উপর আমার কতকটা শ্রদ্ধা আছে। গুমেনীর যুদ্ধে সে সৈন্য পরিচালনা মন্দ করে নি। প্রায় তিনশো 'ব্লু'-কে সে নিহত করেছিল।'

'উত্তম। কিন্তু আমিও তা করতে পারতুম।'

'অবশ্য। আর আমিও পারতুম।'

'যুদ্ধের বড়ো বড়ো কাজগুলির ভার সম্ভ্রান্ত লোকদেরই নেওয়া আবশ্যক, সে-সব কাজ নাইটদেরই সাজে, নাপ্তেদের সাজে না।'

'তবু এই জনসাধারণের ভেতরও ভালো ভালো লোক আছে।'

প্রত্যুত্তরে বয়বার্থেলট বলিল, 'এই ধরো-না, ঘড়িওয়ালা জোবি। ফ্লাণ্ডার্সের একটা পল্টনে সে সার্জেণ্ট ছিল, ক্রমে সে ভেণ্ডির একজন সর্দার হয়ে উঠল; এখন সে উপকূলের একদল সৈন্যের সেনাপতি; তার ছেলে সাধারণতন্ত্রে যোগ দিয়েছে। ছেলে নীল দলে, আর বাপ সাদার দলে; পরস্পর সাক্ষাৎ— আর অমনি লড়াই। বাপ ছেলেকে বন্দী করলে আর বন্দুকের গুলিতে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলে।'

'সে লোকটা ভালোই।' ভিউভিল বলিল।

'রাজদলের ব্রুটাস্ আর কি!'

'কিন্তু যাই বলুন, এ-সব সত্ত্বেও একজন ককেরো. একজন জিন্‌জিন্, একজন মুলিন, একজন ফোকার্ট, একজন বুজু, একজন চুপ্পের মতো ছোটোলোকের অধীনে যুদ্ধ করা— অসহ্য!'

'তা, অপর পক্ষও সমান বিরক্ত। আমাদের দল যেমন সাধারণ লোকে

ভর্তি, এদের দলও তেমন সম্ভ্রান্ত লোকে ভর্তি। তুমি কি মনে কর কাউন্ট-ডি-ক্যাণ্ডো, ভাইকাউন্ট-ডি-মিবণ্ডা, ভাইকাউন্ট-ডি-বোহার্নে, কাউন্ট-ডি-ভেলেন্স, মারকুইস্-ডি-কাস্টিন্, কি ডিউক-ডি-বাইরন্ যে গণতন্ত্রের নেতা, তাতে তারা বড়ো সন্তুষ্ট ?'

'কি খিচুড়িই পাকিয়েছে !'

মনে মনে নিজ নিজ চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিতে করিতে উভয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন। পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ হইল।

'ভালো কথা, সত্যি কি ডেম্পিয়ারে নিহত হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, কাপ্তেন।'

বয়বার্থেলট দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। 'কাউন্ট্-ডি-ডেম্পিয়ারে— এই আমাদের আর-একজন, যিনি ওদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।'

ভিউভিল বলিয়া উঠিলেন, 'হায়, সাধারণতন্ত্র! সামান্য ব্যাপারের কি ভয়ানক পরিণামই না হচ্ছে! ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, মোটে কয়েক লক্ষ টাকার ফাঁকতি পড়াতে এই বিষম রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা।'

বয়বার্থেলট বলিলেন, 'ছোটো ছোটো হাঙ্গামাকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।'

'সবই মন্দের দিকে যাচ্ছে।'

'তা বটে। লা রোয়ার্বি— মৃত; ডিউ ফ্রেজনে— একটি গর্দভ। আর কি চমৎকার নেতা— এই বিশপরা। চাই সৈনিক, চাই ধর্মযাজক; বিশপ— যারা প্রকৃত বিশপ নয়; সেনাপতি— যারা সেনাপতি নামের অযোগ্য!'

বয়বার্থেলটের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া লা ভিউভিল বলিলেন, 'কাপ্তেন, আপনার কেবিনে "মনিটার" কাগজখানা আছে কি ?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আজকাল প্যারিসের থিয়েটারে কি নাটক হচ্ছে ?'

'পলিন এবং দি কেভার্ন্।'

'ইচ্ছা হয়, অভিনয়টা দেখি।'

'তা পারবে। অন্তত এক মাসের মধ্যে আমরা প্যারিসে পৌঁছব। মিঃ উইণ্ডহ্যাম লর্ড হুডকে তাই বলছিলেন।'

'আমাদের অবস্থাটা বোধ হয় তত খারাপ নয়, কাপ্তেন !'

'সবই ভালো হত যদি এই ব্রিটেনীয় যুদ্ধটা ঠিক মতো চালানো যেত।'

লা-ভিউভিল মাথা নাড়িয়া সন্দেহ প্রকাশ করিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কাপ্তেন, সৈন্যদিগকে কি আমরা ডাঙায় নামিয়ে দেব ?'

'হ্যাঁ, যদি দেখি উপকূল আমাদের সপক্ষে ; কিন্তু বিরুদ্ধে হলে, নয়। যুদ্ধের সময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়— কখনো সদর দরজা ভাঙতে হয়, কখনো বা চোরের মতো লুকিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে ঢুকতে হয়। অন্তর্বিপ্লবে সুযোগ পেলেই কৌশল খাটাবার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক— এ যেন সর্বদাই পকেটে গুপ্ত-চাবি নিয়ে ঘোরা। আমরা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তবে আসল কথা হচ্ছে— একজন নেতার মতো নেতা চাই।'

তার পর একটু চিন্তা করিয়া বয়বার্থেলট বলিলেন, 'লা-ভিউভিল, সিভেলিয়র ডি ভিউজিকে কেমন মনে কর ?'

'নেতৃ-পদের জন্যে ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কেবল মুক্ত প্রান্তরে সামনাসামনি যুদ্ধেই অভ্যস্ত। ঝোপঝাড়ের মর্ম চাষারাই বোঝে।'

'তা হলে জেনারেল স্টোফ্লেট্ এবং জেনারেল কেথিলিনোকেই মেনে নিতে হবে।'

লা-ভিউভিল একটু ভাবিয়া বলিল, 'একজন প্রিন্স চাই, ফ্রান্সের প্রিন্স— যাঁর ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে— একজন খাঁটি প্রিন্স।'

'কেন ? প্রিন্স মানে তো—'

'কাপুরুষ। তা আমি জানি। কিন্তু তবু একজন প্রিন্স চাই— গ্রাম্য বোকা লোকগুলোর চোখ ঝলসে দেবার জন্যে— তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যে।'

'কিন্তু আমি বলে রাখছি, প্রিন্সরা আসবে না।'

'তা হলে তাদের ছেড়েই আমরা কাজ চালাব।'

বয়বার্থেলট হাত দিয়া মাথা টিপিতে লাগিলেন, যেন কি একটা বুদ্ধি বাহির করিবেন। সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'ভালো, যে জেনারেল আমরা এখানে

পেয়েছি, তাঁকে দিয়েই দেখা যাক না একবার।'

'তিনি তো অভিজাত সম্প্রদায়ের মস্ত একজন লোক।'

'তাঁকে দিয়ে আমাদেব চলবে মনে কর ?'

'চলবে, যদি তিনি খুব শক্ত লোক হন।'

'অর্থাৎ যদি নির্মম হন।'

কাউন্ট্ এবং সিভেলিয়র একে অন্যের মুখের দিকে চাহিলেন।

'মঁসিয়ে ডি বয়বার্থেলট, আপনি ঠিক শব্দটিই প্রয়োগ করেছেন, নির্মম। আমরা তাই চাই। এই ভীষণ আহবে দয়া কিংবা মায়ার স্থান নেই। রক্ত-পিপাসুদেবই জয় হবে। বাজহন্তারা ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদন কবেছে, আমরা সেই রাজহন্তাদের গায়েব মাংস টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ব। হ্যাঁ, সেনাপতি চাই, নিয়তির মতোই নির্মম, কঠোর— কাকুতি-মিনতিতে যাঁর কেশাগ্রও বিচলিত হবে না। 'এঞ্জু' এবং 'পইটু' অঞ্চলে সর্দাররা একটু উদাব— তারা সদাশযতা দেখায়; ফলে— কাজ কিছুই এগুচ্ছে না। 'মেরে' অঞ্চলেব সর্দারবা নির্মম; সেখানে কাজ হচ্ছে খুবই। চেরেট্ দুর্দান্ত বলেই পেবেনেব সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে— এ হচ্ছে বাঘে বাঘে লড়াই।'

বয়বার্থেলট আর উত্তব দিবার সময় পাইলেন না। একটা নিদারুণ চীৎকারধ্বনি ভিউভিলের কথা থামাইয়া দিল। জাহাজের ভিতরে ভয়ংকর একটা গোলযোগ শ্রুত হইল। কারণ কিছুই বোঝা গেল না।

কাপ্তেন এবং লেফটেনাণ্ট্ দ্রুতগতিতে নীচের ডেকে যাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নামিতে পারিলেন না— গোলন্দাজরা সব ক্ষিপ্তের মতো উপবে ছুটিয়া আসিতেছে। একটা ভীষণ দুর্ঘটনা এইমাত্র ঘটিয়াছে।

৪

সামুদ্রিক দুর্দৈব

চব্বিশ পাউণ্ড ওজনের গোলাবর্ষণকারী একটা কামান বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়াতে আলগা হইয়া পড়িয়াছে।

উন্মুক্ত সাগর-বক্ষে জাহাজ যখন ভরা পালে ছুটিয়াছে, তখন তাহার পক্ষে

এর চেয়ে ভীষণতর দুর্ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না।

ছিন্ন-বন্ধন কামান সহসা অতি-প্রাকৃত পশুর মতো দুর্দমনীয় হইয়া উঠে। যন্ত্র দানবে পরিণত হয়। চক্র-চতুষ্টয়ের উপর স্থাপিত দশ হাজার পাউণ্ড ভারী এই বস্তুপিণ্ড তখন বিলিয়ার্ড বলের মতো দ্রুত আবর্তিত হইতে থাকে। জাহাজের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে ইহা গড়ায়, ধাক্কা দেয়, অগ্রসর হয়, পিছু হটে, থামে, সময় সময় কি জানি ভাবে; আবার চলিতে থাকে; জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তীরবৎ ছোটে, বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে. লম্ফ দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া যায়, বাধা এড়াইয়া চলে, ভাঙে, হত্যা করে, ধ্বংস করে। মানুষের চিরদাস, যেন প্রতিহিংসা-সাধনে উদ্যত। মনে হয়, জড়নিরুদ্ধ দানবীশক্তি সহসা আপনার আবেষ্টন বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে, ভয়ংকর প্রতিশোধ না লইয়া আর শান্ত হইতে পারিতেছে না। এ যেন নীচে ভূমিকম্প, উপরে বজ্র-নির্ঘোষ।

কি প্রচণ্ড এই জড়ের ক্রোধ! এই ক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ড উল্লম্ফনে শার্দূল, গুরুত্বে হস্তী, ক্ষিপ্রতায় মূষিক। কুঠারের মতো অপ্রতিরোধ্য ইহার আঘাত, উত্তাল তরঙ্গের মতো আকস্মিক ইহার আবেগ, বিদ্যুতের মতো দ্রুতচঞ্চল ইহার গতি, এবং চতুষ্পার্শ্বের আর্তনাদের মধ্যে সমাধির মতো ইহা বধির, ভ্রূক্ষেপহীন।

এখন উপায় কি? কেমন করিয়া এই রুদ্র তাণ্ডবের অবসান হইবে? ঝটিকার বিরাম আছে, সাইক্লোন বহিয়া চলিয়া যায়, বাতাস পড়িয়া আসে; ভগ্ন মাস্তলের জায়গায় নূতন মাস্তল স্থাপিত হইতে পাবে; জাহাজের তলদেশে ছিদ্র হইলে বন্ধ করা যায়; অগ্নি নির্বাপিত হয়। কিন্তু ব্রোঞ্জ-নির্মিত এই দুরন্ত পশুকে বুঝি সংযত করা যায় না।

মাংসলোলুপ কুক্কুরও যুক্তি শোনে; ক্রুদ্ধ ষণ্ডকেও স্তম্ভিত করা যায়; ভীষণ ভুজঙ্গও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়; অমিত-পরাক্রম সিংহও পোষ মানে; হিংস্র ব্যাঘ্রকেও ভীত করা অসম্ভব নহে; কিন্তু এমন উপায় নাই যদ্দ্বারা এরূপ স্বেচ্ছাচারী দানবকে আয়ত্ত করা যায়। ইহাকে বধ করা সম্ভব নহে— কারণ ইহা মৃত। অথচ কোন্ অন্ধ তামসিক শক্তির প্রভাবে ইহা যেন অনুপ্রাণিত।

পবন সাগরকে আন্দোলিত করে। সাগরের আন্দোলনে জাহাজের আন্দোলন— তাহা হইতে এই কামানের গতিচাঞ্চল্য। জাহজ, তরঙ্গ, বায়ুবেগ

সকলেই ইহার সহকারী। জাহাজের কোনো পার্শ্বে ইহার আঘাত লাগিলে জাহাজ ভাঙিয়া যাইতে পারে। এই আসন্ন আঘাত হইতে কিরূপে ইহাকে রক্ষা করা যাইবে? কিরূপে এই বিদ্যুৎস্ফুরণকে ধৃত করা যাইবে— এই বজ্রকে নিপাতিত করিতে হইবে? এই পোত-বিধ্বংসী আসুরিক যন্ত্রের খামখেয়ালি নিয়মিত করা— এ যে বিষম সমস্যা।

মুহূর্তমধ্যে নাবিকেরা সকলে সমবেত হইল। প্রধান গোলন্দাজেরই দোষ। সে কামানের বন্ধন-শৃঙ্খলের স্ক্রু ভালো করিয়া আঁটিয়া দেয় নাই। একটা খুব উঁচু ঢেউ জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া আঘাত করিবামাত্র তোপমঞ্চটা পিছনে হটিয়া শিকল ছিঁড়িয়া যায় এবং কামানটার ছুটাছুটি আরম্ভ হয়।

নাবিকেরা কেহ কেহ একাকী, কেহ কেহ বা দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল— আদেশের প্রতীক্ষায়। কামানটা একবার আসিয়া এদের মধ্যে ছুটিয়া পড়িল, আর তৎক্ষণাৎ চারজন লোক নিষ্পেষিত হইয়া গেল; আবার জাহাজের দোলানিতে সম্মুখের দিকে ছুটিল এবং আর-একটি লোককে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অপর একটা কামানের উপর এমন বেগে নিপতিত হইল যে সেটা জাহাজ হইতে পড়িয়া গেল— আর্ত চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল।

উপরের ডেক হইতে কাপ্তেন ও সেকেণ্ড অফিসার তাহাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। নাবিকেরা সকলেই সিঁড়ির দিকে দৌড়িয়া গেল। নিমেষ-মধ্যে নীচের ডেক জনশূন্য হইল। সেই ভীষণ কামানটি তখন ধাবন, কুর্দন ও পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

এই নাবিকগণ হাসিতে হাসিতে সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করে। কিন্তু এখন তাহারা সকলেই নিদারুণ ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। এই সার্বজনীন ভীতি বর্ণনা করা অসম্ভব।

কাপ্তেন বয়বার্থেলট এবং লেফটেনাণ্ট লা-ভিউভিল উভয়েই নির্ভীক বীর। তবু এ দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া সিঁড়ির উপরিভাগে নির্বাক পাণ্ডুর মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হস্তদ্বারা তাঁহাদিগকে সরাইয়া কে একজন সিঁড়ি দিয়া নামিলেন।

তিনি সেই বৃদ্ধ 'আরোহী'— সেই 'কৃষক'— এইমাত্র যাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা হইতেছিল।

সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে আসিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন।

শক্তি ও শৌর্য

প্রলয় দেবতার জীবন্ত রথের মতো কামানটি ডেকের উপর ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছিল। জাহাজের ছাদ হইতে দোদুল্যমান লণ্ঠনের কম্পমান শিখায় ছায়ালোকের একটা ঘূর্ণাবর্ত দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মাইতেছিল। দ্রুতধাবমান কামানের আকৃতি স্পষ্টরূপে নেত্রগোচর হইতেছিল না। কখনো উহাকে কালো দেখাইতেছিল, কখনো বা উহার মসৃণ পৃষ্ঠের উপর হইতে প্রতিফলিত দীপ্তি অন্ধকারে ভৌতিকালোকবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

ধ্বংসকার্যের বিরাম ছিল না। ইতিমধ্যে আরো চারিটি তোপ বিচূর্ণ হইয়াছে। জাহাজের পার্শ্বদেশ দুই জায়গায় ফাটিয়া গিয়াছে— সৌভাগ্যক্রমে তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ঊর্ধ্বে। কিন্তু উচ্চ তরঙ্গ আসিয়া পড়িলে সেই ফাটল দিয়া জাহাজের মধ্যে জল ঢুকিবে। ছাদ স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ পাঁচটির উপর দিয়া তোপমঞ্চ-চক্রের বারংবার আবর্তনে সেগুলি পিষ্ট, কর্তিত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। জাহাজের প্রতি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে রক্তস্রোত বিসর্পিত গতিতে তক্তার উপর দিয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতেছিল। সমগ্র জাহাজ আর্ত কোলাহলে পূর্ণ।

কাপ্তেন অচিরেই সুস্থির হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে নাবিকেরা গদি, পাল, কাছি, বস্তা প্রভৃতি যাহা-কিছুতে কামানটার উন্মাদ-নর্তনের বাধা জন্মাইতে কিংবা উহার বেগকে মন্দীভূত করিতে পারে— তাহাই ডেকের উপর ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোনোই ফল হইল না। নীচে নামিয়া এগুলিকে যথাযথরূপে বিন্যস্ত করিয়া দিতে কাহারো সাহসে কুলাইল না। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে এসব আবর্জনা-স্তূপে পরিণত হইল।

এই আকস্মিক বিপৎপাতের ষোলোকলা পূর্ণ করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সমুদ্রের চাঞ্চল্য তখন ততটুকুই ছিল। বরং সেই সময়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেলে ভালো হইত; হয়তো তাহাতে কামানটা উলটাইয়া পড়িত এবং তখন সেটাকে আয়ত্ত করা সহজ হইত। কিন্তু তাহা হইল না। ভাঙাচোরা চলিতে লাগিল। কামানের ধাক্কা লাগিয়া জাহাজের প্রধান মাস্তুলটা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইল; ত্রিশটা তোপের মধ্যে দশটা ভাঙিয়া অকর্মণ্য হইল, জাহাজের পার্শ্বদেশের

ফাটল বাড়িয়া চলিল— করভেটের ভিতর জল উঠিতে লাগিল।

সেই বৃদ্ধ আরোহী নীচের ডেকের সিঁড়ির পাদমূলে প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর দৃষ্টিতে এই সংহারলীলা অবলোকন করিতেছিলেন। আর একপদ অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়।

ছিন্ন-শৃঙ্খল কামানের প্রতি উল্লম্ফনেই মনে হইতেছিল যে পোতটি বুঝি এবার বিনষ্ট হইবে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ-ডুবি অনিবার্য।

তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিকার করিতে না পারিলে তাহাদের আর রক্ষা নাই। ভাবিবার সময় নাই। কি করা না-করা এক্ষণই স্থির কবিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে?

বয়বার্থেলট ভিউভিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সিভেলিয়র, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?'

লা-ভিউভিল উত্তর দিল, 'হ্যাঁ— না— কখনো কখনো।'

'ঝড়ের সময়?'

'হ্যাঁ, আর এমনি সময়ে।'

'একমাত্র ঈশ্বর আমাদিগকে এ যাত্রা রক্ষা করিতে পাবেন।'

সকলেই চুপচাপ। কামানের ভীষণ দাপাদাপি চলিতেছে।

বাহিরে সমুদ্রতরঙ্গ জাহাজে প্রতিহত হইতেছে, ভিতবে কামানের আঘাত· এ যেন তুইটি হাতুড়ি পরস্পর ঘা দিতেছে।

সহসা সেই দুষ্প্রবেশ্য গণ্ডির ভিতর— যেথানে ক্ষিপ্ত কামানের ধাবন কুর্দন চলিতেছে— সেখানে লৌহদণ্ড-হস্তে একজন লোকের আবির্ভাব হইল। সে হইল এই বিপৎপাতের মূলীভূত কারণ— প্রধান গোলন্দাজ, যাহার অমার্জনীয় ক্রটিতে এই দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। সে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়। দক্ষিণ হস্তে লৌহদণ্ড ও বাম হস্তে রজ্জুর ফাঁস লইয়া সে ডেকের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর এক অদৃষ্টপূর্ব সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কামানে ও গোলন্দাজে, জড়ে ও প্রজ্ঞায়, অচেতনে ও মানবে— দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

সে রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে শান্ত অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল কামানটা কখন তাহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইবে।

গোলন্দাজ তাহার কামানটিকে বিলক্ষণ চিনিত। তাহার মনে হইল

উহাও তাহার প্রভুকে চিনিতে পারিবে। বহুকাল তাহারা একত্র বাস করিয়াছে। কতবার সে তাহার করাল ব্যাদানের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। অসুর হইলেও এ তো তাহার পোষা। লোকে পালিত কুকুরের সঙ্গে যেরূপ করিয়া কথা বলে, সেইরূপে সে কামানটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'এসো না ?'— হয়তো সে কামানটিকে ভালোবাসে।

কামানটা এই সম্বোধনে তাহার দিকে ফিরিবে— ইহাই যেন সে আশা করিতেছিল।

কিন্তু তাহার দিকে আসা মানে তো তাহার উপর লাফাইয়া পড়া— আর তাহা হইলেই তাহার নিশ্চিত মৃত্যু। এই বিনাশ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা হয়— ইহাই প্রশ্ন। সকলে মৌন আতঙ্কে তাকাইয়া রহিল।

বোধ হয় কেবল সেই বৃদ্ধ ভিন্ন আর কাহারো শ্বাস-প্রশ্বাস সহজে বহিতেছিল না। বৃদ্ধ সেই প্রতিদ্বন্দ্বী-যুগলের মধ্যে কঠোরমূর্তি সহকারীবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। যে-কোনো মুহূর্তে তিনি কামানের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি নড়িলেন না।

নীচে অন্ধ জলোচ্ছ্বাস এই যুদ্ধের গতি নিয়মিত করিতেছিল।

গোলন্দাজ যেমন অগ্রসর হইয়া কামানটাকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিল, অমনি— বোধ হয় সমুদ্র-তরঙ্গের কোনো আকস্মিক বেগ পরিবর্তনবশত— কামানটা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল— যেন ভয়ে অভিভূত হইয়াছে।

'চলে এসো, থামলে কেন ?' লোকটি বলিল। বোধ হইল কামানটা যেন কান পাতিয়া শুনিতেছে।

সহসা ওটা তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। গোলন্দাজ সরিয়া আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিল।

লড়াই আরম্ভ হইল— দুর্বলে ও দুর্ধর্ষে, রক্তমাংসের শরীরে এবং ব্রোঞ্জনির্মিত দানবে—অশ্রুতপূর্ব লড়াই। একদিকে অন্ধ জড়শক্তি, অপর দিকে আত্মা।

স্তিমিত আলোকে ব্যাপারটা যেন একটা অলৌকিক কাণ্ডের অস্পষ্ট আভাসের মতো দেখাইতেছিল।

এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে যে-কেহ বলিত, কামানটারও আত্মা আছে,

আর সেই আত্মা ক্রোধ ও জিঘাংসায় পরিপূর্ণ। এই অন্ধ জড়শক্তিরও যেন চক্ষু আছে— এ যেন মানুষটাকে বেশ করিয়া লক্ষ করিতেছিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এ-ও কৌশল প্রয়োগ করিতে পারে, এরূপ মনে হইতেছিল। এ যেন আসুরিক ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত একটা বৃহৎ ধাতুময় পতঙ্গ। সময় সময় এই অতিকায় পতঙ্গ জাহাজের নিচু ছাদে আঘাত করিয়া আবার তাহার চাকা চারিটির উপর পড়িয়া যাইতেছিল— যেমন করিয়া ব্যাঘ্র তাহার থাবা চারিটির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে— এবং পুনরায় সেই লোকটাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিতেছিল। লঘুগতি, ক্ষিপ্র, সতর্ক গোলন্দাজ কামানের এই বিদ্যুৎচঞ্চল গতাগতি হইতে সর্পের মতো অবলীলাক্রমে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যে সব আঘাত সে এড়াইয়া চলিতেছিল, সেগুলি জাহাজের উপরই পড়িয়া জাহাজটাকে ক্রমশই জীর্ণদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল।

ছিন্ন শৃঙ্খলটার একপ্রান্ত তোপমঞ্চে আটকানো ছিল। অন্য প্রান্তটি আলগা ছিল, আর কামানের দাপাদাপিতে ঘূর্ণায়মান হইয়া পিশাচহস্তধৃত চাবুকের মতো চারি দিকে আঘাত করিতেছিল। ইহাতে ব্যাপারটা আরো জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবুও লোকটি যুঝিতে লাগিল। কখনো কখনো সেও কামানটাকে আক্রমণ করিতেছিল। লৌহদণ্ড ও রজ্জু -হস্তে সে সময় সময় আস্তে আস্তে কামানটার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়ায়, আর কামানটা যেন ফাঁদ দেখিতে পাইয়া পলাইয়া যায়। নির্ভয়ে. কিছুমাত্র না দমিয়া লোকটা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল।

এইরকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেশিক্ষণ চলিতে পারে না। কামানটা যেন সহসা মনে মনে বলিল, 'না, এর শেষ হওয়া আবশ্যক।' একটু থামিল। পরিণাম আসন্ন হইতেছে বোঝা গেল। মনে মনে যেন কি একটা মতলব ঠাওরাইয়া কামানটা হঠাৎ গোলন্দাজের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেও লম্ফ দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, 'আবার দেখ না?' তখন কামানটা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া পিছু হটিয়া শিকলের টানে আবার সম্মুখ দিকে লোকটার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল, সে আবার সরিয়া দাঁড়াইল।

এই আঘাতে আরো তিনটা তোপ ভগ্ন হইল। কামানটা যেন অন্ধ হইয়া

কোনো-কিছুর প্রতি লক্ষ না করিয়া গোলন্দাজের দিকে পিছন ফিরিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এখানে-ওখানে তক্তা ভাঙিতে লাগিল। গোলন্দাজ সোপানের পাদমূলে, বৃদ্ধ হইতে কয়েক হাত দূরে আশ্রয় লইল এবং হাতের লৌহদণ্ডটা ডেকের উপর নামাইয়া একটু দম নিতে চেষ্টা করিল। কামানটা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় দ্রুতগতিতে পিছু হটিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে গোলন্দাজ বুঝি নিষ্পেষিত হইয়া যায়। নাবিকগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ আরোহী এতক্ষণ পর্যন্ত অচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইবার নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও কামান হইতেও দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইলেন এবং এক বস্তা কাগজ উঠাইয়া অতি সুকৌশলে তাহা তোপমঞ্চ-চক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সংকট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

এই কাগজের বস্তায় কামানের গতি নিবৃত্ত হইল। ক্ষুদ্র একটি নুড়ি একটা সুবৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের গতি থামাইয়া দিতে পারে, সামান্য বৃক্ষশাখায় তুষার-শৈলের গতি নিবৃত্ত হয়। কামানটা থামিল, সেই সুযোগে গোলন্দাজ তাহার লৌহদণ্ড চাকার ভিতর ঢুকাইয়া দিল এবং চাড়া দিয়া কামানটাকে উলটাইয়া ফেলিল। তার পর সেই ভূপতিত ব্রোঞ্জ-দানবের গলায় ফাঁস আটকাইয়া দিল। বিপদের অবসান হইল। মানুষই জয়ী হইল, পিপীলিকা হস্তীকে পরাভূত করিল, বামন বজ্রকে বন্দী করিল।

নাবিক এবং নৌসৈন্যেরা প্রশংসাসূচক করতালি ধ্বনি করিল। তাহারা রজ্জু ও শৃঙ্খল দ্বারা কামানটাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল।

গোলন্দাজ বৃদ্ধ আরোহীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র্, আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।'

বৃদ্ধ পুনরায় গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

৬

তুলাদণ্ডের দুই দিক

মানুষেরই জয় হইল। কিন্তু কামানটারও জয় হইয়াছে বলা যায়। আসন্ন জাহাজ-ডুবি নিবারিত হইল বটে, কিন্তু করভেটটি রক্ষা পাইল বলা যায় না।

উহা এরূপভাবে ভাঙিয়াছে যে মেরামত অসম্ভব। ত্রিশটি কামানের মধ্যে বিশটি অকর্মণ্য হইয়াছে।

জাহাজের খোলে ছিদ্র হইয়া জল উঠিতেছিল। অবিলম্বে তাহা বন্ধ করিয়া জল-নিষ্কাশনের উপায় করিতে হইবে।

শত্রুপক্ষের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন আবশ্যক। কিন্তু উপস্থিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা তদপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয়। সুতরাং ডেকের উপর স্থানে স্থানে লণ্ঠন জ্বালিতে হইল।

এতক্ষণ এই জীবন-মরণের সমস্যা লইয়া নাবিকেরা এরূপ তন্ময় ছিল যে বাহিরে কি হইতেছে কেহই লক্ষ করে নাই। কুয়াশা আরো গাঢ় হইয়াছে। বাতাসের গতি-পরিবর্তন হইয়াছে; বায়ুবেগ করভেটটিকে তাহার উদ্দিষ্ট পথ হইতে সরাইয়া জার্সি এবং গার্নসি দ্বীপের সম্মুখে লইয়া আসিয়াছে। চারি দিকে ক্ষুব্ধ বারিধির ভীম গর্জন। বড়ো বড়ো ঢেউ আসিয়া করভেটের ক্ষতমুখে চুম্বন করিতেছিল— এই চুম্বনে মহাবিপদ। জাহাজের আন্দোলন ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইল। ভীষণ ঝটিকার সূচনা। সামান্য দূরেও আর কিছু দেখা যায় না।

নাবিকেরা যথাসম্ভব জাহাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। বৃদ্ধ আরোহী উপরের ডেকে উঠিয়া গিয়া প্রধান মাস্তুলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে সিভেলিয়র লা-ভিউভিল নৌসৈন্যদিগকে মাস্তুলের দুইপাশে সার দিয়া দাঁড় করাইলেন। সর্দার-খালাসীর বাঁশি শুনিয়া মেরামতকার্যে নিযুক্ত নাবিকেরা যে যেখানে ছিল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কাউণ্ট ডি বয়বার্থেলট বৃদ্ধের নিকট আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে উস্কোখুস্কো চেহারা, আলুথালু বেশ একটা লোক হাঁপাইতেছিল। তবু মোটের উপর লোকটার চেহারায় একটা আত্মপ্রসাদের ভাব। এ সেই গোলন্দাজ যে এইমাত্র মত্ত কামানটাকে দমন করিয়াছে।

কৃষক পরিচ্ছদ-পরিহিত অপরিচিতকে মিলিটারি ধরনে অভিবাদন করিয়া কাউণ্ট বলিলেন, 'জেনারেল, এই সেই লোক।'

গোলন্দাজ সৈনিকদের মধ্যে দাঁড়াইল— দেহ উন্নত ঋজু, দৃষ্টি অবনমিত।

কাউণ্ট ডি বয়বার্থেলট বলিতে লাগিলেন, 'জেনারেল, এই লোকটা যাহা

করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনার কি মনে হয় না যে, এ সম্বন্ধে তাহার কমাণ্ডারদিগের কিছু কর্তব্য আছে ?'

'আমার তো মনে হয়, আছে'— বৃদ্ধ উত্তর করিলেন।

বয়বার্থেলট প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'অনুগ্রহ করে আদেশ দিন।'

'আদেশ তো আপনি দেবেন— আপনি কাপ্তেন।'

'কিন্তু আপনি হচ্ছেন, জেনারেল।'

বৃদ্ধ তখন গোলন্দাজের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, 'এদিকে এসো।'

গোলন্দাজ একপদ অগ্রসর হইল। বৃদ্ধ বয়বার্থেলটের দিকে ফিরিয়া তাহার ইউনিফর্ম হইতে 'সেণ্ট্ লুইয়ের ক্রুশ' পদকটি খুলিয়া গোলন্দাজের কোটের উপর আটকাইয়া দিলেন।

নাবিকেরা আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হুর্‌রে !'

নৌসৈন্যেরা বন্দুক তুলিয়া অভিবাদন করিল।

হতবুদ্ধি গোলন্দাজের দিকে তর্জনী সংকেত করিয়া বৃদ্ধ আরোহী বলিলেন, 'এখন ঐ লোকটাকে গুলি করিয়া মারো।'

উল্লাসধ্বনির পরক্ষণেই দারুণ বিস্ময়ের স্তব্ধতা।

তখন সমাধিভূমির মতোই সেই নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, 'একটা ত্রুটি এই জাহাজকে বিপদাপন্ন করিয়াছে। হয়তো তাহা রক্ষার আর আশা নাই। মুক্ত সমুদ্রে পড়া, আর শত্রুর সম্মুখীন হওয়া একই কথা। শত্রুর সম্মুখে আসিয়া কোনো অপরাধ করিলে— মৃত্যুই তাহার একমাত্র সাজা। কোনো অপরাধেরই ক্ষতিপূরণ হয় না। সাহসের জন্য পুরস্কার, আর ত্রুটির জন্য দণ্ডবিধান উভয়ই কর্তব্য।'

ওক বৃক্ষের উপর যেমন করিয়া কুঠারাঘাত হইতে থাকে, এই কথাগুলিও তেমনি ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে একটির পর আর-একটি করিয়া ভৈরব নির্ঘোষে ধ্বনিত হইল।

বৃদ্ধ সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের কর্তব্য সম্পাদন কর।'

গোলন্দাজ মস্তক অবনত করিল— তাহার বক্ষে সেণ্ট্ লুইয়ের ক্রুশ তখন ঝিকমিক করিতেছিল।

কাউন্টের ইঙ্গিতে দুইজন নাবিক একটা আচ্ছাদনবস্ত্র লইয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের পাদরীও আসিলেন। একজন সার্জেন্ট বারোজন নৌসৈন্যকে প্রতি লাইনে ছয় জন করিয়া দুই লাইনে পৃথকভাবে স্থাপন করিলেন। একটিও কথা না বলিয়া গোলন্দাজ এই দুই সারির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। পাদরী ক্রুশ হাতে করিয়া তাহার সমীপবর্তী হইলেন।

সার্জেন্ট বলিলেন, 'অগ্রসর হও।'

সৈন্যগণ ধীরপদবিক্ষেপে জাহাজের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। আস্তরণ-বাহী নাবিকদ্বয় অনুবর্তী হইল।

করভেটটি মৌনবিষাদে আচ্ছন্ন। দূরে ঝটিকা বিলাপ করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে অগ্নি-ঝলক দেখা গেল। পরক্ষণেই বন্দুকের আওয়াজ সেই অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তার পর সব চুপচাপ।

সমুদ্রে একটা ভারী জিনিসের পতনধ্বনি শোনা গেল।

বৃদ্ধ আরোহী মাস্তুলদণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া যুক্তকরে নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন।

বাম হস্তের তর্জনী দিয়া তাহাকে দেখাইয়া বয়বার্থেলট লা-ভিউভিলকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'ভেণ্ডি তাহার নেতা পাইয়াছে।'

উভয় সংকট

কিন্তু করভেটটির কি হইবে?

ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সমুদ্র যেন একটা বিশাল কালো আস্তরণে আচ্ছাদিত। কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এমন অবস্থা সর্বদাই বিপজ্জনক—অক্ষত জলযানের পক্ষেও।

কুয়াশার সহিত উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া যোগ দিল। জাহাজকে যথাসম্ভব হালকা করা হইয়াছে। ভগ্ন তোপ ও তোপমঞ্চ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ ও লৌহদণ্ড সকল. মৃতদেহগুলি— যাহা-কিছু অনাবশ্যক সবই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ক্রমে সমুদ্র উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ঝটিকা যে আসন্ন তাহা

নহে। বরং দিগন্তের পবস্বনন মন্দীভূত হইতেছে, এমন বোধ হইল। ঝাপটা বাতাস উত্তর দিকে সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উত্তুঙ্গ তরঙ্গপ্রবাহ সাগরের গভীরতম প্রদেশের আলোড়ন সূচিত করিতেছিল। ভগ্ন করভেটটির পক্ষে এরূপ উত্তাল তরঙ্গ মারাত্মক।

গেকয়ল হালে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। সমুদ্র তরঙ্গের উপর আধিপত্য করিয়া যাহারা বেড়ায় তাহারা সাহসের সহিত মন্দভাগ্যের সম্মুখীন হইতে অভ্যস্ত।

মহাবিপদের মধ্যেও যাহারা স্থির থাকিতে পারে, লা-ভিউভিল সেই রকমের লোক। গেকয়লকে সম্বোধন করিয়া লা-ভিউভিল বলিল, 'দেখছ পাইলট, ঘূর্ণীবাত্যার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে; ওর হাঁচির চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। আমরা এ থেকে পার পেয়ে যাব। বাতাস উঠবে, এই মাত্র।'

গেকয়ল গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, 'যেখানে বাত্যা সেখানেই তরঙ্গ-ভঙ্গ।'

নাবিকেরা হাসেও না, বিষণ্ণও হয় না। পাইলট যাহা বলিল তাহাতে উদ্‌বিগ্ন হইবার কথা। সচ্ছিদ্র জাহাজের পক্ষে উত্তাল সমুদ্রে পড়ার মানেই জাহাজে জল উঠা। গেকয়লের কুঞ্চিত ভ্রূ তাহার ভবিষ্যদ্‌বাণীর উপর আরো জোর দিল। কামান এবং গোলন্দাজ -ঘটিত বিপদের পরক্ষণেই এরূপ বিদ্রূপাত্মক কথা বলা লা-ভিউভিলের পক্ষে বোধ হয় ঠিক হয় নাই। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সমুদ্রে মন্দ ভাগ্য আনয়ন করে। মহাসাগর সর্বদাই রহস্যপূর্ণ, কখন কি করিবে ঠিক বলা যায় না। সর্বদাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

লা-ভিউভিল দেখিল, তাহার গম্ভীর হওয়া আবশ্যক। জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা এখন কোথায়, পাইলট ?'

পাইলট জবাব দিল, 'আমরা এখন ভগবানের হাতে।'

পাইলটের অনেকটা প্রভুত্ব। তাহাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে দিতে হইবে, এবং অনেক সময় তাহার যেমন খুশি কথা বলিলে মানিয়া নিতে হইবে। সাধারণত এই শ্রেণীর লোকেরা খুব কমই কথা বলিয়া থাকে।

লা-ভিউভিল সরিয়া গেল। সে পাইলটকে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, আকাশ তাহার উত্তর দিল। সহসা সমুদ্র পরিষ্কার হইয়া গেল। কুয়াশার আবরণ বিদীর্ণ হইয়া দিগন্ত-প্রসারিত কালো কালো ঢেউগুলির আবছায়া দৃষ্টিগোচর হইল।

আকাশ যেন একটা মেঘের ঢাকনায় আচ্ছাদিত। তবে মেঘগুলি আর সলিল স্পর্শ করিতেছিল না। পূর্ব দিক্‌প্রান্তে একটু শুভ্র আভা— ইহা উষার আলো ; পশ্চিম দিকে তদনুরূপ একটু পাণ্ডুরতা— তাহা অস্তগামী চন্দ্রের শেষ রশ্মিবিভাস। ভীমগম্ভীর বারিধি, ঘনকৃষ্ণ আকাশ— এই দুইয়ের মধ্যে দিক্‌চক্রবালের দুই প্রান্তে ক্ষীণ পাণ্ডুর ভৌতিক আলোকচ্ছটা। সেই কিরণ-রেখার মাঝে মাঝে কালো কালো কি যেন অচলভাবে খাড়া হইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিম দিকে চন্দ্রালোকিত আকাশের গায়ে তিনটি উচ্চ পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব দিকে ভোরের অস্পষ্টালোকে আটটি জাহাজ সমব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে দেখা গেল।

পাহাড় তিনটি মগ্নশৈল, জাহাজ আটটি নৌবাহিনীর অংশ।

করভেটের পশ্চাতে বিপদসংকুল শৈলমালা, সম্মুখে ফরাসী ক্রুজার। পশ্চিমে অতলস্পর্শ গহ্বর, পূর্বে হত্যাকাণ্ড। হয় জাহাজডুবি, নয় যুদ্ধ।

অবস্থা নিতান্তই সংকটাপন্ন। ছিন্নশৃঙ্খল কামান লইয়া যুঝাযুঝির সময় অলক্ষিতে জাহাজ গন্তব্যপথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। সেণ্টমালোর দিকে না যাইয়া জাহাজ বরং গ্রেন্‌ভিলের দিকে চলিতেছিল। ভগ্ন হাল দিয়া তাহার গতি এখন আর নিয়মিত করা যাইতেছে না। বাতাস ও সমুদ্রতরঙ্গ উহাকে পাহাড়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। উপরে ঝাপটা বাতাস, নীচে উবড়োখুবড়ো মগ্নশৈল— সুতরাং সমুদ্র বড়োই তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ।

সাগর তাহার মনের কথা কখনোই স্পষ্ট করিয়া বলে না। সবই গোপন রাখে— এমন-কি, তাহার চালাকিও। মনে হয় সাগর যেন পূর্ব হইতেই প্ল্যান ঠিক করিয়া কাজ করে। উহা এক-একবার অগ্রসর হয়, আবার পিছাইয়া যায় ; একবার একরকম মতলব করে, আবার তাহা বদলায়। সমুদ্রের রকম দেখিয়া মনে হয় যেন ঝড় আসিবে, আবার সেই মতলব ছাড়িয়া দেয়। ভাব দেখায় যেন উত্তর দিকে আক্রমণ করিবে, অথচ আক্রমণ করে দক্ষিণ দিকে।

সারারাত করভেট 'ক্লে-মোর' কুয়াশা ও ঝটিকার আতঙ্কে কাটাইয়াছে। ঝড় হইল না, কিন্তু দেখা দিল মগ্নশৈল। পোত ধ্বংস অনিবার্য— তবে অন্য আকারে।

পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া ধ্বংস হওয়ার বিপদের সহিত আবার শত্রুর আক্রমণ যোগ দিল।

লা-ভিউভিল তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্ফূর্তির সহিত বলিয়া উঠিল, 'এখানে জাহাজডুবি, ওখানে যুদ্ধ— একেবারে পোয়াবারো।'

কাপ্তেন টেলিস্কোপ হাতে লইয়া জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে পাইলটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পশ্চিমের শৈলমালা ও পূর্বের জাহাজগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পাইলটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই জাহাজগুলো চেন?'

গেকয়ল উত্তর করিল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

'এগুলো কি?'

'নৌবাহিনীর অংশ।'

'ফ্রান্সের?'

'শয়তানের।'

খানিকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর কাপ্তেন পাইলটের হাতে টেলিস্কোপটি দিয়া বলিলেন, 'তুমি এই জাহাজগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? এদের নাম বলতে পার?'

পাইলট ইহাদের নাম বলিয়া যাইতে লাগিল এবং কোন্ জাহাজে কতগুলি কামান থাকে তাহার উল্লেখ করিতে লাগিল।

কাপ্তেন পকেট হইতে নোটবুক ও পেনসিল বাহির করিয়া টুকিতে লাগিলেন। ঠিক দিলে দেখা গেল আটটি জাহাজে মোট ৩৮০টি তোপ রহিয়াছে।

এই সময়ে লা-ভিউভিল তথায় উপস্থিত হইল।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাদের যুদ্ধোপযোগী কয়টি কামান এখন আছে?'

'নয়টি।'

'বেশ', কাপ্তেন বলিয়া উঠিলেন।

তার পর পাইলটের হাত হইতে পুনরায় টেলিস্কোপটি লইয়া দিকচক্রবালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

রণতরী আটটি নিঃশব্দ, নিশ্চল— কিন্তু ক্রমশ যেন বৃহত্তর হইতেছিল। তাহারা ধীরে ধীরে অর্ধ-বৃত্তাকারে অগ্রসর হইতেছে। 'ক্লে-মোর' এই ব্যূহবেষ্টনের মধ্যে— একদল শিকারী কুকুর যেন বন্য বরাহকে ঘিরিয়াছে।

কাপ্তেন নিম্নস্বরে তাঁহার আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। নীরবে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বীয়-স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইল। মুমূর্ষুর কক্ষে যেমন করিয়া আবশ্যকীয় কার্য-সকল অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি মৌনসত্বরতার সহিত সমুদয় বন্দোবস্ত করা হইল। নয়টি কামানেরই মুখ জাহাজগুলির অভিমুখে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। গোলন্দাজগণ তাহাদের কামানের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

চারি দিকে বিরাট স্তব্ধতা। প্রতিকূল বায়ুর ফোঁসফোঁস শব্দ ভিন্ন আর সব চুপচাপ— নিঝুম। এক-একবার মনে হইতেছিল ইহা হয়তো ঘুমন্ত সমুদ্রের একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

৮

পলায়ন

বৃদ্ধ আরোহী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সব পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বয়বার্থেলট তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'মন্‌সেইনিয়র, আমাদের বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়েছে। সমাধির গহ্বরাভিমুখে আমরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়ব না। হয় রণতরী, নয় ঐ শৈলমালা আমাদের আটকাবে— তৃতীয় পন্থা দেখা যায় না। অবশ্য এক উপায় আছে— প্রাণ বিসর্জন। ডুবে মরার চেয়ে গোলাগুলিতে প্রাণ দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মরণ-ব্যাপারে জলের চেয়ে অগ্নিই আমি বেশি পছন্দ করি। কিন্তু প্রাণ দেওয়া হচ্ছে আমাদের কাজ— আপনার নয়। মহৎ কার্যের জন্য আপনি রাজগণ-কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন— ভেণ্ডির সমরে নেতৃত্ব আপনাকে করতে হবে। আপনার বিনাশ মানে রাজতন্ত্রের বিনাশ। সুতরাং আপনাকে বাঁচতেই হবে। আমাদের আত্মমর্যাদা আমাদিগকে এখানেই থাকতে বলছে; আপনার আত্মমর্যাদা আপনাকে যেতে বলছে। জেনারেল, আপনাকে এই জাহাজ ছাড়তে হবে। একটা ডিঙি ও একজন লোক দিচ্ছি, কূলে পৌঁছানো

একেবারে অসম্ভব হবে না। এখনো ভোর হয় নি, সমুদ্র অন্ধকার, ঢেউ উঁচু, পালাতে পারবেন। কোনো সময় পলায়নই বিজয়লাভের সোপান।'

বৃদ্ধ তাঁহার শুভ্রশির ঈষৎ অবনমিত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কাউণ্ট ডি বয়বার্থেলট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'সৈনিক ও নাবিকগণ!'

সকলেই কাপ্তেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

কাপ্তেন বলিলেন, 'আমাদের এই সঙ্গী রাজার প্রতিনিধি। তাঁর ভার আমাদের উপর সমর্পণ করা হয়েছে। তাঁকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। ফ্রান্সের রক্ষার জন্যে তাঁর বেঁচে থাকা প্রয়োজন। রাজবংশীয় লোকের অভাবে তাঁকে ভেণ্ডিতে নেতৃত্ব করতে হবে। তিনি একজন মস্ত সেনাপতি। কথা ছিল, তিনি আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করবেন। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁকে একাকীই নামতে হবে। নেতাকে বাঁচাতে পারলে সবই বাঁচল।'

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'তাই ঠিক, তাই ঠিক।'

কাপ্তেন বলিতে লাগিলেন, 'তিনিও বিপদে ঝাঁপ দিচ্ছেন, কূলে পৌঁছানো সহজ নয়। ক্ষুব্ধ সমুদ্রে বানচাল না হয় তজ্জন্য নৌকাখানা বড়ো হওয়া আবশ্যক। আবার ক্রুজারগুলোর দৃষ্টি এড়াতে হলে নৌকা ছোটো হওয়া চাই। কূলের কোনো নিরাপদ জায়গা দেখে নৌকা চালাতে হবে। এমন একজন মাঝি চাই যার ব্যায়ামস্থপুষ্ট হস্ত কষে দাঁড় টানতে মজবুত, যে সন্তরণপটু, যে এই উপকূলের লোক এবং সমুদ্রপথ চেনে। এখনো রাত আছে, আর আমরা ধোঁয়াও ছাড়ব— ডিঙি করভেট ছেড়ে অলক্ষিতে ভেসে পড়তে পারবে। ছোটো নৌকা অগভীর জলেও চলে যাবে। বাঘ জালে আটকালেও কাঠ-বিড়ালি ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আমাদের বেরোবার উপায় নেই, কিন্তু ডিঙি বেরোতে পারবে। শত্রুর জাহাজ দেখতে পাবে না। আর আমরাও শত্রুকে আমোদ দেবার বন্দোবস্ত করছি। তোমাদেরও এই মত কি না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' নাবিকগণ বলিল।

কাপ্তেন বলিলেন, 'আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবার সময় নেই। কেউ প্রস্তুত আছ কি?'

অন্ধকারে নাবিকদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, 'আমি প্রস্তুত।'

পলাইতে পারিল কি ?

কয়েক মিনিট পরে একটি ছোটো নৌকা (যাহাকে 'জিগ্' বলে) করভেট হইতে ছাড়িয়া গেল। নৌকায় দুইটি লোক— হালের দিকে সেই বৃদ্ধ, আর গলুইয়ের দিকে সেই স্বেচ্ছাব্রতী নাবিক। কাপ্তেনের আদেশানুসারে নাবিক পূর্ণ উদ্যমে মিনকুইয়ার শৈলমালার দিকে দাঁড় টানিয়া যাইতেছিল।

এক থলে বিস্কুট, খানিকটা ঝল্সানো মাংস আর এক পিপে জল— আহার্য ও পানীয়ের বন্দোবস্ত এই পর্যন্ত।

নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও রঙ্গপ্রিয় লা-ভিউভিলের ব্যঙ্গস্পৃহা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। করভেটের পশ্চাৎ দিকে ঝুঁকিয়া সে বলিয়া উঠিল, 'জিগটি পলায়নের পক্ষে বেশ উপযোগী, আর মরবার পক্ষে তো চমৎকার।'

পাইলট না বলিয়া থাকিতে পারিল না, 'মশায়, হাস্যটা আমাদের না করাই ভালো।'

অনুকূল পবন আর বারিবেগে ডিঙি শীঘ্রই অনেকদূর চলিয়া গেল। উষার অস্পষ্টালোকে উচ্চ তরঙ্গের আড়ালে আড়ালে নৌকাখানি মোচার খোলার মতো দুলিতে দুলিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমুদ্র ভীম-গম্ভীর— যেন কি ভীষণ পরিণামের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সহসা সাগরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বয়বার্থেলটের উচ্চ কণ্ঠস্বর উত্থিত হইল, 'রাজকীয় নৌবিভাগের সৈন্যগণ, প্রধান মাস্তুলের উপর সাদা নিশান উড়াইয়া দাও। আজ আমাদের শেষ সূর্যোদয় দর্শন।'

সেই মুহূর্তে করভেট হইতে তোপ গর্জিয়া উঠিল।

নাবিকগণ চীৎকার করিল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন।'

দিগন্তের সলিল-সীমা হইতে সুদূর মেঘ-গর্জনবৎ প্রতিধ্বনি হইল, 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক।'

তাহার পর শতবজ্রনির্ঘোষতুল্য মহাশব্দে সাগরতল নিনাদিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অগ্নি ও ধূমে সাগরবক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গোলা পতনে ক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গের শীর্ষদেশ ফেনপুঞ্জে শুভ্র হইয়া উঠিল। সমুদ্রের মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইতেছে। সেই আগুনের ঝলকের ভিতর দিয়া তাহার জাহাজগুলি ছায়ামূর্তির মতো ক্ষণে পরিদৃশ্যমান, ক্ষণে অদৃশ্য হইতেছিল।

সম্মুখে রক্তিম পৃষ্ঠপটের উপর অঙ্কিত কালো কঙ্কাল-মূর্তির মতো করভেটটি। তাহার উচ্চ মাস্তুলের উপর রাজচিহ্ন-অঙ্কিত শ্বেতপতাকা বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে।

নৌকায় উপবিষ্ট লোক দুইটি নীরব। নাবিক দক্ষতার সহিত সংকীর্ণ প্রণালী অতিক্রম করিয়া ডিঙিটি মিন্‌কুইয়ার শৈলমালার পশ্চাৎ দিকে লইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধস্থল হইতে তখন তাহারা অনেক দূরে।

আকাশপ্রান্তের শোণিত-রাঙা দীপ্তি ও কামান-গর্জনের শব্দ সেখানে ক্ষীণ।

ক্রমে সমুদ্রবক্ষ হইতে অন্ধকার অপসারিত হইল। ফেনপুঞ্জ চিকচিক করিতে লাগিল। প্রভাতের অরুণলেখা তরঙ্গশীর্ষ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিল।

ডিঙি এখন যেখানে সেখানে শত্রুর ভয় আর নাই বটে, কিন্তু নৌকাডুবির আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে। উদ্‌বেলিত বারিধিবক্ষে ডিঙিটি ডিমের খোলার মতো ভাসিতেছে— পাল নাই, মাস্তুল নাই, কম্পাস নাই। শুধু দাঁড়ের ভরসা। একটি অণুর জীবন-কণা যেন দুর্জয় দৈত্যের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই বিরাট মহামৌনের মধ্যে নৌকার অগ্রভাগের লোকটি পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট লোকটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বলিল, 'আমি তারই ভাই, যাকে আপনি এইমাত্র গুলি করে মারতে হুকুম দিয়েছিলেন।'

তৃতীয় স্তবক

হ্যাল্‌ম্যালো

১

বাণী

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিলেন।

লোকটার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর। দীর্ঘকাল সামুদ্রিক আবহাওয়ায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার ললাটের চর্ম রৌদ্রদগ্ধ হরিদ্রাভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু-দুইটি একটু বিশেষ রকমের, যেন কৃষকের বিস্ফারিত অক্ষিগোলকে নাবিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। দাঁড়গুলি সে দুই হাতে সজোরে ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে কোনো উত্তেজনা লক্ষিত হইতেছিল না।

তাহার কটিবন্ধে একটি ছোরা, দুইটি পিস্তল এবং একটি জপমালা।

'তুমি কে ?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন।

'এইমাত্র তো বললাম।'

'কি চাও তুমি ?'

নাবিক দাঁড় রাখিয়া হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল, 'আপনাকে বধ করতে চাই।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'যেমন তোমার অভিরুচি।'

সে বলিল, 'প্রস্তুত হউন।'

'কিসের জন্য ?'

'মরবার জন্য।'

'কেন ?'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল— যেন এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। তার পর বলিল, 'আমি তো বলছি, আপনাকে বধ করাই আমার মতলব।'

'আমিও জিজ্ঞেস করছি, কি জন্য ?'

নাবিকের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। 'কারণ আপনি আমার ভাইকে বধ করেছেন।'

সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, 'আমি গোড়ায় তার জীবন রক্ষা করেছিলাম।'

'তা সত্য। আপনি আগে তাকে বাঁচান, তার পর তাকে হত্যা করেন।'

'আমি তাকে হত্যা করি নি।'

'তা হলে কে হত্যা করেছে?'

'তার নিজের ক্রটি।'

নাবিক হাঁ করিয়া ফ্যালফ্যাল চোখে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর তাহার ভ্রূযুগ ভয়ংকরভাবে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি?'

'হ্যাল্‌ম্যালো। কিন্তু আমার হাতে প্রাণ দেবার জন্যে আমার নাম জানবার আপনার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

এই মুহূর্তে সূর্যোদয় হইল। অরুণ-কিরণ সম্পাতে নাবিকের হিংস্র বদনমণ্ডল রাঙা হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ অভিনিবেশ-সহকারে তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কামান এখনো থাকিয়া থাকিয়া গর্জন করিতেছিল। দিক্‌প্রান্তে পুঞ্জিত ধূমরাশি। দাঁড়ি আর নৌকা বাহিতেছিল না, উহা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল।

নাবিক তাহার কটিবন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তে একটি পিস্তল আর বাম হস্তে জপমালা লইল।

বৃদ্ধ আপনার দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?'

নাবিক অঙ্গুলি দ্বারা শূন্যে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া উত্তর দিল, 'আমাদের স্বর্গস্থ পরমপিতা।'

'তোমার মা আছে?'

'হ্যাঁ।'

নাবিক দ্বিতীয়বার ক্রুশচিহ্নের সংকেত করিল। তার পর বলিল, 'সব তো বলা-কওয়া হল। মাই লর্ড, আপনাকে আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি।' এই বলিয়া সে পিস্তলের ঘোড়া উঠাইল।

'আমাকে "মাই লর্ড" বলে সম্বোধন করলে কেন?'

'কারণ, আপনি একজন লর্ড, এ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।'

'তোমার কেউ লর্ড আছেন কি?'

'আছেন। আমাদের জমিদার খুব মস্ত লর্ড। লর্ড ছাড়া আবার লোক থাকতে পারে নাকি?'

'তিনি কোথায়?'

'জানি না। তিনি এই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে—মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক্, ভাইকাউন্ট ডি ফন্টেনয়, ব্রিটেনীর প্রিন্স। তিনি সপ্তারণ্যের অধিস্বামী। আমি তাঁকে কখনো দেখি নি; কিন্তু তা হলেও তিনি আমার মুনিব তো বটেন!'

'তাঁর সাথে যদি তোমার দেখা হয়, তা হলে তুমি তাঁকে মানবে?'

'নিশ্চয়। তাঁকে না মানলে আমার পাপ হবে। প্রথমে পরমেশ্বর—তার পর রাজা— যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ, তার পর জমিদার— যিনি রাজার প্রতিনিধি, তাঁকে ভক্তি করতে হয়। কিন্তু এ-সব কথা কেন? আপনি আমার ভাইকে মেরেছেন, আমি আপনাকে মারব— সোজা কথা।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'স্বীকার করছি, তোমার ভাইকে আমি মেরেছি। কিন্তু মেরে আমি ভালোই করেছি।'

নাবিক আপনার হাতের মুঠোর পিস্তলটি আরো দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'আসুন।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'তাই হোক।' তার পর ধীর প্রশান্তভাবে আবার বলিলেন, 'পাদরী কোথায়?'

নাবিক বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পাদরী?'

'হ্যাঁ, পাদরী। তোমার ভাইয়ের জন্যে অন্তিমকালে আমি একজন পাদরী দিয়েছিলেম। তোমারও আমাকে একজন পাদরী দেওয়া উচিত।'

'আমার এখানে তো পাদরী নেই। সমুদ্রে কি পাদরী পাওয়া যায়?'

দূরে— বহু দূরে কামানগর্জন শ্রুত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, 'যারা ওখানে মরছে তাদের চরম গতির জন্য পাদরী আছে।'

'তা সত্য' অস্ফুটস্বরে নাবিক বলিল। 'সেখানে চ্যাপ্‌লেন আছেন।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'তুমি আমার আত্মাকে নরকে ডুবাতে চাও— এ তো বড়ো গুরুতর কথা।'

নাবিক চিন্তিতভাবে মাথা নত করিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, 'আর আমার আত্মাকে নিরয়গামী করলে তোমার আত্মারও অধঃপতন ঘটবে। শোনো, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আমার কি? কিছুক্ষণ পূর্বে তোমার ভাইয়ের জীবন রক্ষা করে আবার তাকে বধ করে আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি; এখন আবার তোমার আত্মাকেও রক্ষা করতে চেষ্টা করেও আমি আমার কর্তব্যই করছি। এ তোমার কথা, তুমিই ভেবেচিন্তে দেখ। ঐ তোপধ্বনি শুনতে পাচ্ছ?— কত স্বামী আর তাদের স্ত্রীকে দেখতে পাবে না; কত পিতা আর তাদের ছেলেদের দেখতে পাবে না; কত ভাই, তোমার মতো আর তাদের ভাইকে দেখতে পাবে না। কিন্তু কার দোষে? তোমার ভাইয়ের— তোমার। তুমি বিশ্বাস কর, একজন ঈশ্বর আছেন— না? ভালো, ভেবে দেখ এই মুহূর্তে তিনি কত বেদনা অনুভব করছেন। যিশুর মতোই তাঁর পুত্রস্বরূপ ফ্রান্সের শিশুরাজা এখন টেম্পলদুর্গে অবরুদ্ধ। এই ব্রিটেনী প্রদেশে গির্জা-সকল বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত, অপমানিত; পবিত্র প্রার্থনাগৃহ-সকল কলুষিত, ধর্মযাজকগণ নিহত। ঐ যে জাহাজটি নষ্ট হচ্ছে, ওটি নিয়ে আমরা কী করতে চেয়েছিলেম? আমরা পরমেশ্বরের সন্ততিদের সাহায্যের জন্যে যাচ্ছিলাম। তোমার ভাই যদি বুদ্ধিমান সতর্ক লোকের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে তার কর্তব্যপালন করত তা হলে এ-সব দুর্ঘটনা ঘটত না। এতক্ষণে আমরা— নির্ভীক সৈন্য ও নাবিকের দল— ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করতাম, এবং তরবারি হস্তে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে হর্ষোৎফুল্লমুখে ভেণ্ডির সাহসী কৃষকদিগকে সাহায্য করতে, ফ্রান্সকে রক্ষা করতে, আমাদের রাজাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হতাম। তা হলে আমাদের ভগবানের কাজ করা হত। আর সেটাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল। আমাদের মধ্যে এখন আমিই একমাত্র অবশিষ্ট, কিন্তু তুমি তাতেও বাধা জন্মাচ্ছ। এই পাপীর দল ও ধর্মাত্মা যাজকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, এই রাজহন্তা-সকল ও রাজার মধ্যে সংগ্রামে, এই পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের যুদ্ধ ঘোষণায় তুমি শয়তানের পক্ষ অবলম্বন করেছ। তোমার ভাই ছিল শয়তানের প্রথম সহকারী— তুমি

হচ্ছ দ্বিতীয়। সে আরম্ভ করেছিল, তুমি সমাপ্ত করছ। ভগবানের হাত থেকে তুমি শেষ উপায় কেড়ে নিচ্ছ। কারণ, আমি রাজপ্রতিনিধি, আমি না থাকলে গ্রাম জ্বলতে থাকবে, বাড়িতে বাড়িতে হাহাকার উঠবে, ধর্মযাজকগণের শোণিতে ধরণী সিক্ত হবে, ব্রিটেনীর দুঃখভোগ চলবে, রাজা কারারুদ্ধ থাকবেন, যিশুখ্রীস্টের বেদনার আর অবসান হবে না। এর জন্য কে দায়ী হবে? তুমি। যা ইচ্ছা হয় করো, তোমার বুঝ্ তুমি বুঝবে।

'হ্যাঁ ঠিক কথা, আমি তোমার ভাইকে হত্যা করেছি। তোমার ভাই সাহস দেখিয়েছিল, আমি তার পুরস্কার দিয়েছি। সে দোষ করেছিল, আমি তার সাজা দিয়েছি। সে তার কর্তব্যপালন করে নি, আমি আমার কর্তব্যপালন করেছি। যা একবার করেছি, আবশ্যক হলে তা আবার করব। আর এ কথা আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি, আমার ছেলেও যদি এরূপ করত, তাকেও এমনি তোমার ভাইয়ের মতোই গুলি করে মারতাম। এখন তোমার হাতে পড়েছি, যা খুশি করতে পারো। কিন্তু সত্য বলতে কি, তোমার জন্য আমার অনুকম্পা হচ্ছে। তুমি তোমার কাপ্তেনের নিকট মিথ্যা কথা বলেছ। তুমি একজন খ্রীস্টান, অথচ তোমার ধর্মে বিশ্বাস নেই; তুমি একজন ব্রিটেনীর অধিবাসী, অথচ তোমার আত্মমর্যাদাজ্ঞান নেই। বিশ্বাস করে তোমার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিল, আর তুমি করছ বিশ্বাসঘাতকতা ও যার জীবনরক্ষার জন্যে তুমি নিযুক্ত হয়েছ তাকেই তুমি হত্যা করছ। জান, এ হত্যা কাকে করা হচ্ছে? তোমার নিজেকে। রাজার কার্যে উৎসৃষ্ট আমার জীবন, সেই জীবন রাজার হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছ— আর তৎপরিবর্তে তোমার নিজের জন্য অনন্ত নরকভোগের বাবস্থা করছ। বেশ, তাই করো। নিজের স্বর্গবাসের দাবিটুকু বড়ো সস্তায়ই বিকিয়ে দিচ্ছ বন্ধু!

'শাবাশ তোমাকে! তোমারই জন্যে শয়তান জয়ী হবে; তোমারই জন্যে ধর্মমন্দিরের চূড়া ধরাশায়ী হবে; তোমারই জন্যে যে-গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে মানুষের আত্মাকে পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হত, অধার্মিকের দল সেই ঘণ্টা গালিয়ে কামানের গোলা তৈরি করবে, এবং তা দিয়ে নরহত্যা করবে। হয়তো এই মুহূর্তে, যে ঘণ্টার মধুর ধ্বনি তোমার জন্মানুষ্ঠানের শুভসূচনা করেছিল— সেই ঘণ্টা, গুলি হয়ে তোমার জননীকে হত্যা করছে। হ্যাঁ, তোমার ভাইকে

আমি সাজা দিয়েছি, কিন্তু আমি দণ্ডদাতা বিধাতার হাতের যন্ত্র মাত্র। তুমি কি বিধাতার কার্যের বিচার করবার স্পর্ধা রাখ? আকাশের বজ্রের সমালোচনা করতে চাও? সাবধান! তোমার এবং আমার এই দুইটি আত্মার নরক-ভোগের জন্য তুমি দায়ী হবে। আমরা একাকী অতলস্পর্শ গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শেষ করে দাও। আমি বৃদ্ধ, তুমি যুবা; আমি নিরস্ত্র, তুমি সশস্ত্র। কর, আমাকে হত্যা কর।'

সাগরকল্লোল হইতেও গম্ভীরতর স্বরে উচ্চারিত বৃদ্ধের এই কথাগুলি শুনিয়া নাবিকের বদনমণ্ডল রক্তহীন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। তাহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল, এবং তাহার দেহ বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। সে বারংবার তাহার জপমালা চুম্বন করিতেছিল। বৃদ্ধের কথা শেষ হইবামাত্র সে হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, 'দয়া করুন মাই লর্ড, আমাকে মার্জনা করুন। আপনার কথা আমার নিকট ঈশ্বরের বাণীর মতোই মনে হচ্ছে। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার ভাই অপরাধ করেছে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। আদেশ করুন, আমি পালন করব।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'তোমাকে ক্ষমা করলাম।'

কৃষকের স্মরণশক্তি ও কাপ্তেনের যুদ্ধবিজ্ঞান

পলাতকদ্বয়কে অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া যাইতে হইল। নতুবা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। উপকূলে পৌঁছিতে তাহাদের ছত্রিশ ঘণ্টা লাগিল। এক রাত্রি সমুদ্রে কাটিল। তবে রাত্রি খুব পরিষ্কার ছিল, বরং জ্যোৎস্না আর-একটু কম হইলেই তাহাদের পক্ষে ভালো হইত।

গহনবনে শিকারীগণের হস্তে নিহত হইবার সময় সিংহের গর্জনের ন্যায় তাহারা করভেটটির তলাইয়া যাইবার ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইল। তার পর সব নিঃশব্দ হইল।

'ক্লে-মোর' 'এভেঞ্জার' রণতরীর মতোই বীরত্বের সহিত যুঝিয়া প্রাণ দিল।

কিন্তু সেই গৌরব তাহার হইল না। স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কেহ বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করিতে পারে না।

হ্যাল্ম্যালো খুব সুচতুর নাবিক। এই নৌকা পরিচালনে তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। মগ্ন শৈলমালার ফাঁকে ফাঁকে তরঙ্গের আঘাত বাঁচাইয়া, শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে নৌকাটিকে ফ্রান্সের কূলে একটি নির্জন বেলাভূমিতে আনিয়া ভিড়াইল। সে বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আমরা কুইনন্ নদীর মোহনায় আসিয়াছি। আমাদের ডাইনে বুভয়, বামে হুইস্‌নেস্, সম্মুখে আঁর্দ্যনের ঘণ্টাস্তম্ভ।'

বৃদ্ধ নুইয়া একটি বিস্কুট তুলিয়া পকেটে রাখিলেন এবং হ্যাল্ম্যালোকে বলিলেন, 'বাকিগুলি তুমি নাও।'

হ্যাল্ম্যালো সেগুলি তাহার থলেতে রাখিয়া থলেটি কাঁধের উপর ঝুলাইল। তার পর বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আমি কি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, না আপনার পিছু পিছু যাব?'

'কোনোটাই নয়।'

বিস্মিত হ্যাল্ম্যালো বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, 'হ্যাল্ম্যালো, আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে হবে। দুজন একসঙ্গে গেলে কোনো সুবিধে হবে না। হাজার লোক চাই, আর তা নইলে একলাই ভালো।'

তার পর একটু ভাবিয়া তিনি পকেট হইতে একটি সবুজ রেশমী ফিতার বন্ধনী ('বো') বাহির করিলেন। তাহার মধ্যস্থলে ফ্লে র্ দ্য লিস্ (ফ্রান্সের রাজচিহ্ন কুমুদকলি) অঙ্কিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি পড়তে জান?'

'না।'

'সেটা ভালোই। পড়তে-জানা লোক নিয়ে অনেক সময় মুশকিল হয়। তোমার স্মরণশক্তি বেশ ভালো তো?'

'আজ্ঞে, তা মন্দ নয়।'

'উত্তম। শোনো, হ্যাল্ম্যালো। তুমি যাবে ডান দিকে, আমি যাব বাঁ দিকে। তোমার থলেটি নিয়ে যাও, এতে তোমাকে ঠিক কৃষকের মতোই দেখায়। অস্ত্রশস্ত্র সব লুকিয়ে রাখবে। জঙ্গল থেকে একটা লাঠি কেটে

নিয়ো। সরবেক্ষেতের মাঝ দিয়ে গুড়ি মেরে বেড়টেড়া ডিঙিয়ে সোজা মাঠ পার হয়ে চলে যাবে। রাস্তা, পুল এড়িয়ে চলবে। লোকজনের দিকে ঘেঁষবে না। কিন্তু তোমাকে তো কুইনন নদী পার হতে হবে। তার উপায় কী করবে ?'

'সাঁতরে যাব।'

'তাই ঠিক। একটা জায়গা আছে, সেখানে জল গভীর নয়— তুমি জান সেটা ?'

'আজ্ঞে, আন্‌সে এবং ভুবিলের মধ্যে।'

'ঠিক বলেছ। দেখছি, তুমি এই অঞ্চলের লোকই বটো।'

'কিন্তু রাত হয়ে এল। মন্‌সেইনিয়র কোথায় থাকবেন ?'

'আমার জোগাড় আমি করতে পারব। কিন্তু তুমি— তুমি কোথায় রাত কাটাবে ?'

'আজ্ঞে, জঙ্গুলে জায়গায় বৃক্ষকোটরের অভাব নাই। নাবিক হওয়ার আগে আমি কৃষক ছিলাম।'

'তোমার নাবিকের টুপিটা ফেলে দাও, নইলে ধরা পড়ে যাবে। একটা পশমী টুপি জোগাড় করা কঠিন হবে না।'

'তা পারব।'

'বেশ। এখন শোনো, বন-জঙ্গলগুলির অবস্থা তোমার জানা আছে ?'

'খুব।'

'সেগুলির নাম জান ?'

'ইস্তক নরমন্‌টিয়ার লাগায়েৎ লাভেল-এর মধ্যে যত অরণ্য আছে তাদের নাম, অবস্থা, যা-কিছু জানবার আমি সবই জানি।'

'কিছু ভুল হবে না ?'

'না।'

'উত্তম। একদিনে কয় মাইল তুমি চলতে পার ?'

'ত্রিশ-চল্লিশ, আবশ্যক হলে ষাট পর্যন্ত।'

'তা আবশ্যক হবে। আমি এখন যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। একটুও যেন ভুল না হয়। সেণ্ট রিউল এবং লিভিয়াকের মাঝামাঝি খাদের পাশে

একটা খুব বড়ো বাদাম গাছ আছে। সেইখানে গিয়ে তুমি থাকবে। তুমি সেখানে কাউকে দেখতে পাবে না।'

'আমি দেখতে না পেলেও অপর লোকের সেখানে থাকা অসম্ভব হবে না, বুঝলাম।'

'তুমি সংকেতসূচক শব্দ করে ডাকবে। সেটা কিরূপে করতে হয় জান?'

হ্যাল্‌ম্যালো গাল ফুলাইয়া সাগরের দিকে ফিরিয়া পেঁচকের মতো তীব্রস্বরে শিস দিল— 'টু-হুইটু-টু-হু-উ-উ।'

মনে হইল যেন নৈশান্ধকারে পরিব্যাপ্ত অরণ্যের নিভৃত অন্তরপ্রদেশ হইতে সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, 'উত্তম, তুমি বেশ পার দেখছি।'

তার পর সবুজ 'বো'টি হ্যাল্‌ম্যালোর হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই আমার আদেশ-চিহ্ন। আমার নাম গোপন রাখার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু পরিচয়ের পক্ষে এই 'বো'টিই যথেষ্ট। টেম্পল কারাগারে ফ্রান্সের রাজ্ঞীর হাতে তৈরি এই ফ্লোর্‌-ডি-লিস।'

হ্যাল্‌ম্যালো নতজানু হইয়া কম্পিত বক্ষে ফুল-তোলা 'বো'টি গ্রহণ করিল, কিন্তু সেটি ওষ্ঠপুটের নিকটে আনিয়াও সাহস করিয়া চুম্বন করিতে পারিল না। থামিয়া অনুমতি চাহিল, 'পারি কি?'

'হ্যাঁ, তুমি তো ক্রুশও চুম্বন করে থাক।'

হ্যাল্‌ম্যালো ফ্লোর্‌-ডি-লিস্‌টি চুম্বন করিল।

তার পর বৃদ্ধের কথায় উঠিয়া বক্ষবস্ত্রে 'বো'টি লুকাইয়া রাখিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোনো; এই হচ্ছে আদেশ— "উঠ, জাগো, বিদ্রোহে যোগ দাও। কাউকে দয়া করবে না।" সেণ্ট-অবিনের অরণ্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে তুমি সংকেতধ্বনিতে তিনবার ডাকবে। দেখবে তৃতীয় বারের ডাকেই একজন লোক মাটি থেকে লাফিয়ে উঠছে।'

'গাছের গোড়ায় একটা গর্ত থেকে— তা আমি জানি।'

'এই লোকটি হচ্ছে প্ল্যানচেনণ্ট। তাকে তুমি এই 'বো'টি দেখাবে। সে বুঝতে পারবে। তার পর তুমি অষ্টিলের অরণ্যে যাবে; সেখানে একজন খঞ্জকে দেখতে পাবে। লোকে তার নাম দিয়েছে মুস্কেটন— সে কাউকেও

অনুকম্পা দেখায় না। তাকে বলবে যে আমি তাকে ভালোবাসি— সে যেন গ্রামগুলিকে ক্ষেপিয়ে তোলে। সেখান থেকে কুশবনের অরণ্যে গিয়ে পেচকের ডাক ডাকবে। একটা লোক গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। তাকে বলবে সে যেন কুশবনের দুর্গ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রাখে। এই দুর্গটি পলায়িত মার্কুইস ডিগারের সম্পত্তি। বেশ সুবিধের জায়গা, এখানে-সেখানে জঙ্গল, খাদ, গর্ত, গহ্বর, জমি অসমতল। সেখান থেকে যাবে তুমি গুয়েন্-লাণ্টায়। সেখানে জিন্ চোয়ান্‌কে সব বলবে। আমি এই লোকটাকে আসল সর্দার মনে করি। তার পর ভিল্ অ্যাংগ্রয়ের অরণ্যে তোমাকে যেতে হবে। ওখানে গীটারের (লোকে যাকে সেণ্টমার্টিন বলে) সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। তাকে বলবে কুর্‌মেস্ নিল্ বলে একটা লোকের উপর নজর রাখতে। সে লোকটা হচ্ছে আর্জেণ্টাইন অঞ্চলের জেকোবিন দলের নেতা। যা যা বললাম বেশ করে মনে রেখো। কিছুই লিখে দিলাম না। লিখে দেওয়াটা ঠিক নয়। লা রোয়ারি লিস্ট করে দিয়েছিল, তাতে সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে যায়।'

একটু থামিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, 'তুমি লাটুর্গ চেন ?'

'লাটুর্গ দুর্গ চিনি কিনা জিজ্ঞেস করছেন ? আমি লাটুর্গেরই লোক।'

'কিরূপে ?'

'আমি তো পেরিগনের অধিবাসী।'

'তা বটে। লাটুর্গ পেরিগনেরই নিকটে।'

'কী বললেন, লাটুর্গ জানি কি না! সে বৃহৎ গোলাকার দুর্গ, যা আমার লর্ডের সম্পত্তি। এর নূতন অংশ ও পুরাতন অংশের মধ্যে একটা লৌহদ্বার আছে, কামানের গোলাতেও সেটা খুলবে না। সেণ্ট বার্থোলোমিয়োর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুস্তকটা নূতন দালানে আছে— সেখানে কত লোক সেটা দেখতে যায়। গড়ের মধ্যে ঢের ব্যাঙ আছে। ছেলেবেলায় আমি সেগুলোকে ভারি উত্ত্যক্ত করতাম। আর সেই মাটির নীচেকার সুড়ঙ্গপথ! আমি সেটা জানি। আর জানা লোক বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই।'

'সুড়ঙ্গপথ কী বলছ ? আমি বুঝতে পারছি নে।'

'অতি প্রাচীন কালে লাটুর্গ যখন অবরুদ্ধ হয় তখন এটা তৈরি হয়েছিল। ভেতরের লোক ঐ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অরণ্যে চলে যেতে পারত।'

'ঐরকম মাটির নীচ দিয়ে পথ জুপেলিয়ারি দুর্গে এবং চেম্পিয়ন টাওয়ারে আছে বলে জানি, কিন্তু লাটুর্গে তেমন কিছু নেই।'

'আছে, মন্‌সেইনিয়র, নিশ্চয়ই আছে। মন্‌সেইনিয়র যেগুলোর কথা বললেন তা আমি জানি নে। আমি কেবল লাটুর্গের কথাই জানি, এবং আর কেউ সেটা জানে না। এটার কথা বলা বারণ ছিল, কারণ মঁসিয়ে ডি রোহানের যুদ্ধকালে ওটা ব্যবহৃত হয়। আমার বাবা সেটা জানত, আর আমাকে দেখিয়েছিল। কিরূপে ভিতরে ঢুকতে হয়, আর কিরূপে বেরোতে হয় সবই আমি জানি। বন থেকে আমি টাওয়ারের ভিতর যেতে পারি, আবার টাওয়ার থেকে বেরিয়ে বনে চলে যেতেও পারি; অথচ কেউ কিছু দেখতেও পাবে না। শত্রু এসে প্রবেশ করলে দুর্গের মধ্যে কাউকে দেখতে পাবে না। আমি খুবই জানি।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, তোমার ভুল হয়েছে। এমন গোপন পথ থাকলে আমি সেটা জানতে পারতাম।'

'মন্‌সেইনিয়র, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। একটা পাথর আছে, সেটা ঘুরে যায়।'

'বেশ বেশ, তোমরা চাষারা বিশ্বাস কর— পাথর কব্‌রের ওপর ঘোরে, পাথর গান গায়, পাথর রাত্তিরে চলে গিয়ে নিকটবর্তী ঝরনা থেকে জল খায়— গাঁজাখুরি আর কি!'

'কিন্তু আমি নিজেই সেই পাথরটা ঘুরিয়েছি।'

বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, 'যেমন অন্যেরা পাথরকে গান গাইতে শুনেছে। মিত্র লাটুর্গের দুর্গ খুব দুর্ভেদ্য এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে তা রক্ষা করা সহজ। এইমাত্র। কিন্তু তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য ভূগর্ভস্থ পথের উপর ভরসা রাখলে নিতান্তই বোকামি হবে।'

'কিন্তু মন্‌সেইনিয়র—'

বৃদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে স্কন্ধ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, 'আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। কাজের কথা বলা যাক।'

এই প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে হ্যাল্‌ম্যালো চুপ করিল।

অতঃপর আরো কোথায় কোথায় যাইতে হইবে, বৃদ্ধ হ্যাল্‌ম্যালোকে তাহা বলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, যে কার্যসাধনের জন্য হ্যাল্‌ম্যালো প্রেরিত হইতেছে তাহাতে অর্থের প্রয়োজন হইবে। তিনি পকেট হইতে একটি তোড়া ও পকেট-বুক বাহির করিয়া হ্যাল্‌ম্যালোর হাতে দিলেন। বলিলেন, 'পকেট-বুকে প্রায় ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট, আর তোড়াটিতে শত স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমার যা ছিল সবই তোমাকে দিলাম। এখানে আমার কিছুরই অভাব হবে না। আর ধরা পড়লে আমার নিকট টাকাপয়সা না পাওয়া গেলেই ভালো। যা যা বললেম, সব মনে রাখতে পারবে তো?'

'ইষ্টমন্ত্রের মতোই আমার মনে থাকবে।'

'আর দেখ, তুমি এদের সঙ্গেও দেখা কোরো— সেণ্ট ব্রিয়েনে মঁসিয়ে ডুবয়, ময়্যানেঁতে মঁসিয়ে ডি টুরপিন, আর শেটো গাঁথিয়ারে প্রিন্স ডি ট্যালমণ্ট।'

'প্রিন্স? তিনি আমার সঙ্গে কথা কইবেন?'

'কইবেন বৈকি, যখন আমিও কইছি?'

হ্যাল্‌ম্যালো মাথা হইতে টুপি নামাইল।

'মাদামের "ফ্লোর-ডি-লিস" যখন কাছে আছে, তুমি সর্বত্রই আদৃত হবে। ভুলো না যেন, তুমি পার্বত্য ও গ্রাম্য জনপদে যাচ্ছ। ছদ্মবেশ ধারণ করবে— তোমাকে যেন না চিনতে পারে। সেটা খুব কঠিন নয়। এই সাধারণতন্ত্রের লোকগুলো বড়ো বোকা। একটা নীল কোট, একটা তিনকোনা টুপি, এবং সেই টুপির উপর একটা তেরঙা ফিতের ফাঁস— ব্যস্, এই হলে তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। তুমি এ অঞ্চলের সর্বত্র যাবে— সব্বাইকে সংকেতবার্তা জানাবে, "ওঠো, জাগো, বিদ্রোহে যোগ দাও! দয়া কোরো না, ক্ষমা কোরো না।" সর্দার ও নেতাদের প্রত্যেককে রাজ্ঞীর রিবন দেখাবে। তারা চিনতে পারবে। আমার নাম করে তাদের বলবে— "সময় হয়েছে, এখন বড়ো বড়ো যুদ্ধ ও ছোটো ছোটো লড়াই, সব তাতেই যোগ দিতে হবে।" বড়ো যুদ্ধে কোলাহল বেশি, কিন্তু ছোটো যুদ্ধে কাজ হয় বেশি— লোকক্ষয় করা যায় বেশি। ভেণ্ডির সংগ্রাম— উত্তম; কিন্তু চোয়ানদের লড়াই— তার চেয়েও ভালো। অন্তর্বিপ্লবে যা সব চেয়ে কঠোর, তাই সব চেয়ে ভালো। ক্ষতির পরিমাণ দিয়েই যুদ্ধের সফলতা বিবেচিত হয়।'

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, 'হ্যাল্ম্যালো, তোমাকে যা বলছি, কথাগুলো হয়তো তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছ। তুমি যেরূপ ভাবে ডিঙিটি চালিয়ে নিয়ে এসেছ তাই দেখে তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে। তুমি জ্যামিতি জান না, অথচ সামুদ্রিক নৌ-পরিচালনায় আশ্চর্য তোমার কৃতিত্ব। যে এরূপভাবে নৌকা চালাতে পারে, সে একটা বিদ্রোহও চালাতে পারে। তুমি আমার আদেশ তামিল করতে পারবে তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সর্দারদের তুমি তোমার নিজের কথায় সব বুঝিয়ে বলবে। তুমি সেটা খুব ভালো করেই পারবে। সমতল-ভূমির যুদ্ধাপেক্ষা আমি অরণ্য-যুদ্ধ অধিক পছন্দ করি। লক্ষ লক্ষ কৃষককে নিয়ে মাত্র শত্রুর কামান ও বন্দুকের সম্মুখে সার দিয়ে দাঁড় করানো, ও আমার মোটেই ইচ্ছে করে না। আমি চাই একমাসের ভেতরে আমাদের পাঁচ লক্ষ লক্ষ্যভেদ-কুশল বন্দুকধারী এই মহারণ্যের ঝোপে ঝোপে লুক্কায়িত থাকবে, আর সাধারণতন্ত্রের সৈন্য হবে আমাদের শিকার। সম্মুখ যুদ্ধের চেয়ে এরূপ গোপন আক্রমণের উপরই আমি বেশি ভরসা রাখি। দয়া নাই, গোপন আক্রমণ সর্বত্র— এই কথাটা বেশ করে মনে রাখবে। আরো বলবে ইংরেজরা আমাদের পক্ষে। সাধারণতন্ত্রকে আমরা দুই আগুনের মধ্যে ফেলে পোড়াব। ইউরোপ আমাদের সহায়। রাষ্ট্রবিপ্লবটাকে এবার নিকেশ করে ফেলতে হবে। রাজারা রাজ্য নিয়ে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমরা প্রথম গ্রাম জনপদ নিয়ে লড়ব। এ-সব কথা বলবে— বুঝেছ ?'

'হ্যাঁ। বন্দুক ও তরবারিতে সবাইকে বিনাশ করা।'

'ঠিক।'

'কাউকেই দয়া নয়।'

'একজনকেও নয়। ঠিক।'

'আমি সব জায়গায়ই যাব।'

'আর খুব সাবধানে থাকবে। এ দেশে প্রাণ হারানোটা খুব সহজ।'

'মৃত্যুভয় আমার নেই। একবার যে এগিয়ে আসবে, তাই তার শেষ যাত্রা হবে।'

'তুমি বেশ সাহসী।'

'মন্‌সেইনিয়রের নাম যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে?'

'আমার নাম এখানে প্রকাশ পেলে চলবে না। তুমি বলবে তুমি জান না। সেটা সত্য বলাই হবে।'

'মন্‌সেইনিয়রের সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হবে?'

'যেখানে আমি থাকব।'

'কিরূপে আমি জানতে পারব?'

'পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানতে পারবে। আজ থেকে আট দিনের মধ্যে সর্বত্রই আমার সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আমার কার্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে। ধর্ম ও রাজার অপমানের শোধ আমি নেব। তুমি বেশ বুঝতে পারবে যে আমার কথাই সকলে বলছে।'

'বুঝলাম।'

'কিছু ভুলো না।'

'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'এখন যেতে পারো, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

'আমি যাচ্ছি। যা বললেন আমি সব বলব। আপনার আদেশমত সব করব, সব চালাব।'

'উত্তম।'

'যদি আমি কৃতকার্য হই—'

'তোমাকে সেণ্ট লুইয়ের নাইট উপাধি দেব।'

'যেমন আমার ভাইকে দিয়েছিলেন। আর যদি আমি অকৃতকার্য হই, তা হলে আপনার আদেশে বন্দুকের গুলিতে আমার প্রাণ যাবে।'

'তোমার ভাইয়েরই মতো।'

'বুঝলাম, মন্‌সেইনিয়র।'

বৃদ্ধ মস্তক নত করিয়া গভীর ভাবনায় মগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন চোখ তুলিয়া চাহিলেন তখন তিনি একাকী। দূরে দিগন্তে হ্যাল্‌ম্যালোর মূর্তি একটি কালো দাগের মতো মিলাইয়া যাইতেছিল।

সূর্য এইমাত্র অস্ত গেল। শ্যামায়মান সাগরবক্ষ হইতে পাখির দল তীরে নীড়ের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

আসন্ন রাত্রির একটা ব্যাকুল অস্বচ্ছন্দতা চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। ভেকের কর্কশ কণ্ঠ জাগিয়া উঠিয়াছে; মাছরাঙাগুলি ডাকিয়া ডাকিয়া ডোবা হইতে উড়িয়া যাইতেছে; সিন্ধু-শকুন ও দাঁড়কাকের কোলাহলে সান্ধ্যগগন মুখরিত। তীরের পাখির কলরব শোনা যাইতেছে— কিন্তু কোনোরূপ মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি শোনা যাইতেছে না। নিস্তব্ধতা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। খাঁড়িতে একটিও পাল নাই; মাঠে একজনও কৃষক নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, জনশূন্য প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। প্রদোষের দীপ্তিহীন মলিন আকাশ বেলা-ভূমির উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। দূরে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ডোবাগুলির জল-তল জমির উপর আস্তৃত দস্তার পাতের মতো দেখাইতেছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ সমুদ্রের বিশাল কূলে ভাসিয়া আসিতেছে।

চতুর্থ স্তবক

টেলিমার্চ

১

বালিয়াড়ি শিখরে

হ্যাল্‌ম্যালো দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বৃদ্ধ ওভারকোটটি বেশ করিয়া গায়ে টানিয়া লইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। হ্যাল্‌ম্যালো বুভয়ের দিকে গিয়াছিল, বৃদ্ধ চলিলেন হুইসনেসের অভিমুখে।

তৎকালে হুইসনেস ও আর্দেভনের মধ্যে একটি খুব উচ্চ বালিয়াড়ি ছিল। ইহার শিখরদেশ হইতে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম-জনপদ বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। বালিয়াড়ির উপরে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল।

বৃদ্ধ সেই স্তূপের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন এবং স্তম্ভটিতে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া একটা প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। পদতলে ম্যাপের মতো বিস্তৃত ভূখণ্ডের দিকে চাহিয়া তিনি যেন একটি বহুপূর্বদৃষ্ট পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকের মধ্যেও তিনি একাদশটি শহর ও গ্রামের অট্টালিকার ছাদ ও উপকূলস্থ সমস্ত উচ্চ ঘণ্টাস্তম্ভগুলি দেখিতে পাইলেন।

কয়েক মিনিট পরে বৃদ্ধ যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা যেন পাইলেন। প্রান্তর ও বনানীর মাঝামাঝি জায়গায় তরুশ্রেণীবেষ্টিত কতকগুলি অট্টালিকার উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইতেই বৃদ্ধ সস্মিতভাবে মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিলেন। যেন বলিলেন— 'এই তো পেয়েছি'! মাঠ ও ঝোপজঙ্গলের উপর দিয়া অঙ্গুলি-সঞ্চালন-পূর্বক তিনি যেন একটা পথের গতিরেখা নির্দেশ করিয়া লইলেন। ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অনতিদূরে একটা গোলাবাড়ির ছাদের উপর কী যেন নড়িতেছে। অন্ধকারে সেটার আকার সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না। জিনিসটা উড়িতেছিল, সুতরাং ওয়েদারকক (বায়ুর গতিজ্ঞাপক যন্ত্র) হইতে পারে না। আর ওটা পতাকাই বা কেন হইবে?

বৃদ্ধ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটু বিশ্রামের সুযোগ পাইলে ক্লান্ত দেহ মন বিস্মৃতির ক্রোড়ে সহজেই ঢলিয়া পড়ে। বৃদ্ধও ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির আরাম উপভোগ করিতেছিলেন।

দিবসের কর্মকোলাহল থামিয়া আসিলে অন্তরের উত্তেজনা আপনা হইতেই কোমল সুরে নামিয়া আসে। সন্ধ্যার সুগম্ভীর মৌন মহিমাটুকু বৃদ্ধ আপনার অন্তরমধ্যে নিঃশব্দে অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় নারী ও বালককণ্ঠের মধুর নিক্কণ সেই মৌনতাকে আনন্দোদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কাহারা বালিয়াড়ির নীচ দিয়া ধীরে ধীরে প্রান্তর ও বনের দিকে যাইতেছিল। চিন্তামগ্ন বৃদ্ধের কর্ণকুহর সেই মিষ্ট কণ্ঠস্বরে ঝংকৃত হইয়া উঠিল।

রমণীকণ্ঠে একজন বলিল, 'ফ্লেচার্ড, তাড়াতাড়ি চলো। এই কি আমাদের পথ ?'

'না, পথ ঐ সুমুখে।'

কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

একজনের কণ্ঠস্বর উচ্চ, অপরের মৃদু ভীত।

'আমরা যে গোলাবাড়িতে আছি, সেটার নাম কি ?'

'লা হার্ব-এন-পেল।'

'সেখানে পৌঁছতে কি অনেকক্ষণ লাগবে ?'

'প্রায় মিনিট-পনেরো।'

'তাড়াতাড়ি না গেলে আজ আর স্যুপ খেতে পাব না।'

'হ্যাঁ, আমাদের দেরি হয়ে গেছে।'

'দৌড়াতে হবে দেখছি। কিন্তু তোমার ঐ খুদেগুলো হাঁপিয়ে পড়েছে। আর তুমি— তুমি তো একটিকে কোলে করে নিচ্ছ। একটি আস্ত বোঝা। এই ছোট্ট পেটুক মেয়েটাকে তুমি মাই ছাড়িয়েছ বটে, কিন্তু তাকে কোলছাড়া কর না, এটা বড়ো বদমায়েশ। দেখ, ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলো। তা হবে না ? তা হলে আর করা যায় কি ? কপালে আজ ঠাণ্ডা স্যুপই আছে দেখছি।'

'আঃ, কী ভালো জুতো জোড়াটাই তুমি আমাকে দিয়েছ। এ যেন আমারই জন্যে তৈরি হয়েছিল।'

'খালি পায়ের চেয়ে এই জুতো পরে চলা অনেক ভালো, এঁ্যা ?'

দৌড়ে আয়, রেনিজিন।'

'ঐ তো আমাদের দেরি করে দিচ্ছে। পথে যত চাষার মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে, সবার সাথে তার আলাপ করা চাই। এরই মধ্যে পুরুষবাচ্চার নমুনা দেখা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, বাস্তবিক। পাঁচ বছর বয়স হয়েছে তো ওর।'

'আচ্ছা রেনিজিন, ও গাঁয়ের সেই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে আবার কথা কইতে গেলে কেন?'

বালকের কণ্ঠে উত্তর হইল, 'সে আমার জানা কিনা।'

'কি? তুই তাকে চিনিস?'

'হ্যাঁ, আজ সকাল থেকে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। আমরা একসঙ্গে খেলছিলাম কিনা।'

সেই রমণী বলিল, 'আচ্ছা ব্যাটাছেলে তো! এই গ্রামে আমরা মোটে এই তিনদিন এসেছি। এরই মধ্যে এই একরত্তি ছেলে আবার একটি প্রেমিকা জোগাড় করেছেন।'

কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

২

দেখা যায়, শোনা যায় না

বৃদ্ধ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি যে কিছু ভাবিতেছিলেন, কি কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা নহে। চতুর্দিকে গভীর শান্তি, বিপুল বিরতি, নিরাপদ নির্জনতা। বালিয়াড়ির শিখরদেশ হইতে এখনো দিনের আলো অপসৃত হয় নাই। কিন্তু প্রান্তর ইতিমধ্যেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আর অরণ্যের অভ্যন্তরে রাত্রির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূবদিকে চাঁদ উঠিতেছে। মাথার উপরে নীলাকাশে বিন্দু বিন্দু কয়েকটি নক্ষত্র মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। অসীমের এই অনির্বচনীয় মাধুর্যের মধ্যে সংগ্র দুর্ভাবনা-ক্লিষ্ট বৃদ্ধও আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরনিভৃতে যেন আশার একটু ক্ষীণ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে হইল সমুদ্রের

করাল কবল হইতে কঠিন মৃত্তিকা-পৃষ্ঠের আশ্রয় পাইয়া তিনি সর্ববিপদের অতীত হইয়াছেন। কেহ তাঁহার নাম জানে না, তিনি একাকী শত্রুব্যূহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন; অথচ পশ্চাতে সমুদ্রবক্ষে সে পলায়নের কোনো চিহ্ন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কাহারো হয়তো খেয়ালই নাই, কেহ তাঁহাকে সন্দেহও করিতেছে না। কী আরাম! কী শান্তি! আর-একটু হইলেই বৃদ্ধ বোধ হয় সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেন।

পৃথিবীর ও আকাশের এই সুগভীর নিস্তব্ধতা— বৃদ্ধের অন্তরে বাহিরে— ঝটিকাবিক্ষুব্ধ চিত্তকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিল। সাগর হইতে প্রবাহিত বাতাসের সোঁ সোঁ ভিন্ন আর কোনো শব্দই শোনা যাইতেছিল না। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে কর্ণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে এই নিয়তবহমান সাগর-বায়ুর অবিরাম ধ্বনি শ্রুতিকে আর পীড়িত করে না।

সহসা তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মন মুহূর্তমধ্যে সজাগ হইয়া উঠিল। দিগ্‌বলয়প্রান্ত নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি একটা বিশেষ স্থানে আসিয়া নিবদ্ধ হইল। সেটা প্রান্তর-সীমাতে অবস্থিত কর্মেরের ঘণ্টাস্তম্ভ। তথায় অদ্ভুত কিছু ঘটিতেছিল।

আকাশের গায়ে স্তম্ভের অবয়বরেখাগুলি আলেখ্যবৎ অঙ্কিত দেখা যাইতেছিল। স্তম্ভের উপরে তাহার উচ্চ চূড়া। এই দুয়ের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ ঘণ্টাধার; তাহার চতুষ্পার্শ্বই উন্মুক্ত। এই ঘণ্টাধারটি সমকাল ব্যবধানে একবার খুলিতেছে, একবার বন্ধ হইতেছে— এমত বোধ হইতেছিল। ইহার ছিদ্রপথ ক্ষণে সাদা ক্ষণে কালো দেখাইতেছিল। এক-একবার উহার ভিতর দিয়া আকাশের আলো একটু একটু দেখা যায়, আবার সব অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়।

বৃদ্ধ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সম্মুখ দিকে একটা ঘণ্টাস্তম্ভ। তিনি ডান দিকে বাগুয়ার-পিকানের স্তম্ভের দিকে চাহিলেন; উহার ঘণ্টাধারও একবার খুলিতেছে, একবার বন্ধ হইতেছে। তার পর তিনি বামে ট্যানিসের স্তম্ভের দিকে চাহিলেন, সেখানেও তদ্রূপ। তখন উপকূলস্থ সমস্ত স্তম্ভগুলি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। সর্বত্রই ঘণ্টা-ধারগুলি খুলিতেছে ও বন্ধ হইতেছে।

ইহার অর্থ কি ?

অর্থ এই যে, ঘণ্টাগুলি প্রচণ্ডবেগে দোলায়িত হইতেছে।

কেন ?

নিঃসন্দেহে সতর্ক করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে।

সকল গ্রামে, সকল শহরে, চতুর্দিকের সমস্ত স্তম্ভ হইতে উন্মত্তভাবে ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, অথচ এখানে কিছুই শোনা যাইতেছে না। কারণ ঘণ্টা-স্তম্ভগুলি তথা হইতে বহুদূরে এবং সমুদ্রবায়ু বিপরীত দিকে শব্দ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। চতুর্দিকের ঘণ্টাসমূহের এই ক্ষিপ্ত আহ্বান, তবু বৃদ্ধের নিকট এই নিস্তব্ধতা। বড়োই কুলক্ষণ।

বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ঘণ্টার আন্দোলন দেখিতে পাইতেছেন, অথচ শব্দ শুনিতেছেন না। ঘণ্টাবাদ্য দর্শন— অদ্ভুত অনুভূতি।

কাহার বিরুদ্ধে এই ঘণ্টানির্ঘোষ ? কাহার সম্বন্ধে এই সতর্কীকরণ।

বৃহদক্ষরের সুবিধা

নিশ্চয়ই কেহ ফাঁদে পড়িয়াছে। কে ?

এই লৌহকঠিন লোকটির বুকের ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। তিনি নহেন তো ?

তাঁহার আগমন প্রকাশ পাওয়ার কথা নহে। নগরের অস্থায়ী প্রতিনিধির নিকট সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। করভেটটি নিঃসন্দেহ মগ্ন হইয়াছে— একজনও রক্ষা পায় নাই। আর সে জাহাজেও কেবল বয়বার্থেলট এবং লা-ভিউভিলই তাঁহার নাম জানিত। ঘণ্টাগুলির উদ্দাম নৃত্য চলিতেছে। তিনি যন্ত্রচালিতবৎ সেদিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং যে সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই আসন্ন বিপদের ভয়ংকর সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত কল্পনা হইতে কল্পনান্তরে দোদুল্যমান ঘণ্টাগুলির মতোই প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি মনকে এই

বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, 'কেউ তো আমার এখানে আগমনের কথা অবগত নহে, আমার নামও কেউ জানে না। আর বিপদস্থচক ঘণ্টা তো কত কারণেই বাদিত হইতে পারে।'

কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া তাঁহার মাথার উপর পশ্চাৎ দিকে বৃক্ষপত্র কম্পনের মতো একটু শব্দ হইতেছিল। প্রথমে তিনি সেদিকে মোটেই মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু শব্দটা ক্রমাগতই হইতেছিল দেখিয়া তিনি অবশেষে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন একখণ্ড বড়ো বিজ্ঞাপনের কাগজ তাঁহার মাথার উপর একটা প্রস্তরের গায় আঠা দিয়া লাগানো, বাতাস সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞাপনটা বোধ হয় অতি অল্পক্ষণই লাগানো হইয়াছিল, কারণ কাগজটা তখনো ঈষৎ আর্দ্র ছিল। তাহার একটা কোণ আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। বাতাস সেটা লইয়া টানাটানি করিতেছে।

বৃদ্ধ বিপরীত দিক হইতে বালিয়াড়ি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাই কাগজটা তখন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

তিনি অগ্রসর হইয়া ইতিপূর্বে যে প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহার উপরে উঠিলেন এবং কাগজের আল্‌গা কোণটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। আকাশ পরিষ্কার। জুন মাসের প্রদোষালোক শীঘ্র অপস্থত হয় না। বালিয়াড়ির নিম্নদেশ ধূসর ছায়ায় আবৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার উপরিভাগে তখনো আলো ছিল। বিজ্ঞাপনের কতকটা অংশ বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত, তাহা বুঝিতে পারা গেল। তিনি পাঠ করিলেন,

"এক এবং অখণ্ড ফরাসী-সাধারণতন্ত্র

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করানো যাইতেছে যে ভূতপূর্ব মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক, ভাইকাউণ্ট ডি-ফণ্টেনয়— যে ব্রিটেনীর প্রিন্স নামে অভিহিত— গোপনে গ্রেনভিলের উপকূলে অবতরণ করিয়াছে; তাহাকে অদ্যাবধি আইনের আশ্রয়-বর্জিত বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাহার মস্তকের মূল্য ৬০,০০০ ফ্রাঙ্ক নির্ধারিত হইল। যে-কেহ তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরাইয়া দিতে পারিবে সে-ই উক্ত মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা (নোট নহে) প্রাপ্ত হইবে। শেরবুর্গের উপকূলরক্ষী সেনাসমূহের একদল তথাকথিত মার্কুইসের গ্রেফতারের জন্ত অবিলম্বে প্রেরিত হইতেছে।

এতদ্‌বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে আদেশ দেওয়া গেল।

অদ্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২ জুন তারিখে গ্রেনভিলের টাউন হল হইতে ইহা প্রচারিত হইল।

(স্বাক্ষর) প্রিউর-ডি লা-মার্নে
শেরবুর্গ উপকূল-সন্নিবিষ্ট
ক্যান্টন্‌মেণ্টের জনগণের
অস্থায়ী প্রতিনিধি।"

এই স্বাক্ষরের নিম্নে আর-একটা স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত ছোটো অক্ষরে মুদ্রিত বলিয়া বৃদ্ধ তাহা পড়িতে পারিলেন না।

এই উচ্চ স্তম্ভের উপর আর অবস্থান করা নিরাপদ নহে। তথায় এতক্ষণ থাকাই হয়তো উচিত হয় নাই। চারি দিকে সবই অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। কেবল ঐ বালিয়াড়ি-শিখরই এখনো পর্যন্ত পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে।

স্তূপ হইতে নিম্নে অন্ধকারে নামিয়া আসিয়া তিনি ইতিপূর্বে অঙ্গুলিদ্বারা যে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন সেই পথে গোলাবাড়ির দিকে মন্দগতিতে অগ্রসর হইলেন। সেই দিকেই বিপদ-আশঙ্কা অল্প বলিয়া তাঁহার মনে হইল। প্রান্তর তখন জনশূন্য। একটা ঝোপের পিছনে আসিয়া তিনি ওভারকোটটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং ওয়েস্টকোটটা উলটাইয়া পরিলেন—তাহার লোমশ দিকটা বাহিরে রহিল। তার পর একটা উত্তরীয়ের ছিন্নাবশেষ গলায় জড়াইয়া বাঁধিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। আকাশে চাঁদ ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন যেখানে পথটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই দ্বিপথের সংযোগস্থলে একটি পুরাতন পাথরের ক্রুশ দণ্ডায়মান। সেই ক্রুশের পাদপীঠের গায় একটা সাদা চৌকোণ জিনিস তিনি দেখিতে পাইলেন, বোধ হয় আর-একখানা নোটিশ। তিনি সেটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

'কোথায় যাচ্ছেন?' কে যেন বলিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ফিরিলেন। দেখিলেন বেড়ার ধারে তাঁহারই মতো দীর্ঘকায়, তাঁহারই মতো বৃদ্ধ, তাঁহারই মতো পক্ক কেশ, তাঁহার চেয়েও অধিকতর জীর্ণবস্ত্র

পরিহিত— তাঁহারই প্রতিমূর্তির মতো— একজন লোক, একটা লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সে আবার বলিল, 'আমি জিজ্ঞেস করছি. আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

উদ্ধত-গাম্ভীর্যের সহিত বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, 'আমি কোথায় ? আগে বল।'

লোকটা বলিল, 'আপনি ট্যানিসের জমিদারিতে। আমি তার ভিক্ষুক, আপনি তার জমিদার।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ আপনি, মাই লর্ড, মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক্।'

ফকির

মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক্ (এখন থেকে আমরা তাঁহাকে তাঁহার নিজের নামেই সম্বোধন করিব) শান্তভাবে উত্তর করিলেন, 'তাই হোক, আমাকে ধরিয়ে দাও।'

লোকটা বলিল, 'আমরা উভয়েই তো এখন "নিজ নিকেতনে" ; আপনি দুর্গে, আমি জঙ্গলে।'

মার্কুইস বলিলেন, 'সব চুকে যাক। তোমার কাজ তুমি করো, আমাকে ধরিয়ে দাও।'

লোকটা বলিল, 'আপনি হার্ব-এন্-পেল-এর গোলাবাড়িতে যাচ্ছিলেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'যাবেন না।'

'কেন ?'

'সেখানে "ব্লু"রা রয়েছে।'

'কতকাল যাবৎ।'

'আজ তিনদিন থেকে।'

'গোলাবাড়ির ও গ্রামের লোকেরা তাদের বাধা দিয়েছিল ?

'না। তারা বরং ওদের অভ্যর্থনা করে নিল।'

'বটে !'

লোকটা গোলাবাড়ির ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। অনতিদূরে গাছের উপর দিয়া সেই ছাদ দেখা যাইতেছিল।

'মার্কুইস, ছাদটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তার উপরে কী আছে, দেখতে পাচ্ছেন ?'

'কী যেন উড়ছে।'

'হ্যাঁ।'

'একটা নিশান।'

'তে-রঙা।' লোকটা বলিল।

বালিয়াড়ির উপরে মার্কুইস যখন দাঁড়াইয়া ছিলেন তখন এইটিই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

'সংকেত-সূচক ঘণ্টা বাজছে না ?' মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন।

'হ্যাঁ।'

'কিজন্য ?'

'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আপনার জন্যে।'

'কিন্তু আমি তো তা শুনতে পাচ্ছি নে।'

'বাতাসে শব্দ উলটো দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' লোকটা আরো বলিল, 'আপনার ইস্তাহার দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তারা আপনার পিছু লেগেছে।' গোলাবাড়ির দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'ওখানে অর্ধ ব্যাটালিয়ান সৈন্য আছে।'

'সাধারণতন্ত্রের ?'

'প্যারিসের।'

'উত্তম, চলো।' এই বলিয়া মার্কুইস গোলাবাড়ির দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন।

লোকটা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, 'ওখানে যাবেন না।'

'কোথায় তা হলে আমাকে যেতে বল ?'

'আমার সাথে আমার বাড়িতে।'

মার্কুইস স্থির দৃষ্টিতে ভিক্ষুকের দিকে তাকাইলেন।

'শুনুন, মাই লর্ড, আমার বাড়ি সুন্দর নয়, তবে নিরাপদ। কুঠুরিটি একটি গুহার চেয়েও নিচু। মেঝে সমুদ্রের শ্যাওলার, আর ছাউনি হচ্ছে গাছের ডাল ও ঘাসের। আসুন, গোলাবাড়িতে গেলে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। আমার বাড়িতে চাই কি, আপনি ঘুমুতেও পারবেন, নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত। কাল সকালে নীলদলের লোকেরা চলে যাবে। আপনি তখন যেখানে খুশি যেতে পারবেন।'

মার্কুইস লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন্ পক্ষের? সাধারণতন্ত্রের কি রাজপক্ষের?'

'আমি ভিকিরি।'

'রাজপক্ষেরও নও, সাধারণতন্ত্রেরও নও?'

'কোনো পক্ষেরই না।'

'তুমি রাজার সপক্ষে কি বিপক্ষে?'

'ও-সব ভাববার আমার সময় নেই।'

'যা সব ঘটছে, তার সম্বন্ধে কী মনে কর?'

'আমার জীবিকারই সংস্থান নাই।'

'তবু তুমি তো আমাকে সাহায্য করতে এসেছ।'

'কারণ, দেখলাম আপনাকে আইনের আশ্রয়-বর্জিত করেছে। আইন কি? দেখা যায় আইনের বাইরেও লোক থাকতে পারে। বুঝি না। আমি কি আইনের আশ্রয়ে আছি? না, তার বাইরে? মোটেই জানি না। অনাহারে প্রাণ দেওয়া— সেটা কি আইনের ভেতরে?'

'কতকাল এই অনশন-ক্লেশ ভোগ করছ?'

'জীবনভোর।'

'তবু তুমি আমাকে বাঁচাতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কারণ, আমার মনে হল— এই একজন, যে আমার চেয়েও দীনদরিদ্র। আমার শ্বাস টানবার এক্তিয়ার আছে, এর তাও নেই।'

'তা সত্য। সেজন্যেই তুমি আমাকে রক্ষা করছ ?'

'নিশ্চয়ই। মন্‌সেইনিয়র, আমি আর আপনি ভাই-ভাই। আমি চাই— রুটি, আপনি চান— জীবন। আমরা জোড়া ভিকিরি।'

'কিন্তু তুমি কি জান, আমার মস্তকের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিরূপে জানলে ?'

'আমি ইস্তাহারটা পড়েছি।'

'তুমি পড়তে জান ?'

'হ্যাঁ। লিখতেও জানি। জানোয়ার হয়ে লাভ কি ?'

'তা তুমি যদি পড়তে পার, আর নোটিশটাও দেখে থাক, তা হলে তো জানতে পেরেছ যে, আমাকে ধরিয়ে দিলে ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক রোজগার করা যায় ?'

'তা জানি।'

'নোটে নয়।'

'হ্যাঁ, জানি, মোহরে।'

'ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক ; জানো এটা একটা মস্ত সম্পত্তি ?'

'হ্যাঁ।'

'যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সে-ই এই সম্পত্তি লাভ করতে পারে।'

'বেশ, তার পরে কি ?'

'এতটা সম্পত্তি !'

'আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। যখন আপনাকে দেখলাম তখনই আমার মনে হল, যে-কেউ এই লোকটাকে ধরিয়ে দিয়ে হয়তো এতটা সম্পত্তি করে নেবে— একে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলা আবশ্যক।'

মার্কুইস ভিক্ষুকের অনুবর্তী হইলেন। তাঁহারা একটা ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এইখানেই ফকিরের আস্তানা। একটা বিশাল ওকবৃক্ষের জটিল শিকড়ের নীচে মাটি খুঁড়িয়া একটা কুঠুরির মতো করা হইয়াছে। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় সেটা সম্পূর্ণ আবৃত। স্থানটি অন্ধকার, নিচু, গুপ্ত এবং অদৃশ্য। দুইজনের থাকিবার মতো জায়গা আছে।

ভিক্ষুক বলিল, 'আমার অতিথি জুটতে পারে, এটা আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম।'

কুঠুরিতে কয়েকটি জগ, খড়ের আঁটি, একটি চকমকি পাথর ও ইস্পাতের টুকরা, একবোঝা জ্বালানি কাঠ— এই-সব আসবাব ছিল।

তাঁহারা নুইয়া, একরূপ হামাগুড়ি দিয়া কুঠুরির ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং ভূমিতলে আস্তৃত শুষ্ক সামুদ্রিক শৈবালের উপর উপবেশন করিলেন। এই শৈবাল দ্বারা শয্যার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গহ্বরের প্রবেশপথ একটু চাঁদের আলোতে রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কুঠুরির এক কোণে এক কলসি জল, খানিকটা কালো পাউরুটি ও কতকগুলি বাদাম রহিয়াছে।

ভিক্ষুক বলিল, 'আসুন, আহার করা যাক।'

তাঁহারা বাদামগুলি ভাগ করিয়া লইলেন। মার্কুইস তাঁহার বিস্কুটখণ্ডটিও বাহির করিয়া দিলেন। দুইজনে একই পাউরুটির অংশ ভক্ষণ করিলেন এবং দুইজনেই পরপর একই জগ হইতে জলপান করিলেন।

কথাবার্তা চলিল। মার্কুইস ভিক্ষুককে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

'তা হলে, যাই কেন ঘটুক না, তোমার কিছুই আসে যায় না?'

'কিচ্ছু না। আপনারা লর্ড, ও-সব আপনাদের ব্যাপার।'

'কিন্তু যাই বল, বর্তমান ঘটনাবলী—'

'আমার গায়ে তার বাতাস লাগে না।'

পরক্ষণে ভিক্ষুক আরো বলিল, 'এর চেয়েও বড়ো বড়ো ব্যাপার আছে— যেমন সূর্যি ওঠে, চাঁদ বাড়ে কমে— আমি তাই নিয়ে সময় কাটাই।'

জগ হইতে আর-এক চুমুক জল পান করিয়া সে বলিল, 'আঃ, কেমন মিষ্টি ঠাণ্ডা জল।' জিজ্ঞাসা করিল, 'মন্‌সেইনিয়র জলটা আপনার লাগছে কেমন?'

মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম টেলিমার্চ, কিন্তু লোকে আমাকে "ফকির" বলে ডাকে। "বুড়ো" নামেও আমি এ অঞ্চলে পরিচিত। আজ চল্লিশ বছর ধরে তারা আমায় "বুড়ো" বলে আসছে।'

'চল্লিশ বৎসর! কিন্তু চল্লিশ বৎসর আগে তো তুমি যুবক ছিলে!'

'আমি কখনোই যুবক ছিলাম না। পক্ষান্তরে, মাই লর্ড, আপনার চির-

যৌবন। কুড়ি বছরের ছোকরাদের মতো আপনার পায়ের গোছা, আপনি এখনো সেই বড়ো বালিয়াড়ির উপরে উঠতে পারেন। আর আমার? আমার তো হাঁটতেই কষ্ট হয়। মাইলখানেক চলেই আমি হাঁপিয়ে পড়ি। তবুও আমাদের বয়স কিন্তু একই। ধনীদের যে একটা মস্ত সুবিধে— তারা রোজ খেতে পায়, খেলেই স্বাস্থ্য বজায় থাকে।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ফকির পুনরায় বলিতে লাগিল, 'দারিদ্র্য, ধন, এতেই তো গোলমাল পাকিয়ে তুলছে। অন্তত আমার তাই ধারণা। গরিব চায় ধনী হতে, ধনীরা গরিব হতে নারাজ। সকল গোলমালের মূলেই তো ঐ। এ-সব ব্যাপারে আমি আর নিজেকে জড়াই নে। যা হবার তা তো হবেই। আমি মহাজনের পক্ষেও নই, খাতকের পক্ষেও নই। এইমাত্র জানি, একটা দেনা আছে, আর সেটা শোধ হচ্ছে, এই পর্যন্ত। আমার মনে হয় রাজাকে তারা না মারলেই ভালো হত— কিন্তু, কেন, তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত কথা। কেউ হয়তো আমাকে পালটে বলবে— "কিন্তু এটা মনে আছে কি, কোনো কিছু দোষ নেই, তবু শুধু শুধু রাজার আমলে লোকদের ধরে কেমন করে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিত?" ভেবে দেখুন একবার, কাণ্ডটা কিরকম! রাজার বাগানের একটা হরিণের গায়ে গুলি করেছিল বলে একজন লোকের ফাঁসি হল— আর তার স্ত্রী ও সাত-সাতটা কাচ্চাবাচ্চা অনাথ হয়ে গেল। এ আমি নিজ চোখে দেখেছি। দুই দিকেরই ঢের বলবার আছে।'

আবার সে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। তার পরে বলিল, আমি আবার একটু একটু ডাক্তারি হেকিমিও করি। ভাঙা হাড় জোড়া লাগাই, গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ জানি। সময় সময় এখানে থাকি না, কখনো-বা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবি। তাই লোকেরা মনে করে আমি বুঝি মন্ত্রতন্ত্রও জানি। আমি ভাবি, খোয়াব দেখি, তারা কাজেই মনে করে আমি খুব জ্ঞানী।'

'তুমি এই গ্রামেরই লোক?'

'আমি কখনো এর বাইরে যাই নি।'

'তুমি আমাকে চেন?'

'নিশ্চয়ই। আপনাকে শেষ দেখেছিলাম, যখন দুবছর আগে আপনি এ দিক দিয়ে ইংলণ্ড চলে যান। খানিকক্ষণ আগে দেখলাম বালিয়াড়ির উপর

একজন খুব লম্বাপানা লোক। লম্বা লোক এ অঞ্চলে বড়ো একটা দেখা যায় না। ব্রিটেনীর লোকেরা খর্বাকার। ভালো করে চেয়ে দেখলুম। নোটিশটা আগেই পড়েছিলুম; অমনি আমার মনে হল "আঃ হা"। আপনি যখন নেবে আসলেন জোছ্‌নায় আপনাকে চিনতে আর দেরি হল না।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি না।'

'আপনি আমাকে দেখেছেন, কিন্তু কখনো আমার দিকে তাকান নি।' ফকির আরো বলিল, 'আমি কিন্তু আপনাকে তাকিয়ে দেখেছি। দাতা এবং ভিক্ষুকের দৃষ্টি তো একরূপ নয়।'

'তোমার সঙ্গে পূর্বে কি কখনো আমার সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'অনেকবার। আমি আপনার দোরের চিরকেলে ভিকিরি। আপনি আমাকে ভিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যিনি দেন তিনি চেয়ে দেখেন না, যে নেয় সেই লক্ষ করে, পরীক্ষা করে। আপনার দুর্গ থেকে যে পথ বেরিয়ে গেছে, তারই পাশে আমি অনেকবার আপনার কাছে হাত পেতেছি। আপনি শুধু হাতটাই দেখেছেন, আর তাতে ভিক্ষা ফেলে দিয়েছেন। সকালে সে দান আমি কুড়িয়ে এনেছি, না হলে রাত্তিরে মারা যেতাম। চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু না খেয়েও আমার দিন কেটেছে। কখনো কখনো একটি পেনিতেও জীবন রক্ষা হয়। আমি আপনার নিকট আমার জীবন ধারি। আজ সে ধার শোধ দিচ্ছি।'

'তা সত্য। তুমি আমাকে রক্ষা করেছ।'

'হ্যাঁ, মন্‌সেইনিযর, আমি আপনাকে রক্ষা করছি, কিন্তু—' বলিতে বলিতে টেলিমার্চের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল— 'এক শর্তে।'

'কী সেটা?'

'যে আপনি এখানে কোনো অনিষ্ট করতে আসেন নি।'

মার্কুইস বলিলেন, 'আমি এখানে ভালো করবার জন্যে এসেছি।'

'ঘুমানো যাক এখন'— ভিক্ষুক বলিল।

শৈবাল-শয্যার উপরে উভয়ে পাশাপাশি শুইয়া পড়িলেন। ফকিরের তখনই নিদ্রাকর্ষণ হইল। মার্কুইস ক্লান্তি সত্ত্বেও কিয়ৎকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। একবার স্থিরদৃষ্টিতে ফকিরের দিকে চাহিলেন। এই বিছানায়

শোওয়া মানে মাটিতে শোওয়া। তাই মাটিতে কান পাতিয়া তিনি শুনিতে লাগিলেন। মাটির নীচে অদ্ভুত গুন্ গুন্ শব্দ হইতেছে। আমরা জানি শব্দ ভূগর্ভে চলিয়া যায়। তিনি ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। বিপদসূচক ঘণ্টা তখনো বাজিতেছিল। মার্কুইস নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

৫

(স্বাক্ষর) গভেন

ঘুম ভাঙিলে মার্কুইস বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন। দোরের বাহিরে ফকির লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভোরের আলোতে তাহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত।

টেলিমার্চ বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, এইমাত্র চারটা বেজে গেল। বায়ুর গতি পরিবর্তন হয়ে এখন স্থলবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। বিপদসূচক ঘণ্টা আর বাজছে না, শব্দ শুনতে পাচ্ছি নে। হার্ব-এন-পেল গ্রাম এবং সেখানকার গোলাবাড়ি সব চুপচাপ। "নীল" দলের লোকেরা হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, নয় চলে গেছে। সংকটাবস্থা বোধ হয় কেটে গেছে। আমাদের এখন ছাড়াছাড়ি হওয়াই যুক্তি-যুক্ত। আমার বেরুবার সময় হল।'

দূরে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া ফকির বলিল, 'আমাকে ঐখানে যেতে হবে।'

বিপরীত দিকে পুনরায় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল. 'আপনি যান এই দিকে।'

ফকির মার্কুইসকে অভিবাদন করিল। ভুক্তাবশিষ্ট আহার্যের দিকে দেখাইয়া বলিল, 'ক্ষুধাবোধ করলে এই বাদামগুলো নিয়ে যান।'

মুহূর্ত পরে বৃক্ষাবলীর মধ্যে ফকির অদৃশ্য হইয়া গেল।

মার্কুইস শৈবাল-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া টেলিমার্চ নির্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন।

স্নিগ্ধমধুর উষা। প্রাচীন নর্ম্যান কৃষকগণের ভাষায় এই সময়টিকে 'দিবসের বুলবুল সংগীত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিহঙ্গমগণের কলকাকলিতে প্রভাত-গগন ঝংকৃত। পূর্বরাত্রে যে পথ দিয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন, মার্কুইস সেই

পথের অনুসরণ করিলেন। ক্রমে যেখানে পাথরের ক্রুশটি প্রোথিত ছিল সেই ত্রিপথের নিকটে তিনি উপনীত হইলেন। বিজ্ঞাপনটি তখনো সেখানে লাগানো ছিল। অরুণালোকে কাগজটা চিকচিক করিতেছিল। মার্কুইসের মনে হইল, কাগজটির তলদেশে ক্ষুদ্র অক্ষরে কী লিখিত ছিল, তাহা বিগত সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে তিনি পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রুশটির পাদপীঠের নিকট অগ্রসর হইয়া মার্কুইস দেখিলেন— 'প্রিউর-ডি-লা মার্নে' এই স্বাক্ষরের নিম্নে ছোটো হরফে আরো দুইটি লাইন মুদ্রিত আছে—

'ভূতপূর্ব মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক্ নিঃসন্দেহরূপে সনাক্ত হইলে তাহাকে তখনই গুলি করিয়া মারিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) তল্লাসী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ— গভেন।'

'গভেন!' বিস্মিত মার্কুইস বলিয়া উঠিলেন, 'গভেন!' নোটিশটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন, 'গভেন!'

মার্কুইস চলিতে লাগিলেন। পুনরায় ফিরিয়া ক্রুশটির দিকে চাহিলেন; কয়েক পদ পিছাইয়া আসিলেন, আবার ইস্তাহারটি পাঠ করিলেন।

তার পর তিনি ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে কেহ নিকটে থাকিলে শুনিতে পাইত, মার্কুইস অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন, 'গভেন!'

যে নিচু পথ ধরিয়া মার্কুইস চলিয়া যাইতেছেন তথা হইতে বামপার্শ্বের গোলাবাড়ির গৃহগুলির ছাদ মাত্র দেখা যায়। সেই পথের পাশে খুব উঁচু খাড়াই। উহার শীর্ষদেশ নানাপ্রকার তরুগুল্মে আবৃত। উষার কণকচ্ছটায় পত্রপল্লবে যেন হাসির লহর বহিয়া যাইতেছিল। প্রভাতের বিমল আনন্দে প্রকৃতি কানায় কানায় পূর্ণ।

সহসা এই নিসর্গদৃশ্য ভীষণ আকার ধারণ করিল। অবর্ণনীয় আতঙ্কজনক ঢক্কানিনাদ, বন্দুকের আওয়াজ ও লোমহর্ষণ চীৎকারধ্বনিতে কঠিন প্রান্তর শব্দায়িত হইয়া উঠিল। গোলাবাড়ির দিকে গাঢ় ধূম্ররাশি ও অনলশিখা উত্থিত হইতেছে, দেখা গেল। বোধ হইল যেন পল্লীটি ও তাহার সমস্ত ঘরবাড়ি শুষ্ক-তৃণস্তূপের মতো ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। প্রকৃতির শান্ত শ্রী সহসা চণ্ডমূর্তি

ধারণ করিল। প্রভাতের আনন্দনিকেতনে নারকীয় লীলা আরম্ভ হইল, আরাম অতর্কিতে আতঙ্কে পরিণত হইল। কী আকস্মিক পরিবর্তন!

মার্কুইস থমকিয়া দাড়াইলেন। গ্রামে লড়াই হইতেছে।

এরূপ সময়ে মানুষের ভয় হইতে কৌতূহলটাই প্রবলতর হইয়া উঠে। কী হইতেছে সেটা জানিবার চেষ্টা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। তাহা জানিতে গিয়া যদি প্রাণ দিতে হয় তাও স্বীকার। মার্কুইস সেই খাড়াইয়ের উপর চড়িলেন। সেখান হইতে সব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাঁহাকেও লোকে দেখিয়া ফেলিতে পারে, সে আশঙ্কাও ছিল।

বাস্তবিক সেখানে লড়াই ও অগ্নিকাণ্ড চলিতেছিল। মার্কুইস আর্তকণ্ঠের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। গোলাবাড়িতে কোনো পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। কিন্তু তাহা কী? গোলাবাড়ি কি আক্রান্ত হইয়াছে? কাহারা আক্রমণ করিল? লড়াই হইতেছে কি? না ইহা কোনো সামরিক অনুষ্ঠান? অনেক সময় 'নীল' দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের গ্রাম ও খেত-খামার জ্বালাইয়া দেয়। বৈপ্লবিক গভর্নমেণ্টের এরূপ একটা আদেশ ছিল। সাধারণতন্ত্রের সৈন্যদলের অভিযানের জন্য জঙ্গলের গাছ কাটিয়া পথ করিয়া রাখিতে গ্রাম-বাসীরা বাধ্য ছিল। তাহা না করিলে সেই-সব গ্রাম উক্ত সৈন্যদল জ্বালাইয়া দিত। হার্ব-এন-পেল-এ কি সেরূপ কিছু হইতেছে? গোলাবাড়িতে সন্নিবিষ্ট অগ্রগামী সৈন্যদল কি এরূপ কোনো আদেশ পাইয়াছে?

ব্যাপারটা এরূপ কোনো সামরিক অনুষ্ঠান হইলে খুব সাংঘাতিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। কেননা সমস্ত পাশবিক কর্মের মতোই অত্যন্ত সত্বরতার সহিত ইহার সমাধা হইল। মার্কুইস সেই উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া কল্পনা ও অনুমানের ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, এবং সেখানে থাকিতেও ইতস্তত করিতেছিলেন, নামিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। সব লক্ষ করিতেছিলেন ও কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সেই ধ্বংসকার্যের বিরাম হইল। তিনি লক্ষ করিলেন, ঝোপের মধ্যে যেন একদল হর্ষোৎফুল্ল দুর্দান্ত সৈন্য ছড়াইয়া পড়িল। বৃক্ষের নীচে ভয়ংকরভাবে ছুটাছুটি হইতেছে, শব্দ পাওয়া গেল। ড্রাম বাজিতেছে। বন্দুকের আওয়াজ আর হইতেছিল না। তাহারা যেন কী খুঁজিতেছে— কিসের অনুসরণ করিতেছে। অস্পষ্ট কোলাহল

ও চীৎকার এখানে-সেখানে শোনা যাইতেছে। তাহাতে ক্রোধ এবং বিজয়ের স্বর মিশ্রিত। কোলাহলের মধ্যে সহসা একটি কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হইল; যেমন করিয়া ধূমরাশির মধ্যে কোনো বস্তুর অবয়ব ফুটিয়া উঠে। সেটা হইতেছে একটা নাম। সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত সেই নাম মার্কুইস পরিষ্কার শুনিতে পাইলেন—

'ল্যান্টিনেক্! ল্যান্টিনেক্! মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক্!'

তাঁহাকেই তাহারা খুঁজিতেছে!'

অন্তর্বিপ্লবের ঘূর্ণীচক্র

সহসা তাঁহার চতুর্দিকে ঝোপঝাড়ের উপর দিয়া বন্দুক, সঙীন, তরবারি ও একটা ত্রিবর্ণের পতাকা উঁচু হইয়া উঠিল, এবং ল্যান্টিনেক্ নাম একেবারে কানের গোড়ায় আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইল! সম্মুখে পশ্চাতে পায়ের কাছে নিষ্ঠুরাকৃতি জনগণের সমারোহ।

সেই উচ্চভূমির উপর মার্কুইস একাকী দণ্ডায়মান। তাঁহার নাম লইয়া যাহারা চীৎকার করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে সকলেই দেখিতে পাইতেছিল। অরণ্যমধ্যস্থ সহস্র সহস্র বন্দুকের তিনি একমাত্র লক্ষস্থল। যেদিকে তাকান সেইদিকেই রক্তচক্ষুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

মার্কুইস টুপি খুলিয়া তাহার প্রান্ত উপর দিকে উলটাইয়া দিলেন। পকেট হইতে একটা সাদা 'রিবন' বাহির করিয়া ঝোপ হইতে একটা লম্বা কাঁটা ছিঁড়িয়া তদ্দারা টুপির উপর 'রিবন'টি আটকাইয়া দিলেন। তার পর টুপিটি পুনরায় মাথায় দিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া উচ্চকণ্ঠে মেঘমন্দ্রে বনস্থলা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, 'আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে তোমরা খুঁজিতেছ। আমিই সেই মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক্, ভাইকাউণ্ট ডি-ফণ্টেনয়, ব্রিটেনীর প্রিন্স, রাজসৈন্যের লেফটেনাণ্ট জেনারেল। এইবার শেষ করে ফেলো! লক্ষ্য করো, গুলি চালাও!' এই বলিয়া ছাগচর্মের কোর্তা দুই হাতে টানিয়া ছিন্ন করিয়া আপনার নগ্ন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, কৃতলক্ষ্য বন্দুকধারীর পরিবর্তে তাঁহার চারি দিকে ক্ষিতিতল-লুন্ঠ-জানু জনসমূহ। বিপুল নির্ঘোষে চীৎকার হইল।

'ল্যা:স্টিনেক্ দীর্ঘজীবী হউন। মন্‌সেইনিয়র দীর্ঘজীবী হউন! জেনারেল দীর্ঘজীবী হউন!'

হর্ষোচ্ছ্বাসে টুপিগুলি উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মাথার উপরে উল্লাসে তরবারি খেলিয়া গেল, এবং সমস্ত ঝোপঝাড় হইতে উন্নত যষ্টিশীর্ষে বাদামি রঙের রেশমি টুপি আন্দোলিত হইতে লাগিল। মার্কুইস দেখিলেন, ভেণ্ডির এক সৈন্যদলে তিনি পরিবৃত। দর্শনমাত্রই তাহারা তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়াছে।

লোকগুলি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাহারো হাতে বন্দুক, কাহারো হাতে কৃপাণ, কেহ বর্শা, কেহ কাস্তে, কেহ বা লাঠি লইয়া আসিয়াছে। সাদা 'রিবন'-লাগানো বাদামি রঙের পশমী টুপি সকলেরই। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে চামড়ার খাটো কোর্তা, কিন্তু গুল্‌ফ অনাবৃত। সর্বশরীরে তাবিজ কবচ ও জপমালার প্রাচুর্য। চেহারা সকলেরই ভয়ংকর।

নতজানু জনতার মধ্য দিয়া একটি সৌম্যমূর্তি যুবক মার্কুইসের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারও পরিচ্ছদ উল্লিখিত কৃষকদেরই মতো। তবে তাহার হস্তদ্বয় শুভ্র, পোশাকের কাপড়চোপড় অধিকতর মূল্যবান এবং তাহার ওয়েস্ট-কোটের উপর একটি সাদা উত্তরীয় আবদ্ধ, তথা হইতে স্বর্ণবাটযুক্ত একটি তরবারি লম্বিত।

মার্কুইসের নিকট আসিয়া যুবক শিরস্ত্রাণ অপসারিত করিল, এবং রেশমি উত্তরীয়ের বন্ধন মোচন করিল। তার পর এক জানু ভূমিতলে রাখিয়া তরবারি ও উত্তরীয় মার্কুইসের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, 'আমরা আপনারই অনুসন্ধান করছিলেম, এখন আপনাকে পেয়েছি। নেতার তরবারি এই গ্রহণ করুন। আমি এতদিন উহাদের নেতা ছিলাম— এক্ষণে আপনার অধীনে সৈনিক হয়ে আমি গৌরব বোধ করছি। আমাদের বশ্যতা গ্রহণ করুন। মাই লর্ড, জেনারেল, আদেশ দিন।'

এই বলিয়া সে ইঙ্গিত করিলে একজন লোক একটা ত্রিবর্ণের পতাকা বহন করিয়া বন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং মার্কুইসের সন্নিধানে উপনীত

হইয়া উক্ত পতাকা তাঁহার পদতলে রক্ষা করিল। এই নিশানটিই মার্কুইস বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যুবক বলিল, 'জেনারেল, এই নিশান হার্ব-এন-পেল-এ সন্নিবিষ্ট "ব্লু" সেনাদলের নিকট হতে আমরা এইমাত্র কেড়ে নিয়েছি। মন্‌সেইনিয়র, আমার নাম গেভার্ড। আমি মার্কুইস ডি-লা রোয়ারির অধিকারভুক্ত।'

মার্কুইস বলিলেন, 'উত্তম।'

তার পর শান্তগম্ভীরভাবে তিনি সেই রেশমি উত্তরীয়খানি গাত্রবস্ত্রে আবদ্ধ করিলেন এবং কোষমুক্ত তরবারি মাথার উপরে সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন—

'ওঠো, রাজা দীর্ঘজীবী হউন।'

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। অরণ্যের অন্তরতম প্রদেশ পূর্ণ করিয়া উদ্দাম উল্লাসধ্বনি আকাশে উত্থিত হইল— 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন! আমাদের মার্কুইস দীর্ঘজীবী হউন! ল্যান্টিনেক্ দীর্ঘজীবী হউন!'

গেভার্ডের দিকে ফিরিয়া মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের সংখ্যা কত?'

'সাত হাজার।'

খাড়াই হইতে নামিতে নামিতে গেভার্ড মার্কুইসকে বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, যা ঘটেছে, এক কথায় তা বোঝানো যেতে পারে। শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা ছিল। সাধারণতন্ত্র আপনার গ্রেফতারের জন্য যখন পুরস্কার ঘোষণা করলে— তখনই আমরা বুঝতে পারলাম আপনি এই দিকেই আছেন। আর তাতেই এ অঞ্চলের সমস্ত লোক রাজার জন্য ছুটে এল। গ্রেনভিলের মেয়র (তিনিও আমাদের পক্ষে) গোপনে আমাদের সংবাদ দিয়েছিলেন। কাল রাত্রিরে তারা সংকেতসূচক ঘণ্টা বাজিয়েছিল।'

'কার জন্য?'

'আপনার জন্যে।'

মার্কুইস শুধু একটা কথা উচ্চারণ করিলেন, 'হুঁ'।

'দেখুন, অমনি আমরা এসে পড়েছি।'

'তোমরা হচ্ছ সাত হাজার।'

'আজ তাই বটে। কাল আমরা পনেরো হাজার হব। আমরা নিশ্চিত মনে করেছিলাম, আপনি এই বনেরই কোনো অংশে আছেন। তাই আপনাকে খুঁজছিলাম।'

'তোমরা "নীল"দলের লোকদের হার্ব-এন-পেল-এ আক্রমণ করেছিলে ?'

'বাতাসের গতিকে তারা ঘণ্টাধ্বনি কিছুই শুনতে পায় নি— তারা কিছু সন্দেহও করে নি। গ্রামের লোকেরা নির্বোধ— তাদের সদ্‌ভাবেই গ্রহণ করেছিল। আজ সকালে "নীল"দলের লোকেরা যখন ঘুমে অচেতন, তখন আমরা তাদের ঘিরে ফেলি। কাজ শিগগিরই ফতে হয়ে গেল। আমার একটা ঘোড়া আছে, আপনি সেটা নেবেন কি, জেনারেল ?'

'হ্যাঁ।'

একজন কৃষক রণসাজসজ্জিত একটি শ্বেতবর্ণের তুরঙ্গম লইয়া আসিল।

মার্কুইস বিনা সাহায্যে তাহার উপর আরোহণ করিলেন।

'হুররে !' কৃষকগণ চীৎকার করিল। ব্রিটেনীর উপকূল প্রদেশে ইংলিশ চ্যানেলস্থিত দ্বীপসমূহের সহিত সংশ্রববশত ইংরাজের ব্যবহৃত হর্ষ-শোকাদি-সূচক শব্দাদির খুব প্রচলন ছিল।

গেভার্ড মিলিটারি ধরনে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আপনার প্রধান আড্ডা কোথায় হবে ?'

'প্রথমত ফুজার্সের অরণ্যে।'

'এটি মাই লর্ডের সপ্তারণ্যের একটি।'

'আমাদের একজন পাদরী চাই।'

'তা আছে।'

'কে ?'

'চ্যাপেল-আর-ব্রির কিউরেট।'

'আমি তাকে জানি। তিনি জার্সিতে গিয়েছিলেন।'

একজন পাদরী জনতার মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'তিন বার।'

মার্কুইস তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'সুপ্রভাত, পাদরীমহাশয়, আপনার সম্মুখে কাজ রয়েছে।'

'ভালোই তো, মাই লর্ড।'

'আপনাকে কনফেশন (পাপস্বীকার) শুনতে হবে। অবশ্য যারা স্বেচ্ছায় করে, কারো উপর জোর করা হবে না।'

পাদরী বলিল, 'মাই লর্ড, গেমিনিতে গেস্টন সাধারণতন্ত্রের লোকদের উপর এজন্তে বলপ্রয়োগ করে।'

'সে একজন নাপিত মাত্র। মৃত্যুটা স্বাধীন হওয়াই সংগত।'

গেভার্ড লোকদের কি আদেশ জানাইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'জেনারেল, আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছি।'

'প্রথমে ফুজার্সের অরণ্যে গিয়ে সকলে সমবেত হও। এদের বিদায় করে দাও, তারা সেখানে প্রস্থান করুক।'

'এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।'

'তুমি না বলেছিলে যে হার্ব-এন-পেল-এর অধিবাসীরা নীলদলের লোকদের সদ্‌ভাবে গ্রহণ করেছিল?'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

'তুমি বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'পল্লীটা জ্বালিয়ে দিয়েছ?'

'না।'

'জ্বালিয়ে দাও।'

'ব্লুরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা মোটে দেড়শো; এদিকে আমরা হচ্ছি সাত হাজার।'

'কে তারা?'

'সাল্‌টারের সেনাদল।'

'সাল্‌টারে!— সেই লোকটা, যে রাজার মাথা কাটবার সময়ে ঢাক বাজাবার হুকুম দিয়েছিল। তা হলে এটা প্যারিসের রেজিমেণ্ট!'

'অর্ধ রেজিমেণ্ট।'

'রেজিমেণ্টের নাম?'

'এদের পতাকায় "লাল-পণ্টন" এই কথা লেখা ছিল।'

'জানোয়ারের দল।'

'আহতদের কী করা হবে ?'

'নিকেশ করে ফেল।'

'আর বন্দীদের ?'

'গুলি করে মারো।'

'তারা প্রায় আশি জন।'

'সব্বাইকে গুলি করে মেরে ফেল।'

'তাদের মধ্যে দুটি হচ্ছে মেয়েলোক।'

'তাদেরও।'

'তিনটি শিশু আছে।'

'তাদের নিয়ে যাও। পরে দেখা যাবে— ওদের কী করা উচিত।'[১]

মার্কুইস ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

৭

দয়া কোরো না : সাধারণতন্ত্রের রণমন্ত্র

ক্ষমা কোরো না : রাজতন্ত্রের রণমন্ত্র

এদিকে ফকির ক্রলন গ্রামের অভিমুখে চলিয়াছে। যাইতে যাইতে সে নিঃশব্দ, ছায়াময়, তরুগুল্মসমাচ্ছন্ন খদগুলির মধ্যে ডুবিয়া গেল। কোনো দিকে তাহার দৃকপাত নাই। লক্ষ্যহীন স্বপ্নমুগ্ধের মতো সে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইলে বন্য ফল ভক্ষণ, পিপাসা পাইলে অঞ্জলি ভরিয়া ঝরনার জলপান— এইরূপে ফকির পথ অতিবাহন করিয়া চলিয়াছে। সময় সময় সূর্যকিরণে সে আপনার ছিন্ন গাত্রবস্ত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া লইতেছিল। এক-একবার কান পাতিয়া সে দূরের কোলাহল শোনে, আবার পাখির কূজন শ্রবণ করিতে করিতে আবেশময় নিসর্গ সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়া যায়।

ফকির বুড়োমানুষ— ধীরে ধীরে চলাফেরা করে। বেশিদূর হাঁটিতে পারে না। মার্কুইসকে সে বলিয়াছিল যে পোয়া লীগ্ যাইতেই তাহার ক্লান্তি হয়। সে কথা ঠিক : খানিকদূর যাইয়াই সে পুনরায় ফিরিয়া চলিল। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বে আস্তানায় ফিরিতে পারিল না।

ক্রমে সে একটা বৃক্ষহীন উচ্চভূমিতে আসিয়া উপনীত হইল। তথা হইতে পশ্চিম দিকে দূর-সাগর-সীমা পর্যন্ত দৃষ্টি অবারিত।

একটা ধূমস্তম্ভের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

ধূমের মতো এমন শান্ত জিনিস আর নাই। আবার চমকাইয়া তুলিতেও উহার মতো দ্বিতীয় আর-একটি মিলে না। শান্তিময় এবং অমঙ্গল সূচক— উভয়বিধ ধূমই আছে। ধূমরেখার আপেক্ষিক ঘনত্ব ও বর্ণভেদ— সমর ও সন্ধি, মিত্রতা ও শত্রুতা, আতিথেয়তা ও সমাধি, এবং জীবন ও মরণের পার্থক্য সূচিত করে। তরুপুঞ্জভেদী উড্ডীয়মান ধূমরাশি হয়তো জগতের যাহা সর্বাপেক্ষা মনোরম— গৃহ ও গার্হস্থ্যজীবন— তাহারই দ্যোতক; অথবা যাহা সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর— গৃহভবনভস্মসাৎকারী, গ্রামজনপদ বিধ্বংসী দিগ্‌দাহ— তাহারই সূচক। এই লঘু বাষ্পরাশি— বাতাস যাহাকে যদৃচ্ছা উড়াইয়া লইয়া বেড়ায়— কখনো কখনো ইহারই মধ্যে মানুষের সমগ্র সুখ কিংবা অপরিসীম দুঃখের বিচিত্র ইতিহাস আশ্চর্যরূপে প্রচ্ছন্ন থাকে।

টেলিমার্চ যে ধূমরাশি দেখিতে পাইল তাহা উদ্‌বেগজনক।

ঘনকৃষ্ণ ধূমরাশি মাঝে মাঝে রক্তিম আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অগ্নি থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছে, এবং প্রায় নির্বাপিত হইয়া আসিতেছে— এরূপ বোধ হইল। ধূম উঠিতেছে হার্ব-এন-পেল গ্রামের উপর দিয়া।

টেলিমার্চ এই ধূমের অভিমুখে দ্রুতপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল।

ফকির বড়োই ক্লান্ত— কিন্তু এর মানে জানা চাই।

সে একটা টিলার উপর আরোহণ করিল। ইহারই পার্শ্বদেশে পল্লী ও গোলাবাড়িটি নিষণ্ণ ছিল।

কিন্তু এখন তথায় আর পল্লীও নাই, গোলাবাড়িও নাই।

একটা ধ্বংসাবশেষস্তূপ তখনো জ্বলিতেছিল। উহাই হার্ব-এন-পেল।

রাজপ্রাসাদ-দহন হইতেও একটি পর্ণকুটির-দহনের দৃশ্য অধিকতর করুণ। অনলশিখা-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটির— কি মর্মান্তিক! এ যেন দারিদ্র্যের উপর দুর্দৈবের কশাঘাত, ভূমিলগ্ন কীটের উপর তীক্ষ্ণ-নখ-চঞ্চু গৃধ্রের নিষ্ঠুর আক্রমণ। ব্যাপারটা এমনই পরস্পরবিরোধী যে দেখামাত্র হৃদয় আড়ষ্ট হইয়া যায়।

বাইবেলে বর্ণিত আছে, একজন মনুষ্য দাবদাহসন্দর্শনে প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত

হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎকালের জন্ত টেলিমার্চেরও সেই দশা হইল। সম্মুখের ভীষণ দৃশ্তে সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অবাধ নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বংসের দেবতা আপন কার্য সমাপ্ত করিতেছিল। একটি চীৎকার নাই— একটি দীর্ঘনিশ্বাসও এই ধূমোচ্ছ্বাসের সহিত মিলিত হইতেছিল না। জলন্ত চুল্লীতে গ্রামটি নীরবে ভস্মসাৎ হইতেছে। দহ্যমান কাষ্ঠখণ্ড ও তৃণরাশির পট্‌পট্‌ শব্দ ভিন্ন আর কোনো শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। সময়ে সময়ে ধূম সরিয়া গেলে, ছাদহীন হাঁ-করা কক্ষগুলি দেখা যাইতেছিল। ভিতরে সব সিন্দূর-রাগ-রঞ্জিত। যৎসামান্ত আসবাব ও জীর্ণবস্ত্রাদির ভগ্ন-ছিন্নাংশগুলি চুনির মতোই রক্তরাগে জ্বলিতেছে। টেলিমার্চের মাথা ঘুরিয়া গেল।

গৃহ-সন্নিকটে কতগুলি বাদাম গাছ ছিল। সেগুলিও জ্বলিতেছে।

আর্তকণ্ঠে কোনো ক্ষীণ আবেদন, কোনোরূপ সাহায্য প্রার্থনা— কোনো শব্দ শোনা যায় কি না, টেলিমার্চ কান পাতিয়া রহিল। অগ্নির লেলিহান শিখার তাণ্ডবনৃত্য ব্যতীত আর কোনো চাঞ্চল্য সেখানে নাই। সব চুপচাপ। সকলেই কি পলায়ন করিয়াছে? কোথায় সেই-সকল লোক যাহারা হার্ব-এন-পেল-এ বাস করিত এবং যাহাদের কর্মকোলাহলে গ্রামখানা সারাদিন মুখরিত থাকিত? এই ক্ষুদ্র সমাজটির কী হইল?

টেলিমার্চ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার সম্মুখে এক দুর্ভেন্ত শ্মশানরহস্ত। অপলক নেত্রে ছায়ার মতো ধীরে ধীরে সে এই ধ্বংসাবশেষের দিকে অগ্রসর হইল। এই মহাশ্মশানে নিজেকে প্রেতমূর্তির মতো তাহার মনে হইতেছিল।

যেখানটায় গোলাবাড়ির সদর দরজা ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া টেলিমার্চ প্রাঙ্গণের দিকে চাহিল। দেওয়াল পড়িয়া যাওয়াতে চতুর্দিকের জমির সহিত উহার পার্থক্য এখন আর বোঝা যায় না। এতক্ষণ সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা তো কিছুই নয়— ভয়ংকর, এইমাত্র। কিন্তু এবার যাহা দেখিল তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা কালো স্তূপ— তাহার একপার্শ্ব অগ্নিশিখায়, অপরপার্শ্ব চন্দ্রালোকে অস্পষ্টরূপে আলোকিত। এই স্তূপ— মনুষ্যদেহের। আর এই মানুষগুলি সকলেই মৃত।

এই নরদেহস্তূপের চারি দিকে স্থানে স্থানে যেন তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে। আর সেই ধূমায়িত তরল পদার্থে অনলশিখা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু অগ্নিশিখায় উহাকে রাঙাইবার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সে তরল পদার্থ নরশোণিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

টেলিমার্চ আরো নিকটে গেল। একটি একটি করিয়া সে এই ভূলুণ্ঠিত দেহগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। সকলগুলিই প্রাণহীন।

উপরে চাঁদ হাসিতেছে— নীচে খাণ্ডবদাহের অট্টহাস্য।

সবগুলিই সৈনিকের মৃতদেহ। পাগুলি নগ্ন— পাদুকা ও অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু নীল সৈনিক-পরিচ্ছদগুলি অপসারিত হয় নাই। এই স্তূপের মধ্যে, এখানে-ওখানে বন্দুকের গুলিতে শতচ্ছিদ্র ত্রিবর্ণ 'রিবন'যুক্ত টুপি দেখা যাইতেছিল। উহারা সাধারণতন্ত্রের লোক— সেই প্যারিসীয় দল— যাহারা বিগত সন্ধ্যায় হার্ব-এন-পেল গোলাবাড়িতে ছাউনি করিয়াছিল। শব-গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহাদিগকে আদেশানুসারে সতর্কতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে। সকলেই মরিয়া গিয়াছে। এই নরদেহ-স্তূপের মধ্য হইতে মুমূর্ষুর অন্তিম চীৎকার একটিও শোনা গেল না।

টেলিমার্চ দেখিল, দেহগুলি সবই গুলিবিদ্ধ।

যাহারা তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় শবগুলিকে সমাহিত করিয়া যাইবার সময় হয় নাই।

টেলিমার্চ সরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় তাহার দৃষ্টি একটা অনুচ্চ প্রাচীরের উপর নিপতিত হইল। সে দেখিল উহার এক কোণে চারিটি পা বাহির হইয়া রহিয়াছে।

এই পাগুলিতে জুতা পরানো ছিল; অপর পাগুলির তুলনায় এই পাগুলি ছোটো। নারীর পা। দুইটি রমণীদেহ দেওয়ালের পিছনে পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারাও বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছে।

টেলিমার্চ নুইয়া দেখিতে লাগিল। একজন উর্দীপরা— তাহার পাশে একটা সুরাপাত্র— ভাঙা এবং খালি। এ একজন পানীয়-সরবরাহিকা। মাথায় তাহার চারিটি গুলির আঘাত-চিহ্ন। মরিয়া গিয়াছে।

টেলিমার্চ অপরাকেও লক্ষ করিয়া দেখিল। একজন কৃষক রমণী।

ফ্যাকাশে দেহ— মুখ হা করিয়া রহিয়াছে, চক্ষু মুদ্রিত। তাহার মস্তকে কোনো আঘাত-চিহ্ন নাই। তাহার জীর্ণ পরিচ্ছদ আলুথালু হইয়া পড়িয়াছে। বক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। পোশাক একটু সরাইয়া টেলিমার্চ দেখিল তাহার স্কন্ধে গুলির আঘাতের মতো গোলাকার ক্ষতচিহ্ন। কাঁধের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার বিবর্ণ বক্ষের দিকে চাহিয়া টেলিমার্চ বলিল, 'দুধের ছেলের মা।' স্পর্শ করিয়া দেখিল রমণীর দেহ এখনো ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। স্কন্ধের আঘাত ভিন্ন আর কোনো আঘাত সে পায় নাই।

তাহার বুকে হাত রাখিয়া টেলিমার্চ অনুভব করিল, হৃৎপিণ্ড এখনো ধুকধুক করিতেছে। রমণী মরে নাই। টেলিমার্চ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, 'এখানে কি কেহ নাই ?'

'ফকির, তুমি নাকি ?' কে একজন অতি মৃদুস্বরে জবাব দিল।

সেই মুহূর্তে একটা ছিদ্রপথে একটা মাথা দেখা গেল, আর-একদিকে আর-একটা মাথা বাহির হইয়া আসিল। ইহারা দুইজন কৃষক। গোলমালের সময় লুকাইয়া ছিল। কেবল এই দুইজনই এ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ফকিরের পরিচিত কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া কৃষকদ্বয় তাহাদের গোপন আশ্রয়-স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল— তাহারা তখনো ভয়ে কাঁপিতেছিল।

টেলিমার্চ চীৎকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন কথা বলিতে পারিল না। প্রবল হৃদয়াবেগের কালে অনেক সময় এরূপ হয়। পদতলে শয়ান রমণী-মূর্তির দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

একজন কৃষক জিজ্ঞাসা করিল, 'এখনো জীবিত আছে কি ?'

টেলিমার্চ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল— 'হাঁ।'

'অপর মেয়েলোকটিও বেঁচে আছে কি ?'

টেলিমার্চ মাথা নাড়িল।

প্রথম কৃষক বলিল, 'আর সকলেই মরে গেছে, নয় ? আমি সব দেখেছি। আমি মেজের নীচের কুঠরিতে লুকিয়েছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কোনো পরিজন নেই। আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। হা ভগবান, তারা সবাইকে মেরে ফেলেছে। এই মেয়েলোকটির তিনটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে ছিল। সবই কচি কচি। ওরা মা মা করে কাঁদতে লাগল; আর রমণী ডাক ছেড়ে কেঁদে

উঠল, "বাছারা !" এই হত্যাকাণ্ড যারা করেছে তারা সব চলে গেছে। মাকে গুলি করে তারা কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে নিয়ে গেছে। আমি সবই দেখেছি। কিন্তু তুমি বললে না, মাগী মরে নি ? বল, ফকির, তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে ? তোমার আস্তানায় আমরা ওকে নিয়ে যাব কি ?'

টেলিমার্চ ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল।

গোলাবাড়ির নিকটেই জঙ্গল। ডালপালা দিয়া তাহারা সত্বরই একটা ডুলির মতো তৈয়ার করিল এবং রমণীকে উহার উপর শোয়াইয়া বহন করিয়া চলিল। একজন পায়ের দিকে, আর-একজন মাথার দিকে ; আর টেলিমার্চ রমণীর হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিতে দেখিতে চলিল।

চলিতে চলিতে কৃষকদ্বয় কথাবার্তা বলিতেছিল। রমণীর রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিতেছিল।

'সবাইকে হত্যা করা— কি ভয়ংকর।'

'সব জ্বালিয়ে দেওয়া ! হা ঈশ্বর ! এখন কি এইরকমই চলবে ?'

'সেই লম্বাপানা বুড়োর হুকুমেই এই-সব হল।'

'তা ঠিক, তারই আদেশে।'

'যখন গুলি চালাচ্ছিল তখন আমি কিছু দেখি নি। বুড়ো তখন ছিল কি ?'

'না, চলে গেছল। কিন্তু তাতে কি ? তার হুকুমেই তো সব হচ্ছিল।'

'তা হলে সে সব করলে বলতে হবে।'

'সে বললে "হত্যা করো ! জ্বালিয়ে দাও ! দয়া কোরো না" !'

'বৃদ্ধ নাকি একজন মার্কুইস ?'

'তা তো বটেই : আমাদের মার্কুইস।'

'কী বলে তার এখন পরিচয় দেওয়া হয় ?'

'তিনি লর্ড অব ল্যান্টিনেক্।'

টেলিমার্চ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, 'যদি আগে বুঝতে পারতাম।'

দ্বিতীয় খণ্ড

সিন্ধুর্দ্যান

প্রথম স্তবক

সিম্যুর্দ্যান

১

তৎকালীন প্যারিসের রাজপথ

নাগরিক জীবনে তখন নিভৃত কিছু ছিল না। ঘরের বাহিরে টেবিল পাতিয়া লোকেরা প্রকাশ্যভাবে আহারাদি করিত। রমণীরা গির্জার সিঁড়িতে বসিয়া জাতীয়-সংগীত মার্শেলেজ গাহিতে গাহিতে সেলাই ও বুনানি করিত। পার্কে পার্কে সৈন্যদের কাওয়াজ হইত, এবং সকলের চোখের সামনেই বন্দুকের কারখানায় পুরাদমে কাজ চলিত, আর লোকেরা বাহবা দিত। সকলেরই মুখে এই কথা— 'ধৈর্য ধর, বিপ্লব চলিতেছে।' এরূপ সময়েও তাহাদের সস্মিতবদন। থিয়েটারে দর্শকের অভাব ছিল না।

জার্মানরা একেবারে নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বাজারে গুজব— প্রুশিয়ার রাজা পূর্বাহ্লেই থিয়েটারে আসন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। 'সন্দিগ্ধদের' সম্বন্ধে অদ্ভুত আইন প্রত্যেকের অন্তরে মাথার উপরে উদ্যত গিলোটিনের দৃশ্য জাগাইয়া রাখিয়াছিল। চারি দিকে বিভীষিকা, তবু কেহই ভীত নহে। লেরান নামক একজন অ্যাটর্নি অভিযুক্ত হইয়া ড্রেসিং-গাউন পরিয়া চটিজুতা পায়ে জানালার ধারে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গ্রেফতারের প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

পুরাতন বাজে জিনিসের দোকান রাজপ্রাসাদ হইতে অপসারিত মুকুট, সোনার আসাসোঁটা, ফ্লোর-ডি-লিস প্রভৃতিতে পূর্ণ। রাজতন্ত্রের ধ্বংস নিঃশেষে চলিতেছিল। সামান্য লোকেরাও চাঁদা তুলিয়া বুটজুতা কিনিয়া সাধারণতন্ত্রের সৈনিকদের জন্য কনভেনশনের নিকট পাঠাইয়া দিত। দোকানে দোকানে বাড়িতে বাড়িতে ফ্রাঙ্কলিন, রুশো, ব্রুটাস এবং ম্যারাটের আবক্ষ প্রতিমূর্তির ছড়াছড়ি।

প্রধান প্রধান দোকানগুলি প্রায়ই বন্ধ ছিল। মেয়েরা ফিতা, রিবন, খেলনা প্রভৃতি ফিরি করিয়া বেড়াইত। মঠ-প্রাচীরাবদ্ধ ভূতপূর্ব 'নানেরা' পরচুলা-সজ্জিত মস্তকে মুক্ত আকাশের নীচে দোকান করিয়া বসিত। এই স্টলে যিনি

মোজা বোনেন, তিনি ছিলেন একজন কাউণ্টেস ; ওখানকার পোশাকবিক্রেত্রী, তিনি একজন মার্শিয়নেস। ম্যাডাম ডি বুফ্লারস্ একটা ক্ষুদ্র কুঠুরিতে বাস করিতেছিলেন— সেখান থেকে তাঁহার সুরম্য হর্ম্য দেখা যাইত। রাজার সংগীত-রচয়িতা পাইটু জনতা-কর্তৃক রাজপথে অপমানিত হয়। এই লোকটি খুব সাহসী— দ্বাবিংশ বার কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছে। কোটের ল্যাজ চাপড়াইতে চাপড়াইতে সে 'সিটিজেনশিপ' (নাগরিকতা) এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহাকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। মাথাটাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু যদি কারুর অপরাধ হয়ে থাকে তবে সে তো আমার মাথার উলটো দিকের।' এই রসিকতায় জজেরা হাসিয়া ফেলিলেন এবং পাইটু সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। গ্রীক এবং ল্যাটিন নাম রাখার ফ্যাশানকে পাইটু খুব বিদ্রূপ করিত। তাহার ফলে অনেক সাধারণ স্থান ও রাজপথের নূতন নামকরণ হইল। একজন মার্কুইস 'ডিকস ঔট' (দশই আগস্ট)[১] এই নাম গ্রহণ করেন। 'ভদ্রমহোদয়' ও 'ভদ্রমহিলা' শব্দের ব্যবহার রহিত হইয়া 'সিটিজেন' (দেশভ্রাতা) ও 'সিটিজেনেস্' (দেশভগ্নী) শব্দের প্রচলন হয়। নূতন আমদানি 'লিবার্টি ক্যাপ' (স্বাধীনতা-টুপি) মাথায় দেওয়ার রেওয়াজ দেখিতে দেখিতে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।[২]

মেয়রের অফিসে নূতন পদ্ধতির বিবাহকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দোরের সম্মুখে ভবঘুরের দল আসিয়া জটলা করিত। বর-কনে চলিয়া যাইবার সময় তাহারা চেঁচাইয়া উঠিত— 'মিউনিসিপ্যাল বিয়ে!' চৌমাথার পাথরের উপর বসিয়া লোকেরা তাস খেলিত। তাদের ছবিতেও ঘোর বিপ্লব— রাজার (সাহেবের) ছবির পরিবর্তে দানবের ছবি, রানীর (বিবির) পরিবর্তে স্বাধীনতা দেবীর, গোলামের পরিবর্তে সাম্যের ছবি এবং টেক্কার স্থলে আইনের বিবিধ পরিকল্পিত মূর্তি। সাধারণ উদ্যান, এমন-কি, টুইলারিস্ প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূমিও কর্ষিত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই-সব বাড়াবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত পক্ষের

১ ১৭৯২ সালের ১০ আগস্ট প্যারিসের জনগণের অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের ফলে ষোড়শ লুই রাজক্ষমতা-পরিচালন হইতে লেজিসলেটিভ্ এসেম্ব্লি -কর্তৃক অপসৃত হন।

২ তুলনীয় আমাদের দেশের ছেলের নাম 'স্বদেশকুমার', মেয়ের নাম 'রাখী'। 'গান্ধী-টুপির' প্রচলন।

লোকদের জীবনের প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। কুকিয়ার টিন্‌ভিলের নিকট একজন লিখিয়া পাঠায়, 'দয়া করে আমাকে এই অস্তিত্ব থেকে মুক্তিদান কর। আমার ঠিকানা দিলাম।'

অসংখ্য খবরের কাগজের প্রাদুর্ভাব হয়। কেশবিন্যাসের বিপণিতে দোকানের কর্তা বসিয়া বসিয়া 'মনিটার' কাগজ পাঠ করিত, আর তাহার ভৃত্যগণ প্রকাশ্যভাবে রমণীদের পরচুলা কুঞ্চিত করিয়া দিত। অন্যেরা সোৎসুক-দলে পরিবেষ্টিত হইয়া 'ট্রাম্পেট্' বা অন্যান্য কাগজ পাঠ করিতে করিতে টিপ্পনী কাটিত। পলাতকগণের মদ্যাদি প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হইত। এক মদ্যবিক্রেতা বাহান্ন রকমের মদের বিজ্ঞাপন দেয়। এক নাপিতের দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, 'আমি পাদরীদের ক্ষৌরকর্ম করি, অভিজাতগণের কেশসংস্কার করি এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate) প্রতিও অমনোযোগী নই।'

রুটি, কয়লা ও সাবানের বড়োই অভাব ছিল। গ্রাম থেকে দলে দলে দুগ্ধবতী গাভীর আমদানি হইত। এক পাউণ্ড মটনের দাম ছিল পনেরো ফ্রাঙ্ক। কমিউনের আদেশে প্রতি দশ দিনে জনপ্রতি অর্ধ পাউণ্ড মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। কসাইয়ের দোকানের সম্মুখে লোক পর পর সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত— পর্যায়ক্রমে মাংস কিনিবে। এরূপ একটি সারি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহা রু দ্য পেটিটের একটা মুদির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া রু মন্‌টরগুইল্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুর্দশাতেও রমণীরা খুব সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। পালাক্রমে রুটি কিনিবার জন্য তাহারা অনেক সময় এরূপভাবে সারারাত কাটাইয়াছে।

কাঠের দাম ভয়ংকর চড়িয়া গিয়াছিল— এক এক বোঝার দাম ৪০০ ফ্রাঙ্ক। তক্তপোশ কাটিয়া জ্বালানি কাঠের জোগাড় হইতেছে— এরূপ দৃশ্য রাস্তায় চোখে পড়িত। শীতকালে ঝরনাগুলি জমিয়া যায়। দুই কলসি জলের দাম দুই 'সু'। লোকে নিজেরাই জল তুলিয়া আনিত। একবার ভাড়াটিয়া গাড়িতে চড়িলেই ৬০০ ফ্রাঙ্ক লাগিত। দিনভর গাড়ি খাটাইলে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই এরূপ কথোপকথন শোনা যাইত—

'কোচম্যান, কত দিতে হবে ?'

'আজ্ঞে, দুই হাজার ফ্রাঙ্ক।'

চুরি তখন অল্পই হইত। চারি দিকে ভয়ংকর অভাব, অথচ অবিচলিত সাধুতা। নগ্নপদ, অনশনক্লিষ্ট জনসমূহ মণিরত্ন-গহনার দোকানের নিকট দিয়া যাইবার সময় চক্ষু নত করিয়া যাইত। জনৈক রমণী কোনো উদ্যানের একটি ফুল ছিঁড়িয়া নিয়াছিল বলিয়া ক্রুদ্ধ জনতা তাহার কান মলিয়া দেয়।

বিপ্লব সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনো সংশয় ছিল না। রাজসিংহাসনের নিপাতসাধন করিয়া তাহাদের বিষাদগম্ভীর আনন্দ। ভলান্টিয়ারের অসদ্ভাব ছিল না। প্রতি স্ট্রীট হইতে এক এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সংগৃহীত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ভিন্ন ভিন্ন পতাকা। কেপুচিন ডিস্ট্রিক্টের পতাকায় লিখিত ছিল— 'আমাদের শ্মশ্রু কেহ কাটিতে পারিবে না।' অন্য একটি পতাকার মটো ছিল— 'হৃদয়ের আভিজাত্য ব্যতীত অন্য আভিজাত্য নাই।' দেওয়ালে দেওয়ালে সাদা, লাল, সবুজ, হলুদ, বিবিধ রঙের প্ল্যাকার্ড (বিজ্ঞাপন)— তাহাতে লিখিত কিংবা মুদ্রিত আছে— 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।' ছোটো ছোটো শিশুরাও সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বত্র প্রচারিত রাষ্ট্রীয়-সংগীতের প্রারম্ভবাক্য অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিত— 'শা ইরা।' এই শিশুরাই দেশের মহান ভবিষ্যৎ।

কিছুদিন পরে আবার সব পরিবর্তিত হয়। প্যারিসের রাজপথে বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটা দিকই দেখা গিয়াছিল— ৯ থার্মিডারের[১] পূর্বে এবং পরে। পিউরিটানসুলভ শুচিবাই-এর পরে আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ। যেমন চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের পরে, তেমনি এই রবস্‌পীয়রের শাসনের পরেও লোকের একটু দম লইবার আবশ্যক হইয়াছিল। এ যেন রাষ্ট্রীয় মুক্তির আনন্দ।

৯ থার্মিডারের পরে প্যারিস আনন্দে মাতিয়া উঠিল। বাধাবন্ধহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ। বিলাস, ব্যসন, আড়ম্বর, নৃত্যগীতের আতিশয্য। সীবনকর্মনিরতা গম্ভীর নাগরিকাগণের স্থলে এখন প্রসাধন সজ্জিতা, হাবভাবময়ী ভামিনীবর্গের

---

১ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে সর্ববিষয়ের পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। ১৭৯১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এক নূতন বৈপ্লবিক অব্দ গণিত হইতে আরম্ভ হয়। বৎসর ৩০ দিনের ১২টি মাসে এবং প্রতি মাস ৪ সপ্তাহের পরিবর্তে ৩ সপ্তাহে বিভক্ত হয়। ঋতু অনুসারে মাসগুলির নূতন নামকরণ হয়, যথা— থার্মিডার—গ্রীষ্মমাস, ব্রুমেয়ার—কুয়াশার মাস, ইত্যাদি। ২২ সেপ্টেম্বর সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আবার শারদীয় সমদিবারাত্রিও সেই দিনেই। তাই ঐ দিন হইতে বর্ষারম্ভ হইল।

সমাগম ঘটিতে লাগিল। সৈনিকের ধূলিধূসরিত রক্তাক্ত পদের পরিবর্তে এখন চারি দিকে রমণীর মণিমুক্তাবিজড়িত নগ্নপদের সৌন্দর্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লজ্জাহীনতার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রহীনতার পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইল— কি বড়োলোক, কি নিম্নশ্রেণী, সকলের মধ্যে। চোর-বাটপাড়েতে আবার নগর পূর্ণ হইয়া গেল। পথিকগণকে সন্তর্পণে পকেট-বুক রক্ষা করিতে হইত। বিচারালয়ে গিয়া নারীতস্করদিগকে দেখা একটা আমোদের বিষয় ছিল। 'প্রজাবন্ধু' ও তৎশ্রেণীর পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া 'পঞ্চরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার বিক্রি বাড়িয়া গেল।

এইভাবেই প্যারিস আন্দোলিত হয়— সম্মুখে ও পশ্চাতে। সভ্যতার এই বিশাল পেণ্ডুলাম (দোলা) একদিকে থার্মপলি[১] অপর দিকে গমোরা[২] স্পর্শ করে।

'৯৩ সালের পর রাষ্ট্রবিপ্লব যেন একটা ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া যায়। শতাব্দী যেন তাহার প্রারব্ধ কার্য সমাপ্ত করিতে ভুলিয়া গেল। ট্র্যাজিডির স্থান ব্যঙ্গ অধিকার করিল, এবং দিগন্তের গূঢ় গহ্বর হইতে উত্থিত উৎসবের ধূমরাশি বিপ্লবের করাল মূর্তিকে দৃশ্যপট হইতে যেন মুছিয়া ফেলিল।

কিন্তু '৯৩ সালে— যখনকার কথা আমরা আলোচনা করিতেছি— তখনো প্যারিসের রাজপথে এ-সব পরিবর্তন আসে নাই। তখনো তথায় প্রারম্ভকালের গম্ভীর ও অমার্জিত দিকটারই প্রভাব ছিল।

রাস্তায় রাস্তায় অনেক বক্তা ছিল। তাহাদের একজনের নাম ভার্লেট— সে একটা চার-চাকার প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাহার উপর হইতে বক্তৃতা করিত। ইহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল জনসাধারণ যাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই-সব জনপ্রিয় দলপতিদের কেহ কেহ ভালোলোক, কেহ কেহ আবার দুষ্টমতিও ছিল। একজন ছিল খুব সৎ এবং সাংঘাতিক। সে হচ্ছে সিমুর্দ্যান।

---

১ গ্রীসের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম। এইখানে (৪৮০ খ্রী. পূ.) মাত্র ৩০০ সৈন্য লইয়া স্পার্টার রাজা লিওনিদাস্ পারস্যরাজ জারেক্সাসের অগণিত সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সসৈন্যে নিহত হন।

২ বাইবেলোক্ত নগর। ইহার ও অপর কতিপয় নগরের অধিবাসীগণের পাপাচরণে ঈশ্বরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় এবং স্বর্গাগ্নিতে ঐ নগরগুলির ধ্বংস হয়।

২

সিমুর্দ্যান

সিমুর্দ্যানের চিত্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ছিল, কিন্তু আনন্দোজ্জ্বল ছিল না। তাহার মধ্যে অসীমের একটু আভাস দেখা যাইত। এক সময় সে ধর্মযাজক ছিল ; সেটার গুরুত্ব কম নহে। নৈশাকাশের মতো মানুষের হৃদয়েও তমসাবৃত অতল-স্পর্শ প্রশান্তি বিরাজ করিতে পারে। তবে এমন কিছু চাই যাহাতে অন্তরের মধ্যেও নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকার জমিয়া উঠে। পৌরোহিত্য সিমুর্দ্যানের চিত্তে সে অন্ধকার আনয়ন করিয়াছিল। তামসী নিশায় আকাশ নক্ষত্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। সিমুর্দ্যানের ছায়াচ্ছন্ন হৃদয়েও সদ্‌গুণরাশি ঝল্‌মল্‌ করিত।

তাহার জীবনের ইতিহাস বিশেষ জটিল নহে। সে ছিল গ্রামের ধর্মযাজক এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহশিক্ষক। পরে উত্তরাধিকারসূত্রে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ও-সব ছাড়িয়া দেয়।

লোকটা বিষম একরোখা। কোনো একটা মতলব ঠাওরাইয়া শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া তাহার স্বভাব নহে। সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় তাহার দখল ছিল। তদ্‌ব্যতীত অপরাপর ভাষাও তাহার অল্পবিস্তর জানা ছিল। অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বহ ভার বহনে তাহার একমাত্র সহায় ছিল অবিরাম অধ্যয়ন। মনোবৃত্তি এরূপভাবে নিরুদ্ধ ও নিষ্পেষিত হইলে জীবন বড়োই ভয়ংকর হইয়া উঠে।

প্রবল আত্মাদর, উন্নত মনোভাব, কিংবা যেজন্যই হউক সে তাহার সংকল্প ঠিক রাখিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাসকে বজায় রাখিতে পারে নাই। বিজ্ঞান বিশ্বাসকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, ধর্মমত তাহার ভিতরে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিজের অন্তর পরীক্ষা করিয়া সিমুর্দ্যান দেখিল তাহার আত্মা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পৌরোহিত্যের শপথ এখন আর নাকচ করা সম্ভব নহে। তবু নিজের জীবনকে সে নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা পাইল। পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সমগ্র দেশকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল এবং তাহার পত্নীপ্রেমবর্জিত শুষ্ক হৃদয় সর্বজনীন উদার প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায় নিজেকে অভিষিক্ত করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। এইরূপ বিশাল উদারতার মধ্যে কিন্তু কোথাও-না-কোথাও শূন্যতা রহিয়া যায়।

তাহার কৃষক পিতামাতার অভিপ্রায় ছিল, পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া সন্তানকে তাহারা সাধারণ জনগণের উর্ধ্বে উন্নমিত করিবে। কিন্তু সিমুর্দ্যান স্বেচ্ছাপূর্বক সেই জনসাধারণের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। জগতের দুঃখে তাহার হৃদয় অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠিত। পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালেই সিমুর্দ্যান নিজেকে অস্পষ্টভাবে সাধারণতন্ত্রী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু সাধারণতন্ত্র তখন কোথায়? প্লেটোর এবং ড্রেকোর কাল্পনিক সাধারণতন্ত্রের কথাই হয়তো তখন তাহার মনে জাগিত।

ভালোবাসার অধিকার না পাইয়া সিমুর্দ্যানের হৃদয় বিদ্বেষেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। সর্বপ্রকার মিথ্যার প্রতি বিদ্বেষ, রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ, বর্তমানের প্রতি বিদ্বেষ এবং ভীষণ-সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন— এই ছিল তাহার মনের খোরাক। তাহার মতে মানবের শোচনীয় দুর্দশার অবসান করিতে হইলে এমন একজন যুগাবতার চাই যিনি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবেন এবং অন্যায়ের নাগপাশ হইতে সমাজকে মুক্তি দিবেন। সে মনে মনে সেই অনাগত রুদ্রদেবতার পূজা করিত এবং তাঁহার ভৈরব আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিত।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে সেই রুদ্রদেবতা আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে ফরাসী-ভূমি সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সিমুর্দ্যান ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। মানবজাতির পুনরুজ্জীবনের এই বিপুল চেষ্টায় সে যুক্তির দিক দিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়াই, অর্থাৎ সমস্ত কঠোরতার জন্য প্রস্তুত হইয়াই যোগ দিল। যুক্তিশাস্ত্রে কোমলতার স্থান নাই। '৮৯ সালে ব্যাস্টিল দুর্গের পতন এবং তৎসহ লোকের কঠোর দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়নের অবসান; '৯০ সালের ৪ আগস্ট তারিখে আভিজাত্যের মূলোচ্ছেদ; '৯১ সালে ভারসিলিসে রাজতন্ত্রের বিনাশ; এবং '৯২ সালে সাধারণতন্ত্রের জন্ম— এই বৈপ্লবিক বর্ষচতুষ্টয়ের ভিতর দিয়া সিমুর্দ্যান চলিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাদের মহানিশ্বাসের আঘাত নিজের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবকে ক্রমে ক্রমে আকার পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতে সে দেখিল। কিন্তু এই দৈত্য-দর্শনে ভয় পাইবার লোক সে নয়। বরং সর্বদিকে সর্ববিষয়ে নবজাগরণের এই চাঞ্চল্য তাহার পঞ্চাশৎ বর্ষের জরাগ্রস্ত এবং পৌরোহিত্যজীর্ণ জীবনকেও যেন তারুণ্য প্রদান করিল। দিনে দিনে বর্ষে

বর্ষে ঘটনাপুঞ্জকে মহীয়ান হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। প্রথমে তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে রাষ্ট্রবিপ্লব বুঝি বা ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া সে যখন দেখিল যুক্তি এবং ন্যায় ইহার পক্ষে, তখন ইহার সাফল্য সম্বন্ধে তাহার আর বিন্দুমাত্র আশঙ্কা রহিল না। ভীরু জনগণের ভয় যতই বাড়িয়া চলিল, সিমুর্দ্যানের বিশ্বাস ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। সে চায়, এই বিপ্লব-দেবতার দিব্যদৃষ্টি আবশ্যক হইলে যেন নরকাগ্নিও বর্ষণ করিতে পারে এবং বিভীষিকার প্রতিদানে বিভীষিকা ছড়াইতে পারে।

এইরূপে সে '৯৩ সালে উপনীত হইল। '৯৩ সাল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপের এবং প্যারিসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সমরাভিযান। আর রাষ্ট্রবিপ্লবটা ইউরোপের উপর ফ্রান্সের এবং ফ্রান্সের উপর প্যারিসের বিজয়লাভ। এইজন্যই শতাব্দীর অন্যান্য বর্ষ হইতে এই ভীষণাব্দ '৯৩-র এতদূর পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইউরোপ-কর্তৃক ফ্রান্স আক্রান্ত, আর ফ্রান্স-কর্তৃক প্যারিস আক্রান্ত!— এর চেয়ে অধিকতর মর্মান্তিক আর কিছু হইতে পারে কি? বিষয়গৌরবে একটা নাটক যেন প্রায় মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। '৯৩ সাল সংহত শক্তির বিকাশে, ঝটিকার প্রচণ্ড ক্রোধ ও ভীমসৌন্দর্যে মহিমান্বিত। ইহার মধ্যে সিমুর্দ্যান বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। ঝোড়ো হাওয়ার এই ভয়ংকর অথচ চমৎকার ভ্রষ্টকেন্দ্র তাহার আত্মা লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মতো পক্ষ বিস্তার করিয়া অবলীলাক্রমে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু শকুনের মতো এই লোকটি বিপ্লব-ঝটিকায় সমাহিত অন্তরে বিপদটাকে বেশ উপভোগ করিতে লাগিল। কোনো কোনো উদ্দাম অথচ শান্ত-প্রকৃতির পাখি যেন প্রবল বাত্যার সহিত যুঝিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে— ইহারা যেন ঝড়েরই আত্মা; এরূপ প্রকৃতির মানুষও আছে।

দয়া মায়া মমতা সে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার যাহা-কিছু করুণা, সে কেবল নিতান্ত হতভাগ্যদেরই জন্য সঞ্চিত ছিল। যে-সকল দুঃখক্লেশ আতঙ্কজনক, সিমুর্দ্যান তাহারই শুশ্রূষায় নিজেকে নিয়োগ করিত। তাহার নিকট ঘৃণিত কিছুই ছিল না। যাহা ঘৃণ্য, যাহা কুৎসিত, যাহা বীভৎস, তাহার সেবায় সিমুর্দ্যানের তৎপরতা বাস্তবিকই স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত। সে খুঁজিয়া বেড়াইত কাহার বিষফোড়া হইয়াছে, যেন সেই ক্ষতমুখে সে চুম্বন করিতে পারে। সেই-সকল মহৎ কার্য— যাহার বহিরবয়ব অত্যন্ত কুশ্রী এবং যাহাতে

দুরপনেয় ঘৃণার উদ্রেক করে— সম্পাদন করা বড়োই কঠিন। সিমুর্দ্যানের কিন্তু ঐরূপ কার্যেই অতিমাত্রায় আগ্রহ ছিল। তাহার চরিত্রের এই ছিল বিশেষত্ব। একদিন হোটেল ডিউতে একটা লোকের গলদেশে বিস্ফোটক হইয়া প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়— ভয়ংকর ফোড়া, পুঁজে পূর্ণ, পচিয়া উঠিয়াছে। লোকটার দম আটকাইয়া আসিতেছিল। খুব সম্ভব এই ফোড়ার বিষ সংক্রামক। সিমুর্দ্যান সেখানে ছিল। ক্ষতমুখে ওষ্ঠপুট স্থাপন করিয়া সে সমস্ত পুঁজ চুষিয়া লইল। এক-একবার পুঁজে মুখ ভর্তি হইয়া যায় আর সে থুৎকার করিয়া ফেলিয়া দেয়। লোকটা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। সিমুর্দ্যানের গায়ে তখনো পাদরীর পোশাক ছিল। তাহা লক্ষ করিয়া কে একজন বলিয়া উঠিল, 'রাজার জন্য যদি আপনি এরূপ কাজ করতেন তা হলে আপনাকে বিশপ করে দিত।' সিমুর্দ্যান উত্তর দিল, 'রাজার জন্য এরূপ কাজ আমি কখনোই করতাম না।' এই কার্যে এবং এরূপ উত্তরে প্যারিসের সে অঞ্চলে তাহার প্রতিপত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

সিমুর্দ্যান এতদুর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, আর্ত, ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ জনতাকে লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারিত। তৎকালে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের উপর লোকের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে অনেক সময় ভুলে অনেক অসংগত ব্যাপার ঘটিয়া যাইত। একদিন সিমুর্দ্যানের একটিমাত্র কথায় একটি সাবান-বোঝাই নৌকার লুণ্ঠন নিবারিত হয় এবং উত্তেজিত জনতা মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হইয়া চলিয়া যায়।

১০ আগস্টের দুই দিন পরে তাহারই নেতৃত্বে জনগণ রাজপ্রতিমূর্তি-সকল ভূপাতিত করে। এই ব্যাপারে অনেক লোক প্রাণও হারায়। ভেণ্ডোম প্রাসাদে এক রমণী চতুর্দশ লুইয়ের প্রতিমূর্তির গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছিল, মূর্তিটা সেই রমণীর উপরেই পড়িয়া যায় এবং তাহাতে নিষ্পেষিত হইয়া উহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। এই প্রতিমূর্তি শতবর্ষ ধরিয়া ওথায় দণ্ডায়মান ছিল— ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট উহার প্রতিষ্ঠা ; আর ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট উহার পতন। এই মূর্তি-ভাঙা দলকে 'বদমাস' বলায় উহারা গুইন পারলট নামে একটা লোককে পঞ্চদশ লুইয়ের প্রতিমূর্তির পাদপীঠের নিকটে হত্যা করে এবং মূর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে ; পরে উহা গলাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

কেবল ডান হাতটা এই ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সিমুর্দ্যানের অনুরোধে জনগণের একদল প্রতিনিধি হস্তটি লইয়া ল্যাটুড্‌কে উপহার দেয়। এই লোকটা ৩৭ বৎসর ধরিয়া ব্যাস্টিলের ভীমদুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। রাজার হুকুমে শৃঙ্খলিত পদে সে যখন ব্যাস্টিলের কারাকক্ষে জীবন্ত সমাহিত হইয়া পচিতেছিল, আর সেই রাজার প্রতিমূর্তি গর্বিতদৃষ্টিতে প্যারিসের দিকে চাহিয়া স্পর্দ্ধিতভঙ্গিতে দণ্ডায়মান ছিল, তখন কে বলিতে পারিত— এমন দিন আসিবে যখন এই ভীষণ দুর্গের পতন হইবে এবং রাজতন্ত্র সমাধি হইতে নিষ্ক্রান্ত ল্যাটুডের স্থলবর্তী হইবে। কে জানিত, যে হস্ত বন্দীর কারাদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, একদিন উক্ত হস্তের ব্রোঞ্জ প্রতিরূপের মালিক হইবে সেই বন্দীই, এবং সেই পার্থিব রাজার একমাত্র অবশেষ থাকিবে তাহার ধাতুময় হস্ত!

কেহ কেহ অন্তরের অনুচ্চারিত বাণী শুনিতে পায় এবং ঐ বাণীকে প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করে। সিমুর্দ্যান সেই প্রকৃতির লোক। এই-সকল লোককে আপাতদৃষ্টিতে অন্যমনস্ক, পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুত তাহাদের মন সর্বদাই সজাগ— সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ করে।

সিমুর্দ্যান একাধারে পণ্ডিত ও মূর্খ। দর্শন-বিজ্ঞানে তাহার অধিকার ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবজীবন সম্বন্ধে তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাহার প্রকৃতির কঠোর নির্মমতার মূল এইখানে। তাহার চোখ যেন বাঁধা ছিল। ধনুকনিক্ষিপ্ত তীর যেমন আপনার লক্ষ্যস্থল দেখিতে না পাইয়াও বরাবর সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়, সিমুর্দ্যানের কার্যকলাপেও সেইরূপ একটা অন্ধ নিশ্চিততা, একটা অব্যর্থ সন্ধান লক্ষিত হইত। রাষ্ট্রবিপ্লবে সরলরেখার মতো মারাত্মক আর কিছুই নাই। সিমুর্দ্যান স্বীয় লক্ষ্যের দিকে সরলরেখায় অগ্রসর হইত— অবিচলিত, অসন্দিগ্ধ, সাংঘাতিক গতিতে। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সামাজিক পুনর্গঠনে পরিবর্তন যতই বেশি হইবে, তাহার ভিত্তি ততই দৃঢ় হইবে। যাহারা বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রানুসরণ করে, তাহাদের এইরূপ ভুলই হয়। সিমুর্দ্যান কনভেনশনকে ছাড়াইয়া, কমিউনকে ছাড়াইয়া আরো দূরে অগ্রসর হইল।

সে ছিল 'ইভিকে' সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়কে একমত-বিশিষ্ট লোকের সংহত সমাজ না বলিয়া বহুবিধ জনগণের জটিল সম্মিলন বলাই বোধ করি

অধিকতর সংগত হইবে। ইভিকের এই অদ্ভুত মিশ্রিত জনতার মধ্যে প্যারিসের, তথা সর্বজাতির বিশেষত্ব যুগপৎ লক্ষিত হইত। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। প্যারিসেই যাবতীয় জাতির হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জনগণের অগ্নিকেন্দ্র ছিল ইভিকেতে। ইহার সহিত তুলনায় কনভেনশন শীতল, কমিউন ঈষদুষ্ণ মাত্র। ইভিকে এমন একটা বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান— যাহা আগ্নেয়গিরির সহিত উপমিত হইতে পারে— তাহাতে অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, সাধুতা, বীরত্ব, বিদ্বেষ, গোয়েন্দাগিরি— সবই ছিল। প্রাচীন স্পার্টানদের মতো অকুতোভয় বীর এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উপযুক্ত লোক— এই উভয়ই ইহার মধ্যে দেখা যাইত। কনভেনশনের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ইস্‌নার্ড একদিন বক্তৃতা করেন— 'প্যারিসের অধিবাসীগণ, তোমরা সতর্ক হও! তোমাদের এই মহানগরীর একটি ইষ্টক কি প্রস্তরখণ্ডও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। এমন দিন আসিতেছে যখন প্যারিস কোথায় ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।'

এই বক্তৃতাতে 'ইভিকে' সম্প্রদায় গঠিত হয়। কতক কতক লোক— তাহারা সকল জাতিরই, ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে— অনুভব করিল যে এখন প্যারিসের মঙ্গলার্থ দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সিমুর্দ্যান এই ক্লাবে যোগ দিল।

সরলমতি সিমুর্দ্যান বাস্তবিকই বিশ্বাস করিত যে সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো কার্যই অন্যায় নহে। এরূপ বিশ্বাস তাহাকে চরমপন্থীদের নেতৃত্ব করার উপযুক্ততা প্রদান করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক দুর্দান্ত লোক ছিল। সিমুর্দ্যানের স্বভাবসিদ্ধ সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় ইহাদের আসন্ন পতন নিবারিত হইত। দুষ্টেরা বুঝিত যে সে সাধু— তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। পাপ পুণ্যের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে চায়। সিমুর্দ্যানের অনুবর্তীদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র এবং দাঙ্গাবাজ হইলেও সৎ ছিল। তাহার উপর তাহাদের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। নিজের উপর সিমুর্দ্যানেরও বিশ্বাস ছিল অগাধ। নিজের কখনো ভ্রম হইতে পারে এরূপ ধারণা তাহার ছিল না। তাহাকে কেহ কখনো কাঁদিতে দেখে নাই। সে ছিল ন্যায়ের অমোঘ বিধানেরই মতো অনমনীয় ও অধৃষ্য— তাহার সাক্ষাতে সকল কোমলতা জমিয়া কঠিন হইয়া যাইত।

রাষ্ট্রবিপ্লবে একজন পুরোহিতের পক্ষে অর্ধপথে থামিবার জো নাই। হয় খুব মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া, নয় খুব নীচ মতলবে সে এরূপ ঘটনাস্রোতের উদ্দাম-প্রবাহে আত্মসমর্পণ করে। তাহাকে হয় অত্যন্ত ঘৃণিত জীব, নয় তো অতি উদারচরিত্র হইতে হইবে। সিমুর্দ্যান ছিল উদার। কিন্তু মহত্ত্বের এমন সুউচ্চ শিখরে সে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সাধারণের পক্ষে সে অধিগম্য ছিল না। তাহার কঠোর অসামাজিক জীবনের অটল মহিমা দূর হইতে ভীতির উদ্রেক করিত। উন্নত গিরিশৃঙ্গের এরূপ ভীষণ গাম্ভীর্য দৃষ্ট হয়।

দেখিতে সিমুর্দ্যান সাধারণ লোকের মতোই ছিল। সাদাসিধে পোশাক, দরিদ্রের চালচলন। বাল্যকালে তাহার মাথা ন্যাড়া ছিল; বৃদ্ধবয়সে তাহাতে টাক পড়িয়াছে। অবশিষ্ট দুই-চারি গাছ কেশ বার্ধক্যের চুনকামে শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে। ললাটদেশ প্রশস্ত— সূক্ষ্মদর্শী তাহাতে তাহার চরিত্রের ছাপ দেখিতে পাইবেন। তাহার চক্ষু স্বচ্ছ, দৃষ্টি গভীর— স্বর গম্ভীর ও আবেগপূর্ণ, উচ্চারণ দ্রুত, কথাবার্তা প্রভুত্বব্যঞ্জক। মুখে বিরক্তি ও বিষাদের চিহ্ন, এবং সমগ্র বদনমণ্ডলে এক অবর্ণনীয় ঘৃণার ভাব প্রকটিত।

সিমুর্দ্যান ছিল এ-হেন ব্যক্তি। আজ তাহার নাম কেহ জানে না। ইতিহাসে এমন অপ্রসিদ্ধনামা শক্তিমান পুরুষের অসদ্ভাব নাই।

পাষাণে উৎস

এমন লোককে ঠিক মানুষ বলা যায় কি? মানবজাতির এই সেবকটি মায়া-মমতা বলিয়া কিছু জানিত কি? এই মনোময় পুরুষের হৃদয় থাকা কি সম্ভব? যে উদার আলিঙ্গনের বিস্তৃত প্রসারের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব স্থান পাইত, তাহা সংকীর্ণ হইয়া কোনো ব্যক্তিবিশেষকে জড়াইয়া ধরিতে পারিত কি? এককথায়— সিমুর্দ্যান ভালোবাসিতে পারিত কি? আমরা বলি, হ্যাঁ, পারিত।

যৌবনকালে তিনি যখন এক রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক ছিলেন, তখন সেই বংশের দুলাল ও উত্তরাধিকারী— তাঁহার ছাত্রটিকে তিনি ভালোবাসিতেন। একটি শিশুকে ভালোবাসা এতই সহজ। তাহার সমস্ত দোষ, অপরাধই ক্ষমা

করা যায়। ছেলেটি যদি অভিজাত প্রিন্স কিংবা রাজাই হয়— তবুও তাহাকে মার্জনা করা কঠিন নহে। তরুণ বয়সের অপাপবিদ্ধতা তাহার জাতিগত অপরাধকে ভুলাইয়া দেয়। এমন দুর্বল, নিরীহ প্রাণীটিকে দেখিয়া তাহার পদমর্যাদার আতিশয্যকে উপেক্ষা না করিয়া পারা যায় না। সে এতই ছোট্ট যে, তাহার বড়োলোকের ঘরে জন্মানোটা মাপ করা চলে। ক্রীতদাসও তাহার শিশু-প্রভুপুত্রকে মার্জনা করে। বৃদ্ধ কাফ্রী ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গী শিশুকে বড়োই ভালোবাসে, যত্ন করে। সিমুর্দ্যানও তাহার ছাত্রের প্রতি অতি প্রবল স্নেহাকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। তাহার সমস্ত ভালোবাসিবার ক্ষমতা যেন এই বালকটির নিকটে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, শিক্ষক— সকলের স্নেহ দিয়া সে ছেলেটিকে ভালোবাসিত। এই শিশুটি তাহার শারীর-পুত্র না হইলেও তাহার মানস-পুত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি পিতা নহেন কিন্তু শিক্ষক ; এবং ছেলেটি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার সর্বোত্তম ফল। এই ছোট্ট অভিজাতবংশীয় শিশুকে তিনি মানুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন। কে জানে, হয়তো মহাপুরুষ করিয়াই গড়িয়াছিলেন। লোকে কতই-না স্বপ্ন দেখে। নিজের যত মহদ্‌ভাব সব দিয়া তিনি তাহার এই ভাইকাউণ্ট শিষ্যটিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন ; এবং আপনার অবিচল সত্যনিষ্ঠার উন্নত আদর্শ, উদার বিবেক ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সবল প্রেরণা তিনি তাহাতে সর্বতোভাবে সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই অভিজাতবংশীদের মস্তিষ্কে তিনি জনসাধারণের আত্মা প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

স্তন্যের সহিত জ্ঞানের তুলনা হইতে পারে। ধাত্রী যেমন স্তন্যদান করে, শিক্ষক তেমনি জ্ঞানদান করে। শিশুর উপর ধাত্রীর প্রভাব কখনো কখনো মাতার প্রভাব হইতেও প্রবলতর হয়। তেমনি অনেক সময় ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব পিতার প্রভাবকে ছাড়াইয়া যায়।

এই সুগভীর আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব সিমুর্দ্যানকে তাহার শিষ্যের সহিত নিবিড় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল। তাহাকে দর্শনমাত্র সিমুর্দ্যানের অন্তরে স্নেহধারা বিগলিত হইত।

আর-একটু বলা আবশ্যক। বালকটি ছিল পিতৃমাতৃহীন, অনাথ। সুতরাং তাহার পিতার স্থান অধিকার করা কঠিন হয় নাই। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের

জন্য এক অন্ধ পিতামহী ও এক খুল্লপিতামহ ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পিতামহীর মৃত্যু হয়, খুল্লপিতামহ— তিনি একজন সম্ভ্রান্ত যোদ্ধপুরুষ— রাজদরবারে কর্ম পাইয়া পুরাতন অন্ধকূপের মতো পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া ভার্সেলে চলিয়া যান। নির্জন দুর্গে বালকটি রহিল— একাকী। কাজেই শিক্ষক সর্বতোভাবেই তাহার প্রভু হইয়া উঠিল।

সিমুর্দ্যান এই শিশুটিকে জন্মিতেও দেখিয়াছিল। অতি শৈশবে ছেলেটি একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এই জীবন-মরণের সমস্যার সময়ে সিমুর্দ্যান দিনরাত তাহার পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিত। চিকিৎসক শুধু ঔষধের ব্যবস্থা করেন ; নার্সই সেবাদ্বারা পীড়িতকে রক্ষা করে। সিমুর্দ্যানই শিশুকে বাঁচাইল। তাহার ছাত্র তাহার নিকট হইতে কেবল যে শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহা নহে, তাহার স্বাস্থ্য এবং জীবনও ইহার নিকট হইতে পাইয়াছিল। যাহাদের সব আমাদের হইতে, আমরা তাহাদিগকে স্নেহের পুত্তলী করিয়া তুলি। সিমুর্দ্যান এই শিশুকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসিত।

অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল। বালক ক্রমে যুবক হইল এবং তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল। সুতরাং সিমুর্দ্যান তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। কি হৃদয়হীনতা এবং উদাসীনতার সহিতই না এই-সব করুণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়! কী নির্মমভাবে পরিবার হইতে শিক্ষক ও ধাত্রীকে বিদায় দেওয়া হয়— যে শিক্ষক তাহার আত্মাকে একটি শিশুতে রাখিয়া যায়, যে ধাত্রী তাহার হৃদয়ের রক্ত দান করিয়া যায়!

সিমুর্দ্যানের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে বড়োলোকের জগৎ হইতে আবার নিম্নতর জগতে নামিয়া আসিল। আর লর্ড যুবক কোনো সেনাদলের কাপ্তেন পদে নিযুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সামান্য শিক্ষক আবার গির্জার অখ্যাত মেঝেতে নিম্নশ্রেণীর পাদরীদের দলভুক্ত হইল। সিমুর্দ্যান আর তাহার শিষ্যকে দেখিতে পাইল না।

রাষ্ট্রবিপ্লব আসিল। ছেলেটিকে যে সে মানুষ করিয়াছিল এই স্মৃতি তাহার হৃদয়-নিভৃতে লুক্কায়িত রহিল। বিপুল ঘটনাপুঞ্জের সংঘর্ষেও তাহা একেবারে নির্বাপিত হইল না।

পাথর কুঁদিয়া একটি মূর্তি গঠন করা এবং তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা

অতি সুন্দর ! কিন্তু প্রতিভাকে সুমার্জিত করিয়া গড়িয়া তোলা এবং তাহাতে সত্য সঞ্চার করা আরো সুন্দর ! গ্রীকপুরাণে কথিত আছে— পিগ্ মেলিয়ন স্বগঠিত প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সিমুর্দ্যানকে এই যুবকের আত্মার পিগ্ মেলিয়ন বলা যাইতে পারে।

আত্মারও সন্ততি থাকিতে পারে। এই শিষ্য, এই বালক, এই অনাথ শিশু ছিল জগতের মধ্যে সিমুর্দ্যানের একমাত্র ভালোবাসার জিনিস।

কিন্তু এরূপ ভালোবাসার প্রভাবেও এমন লোক কি কখনো কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে পারে ?

দেখা যাইবে।

দ্বিতীয় স্তবক

রু দ্য পঁ্যাওর সাধারণ পানাগার

বিপ্লবের নেতৃত্রয়

প্যারিসের রু দ্য পঁ্যাও নামক রাজপথের একটি সাধারণ পানাগার 'কাফে' নামে অভিহিত হইত। এই কাফের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি কক্ষ ছিল, যাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অনেক সময় সেখানে কোনো কোনো প্রসিদ্ধনামা লোক গোপনে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতেন। এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর লোকের এতদূর প্রখর দৃষ্টি ছিল যে, তাঁহারা সাধারণ্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুন পূর্বোক্ত প্রকোষ্ঠে একটা টেবিলের তিন দিকে তিনটি চেয়ারে তিনজন লোক উপবিষ্ট ছিল ; চতুর্থ চেয়ারটি শূন্য। সন্ধ্যা ৮টা। রাজপথের আলো তখনো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই ; কিন্তু কক্ষের ভিতর অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। ছাদ হইতে দোদুল্যমান একটি ল্যাম্পের আলোতে টেবিলটি আলোকিত।

ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যুবক— গম্ভীরাকৃতি, তাহার মুখের রঙ ফ্যাকাসে। তাহার ওষ্ঠ পাতলা, দৃষ্টি অপ্রসন্ন। গণ্ডদেশ মাঝে মাঝে স্নায়বিক কম্পনে স্পন্দিত হওয়াতে হাস্য করা তাহার পক্ষে কঠিন ছিল। যুবকের হাতে দস্তানা. গায়ে ফিকে নীল রঙের বোতাম আঁটা কোট— সুমার্জিত ও অকুঞ্চিত। পায়ে সাদা মোজা ও রুপার বক্‌লসওয়ালা জুতা ; পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত ফুলা পায়জামা এবং গলায় উঁচু কলার।

অপর দুইজনের মধ্যে একজন দৈত্যের মতো দীর্ঘকায় এবং আর-একজন বামন— খর্বকায়। লম্বা লোকটি একটি লাল বনাতের কোট যেন-তেন-প্রকারে পরিয়াছে। তাহার গলদেশ অনাবৃত ; বোতাম খুলিয়া যাওয়াতে কলার সার্টের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ওয়েস্টকোট বোতামহীন— হাঁ করিয়া রহিয়াছে। পায়ে উঁচু বুটজুতা। মস্তকের কেশগুলি শজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া

এবং অবিন্যস্ত। এমন-কি, তাহার পরচুলাটা কেশরের মতো দেখাইতেছিল। মুখে বসন্তের দাগ। ভ্রূযুগল প্রভুত্ব ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের পরিচায়ক। মুখের কোণে একটু টোল— সহৃদয়তাব্যঞ্জক। ওষ্ঠ পুরু, দন্ত বৃহৎ. হাতের মুঠা মজুরদের মতো, চক্ষু জ্বালাময়।

খাটো লোকটির গায়ের রঙ হলদে। বসিলে তাহাকে কুব্জ বলিয়া বোধ হয়। মাথা পেছনের দিকে হেলানো; চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ; বদনমণ্ডল ব্রণ-চিহ্ন-বহুল। ললাটদেশ তাহার নাই বলিলেই হয়; মুখবিবর প্রকাণ্ড ও ভীষণ। মাথায় খাড়া ও আঁটালো চুলের উপর একটা রুমাল বাঁধা। ফোলা পাজামার পরিবর্তে সে পাৎলুন পরিয়াছিল। তাহার বিবর্ণ ওয়েস্ট-কোটটা বোধ হয় সাদা সাটিনের। ইহার উপর একটা ঢিলে জামা তাহার গায়ে ছিল। জামার ভাঁজের নীচে একটা কঠিন সোজা লাইন গুপ্ত ছুরিকার অস্তিত্ব সূচনা করিতেছিল।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি ববস্‌পীয়র, দ্বিতীয় ড্যানটন, তৃতীয় ম্যারাট্।

প্রকোষ্ঠে আর কেহ ছিল না। ড্যানটনের সম্মুখে একটি পানপাত্র ও ধূলিধূসরিত মদের বোতল; ম্যারাটের সম্মুখে এক পেয়ালা কফি; রবস্-পীয়রের সম্মুখে শুধু কাগজপত্র। কাগজপত্রের নিকটে একটা ভারী. গোলাকার, শিরতোলা সীসার দোয়াত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও স্কুলের ছাত্রদিগের ঐরূপ দোয়াতের সহিত একেবারে অপরিচয় ছিল না। দোয়াতের নিকট একটি কলম পড়িয়া রহিয়াছে। কাগজের উপর একটা বড়ো পিতলের শীলমোহর— ব্যাস্টিল দুর্গের একটি অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

টেবিলের মধ্যস্থলে ফ্রান্সের একটা ম্যাপ বিস্তৃত রহিয়াছে। কক্ষদ্বারের বহির্ভাগে ম্যারাটের অনুচর লরেন্ট বুয়ে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। তাহার উপর আদেশ ছিল যতক্ষণ ম্যারাট্, ড্যান্টন ও রবস্‌পীয়র কথোপকথন করিবে ততক্ষণ সে দ্বাররক্ষা করিবে এবং 'কমিটি অব পাব্‌লিক সেফটি,' 'কমিউন' কি 'ইভিকের' মেম্বার ব্যতীত আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।

পরামর্শ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছে। টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজপত্র সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। এইমাত্র সেগুলি রবস্‌পীয়র-কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল। তিনজনের মধ্যে

রাগারাগির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। বাহির হইতে ইহাদের ব্যগ্র কথাবার্তা দুই-একটি শোনা যাইতেছিল। লরেণ্ট বুয়ে চাবির ছিদ্রপথে কান পাতিয়া শুনিতেছিল। সে ম্যারাটের ভৃত্য বটে, কিন্তু 'ইন্ডিকে' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২

বজ্র-সংঘাত

ড্যানটন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চেয়ারটা সজোরে পেছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'শোনো! এখন কেবল মনে রাখতে হবে যে, সাধারণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত আর আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তাকে বাঁচানো। আমি শুধু এই জানি যে, শত্রুর হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করতে হবে, আর তার জন্যে সব উপায়ই অবলম্বনীয়— সবই সংগত— সবই বৈধ— সবই কর্তব্য। বিপদের উপর বিপদ যখন এসে পুঞ্জীভূত হয় তখন তার সঙ্গে যুঝতে আবার উপায়ের বাছ-বিচার কি? আমার মন সিংহের মতো— আধাআধি কাজে তা সন্তুষ্ট নয়। আমার সংকল্প দ্বিধাহীন, সংকোচহীন। নিয়তির শুচিবাই নাই। আমাদের নির্মম হতে হবে এবং তা হলেই আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারব। কোথায় তার পা পড়ল, হাতি তা আগে দেখে নেয় কি? শত্রুকে আমাদের একেবারে পিষে ফেলতে হবে— তা যেরূপেই হোক।'

রবস্পীয়র শান্তভাবে উত্তর দিল, 'আহ্লাদের সহিত তা করব। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শত্রু কোথায়? তা তো জানা চাই।'

ড্যা। শত্রু বাইরে, আমি তাদের সেখানে অনুসরণ করেছি।

র। শত্রু ভেতরে, আমি তাদের উপর নজর রেখেছি।

ড্যা। আমি তাদের দেশ থেকে তাড়াব।

র। ঘরের শত্রুকে তো আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ড্যা। তা হলে কি করবে?

র। আমি তাদের নিকেশ করব।

ড্যা। বেশ, আমি স্বীকৃত। কিন্তু বলছি কি রবস্পীয়র, শত্রু বাইরে।

র। ড্যানটন, আমি বলছি— শত্রু ভেতরে।

ড্যা। রবস্‌পীয়র, তারা সীমান্তে।

র। ড্যানটন, তারা ভেণ্ডিতে।

এই সময়ে ম্যারাট বলিয়া উঠিল, 'তোমরা মিছামিছি তর্ক করছ, শত্রু সর্বত্র— আর তোমাদের পরিত্রাণ নেই।'

রবস্‌পীয়র তাহার দিকে তাকাইয়া শান্তভাবে বলিল, 'রেখে দাও তোমাদের অনির্দিষ্ট সাধারণ ভাবের কথা— আমি যা বলছি তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই আমার প্রমাণ।'

'পণ্ডিত!'— ম্যারাট গজগজ করিতে লাগিল।

সম্মুখে টেবিলের উপর বিস্তৃত কাগজপত্রের উপর হাত রাখিয়া রবস্‌পীয়র বলিয়া উঠিল, 'মার্নের প্রিউর যে ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছেন এইমাত্র আমি তা তোমাদের নিকট পাঠ করলাম। গেলেম্বার যে খবর দিয়েছে তাও এইমাত্র তোমাদিগকে বলেছি। ড্যানটন, শোনো, বৈদেশিক সমর কিছুই নয়, অন্তর্বিপ্লবই সব। বৈদেশিক সমর গায়ে আঁচড় লাগার মতো, কিন্তু অন্ত-র্বিপ্লব হচ্ছে পচা ঘা, যাতে ভেতরটা একেবারে খেয়ে ফেলে। কাগজপত্র দেখে আমি যা বুঝতে পারছি, তা এই— ভেণ্ডি এতকাল বিভিন্ন সর্দারের অধীনে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এখন থেকে তার হবে শুধু একজন কাপ্তেন—'

'কাপ্তেন না দস্যু-সর্দার!' ড্যানটন অনুচ্চ স্বরে বলিল।

নিজের কথার সূত্র অনুসরণ করিয়া রবস্‌পীয়র বলিল, 'এই নেতা হচ্ছে সেই লোক যে ২ জুন তারিখে পন্টর্সনের নিকট সমুদ্রকূলে অবতরণ করে। মনে রাখবে, এই ২ জুন তারিখেই বেল্‌ভেডোস জেলার বিশ্বাসঘাতক জনগণ-কর্তৃক রমে এবং 'কোট-ডি-ওর'-এর প্রিউর ধৃত হয়—'

'এবং তারা কোয়নের দুর্গে নীত হয়', ড্যানটন বলিল।

রবস্‌পীয়র বলিতে লাগিল, 'ডেসপ্যাচগুলির সারমর্ম আমি বলে যাচ্ছি। অতি ব্যাপকভাবে আরণ্য যুদ্ধের বন্দোবস্ত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ফ্রান্স-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভেণ্ডিয়ান ও ইংরাজ একযোগে— ব্রিটিশ ও ব্রিটেনী পরস্পরের সহকারী। একটা চিঠি আমাদের হাতে পড়েছে, তা তোমাদের দেখিয়েছি। তাতে আছে "২০ হাজার লালকোর্তা (সৈন্য)

ইহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে আরো লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা হইবে। কৃষক বিদ্রোহের বন্দোবস্ত সব ঠিক হইলে, ইংরাজেরা আক্রমণ করিবে।" এই দেখ তার প্ল্যান, ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।'

রবস্‌পীয়র নকশার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া বলিল, 'ক্যানকেল হইতে পেম্পল পর্যন্ত যে-কোনো স্থানে ইংরাজেরা এসে নামতে পারে। লয়ের নদীর বাম তীর বিদ্রোহী ভেণ্ডিয়ান সৈন্যগণ-কর্তৃক রক্ষিত এবং চল্লিশটি নর্মান গ্রাম ইংরেজদিগকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত। তারা অচিরেই প্যারিসের নগর-তোরণে এসে উপস্থিত হবে। পনেরো দিনের মধ্যে তারা তিন লাখ সৈন্য তুলতে পারবে এবং সমগ্র ব্রিটেনী ফ্রান্সের রাজার হস্তগত হবে।'

'অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজার হস্তগত হবে!' ড্যানটন বলিল।

'না, ফ্রান্সের রাজার। আর ফ্রান্সের রাজা বলেই অবস্থাটি অধিকতর খারাপ। পক্ষকাল-মধ্যে বিদেশীকে দেশ-বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু দেশীয় রাজ-তন্ত্রের উচ্ছেদসাধন আঠারো শো বছরেও হয়ে উঠে না।'— রবস্‌পীয়র উত্তর দিল।

ড্যানটন পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিল এবং টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া করতলন্যস্ত-মস্তকে ভাবনা-সাগরে মগ্ন হইল।

রবস্‌পীয়র বলিল, 'এখন দেখতে পাচ্ছ বিপদটা। ভিত্রে দিয়ে ইংরেজদিগের নিকট প্যারিসের পথ উন্মুক্ত।'

ড্যানটন মাথা তুলিয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্তে টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করিয়া বলিল, 'রবস্‌পীয়র, ভার্দুনও তো প্রুশিয়ানদিগকে প্যারিসের রাস্তা খুলে দিয়েছিল?'

'ভালো!'

'ভালো!— প্রুশিয়ানদের আমরা যেমন করে তাড়িয়েছিলাম, ইংরাজদেরও তেমনি করে তাড়াব।' এই বলিয়া ড্যানটন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

রবস্‌পীয়র আপনার ঠাণ্ডা হাত অপরের উষ্ণ মুষ্টির উপর রাখিয়া বলিল, 'ড্যানটন, শ্যাম্পেন প্রদেশ তখন প্রুশিয়ানদের পক্ষাবলম্বন করে নি; কিন্তু ব্রিটেনী এখন ইংরেজের পক্ষে। ভার্দুন পুনরায় দখল করা— সে ছিল একটা বৈদেশিক যুদ্ধ; আর ভিত্রে পুনরায় দখল করা— এটা হবে অন্তর্বিপ্লব।

গুরুতর প্রভেদ!' শেষ কথাকয়টি রবস্‌পীয়র অত্যন্ত মৃদু, গম্ভীর ও হতাশা-ব্যাঞ্জক-স্বরে উচ্চারণ করিল। তার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিল, 'বসো ড্যানটন, ম্যাপটা হাত দিয়ে না রগড়ে এটার দিকে চেয়ে দেখ।'

কিন্তু ড্যানটন তখন তাহার নিজের ভাবেই বিভোর। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এ তো নিতান্তই পাগলামী। বিপদ পূর্ব দিকে, অথচ চেয়ে থাকব পশ্চিম দিকে। রবস্‌পীয়র, না হয় মানলাম ইংলণ্ড সাগর থেকে মাথা তুলছে; কিন্তু দেখছ কি, পিরেনিজের গিরিশিখর হতে স্পেন আমাদের আক্রমণ করতে আসছে; আল্‌পস্‌ পর্বতের উপর দিয়ে ইটালি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান করছে; রাইন নদী অতিক্রম করে জার্মানীর রণবাহিনী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আর সকলের মূলে আছে— বৃহৎ রুশ-ঋক্ষ। রবস্‌পীয়র, আমাদের বিপদ হচ্ছে চক্রাকার, আর আমরা তার বেষ্টনীর মধ্যে। চক্রের বাইরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের ষড়যন্ত্র ও সমবায়; চক্রের ভেতরে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মদ্রোহ। দু-চারজন ছাড়া আর সকলেই বিশ্বাসঘাতক। তার ফলে ফ্রান্সের অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে জার্মান পতাকা প্রোথিত হচ্ছে। এরূপ-ভাবে আর কিছুদিন চললে দেখা যাবে— ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবটা জার্মানীরই সুবিধার জন্য হয়েছিল। আমরা ফ্রান্সের রাজার জীবনহরণ করেছিলাম প্রুশিয়ার রাজার উপকারার্থে।'

এই বলিয়া ড্যানটন ভয়ংকর ভাবে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহাতে ম্যারাটের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমাদের, প্রত্যেকেরই দেখছি এক একটা বাতিক আছে। ড্যানটন, তোমার বাতিক হচ্ছে প্রুশিয়া; আর রবস্‌পীয়র, তোমার বাতিক হচ্ছে ভেণ্ডি। এখন আমার বলবার পালা। শোনো, তোমরা আসল বিপদটা মোটেই ঠাহর করতে পারছ না। সেটা হচ্ছে এই শহরের কাফে (পানাগার) ও জুয়ার আড্ডাগুলি। "কাফে চয়সিউল" জেকোবিন[১] সম্প্রদায়ভুক্ত, "কাফে পাইটু" রাজপক্ষীয়;

---

১ জেকোবিন ক্লাব (Jacobin Club) ফ্রান্সের প্রাচীনতম ক্লাব। ইহা প্রথমে ভার্সেলস্‌ নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়। এইখানে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদি হইত, এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণ পরিচালিত হইত। 'জেকোবিন' নাম দ্বারা তদানীন্তন গরম দলকে বুঝাইত।

"কাফে রেগুেভো" ন্যাশন্যাল গার্ড সৈন্যদলকে আক্রমণ করে, "কাফে পোর্ট সেণ্টমার্টিন" তাদের হয়ে লড়াই করে; "কাফে রেজেনস্" ব্রিসোর বিপক্ষে, আর "কাফে কোব্যাজা" তার স্বপক্ষে; "কাফে প্রোকোপ" ডিডিরোর অনুরক্ত, "কাফে থিফটার ফ্রাঙ্কয়" ভলটেয়ারের অনুরক্ত; "কাফে মানুরি"তে ময়দার কথা আলোচিত হয়, আর "কাফে পেরন"-এ অর্থসমস্যার বোলতা ভীমরুলের বন্‌বন্ শোনা যায়। এই-সব ব্যাপার হচ্ছে আসলে গুরুতর।'

ড্যানটন আর হাসিতেছিল না। ম্যারাটের মুখে তখনো ঈষৎ হাস্যের আভাস। দৈত্যের হাসির চেয়ে বামনের হাসি অধিকতর ভীষণ।

ড্যানটন খুঁতখুঁত করিতে করিতে বলিল, 'নিজেই নিজেকে নাক সিঁটকাচ্ছ নাকি, ম্যারাট?'

'তোমাকে আর চিনতে বাকি নেই আমার, দেশবন্ধু ড্যানটন! আমি নিজেকে ঠাট্টা করছি, বটে? শোনো তবে, আমি কি কি করেছি। চেজোকে আমি অভিযুক্ত করি; পিটিয়ান্‌কে আমি অভিযুক্ত করি; কার্সেট্‌কে আমি অভিযুক্ত করি; মরেটোন্‌কে আমি অভিযুক্ত করি; ভেলাজে, লিগোনিয়র, মেন্নু, বানভিল, বাইরন, লিজন, চ্যাম্বন— এদের সব্বাইকে আমি অভিযুক্ত করি। আমার কি ভুল হয়েছিল? আমি বিশ্বাসঘাতকদের আঁচেই টের পাই এবং তাদের মতলব-সিদ্ধির পূর্বেই ধরিয়ে দি। তুমি কিংবা অন্যেরা পরের দিন যা বলবে সেটা আগের দিন সন্ধেবেলায়ই বলা হচ্ছে আমার স্বভাব। আরো শোনো, আমি এ যাবৎ কি কি করেছি। আমি বত্রিশটা বাক্সের সীলমোহর ভেঙেছি এবং রোল্যাণ্ডের হস্তে গচ্ছিত হীরকের পুনরুদ্ধার করেছি; আহত সৈনিকদের অনুকূলে আমি এক প্রস্তাব উত্থাপন করি; মন্‌সের ব্যাপারে ডুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতা আমি পূর্বাহ্ণেই বুঝতে পেরেছিলাম। মার্সেলেজের গোলযোগে রোল্যাণ্ড সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র আমি প্রকাশ করে দিই; প্যারিসিয়ানরা দেশের ভালো করেছে, এই ঘোষণা আমার গতিকেই হয়। এইজন্যেই লুভেট্ আমাকে বলে "নাচের পুতুল"; এইজন্যেই ফিনিস্টার আমার বহিষ্কার-প্রার্থী; এইজন্যেই লণ্ডন নগরী আমার নির্বাসন কামনা করে; আমিয়ানস্ চায় আমার মুখ বন্ধ করতে; কোবার্গের ইচ্ছা, আমি ধৃত ও আবদ্ধ হই; এবং আমাকে পাগল সাব্যস্ত করবার জন্যে কনভেনশনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

'আমার মতামতই যদি না জানতে চাও, তবে এই মন্ত্রণার মধ্যে আমায় ডেকেছিলে কেন? আমি কি আসবার জন্যে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলুম? কিছুমাত্র না। রবস্‌পীয়র কিংবা তোমাদের মতো "পালটা বিপ্লবপ্রয়াসীদের" সহিত কথোপকথনে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নেই। আগেই আমার জানা উচিত ছিল যে, তোমরা আমাকে মোটেই বুঝতে পারবে না— তুমিও না, রবস্‌পীয়রও না। তোমরা কেউ রাজনীতিজ্ঞ নও। রাজনীতির বর্ণজ্ঞানও তোমাদের এখন পর্যন্ত হয় নি। আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই— তোমরা দুজনেই ভ্রান্ত। বিপদ লণ্ডনে নয়— যা রবস্‌পীয়র মনে করছেন; বার্লিনেও নয়— যা ড্যানটন ভাবছেন, পরন্তু বিপদ হচ্ছে প্যারিসে। বিপদ একতার অভাবে; বিপদ— তোমাদের দুজন থেকে আরম্ভ করে সকলেই যে যার নিজের দিকে টানছে; তাতে বিপদ বিচার-বিমূঢ়তায়, অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সংঘাতে—।'

বাধা দিয়া ড্যানটন বলিল, 'অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা! সেটা কার? তোমার নয় কি?'

ম্যারাট্ থামিল না।

'রবস্‌পীয়র, ড্যানটন, আমি বলছি, বিপদ প্যারিসের এই অগণিত কাফে ও ক্লাবের মধ্যে। বিপদ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে, বিপদ কাগজের নোটে— লোকের নিকট যার মূল্য নেই। রু ডু টেম্পলে একখানা একশো ফ্রাঙ্ক মূল্যের নোট মাটিতে পড়ে যায়; তা দেখে জনৈক পথিক বলে কি, "কুড়িয়ে নেওয়ার মজুরিও ওতে পোষায় না।" তোমরা ব্যারন ট্রেঙ্ককে গ্রেফতার করেছ— তা যথেষ্ট নয়; আমি চাই এই বুড়ো ষড়যন্ত্রকারীর ঘাড় মটকে ভাঙতে। তোমরা প্যারিসের দিকে কিছুতেই তাকাবে না; তোমরা বিপদ খুঁজছ দূরে, অথচ বিপদ তোমাদের অতি সন্নিকটে। রবস্‌পীয়র, তোমার যে এত গোয়েন্দা, তাতে কি লাভ হচ্ছে? অস্বীকার করতে পারবে না, তোমার গোয়েন্দা রয়েছে— কমিউনে পাজান, বৈপ্লবিক বিচারালয়ে কফিন্‌হ্যাল্, জেনারেল সেফ্‌টি কমিটিতে ডেভিড, পাবলিক ওয়েলবিয়িং কমিটিতে কুথন। দেখছ, আমি সবই জানি। উত্তম, এখন আমার কাছ থেকে এইটুকু জেনে রাখ— বিপদ তোমাদের মাথার উপরে, বিপদ তোমাদের পায়ের নীচে। ষড়যন্ত্র— ষড়যন্ত্র— ষড়যন্ত্র! রাস্তার লোকেরা খবরের কাগজ পড়ে, আর পরস্পর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত-

বিনিময় করে। রুটির দোকানের সামনে লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ায়, আর বলাবলি করে, "কতদিনে আবার শান্তি হবে?" শাসন পরিষদের মন্ত্রণাগৃহে বসে বসে তোমরা যতই কেন-না মনে কর যে তোমরা একাকী, তোমাদের প্রত্যেকটি কথা কিন্তু লোকে জানতে পারে। প্রমাণ চাও?— এই দিচ্ছি। রবস্‌পীয়র, কাল রাত্তিরে তুমি সেণ্ট জাস্টকে এই কথাগুলি বলছিলে, "বারবারুজের পেট মোটা হচ্ছে; সেটা কিন্তু তার পালানোর পক্ষে অন্তরায় হবে।" হ্যাঁ, বিপদ সর্বত্র এবং বিশেষ ভাবে কেন্দ্রমূলে। প্যারিসে যখন রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে পাহারাওয়ালা ফিরছে, তখনই বিপ্লব-বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র চলছে। যে-সকল অভিজাতবর্গকে ৯ মার্চ গ্রেফতার করা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে; কামানের গোলাতে সীমান্তেই যাদের উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল, তারাই এখন প্যারিসের রাস্তায় আমাদের গায় কাদা ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে। চার পাউণ্ড ওজনের একটি পাউরুটির দাম হচ্ছে ৩ ফ্রাঙ্ক ১২ সু; থিয়েটারে অশ্লীল অভিনয় হচ্ছে; আর রবস্‌পীয়র অচিরেই ড্যানটনকে গিলোটিনে চড়াবে।'

'থামো, থামো, যথেষ্ট হয়েছে!' ড্যানটন বলিল।

রবস্‌পীয়র মনোযোগের সহিত মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সহসা ম্যারাট বলিয়া উঠিল, 'একজন ডিক্টেটরের[১] এখন প্রয়োজন। রবস্‌পীয়র, তুমি জান, আমি একজন ডিক্টেটর চাই।'

রবস্‌পীয়র মাথা তুলিল— 'জানি, ম্যারাট, তুমি কিংবা আমি।'

'আমি কিংবা তুমি'। ম্যারাট বলিল।

ড্যানটন দন্ত চাপিয়া বলিল, 'ডিক্টেটর! হুঁ, দেখ-না একবার চেষ্টা করে!'

ম্যারাট ড্যানটনের কুঞ্চিত ভ্রূ লক্ষ করিল। বলিল, 'শোনো, আর-একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। দেখা যাক, আমাদের কোনো বিষয়ে মতের ঐক্য আছে কি না। ৩১ মে তারিখে গিরোণ্ডিদের সম্বন্ধে আমরা একমত হয়েছিলাম না কি? এখন কিন্তু বিষয়টা অধিক গুরুতর। তুমি যা বলছ, তাতে কতক সত্য আছে; কিন্তু বাস্তবিক সত্য, সমগ্র সত্য, খাঁটি সত্য আছে আমি যা

১ দেশের সংকটকালে অসীম ক্ষমতাসহ যে শাসনকর্তা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়

বলছি তাতে। দক্ষিণে ফেডারেলিজম্ ; উত্তরে রাজতন্ত্র ; প্যারিসে কনভেনশন ও কমিউনের দ্বন্দ্ব ; সীমান্তে কুস্টিনের প্রত্যাবর্তন এবং ডুমুরিয়েজের বিশ্বাস-ঘাতকতা। এ-সবের মানে কি ? অনৈক্য। অথচ এখন আমাদের চাই ঐক্য। বাঁচবার উপায় আছে, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র সে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিচালনভার প্যারিসকে গ্রহণ করতে হবে। এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হলে চাই কি, আগামীকল্যই ভেণ্ডিয়ানরা অর্লিয়েঁতে এসে উপস্থিত হবে এবং প্রুশিয়ানরা প্যারিসের ফটক আগলে বসবে। ড্যানটন, তুমি যা বলছ, স্বীকার করছি ; রবস্‌পীয়র, তুমি যা বলছ, তাও মেনে নিচ্ছি। তথাস্তু !— কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখন ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই। আমরাই এই বিপ্লবের প্রতিনিধি ; চল, আমরা এই "ডিক্টেটরশিপ" হস্তগত করি। আমরা এই বিপ্লবদানবের তিন মাথা। তিন মাথার একটি বাক্যবাগীশ— সে তুমি রবস্‌পীয়র ; এক মাথা গর্জন করে— সে তুমি ড্যানটন।'

'আর তৃতীয়টি কামড়ায়— সেটি হচ্ছে তুমি ম্যারাট।' ড্যানটন বলিল।

রবস্‌পীয়র বলিল, 'কামড়ায় তিনটিই।'

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই চুপ করিয়া রহিল, তার পর পুনরায় ক্রুদ্ধ কথোপ-কথন আরম্ভ হইল।

'শোনো ম্যারাট, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরকে জানা চাই। তোমার সহিত যোগ দেওয়ার আগে আমি জানতে চাই, সেণ্ট জাস্টকে আমি কাল কি বলেছিলাম তা তুমি কি করে জানলে ?'

'রবস্‌পীয়র, সে আমার কথা, তোমার তাতে কি ?'

'ম্যাবাট !'

'আমার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সর্ববিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখা।'

'ম্যারাট !'

'সর্বপ্রকার খবর রাখা আমার স্বভাব।'

'ম্যারাট !'

'রবস্‌পীয়র, তুমি জিজ্ঞেস করছ সেণ্ট জাস্টকে তুমি যা বলেছিলে সেটা আমি কেমন করে জানলাম ? কেমন করে আমি জানি, ড্যানটন লেক্রয়কে কি

বলে ? কেমন করে আমি জানি, হোটেল লা ব্রিফ-এ কি ঘটে ? কেমন করে আমি জানি, থিলেসের বাড়িটার ব্যাপার— যে বাড়িতে সাইয়ে এবং ভার্জিনভ যেত, এবং এখন যেখানে আর-একজন সপ্তাহে একদিন করে যায় ?'

'আর-একজন' কথাটা বলিবার সময় ম্যারাট ড্যানটনের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

ড্যানটন চেঁচাইয়া উঠিল— 'আমার যদি এক কড়ারও ক্ষমতা থাকত, তা হলে এর ফল বড়োই ভয়ানক হয়ে দাঁড়াত।'

ম্যারাট বলিতে লাগিল, 'রবস্‌পীয়র, তোমাকে যা বলছি, তা বেশ বুঝে-সুঝেই বলছি। জানো তো, আমার অজ্ঞাত কিছু নেই। টেম্পল্‌ টাওয়ারের কারাকক্ষে তারা যখন ষোড়শ লুইকে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ নাদুস-নুদুস করে তুলছিল, তখন সেখানে কি হচ্ছিল, তা আমি জানতাম। এমনই খাওয়া খাইয়েছিল যে সেই বাঘ, বাঘিনী আর তাদের বাচ্চাগুলি[১] এক সেপ্টেম্বর মাসেই ৮৬ ঝুড়ি পিচফল সাবাড় করে দিয়েছিল ; অথচ এদিকে তখন সাধারণ লোকেরা অনশনে দিন কাটাচ্ছিল। রু দ্য লা হার্পে রাস্তার পশ্চাদ্‌ভাগে একটা বাড়িতে রোল্যাও যে লুকিয়েছিল, আমি তা জানতাম। ১৪ জুলাইয়ের জন্য ৬০০ বল্লম যে ডিউক অব অর্লিয়ের কর্মকারের কারখানায় তৈরি হয়েছিল, আমি তা জানতাম না কি ? শিলারির গিস্ট্রেসের বাড়িতে কি হয় তাও আমি জানি। ২৭ তারিখ সালাদিন সেখানে নিমন্ত্রণ খেয়েছিল কার সঙ্গে, রবস্‌পীয়র ?— তোমার বন্ধু ল্যাসোর্সের সঙ্গে।

'খামকা কথা ; ল্যাসোর্স আমার বন্ধু নয় !'— রবস্‌পীয়র বলিল। চিন্তিতভাবে আরো বলিল, 'ইতিমধ্যে লণ্ডনে ১৮টা কারখানায় কৃত্রিম নোট তৈরি হচ্ছে।'

ম্যারাট বলিতে লাগিল। তাহার স্বর তখনো শান্ত, তবে ঈষৎ কম্পিত— ক্রোধের লক্ষণ। 'আমি সবই জানি, সব খবরই রাখি। রবস্‌পীয়র, আমি হচ্ছি জনসাধারণের দূরদর্শী তৃতীয় নেত্র। আমি আমার গুহার গোপনতল হতে সবই লক্ষ রাখি। আমি দেখি, আমি জানি, আমি শুনি। তোমরা অল্পে সন্তুষ্ট। তোমরা নিজে নিজের প্রশংসা নিয়েই ব্যস্ত ! তোমরা মাথা উঁচু করে চল। রবস্‌পীয়র মনে করেন, তিনি যে একেবারে কনভেনশনের হাল

১ ষোড়শ লুই, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ।

ফ্যাশানে অলিভ রঙের ফ্রককোট আর আশমানি রঙের ড্রেসকোট পরেন ইতিহাস তা জানবার জন্যে ব্যস্ত ; তাঁর কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে তিনি নিজেরই ছবি টাঙিয়ে রাখেন।'

বাধা দিয়া রবস্‌পীয়র বলিল, 'আর ম্যারাট, তোমার ছবি তো নর্দমায় নর্দমায়।' তাহার কণ্ঠস্বর ম্যারাটের চেয়েও গম্ভীর।

এইরূপ ভাবে কথোপকথন চলিল। তাহাদের কণ্ঠস্বর যতই ধীর-গম্ভীর হইতে লাগিল, অন্তর্গূঢ় উত্তেজনার রুদ্ধ বাষ্প ততই ঘনীভূত হইতেছে বোঝা গেল। ক্রুদ্ধ বাকবিতণ্ডায় একটা বিদ্রূপের আভাস।

'রবস্‌পীয়র, যারা রাজ সিংহাসনের পতন কামনা করে, তুমি তাদের "মানবজাতির ডন্ কুইক্‌জোট্"[১] বলে উপহাস করেছিলে।'

'আর তুমি ম্যারাট, ৪ আগস্ট[২] তারিখের পরে "প্রজাবন্ধু" পত্রিকার ৫৫৯তম সংখ্যায় (দেখছ, সংখ্যাটা আমার মনে আছে ; ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে) তুমি লিখেছিলে, অভিজাতবর্গের খেতাব তাহাদিগকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা উচিত। তুমি বলেছিলে— যে ডিউক, সে সর্বদাই ডিউক।'

'রবস্‌পীয়র, ৭ ডিসেম্বরের অধিবেশনে তুমি ভায়ার্ডের বিরুদ্ধে সেই মাদাম রোলাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেছিলে।'

'আমার ভাইও তো তোমার পক্ষ সমর্থন করেছিল ম্যারাট, যখন জেকোবিন ক্লাবে তোমাকে তারা আক্রমণ করে। তাতে কি প্রমাণ হয় ?— কিছুই না।'

'রবস্‌পীয়র, টুইলারিসের মন্ত্রণা-সভায় তুমি যে গ্যারাটকে বলেছিলে— "বিপ্লবে বিরক্তি ধরে গেছে," সে কথা আমার জানা আছে।'

'ম্যারাট, এইখানে, এই পানাগারে ২৯ অক্টোবর তারিখে তুমি বারবারুজকে আলিঙ্গন করেছিলে।'

'রবস্‌পীয়র, তমি বুজোকে বলেছিলে— 'সাধারণতন্ত্র ! সে আবার কি ?'

১ সার্ভেন্‌টিসের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক ডন কুইক্‌জোটের মতো অসম্ভব আদর্শে অনুপ্রাণিত— হাস্যাস্পদ।

২ ৪ আগস্ট, ১৭৮৯ খৃঃ— "মানবের স্বাভাবিক স্বত্ব" সম্বন্ধীয় ঘোষণা এই তারিখেই এসেম্‌ব্লিতে বিধিবদ্ধ হয় এবং অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় আপনাদের উপাধি ও বিশেষ অধিকারগুলি স্বেচ্ছায় বর্জন করে।

'ম্যারাট, এই পানাগারেই তুমি তিনজন সন্দিগ্ধ লোককে নিয়ে মন্ত্রণাও করেছিলে।'

'রবস্‌পীয়র, বাজার থেকে যাওয়ার সময় সর্বদাই একটা মোটা লোক লাঠি হাতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।'

'আর ম্যারাট, ১০ আগস্টের পর্ব-সন্ধ্যায় ঘোড়দৌড়ের জকির ছদ্মবেশে মার্সেলেজে পালিয়ে যেতে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য তুমি বুজোকে অনুরোধ করেছিলে।'

'সেপ্টেম্বরের বিচারের সময় তো তুমি আত্মগোপন করেছিলে, রবস্‌পীয়র।'

'আর ম্যারাট, তুমি তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলে।'

'রবস্‌পীয়র, তুমি তখন লাল টুপি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলে।'

'হ্যাঁ; আর-একজন বিশ্বাসঘাতক গিয়ে সেইটে কুড়িয়ে তুলেছিল। ডুমুরিয়েজের যা ভূষণ, রবস্‌পীয়রের তা কলঙ্ক।'

'রবস্‌পীয়র, শেটোভিউজের সৈন্যদল মার্চ করে যাওয়ার সময় তুমি ষোড়শ লুইয়ের মাথা ঢেকে দিতে আপত্তি করেছিলে।'

'আমি তার চেয়ে ভালো কাজ করেছিলাম; আমি সেই মাথাই কেটে ফেলি।'

ড্যানটন মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে থামাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে আরো অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল।

ড্যানটন বলিল, 'রবস্‌পীয়র, ম্যারাট, তোমরা শান্ত হও।'

নিজের নামটা রবস্‌পীয়রের নামের পরে উক্ত হওয়াতে ম্যারাট ভয়ংকর চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'ড্যানটন আবার কথা বলতে আসছেন কি সম্বন্ধে?'

ড্যানটন লাফাইয়া উঠিল, 'কি সম্বন্ধে কথা বলছি? শোনো। ভ্রাতৃহত্যা আমাদের চলবে না। জনসাধারণের কার্যে ব্যাপৃত দুজনের মধ্যে বিরোধ হতে পারবে না। বৈদেশিক যুদ্ধ রয়েছে তাই যথেষ্ট; তার উপর গৃহবিবাদ হলে আর উপায় থাকবে না। এই রাষ্ট্রবিপ্লব আমার হাতের তৈরি, আমি একে নষ্ট হতে দেবই না। এখন বুঝলে, আমি কেন হস্তক্ষেপ করছি?'

ম্যারাট না চেঁচাইয়া বলিল, 'তুমি বরং ততক্ষণ তোমার হিসাবের নিকাশ তৈরি কর।'

'আমার হিসাব ?'— ড্যানটন গর্জিয়া উঠিল। 'যাও, হিসাব চাও গে আর্গোনের গিরিরন্ধ্রে, শত্রুহস্ত-মুক্ত শ্যাম্পেনে, বিজিত বেলজিয়ামে— যেখানে চার চার বার আমি শত্রুর গুলির সম্মুখে বুক পেতে দিয়েছিলেম। যাও, হিসাব চাও গে বৈপ্লবিক আদালতে, ২১ জানুয়ারির বধ্যমঞ্চে, ভূলুণ্ঠিত সিংহাসনের নিকটে, গিলোটিনের নিকটে সেই বিধবা—'

ম্যারাট বাধা দিয়া বলিল, 'গিলোটিন হচ্ছে বন্ধ্যা, মর্দামাগী— সে ধ্বংস করে, প্রসব করে না।'

'তাই নাকি ? ঠিক জান ?' ড্যানটন শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে জবাব দিল। 'আমি ওকে সন্তানবতী করব।'

'দেখা যাবে।' এই বলিয়া ম্যারাট একটু ক্রূর হাসি হাসিল।

ড্যানটন তাহা দেখিতে পাইল। বলিল, 'ম্যারাট, তোমার সবই গোপনে গোপনে, আমার সবই প্রকাশ্যে। আমি যা করি মুক্ত বাতাসে এবং দিনের আলোতে। সরীসৃপ-জীবন আমি ঘৃণা করি। তুমি থাক গর্তের মধ্যে, আর আমি বাস করি রাজপথে। সংসারের লোকের সঙ্গে তোমার কোনো সংস্রব নেই— আমার সাথে যে-কোনো পথিক আলাপ-পরিচয় করতে পারে।'

'চমৎকার লোক ! আমি যেখানে থাকি সেখানে তোমার উঠতে সাহস হবে কি ?' ম্যারাট বলিল। তার পর তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। পরুষকণ্ঠে পুনরায় বলিল, 'ড্যানটন, রাজার নামে মণ্টমরিন তোমাকে যে তেত্রিশ হাজার ক্রাউন দিয়েছিল— তোমার ওকালতি-কার্যের খেসারতের অছিলায়— সে টাকাটার হিসাব দাও দেখি।'

উদ্ধতভাবে ড্যানটন জবাব দিল, '১৪ জুলাই আমি তার হিসাব দিয়েছিলুম।'

'আর রাজভাণ্ডারের হীরা-জহরতের হিসাব ?'

'৬ অক্টোবর আমি কি করেছিলুম, স্মরণ কর।'

'আর বেলজিয়ামে তোমারই বেনামদার ল্যাক্রয়ের চুরি ?'

'জানো, আমি ২০ জুনের লোক ?'

'আর মণ্টান্‌সিয়রকে ধার-দেওয়া টাকাটা ?'

'আমিই জনসাধারণকে ভ্যারেনিস হতে ফিরে আসতে প্ররোচিত করেছিলুম।'

'আর সেই অপেরা হাউস— যা তৈরির জন্যে তুমি টাকা জুগিয়েছিলে?'

'প্যারিসের জনগণকে আমিই মন্ত্র দিয়ে তৈরি করিয়েছিলুম, সেটা ভুলো না।'

'বলি, বিচার-বিভাগের গুপ্ত অর্থ, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তার কি হল?'

'মনে রেখো, "১০ আগস্ট" আমিই ঘটিয়েছিলুম।'

'অ্যাসেম্ব্লির গুপ্তকার্যের জন্য কুড়ি লক্ষ— যার চতুর্থাংশ তুমি নিয়েছিলে— সে টাকা গেল কোথায়?'

'আমি শত্রুর অভিযান প্রতিরোধ করে রাজগণের সম্মিলন বারণ করেছিলেম।'

'ঘৃণ্য আত্মবিক্রয়ী।'

ম্যারাটের এই মন্তব্যে সটান খাড়া হইয়া ড্যানটন গর্জিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ, আমি আত্মবিক্রয়ী। কিন্তু নিজেকে বিক্রয় করে আমি জগৎকে রক্ষা করেছিলেম।'

রবস্‌পীয়র এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া নিজের নখ কামড়াইতেছিল। সে হো হো করিয়া হাসিতেও পারিতেছিল না, কিংবা বিদ্রূপের চোরা হাসিতেও যোগ দিতে পারিতেছিল না। দামিনী-ঝলকবৎ ড্যানটনের অট্টহাস্য, কিংবা তীরের খোঁচার মতো ম্যারাটের তীক্ষ্ণ ক্রূর হাসি, কোনোটাই রবস্‌পীয়রের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

ড্যানটন বলিতে লাগিল— 'আমি মহাসমুদ্রের মতো— আমার জোয়ার-ভাঁটা আছে। ভাঁটার সময় আমার পঙ্ক-কর্দম দেখা যেতে পারে, কিন্তু জোয়ারের সময় দেখবে আমার তরঙ্গরাশি।'

ম্যারাট বলিল, 'তুমি ফেনাও বড্ড বেশি।'

'সে আমার ঝড়'— ড্যানটন উত্তর করিল।

ড্যানটনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যারাটও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। এইবার সে বোমার মতোই ফাটিয়া পড়িল— সর্প ড্র্যাগনে পরিণত হইল।

'হুঁ,' সে বলিয়া উঠিল— 'রবস্‌পীয়র, ড্যানটন, তোমরা কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করবে না। বেশ, আমি বলে রাখছি, তোমাদের আর কোনো আশা নেই। তোমাদের যা পলিসি, তাতে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের আর বেরুবার পথ নেই। তোমরা চার দিকের দোর এঁটে বসেছ, এখন খোলা আছে শুধু কবরের পথ।'

'সেই তো আমাদের বাহাদুরি !'— ড্যানটন জবাব দিল।

ম্যারাট দ্রুত বলিয়া চলিল— 'সাবধান, ড্যানটন। ভার্জিনদেরও মুখ বড়ো, ওষ্ঠ পুরু ও ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ছিল; মিরাবো এবং পেযার মতো তার মুখেও বসন্তের দাগ ছিল। কিন্তু তাতে ৩১ মে-র কোনো বাধা হয় নি। হুঁ, তুমি কাঁধ নাড়ছ! মনে রেখো, কখনো কখনো একটি কাঁধ নাড়ার গতিকেই মাথা মাটিতে লুটায়। ড্যানটন, তোমাকে আমি বলে রাখছি, ঐ উচ্চকণ্ঠ, ঢিলে গলবন্ধ, উঁচু বুট, সান্ধ্যভোজন, বড়ো পকেট— এই সবই লুইসেটের সহিত সংস্পৃষ্ট।'

'লুইসেট' ম্যারাটের দেওয়া গিলোটিনের আদরের নাম।

ম্যারাট বলিতে লাগিল, 'আর তোমাকে বলছি রবস্পীয়র, তুমি একজন মডারেট, কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না। যতই পাউডার মাখ, যতই কেশবিন্যাস কর, আর যতই ফর্সা কাপড় পরে বাবুগিরি কর, তোমাকেও সেই বধ্যভূমিতে যেতে হবে! ব্রান্জউইকের ঘোষণাপত্র পড়েছ কি? রাজহন্তা ড্যামিয়েনের চেয়ে তোমাকে আর তারা কম করবে না। তুমি সৌন্দর্যের জাঁক কর?— কিন্তু চার ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে তোমাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।'

দন্ত চাপিয়া রবস্পীয়র বলিল,— 'কবলেন্জ-এর বুলি কপচাচ্ছ?'

'আমি কারো বুলি কপচাই নে, রবস্পীয়র! আমি হচ্ছি সকলের মর্মবাণী। আর তুমি ড্যানটন, তুমিও এখনো ছেলেমানুষ। কত বয়স তোমার? মোটে তো ত্রিশ। আর আমি সেই মান্ধাতার আমল থেকে আছি ভূষণ্ডী। চির-নিপীড়িতের প্রতিরূপ আমি— জানো আমার বয়স ছ হাজার বছর!'

ড্যানটন ব্যঙ্গপূর্ণস্বরে বলিল, 'তা সত্য। ছ হাজার বছর ধরে পার্বত্য ভেকের মতো কেইন্[১] বিদ্বেষবিষে পরিপুষ্ট হচ্ছিল। পাহাড় ভেঙেছে, আর কেইন্ বেরিয়ে এসে মানুষের মধ্যে ঢুকেছে। কেইনের নাম এখন ম্যারাট।'

'ড্যান্টন!' ম্যারাটের দৃষ্টি পাণ্ডুর— বিবর্ণ আলোকে উদ্দীপ্ত।

'কি বলতে চাও?'— ড্যানটন জিজ্ঞাসা করিল।

১ বাইবেলে উক্ত আছে আদমের জ্যেষ্ঠপুত্র কেইন্ তাহার দ্বিতীয় পুত্র আবেলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে এবং তদ্‌হেতু ঈশ্বর-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নির্বাসিত হয়।

এইরূপে তিনজন ভয়ংকর লোকের কথাবার্তা চলিতেছেল— তিনটি পরস্পর-বিরোধী বজ্রের সংঘাত।

৩

নিগূঢ় হৃদস্পন্দন

কথোপকথনের একটু বিরাম হইল। এই শক্তিমান পুরুষত্রয় কিছুক্ষণের জন্য নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিল।

সিংহও সহস্রশীর্ষ সর্প দর্শনে ভীত হয়। রবস্‌পীয়রের বদনমণ্ডল অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছিল। ড্যানটনের মুখ লাল। দুইজনেই শিহরিয়া উঠিল।

ম্যারাটের চোখে যে বন্যপশুর হিংস্রদৃষ্টির বিজলী খেলিতেছিল তাহা এখন আর নাই। দুর্ধর্ষ সঙ্গীগণের ভীতিস্থল এই লোকটি আবার দাম্ভিক শান্তভাব ধারণ করিল।

ড্যানটন মনে মনে বুঝিতে পারিল যে, তাহার পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহা স্বীকার করিতে পারে না। সে বলিল, 'ম্যারাট ডিক্টেটরশিপ এবং একতার সম্বন্ধে খুব জোর গলায় বলছে বটে, কিন্তু তার ক্ষমতা আছে শুধু টুকরো টুকরো করে ভাঙবার।'

রবস্‌পীয়র তাহার পাতলা ঠোঁট-দুটি ফাঁক করিয়া বলিল, 'আমার কথা যদি বলি তো আমার মত হচ্ছে অ্যানাকার্সিস ক্লু টসের যা মত— রোল্যাণ্ডও নয়, ম্যারাটও নয়।'

ম্যারাট উত্তর দিল, 'আর আমি বলছি, ড্যানটনও নয়, রবস্‌পীয়রও নয়।' দুইজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া সে আরো বলিল, 'ড্যানটন, তোমাকে একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি। তুমি এখন প্রেমে পড়েছ, আবার বিয়ের কথা ভাবছ; যদি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতে চাও তবে রাজনৈতিক হাঙ্গামাতে আর হস্তক্ষেপ কোরো না।'

তার পর দোরের দিকে এক-পা পিছু হটিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া সে তাহাদের উভয়কে শাসানোর ভঙ্গিতে অভিবাদন করিয়া বলিল, 'বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ!'

রবস্‌পীয়র এবং ড্যানটন কাঁপিয়া উঠিল। সেই মুহূর্তে কক্ষতল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, 'ম্যারাট, তুমি ভুল করছ।'

তিনজনেই চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। ম্যারাটের উত্তেজিত বক্তৃতার সময় অলক্ষিতে একজন লোক দ্বার খুলিয়া কক্ষপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

'তুমি কি সিটিজেন (দেশভ্রাতা) সিমূর্দ্যান ?'— ম্যারাট জিজ্ঞাসা করিল। 'নমস্কার !'

সিমূর্দ্যানই বটে।

সিমূর্দ্যান পুনরায় বলিল, 'ম্যারাট, বাস্তবিকই তোমার ভুল।'

ম্যারাটের মুখের রঙ সবুজ হইয়া উঠিল। মলিন হইলে তাহার ঐরূপই হইত।

'তোমাকে প্রয়োজন আছে, ম্যারাট। কিন্তু ড্যানটন ও রবস্‌পীয়রকে নইলেও চলবে না। তাদের শাসাচ্ছ কেন ? একতা— একতা, ভাই-সব ! দেশ একতা চায়।'

প্রকোষ্ঠমধ্যে সিমূর্দ্যানের এই অতর্কিত প্রবেশ প্রধূমিত বহ্নিতে শীতল জলসিঞ্চনের মতো কাজ করিল। পারিবারিক কলহের সময় কোনো অপরিচিত লোক আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলে যেমন হয় তাহাই হইল ; ভিতরে না হউক বাহিরে শান্তি স্থাপিত হইল।

সিমূর্দ্যান টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। ড্যানটন এবং রবস্‌পীয়র উভয়েই তাহাকে চিনিত। কনভেনশনের সভাগৃহে তাহারা অনেক সময় এই অখ্যাত কিন্তু ক্ষমতাশালী লোকটিকে জনসাধারণের সসম্ভ্রম অভিবাদন লাভ করিতে দেখিয়াছে। তবুও আদবকায়দার অত্যন্ত পক্ষপাতী রবস্‌পীয়র জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না— 'সিটিজেন, তুমি প্রবেশ করিলে কিরূপে ?'

ম্যারাট অপেক্ষাকৃত নরমস্বরে বলিল, 'সিমূর্দ্যান "ইভিকে" সম্প্রদায়ভুক্ত।'

ম্যারাট কনভেনশনকে গ্রাহ্য করিত না, আর কমিউনকে তো সে ইচ্ছামত পরিচালন করিত ; কিন্তু ইভিকের নামে সে ভীত হইত। সংসারের নিয়মই এই। মিরাবো অনুভব করিত নিম্নে রবস্‌পীয়রের অজ্ঞাত আন্দোলন ; রবস্‌পীয়র অনুভব করিত ম্যারাটের আন্দোলন ; ম্যারাট অনুভব করিত হিবার্টের আন্দোলন ; আর হিবার্ট, ব্যাবিউকের। নিম্নস্তর যদি সুস্থির থাকে তবেই না

রাজনীতিকেরা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত বৈপ্লবিক স্তরের নীচেও অন্য স্তর থাকে। সুতরাং নিতান্ত দুঃসাহসিকতাকেও ভীত হইয়া থাকিতে হয়, যখন সে পদতলে তাহারই অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পের বেগ অনুভব করে।

মতের জন্য আন্দোলন আর মতলবের জন্য আন্দোলন, এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা এবং একের সহায়তা করা ও অপরের প্রতিরোধ করা, এই হচ্ছে প্রতিভাশালী ও খাঁটি বিপ্লববাদীগণের কার্য।

ড্যানটন ম্যারাটের ইতস্তত ভাব লক্ষ করিল। বলিল, 'সিটিজেন সিমুর্দ্যানের উপস্থিতিতে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।' তার পর নবাগতের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া সে বলিল, 'বেশ তো, অবস্থাটা এঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বলো। ইনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আমি চরমপন্থীদের প্রতিনিধি; রবস্পীয়র "কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটির" প্রতিনিধি; ম্যারাট "কমিউনের" প্রতিনিধি; আর সিমুর্দ্যান হচ্ছেন "ইভিকের" লোক। অতিরিক্ত শেষ ভোট দেবার জন্য ইনি এসেছেন।'

সহজ গম্ভীর ভাবে সিমুর্দ্যান বলিল, 'তাই হউক। আলোচ্য বিষয়টি কি?'

রবস্পীয়র উত্তর দিল, 'ভেণ্ডি।'

তাহার কথার পুনরুক্তি করিয়া সিমুর্দ্যান বলিল, 'হ্যাঁ, ভেণ্ডি। সেইখানেই আসল বিপদ। রাষ্ট্রবিপ্লবটা যদি বিফল হয় তবে ভেণ্ডির জন্যেই হবে। একটা ভেণ্ডি দশটা জার্মানির চেয়ে অধিকতর দুর্ধর্ষ। ফ্রান্সকে বাঁচাতে হলে ভেণ্ডিকে বিনাশ করা আবশ্যক।'

এই কয়টি কথায় সিমুর্দ্যান রবস্পীয়রকে জয় করিয়া লইল।

তবু রবস্পীয়র জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি না এক সময়ে পাদরী ছিলেন?'

সিমুর্দ্যানের পাদরীদের মতো আকারপ্রকার রবস্পীয়রের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। নিজের অন্তরে যাহা ছিল, তাহা সে অপরের মধ্যে অনায়াসেই চিনিয়া লইল।

সিমুর্দ্যান উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, সিটিজেন।'

ড্যানটন বলিল, 'তাতে কী আসে যায়? পাদরীরা যদি ভালো লোক হয় তবে তাদের মূল্য অপরের চেয়ে বেশি। রাষ্ট্রবিপ্লবে পাদরীরা "সিটিজেনে"

পরিণত হয়, যেমন গির্জার ঘণ্টা গলিয়ে বন্দুক ও কামান তৈরি হয়। ড্যানকু একজন পাদরী; ডনো একজন পাদরী; রবস্পীয়র, কন্‌ভেশনে তুমি তো বিশপ মশিউর পাশেই বস। আবে অদ্রেন্‌ই না "ন্যাশনাল অ্যাসেম্‌ব্লি রাজার উপরে" এই ঘোষণা করে? আবে গুটে ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করে যে, ষোড়শ লুইয়ের চেয়ার মঞ্চ হতে নামিয়ে দেওয়া হোক; আর আবে গ্রেগয়র্ রাজতন্ত্র বিলোপের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিল।'

'আর তার সহকারী ছিল— অভিনেতা কলট্-ডি-হারবয়।' ম্যারাট নাকী স্বরে বলিল, 'তারা দুজনে মিলেই কাজটা সমাধা করে। পাদরী সিংহাসনটি উলটে দেন, আর অভিনেতা রাজাকে ভূপাতিত করে।'

রবস্পীয়র বলিল, 'এ-সব কথা কথা ছেড়ে দিয়ে ভেণ্ডির কথা পুনরায় আলোচনা করা যাক।'

সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিল, 'ভালো, ভেণ্ডিতে এখন কী হচ্ছে?'

রবস্পীয়র বলিল, 'ভেণ্ডি একজন নেতা পেয়েছে, আর ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।'

'কে এই নেতা, সিটিজেন রবস্পীয়র?'

'একজন ভূতপূর্ব মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক, যে ব্রিটেনীর প্রিন্স বলে নিজের পরিচয় দেয়।'

সিমুর্দ্যান যেন একটু বিচলিত হইল। বলিল— 'আমি তাঁকে জানি। আমি তাঁর বাড়িতে চ্যাপলেনের (পাদরীর) কাজ করতুম।' এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সিমুর্দ্যান পুনরায় বলিল, 'সৈনিক হওয়ার পূর্বে তিনি আমোদ-প্রমোদ নিয়েই থাকতেন। লোকটি বোধ হয় ভয়ংকর।'

'সাংঘাতিক!' রবস্পীয়র বলিল। 'সে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আহতদিগকে হত্যা করছে, বন্দীদিগকে দলে দলে বধ করছে— এমন-কি, স্ত্রীলোকদিগকেও গুলি করে মারছে।'

'স্ত্রীলোকদিগকে!'

'হ্যাঁ, অন্যান্যের সঙ্গে তিন সন্তানের জননী একটি মেয়েলোককেও গুলি করা হয়; ছেলেপিলেদের কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না। লোকটা একজন সেনাপতির মতো সেনাপতিই বটে!— যুদ্ধটা খুবই বোঝে।'

সিমুর্দ্যান বলিল, 'তা সত্যই। হ্যানোভেরিয়েন সমরে সে যুদ্ধ করেছে। সৈনিকেরা বলত, নামে রিসিলু, কিন্তু আসলে সেনাপতি হচ্ছে ল্যান্টিনেক।'

'সিটিজেন সিমুর্দ্যান, এই লোকটাই এখন ভেণ্ডিতে এসে উপস্থিত হয়েছে।'

'কতদিন হল ?'

'গত তিন সপ্তাহ যাবৎ।'

'তাকে আইনের আশ্রয়-বর্জিত বলে ঘোষণা করতে হবে।'

'তা করা হয়েছে।'

'তার মস্তকের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।'

'তা করা হয়েছে।'

'তাকে ধরবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে।'

'তাও করা হয়েছে।'

'পুরস্কার নোটে নয়, মোহরে দেওয়া হবে।'

'সেরূপ ঘোষণাই হয়েছে।'

'তাকে গিলোটিনে চড়াতে হবে।'

'সেটা করা হবে।'

'কে করবে ?'

'তুমি।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, এর জন্য কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটি হতে তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হবে।'

সিমুর্দ্যান বলিল, 'আমি সম্মত।'

বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের যে গুণ— অতি সত্বর উপযুক্ত কর্মক্ষম লোক নির্বাচন করা— তাহা রবস্‌পীয়রের ছিল। সে সম্মুখস্থ ফাইল হইতে একখণ্ড কাগজ লইল, তাহার শীর্ষদেশে এই কয়টি কথা মুদ্রিত আছে, 'এক এবং অবিভাজ্য ফরাসী সাধারণতন্ত্র— কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটি।'

সিমুর্দ্যান বলিতে লাগিল, 'হ্যাঁ, আমি এ প্রস্তাবে রাজী। ল্যান্টিনেক অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির ; আমিও তাই হব। এই লোকটার সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ

করতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তার হাত থেকে আমি সাধারণতন্ত্রকে উদ্ধার করবই।' নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সিমুর্দ্যান বলিল, 'আমি পাদরী, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ; যাক, তাতে কিছু এসে যায় না।'

ড্যানটন বলিল, 'ঈশ্বর তো আজকাল আর চলিত নেই।'

অকুণ্ঠিতভাবে সিমুর্দ্যান বলিল, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।'

রবস্‌পীয়র মাথা নাড়িয়া তাহাতে সায় দিল— কিন্তু মাথা নাড়াটি ক্রূরতা-ব্যঞ্জক।

সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় আমাকে যেতে হবে?'

'ল্যান্টিনেকের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাদলের অধ্যক্ষের নিকট। একটা কথা কিন্তু জানিয়ে রাখছি— এই লোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়।'

ড্যানটন বলিয়া উঠিল, 'এই আর-একটা জিনিস যাতে কিছু এসে যায় না। সম্ভ্রান্ত!— তাতে কী হয়েছে? পাদরীদের সম্বন্ধে যে কথা, অভিজাতবংশীয়দের সম্বন্ধেও তাই। এই দুই শ্রেণীর লোকই যদি ভালো লোক হয়— তবে চমৎকার! আভিজাত্য একটা কুসংস্কার মাত্র ; আমাদের সেটা থাকা উচিত নয়। অভিজাত হলেই ভালো লোক হবে এটা যেমন মনে করতে নেই, আবার অভিজাতমাত্রই মন্দ লোক সেটা মনে করাও ঠিক হবে না। রবস্‌পীয়র, সেণ্ট জাস্ট কি সম্ভ্রান্ত নয়? অ্যানাকার্সিস ক্লুটস— সে তো একজন ব্যারন। ম্যারাটের অন্তরঙ্গ বন্ধু মনটাউট একজন মার্কুইস। বৈপ্লবিক বিচারালয়ের একজন জুরি পাদরী, আর-একজন জুরি সম্ভ্রান্তবংশীয়। কিন্তু এই দুইজনই পরীক্ষিত খাঁটি লোক।'

রবস্‌পীয়র বলিল, 'এই জুরিদের ফোরম্যানের (মুখপাত্রের) কথাই তুমি ভুলে যাচ্ছ।'

'এণ্টোনেল?'

'হ্যাঁ, মার্কুইস এণ্টোনেল।' ড্যানটন বলিল, 'ড্যাম্পিয়ারও অভিজাত-বংশীয়, যে এই অল্পদিন হল সাধারণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে কণ্ডিতে প্রাণ দিয়েছে। আর বোরোনিয়ারও একজন অভিজাতবংশীয়, যে ভার্দুনের ফটক প্রুশিয়ান-দিগের নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়ার চেয়ে পিস্তলের গুলিতে নিজের মগজ উড়িয়ে দেওয়াই বরণীয় মনে করেছিল।'

ম্যারাট বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'এ-সব সত্ত্বেও ভুলতে পারছি নে যে, যেদিন কণ্ডরসেট বলেছিল, "গ্রেকাইরা সম্রান্তবংশীয় ছিল," সেদিন ড্যানটন চেঁচিয়ে উঠেন, "সকল সম্রান্তবংশীয়েরাই বিশ্বাসঘাতক, মিরাবো থেকে আরম্ভ করে তুমি পর্যন্ত"।'

সিমুর্দ্যানের গম্ভীর কণ্ঠ পুনরায় শ্রুত হইল, 'সিটিজেন ড্যানটন, সিটিজেন রবস্পীয়র, এই সম্রান্তবংশীয়ের উপর তোমাদের যে বিশ্বাস আছে, তা হয়তো ঠিকই ; কিন্তু জনসাধারণ তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না, আর এতে তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। একজন পাদরীকে যদি আবার একজন অভিজাত-বংশীয়ের উপর নজর রাখার ভার দেওয়া যায়, তা হলে দায়িত্বটা দ্বিগুণিত হয়। সেই পাদরীকে হতে হবে কঠোর— অনমনীয়।'

রবস্পীয়র বলিল, 'তা সত্য।'

'আর নির্মম।'— সিমুর্দ্যান বলিল।

রবস্পীয়র জবাব দিল, 'বেশ বলেছ, সিটিজেন সিমুর্দ্যান! তোমার কাজ-কারবার হবে একজন যুবকের সঙ্গে। তোমার বয়স তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং সে তোমাকে মান্য না করে পারবে না। তাকে চালিয়ে নিতে হবে, কিন্তু সেটা বেশ বুঝে-শুনে করা চাই। যতদূর জানা গেছে, যুদ্ধ-বিষয়ে তার বিশেষ প্রতিভা আছে। যে পল্টনের সে এখন অধ্যক্ষ সেটা পূর্বে রাইন নদীর তীরে নিযুক্ত সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখান থেকে তারা ভেণ্ডিতে প্রেরিত হয়। সেই সীমান্ত সমরেই সাহস ও বুদ্ধির জন্য তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার সৈন্য পরিচালন একটু অসাধারণ রকমের। পনেরো দিন যাবৎ সে বৃদ্ধ মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেককে বাধা দিয়ে রেখেছে, তাকে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, শেষটায় তাকে সমুদ্রে না ডুবিয়ে ছাড়বে না। অথচ এই ল্যান্টিনেকের মধ্যে প্রবীণ সেনাপতির ধূর্ততা এবং যুবক কাপ্তেনের দুঃসাহস উভয়ই রয়েছে। এই যুবকের ইতিমধ্যেই অনেক শত্রু হয়েছে— অনেকে তাকে ঈর্ষা করে। এডজুটাণ্ট জেনারেল লেচেল তার পরে ঈর্ষান্বিত।'

ড্যানটন বাধা দিয়া বলিল, 'এই লেচেল কমাণ্ডার-ইন-চিফ (প্রধান সেনাপতি) হতে চায়।'

রবস্পীয়র বলিল, 'আবার সে নিজে ছাড়া কেউ যে ল্যান্টিনেককে পরাস্ত

করবে, এটা তার পছন্দ হয় না। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নেতাদিগের মধ্যে এইরকম রেষারেষি, এই হচ্ছে ভেণ্ডি সমরের দুর্ভাগ্য! আমাদের সৈন্যদিগের মধ্যে বীরের অভাব নেই। কিন্তু অভাব হচ্ছে— সুপরিচালকের। লেচেল দক্ষিণ উপকূল রক্ষার অজুহাতে উত্তর উপকূলের সমস্ত সৈন্য উঠিয়ে নেয়, আর তাতেই তো ইংরেজদের পক্ষে ফ্রান্স আক্রমণের সুযোগ হল। পঞ্চাশ লক্ষ কৃষকের বিদ্রোহ এবং যুগপৎ ইংরেজ সৈন্যের ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ— এই হল ল্যান্টিনেকের প্ল্যান। তল্লাশি সৈন্যদলের যুবক কমাণ্ডার ল্যান্টিনেককে আক্রমণ করে পরাস্ত করেছে— কিন্তু লেচেলের অনুমতি না নিয়ে। এদিকে লেচেল হচ্ছে তার জেনারেল— কাজেই লেচেল তার দোষ দিচ্ছে। এই যুবকের সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। লেচেল চায় তাকে গুলি করে মারতে, মার্নের প্রিউর চায় তাকে এডজুটান্ট জেনারেলের পদ দিতে।'

সিমুর্দ্যান বলিল, 'এই ছোকরার অনেক গুণ আছে বলে আমার বোধ হচ্ছে।'

'কিন্তু তার একটি দোষও আছে।' ম্যারাট বলিয়া উঠিল।

সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিল, 'কি সেটা?'

ম্যারাট বলিল, 'দয়া। যুদ্ধে সে দৃঢ়, অবিচলিত; কিন্তু তার পরে দুর্বল। সে ক্ষমা করে— দয়া দেখায়; ভক্ত ও নান্‌দিগকে আশ্রয় দেয়; অভিজাতবর্গের স্ত্রীকন্যাদিগকে রক্ষা করে; বন্দীদিগকে মুক্ত করে; পাদরীদের ছেড়ে দেয়।'

'মারাত্মক দোষ।'— সিমুর্দ্যান মন্তব্য করিল।

'মহা অপরাধ।'— ম্যারাট বলিল।

'কখনো কখনো এটা দোষ বটে।'— ড্যানটন বলিল।

'অনেক সময়।'— রবস্‌পীয়র বলল।

'প্রায় সর্বদাই।'— ম্যারাট বলিল।

সিমুর্দ্যান বলিল, 'দেশের শত্রুর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া— তখন এরূপ কার্য সর্বদাই অপরাধ।'

ম্যারাট তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তা হলে সাধারণতন্ত্রের একজন নেতা যদি রাজপক্ষীয় একজন বন্দী নেতাকে ছেড়ে দেয়, তার কি করবে?'

'তা হলে লেচেলের মতানুসারেই কাজ করব। তাকে গুলি করে মারা হবে।'

'অথবা গিলোটিনে চড়ানো হবে।'— ম্যারাট বলিল।

সিমুর্দ্যান বলিল, 'সে যা পছন্দ করে।'

ড্যানটন হাসিতে লাগিল। বলিল, 'ত্নটোই আমার খুব পছন্দ হয়।'

ম্যারাট শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'এর একটা-না একটা তোমার হবেই. সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

তার পর তাহার দৃষ্টি ড্যানটনের উপর হইতে সরিয়া যাইয়া পুনরায় সিমুর্দ্যানের উপর ন্যস্ত হইল।

'তা হলে সিটিজেন সিমুর্দ্যান. সাধারণতন্ত্রের কোনো নেতা কর্তব্যের ক্রটি করলে তুমি তার প্রাণদণ্ড করবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।'

'উত্তম।'— ম্যারাট বলিল। 'আমারও রবস্পীয়রের মতে মত। কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটির প্রতিনিধি স্বরূপে সিটিজেন সিমুর্দ্যানকেই উপকূল-রক্ষী সৈন্যদলের তল্লাশি বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা কর্তব্য। এই সৈন্যাধক্ষের নাম কি?'

'সে একজন ভূতপূর্ব অভিজাতবংশীয়।' এই বলিয়া রবস্পীয়র তাহার কাগজপত্র দেখিতে লাগিল।

ড্যানটন বলিল. 'আচ্ছা, তাই হোক। পাদরী অভিজাত-বংশীয়ের উপর নজর রাখুক। একা একজন পাদরীকে আমি বিশ্বাস করি নে। কিন্তু তারা তুজন একত্র থাকলে তাদের থেকে কোনো ভয় নেই। একজন আর-একজনের উপর নজর রাখবে. আর তাতে কাজ ভালোই হবে।'

সিমুর্দ্যানের চক্ষে সাধারণতই যে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখা যাইত এই মন্তব্যে তাহা আরো গভীরতর হইয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা ঠিক; সেইজন্যেই ড্যানটনের দিকে না চাহিয়া সিমুর্দ্যান আপনার স্বাভাবিক কঠোর স্বরে বলিল— 'সাধারণতন্ত্রের যে সৈন্যাধ্যক্ষের ভার আমার উপর সমর্পিত হল, সে যদি কোনো দোষ করে, তবে তার সাজা হবে মৃত্যু।'

কাগজের ফাইলের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি রবস্পীয়র বলিল, 'এই যে, নামটা পাওয়া গেছে, সিটিজেন সিমুর্দ্যান, সে একজন তথাকথিত ভাইকাউন্ট, নাম— গভেন।'

সিমুর্দ্যানের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, 'গভেন!'

সিমুর্দ্যানের মুখের এই আকস্মিক পাণ্ডুরতা ম্যারাট লক্ষ করিল।

সিমুর্দ্যান পুনরায় বলিল, 'ভাইকাউণ্ট গভেন!'

রবস্‌পীয়র বলিল, 'হ্যাঁ।'

'ভালো?'— ম্যারাট তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পাদরীর উপর স্থাপিত করিল।

একমুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ।

তার পর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ম্যারাট বলিল, 'সিটিজেন সিমুর্দ্যান, তোমার কথিত শর্তে সৈন্যাধ্যক্ষ গভেনের নিকটে "প্রতিনিধি কমিশনার" স্বরূপে এই কার্যভার গ্রহণ করতে তুমি প্রস্তুত আছ কি? কথাবার্তা সব ঠিক হল তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক হল।' সিমুর্দ্যান একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

কলমটা নিকটেই পড়িয়া ছিল। সেটা তুলিয়া লইয়া রবস্‌পীয়র ধীরে ধীরে স্বীয় সুন্দর হস্তাক্ষরে একখণ্ড কাগজে (যাহার শীর্ষদেশে কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটি এই কথা-কয়টি মুদ্রিত রহিয়াছে) কয় ছত্র লিখিল এবং তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিল। তার পর কাগজ ও কলমটা ড্যানটনের হাতে দিল। ড্যানটন ও তার পরে ম্যারাট উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করিল।

সিমুর্দ্যানের বিবর্ণ বদনমণ্ডল হইতে ম্যারাটের দৃষ্টি তখনো অপসারিত হয় নাই।

রবস্‌পীয়র কাগজখানা আবার হাতে নিল এবং তাহাতে তারিখ বসাইয়া সিমুর্দ্যানকে পাঠ করিতে দিল। সিমুর্দ্যান পড়িল—

> সাধারণতন্ত্রের প্রথম বর্ষ।
>
> 'উপকূলরক্ষী সৈন্যদলের তল্লাশি বিভাগের অধ্যক্ষ গভেনের নিকট প্রেরিত পাবলিক-সেফটির প্রতিনিধি কমিশনার সিটিজেন সিমুর্দ্যানকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।
>
> রবস্‌পীয়র
> ড্যানটন
> ম্যারাট
>
> (স্বাক্ষরত্রয়ের নীচে) ২৮ জুন ১৭৯৩।'

বৈপ্লবিক পঞ্জীর অস্তিত্ব তখনো ছিল না। ১৭৯৩ সনের ৫ অক্টোবরের পূর্বে কনভেনশন-কর্তৃক উহা পরিগৃহীত হয় নাই।

সিমুর্দ্যান যতক্ষণ কাগজখানা পাঠ করিতেছিল, ম্যারাট তাহাকে লক্ষ করিতেছিল।

অর্ধস্ফুটস্বরে, যেন আপন মনেই সে বলিতেছিল— 'এখনো কিছু বাকি আছে। কনভেনশনের একটা নির্ধারণ দ্বারা এগুলিকে আবার আইনসঙ্গত করে নিতে হবে।'

রবস্‌পীয়র জিজ্ঞাসা করিল, 'সিটিজেন সিমুর্দ্যান, তুমি থাক কোথায় ?'

'কমার্স কোর্টে।'

ড্যানটন এই সময়ে বলিয়া উঠিল, 'তা হলে তো দেখছি তুমি আমার প্রতিবেশী।'

রবস্‌পীয়র বলিল, 'আমরা আর একমুহূর্ত বিলম্ব করতে পারি নে। আগামীকল্য কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটির সকল মেম্বরগণের স্বাক্ষরিত, রীতিমত ক্ষমতাপত্র তুমি পাবে। তাহাতে মার্নের প্রিউর প্রভৃতি অস্থায়ী প্রতিনিধিগণ সকলেই তোমাকে খুব খাতির করবে। আমরা তোমাকে খুবই জানি। তোমার ক্ষমতা এখন হল অসীম। তুমি গভেনকে সেনাপতিও করতে পার, বধ্যমঞ্চে পাঠাতেও পার। তোমার ক্ষমতাপত্র কাল বেলা ৩টার সময় তুমি পাবে। রওয়ানা হবে কখন ?'

'চারটের সময়'— সিমুর্দ্যান বলিল।

তার পর তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইল।

স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিবার সময় ম্যারাট সাইমন এভরার্ডকে বলিয়া গেল, পরদিন তাহাকে (ম্যারাটকে) কনভেনশনে যাইতে হইবে।

তৃতীয় স্তবক

কনভেনশন

১

কনভেনশনের স্বরূপ

ক

আমরা এখন কনভেনশন বা জাতীয় মহাসমিতির মহীয়সী উচ্চতার সম্মুখীন হইতেছি।

মানবজাতির দৃষ্টিসীমায় এতদপেক্ষা উচ্চতর দৃশ্য আর কখনো আবির্ভূত হয় নাই। এই উচ্চতার সান্নিধ্যে দৃষ্টি আপনা হইতেই সংযত হইয়া আসে।

হিমালয় জগতে একটিই আছে। কনভেনশনেরও আর দ্বিতীয় নাই।

ইতিহাসের উচ্চতম শীর্ষ এই কনভেনশন।

ইহার জীবদ্দশায় (কনভেনশনেরও জীবন ছিল) লোকে এটাকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সমসাময়িকগণ ইহার প্রতাপে অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাহা-কিছু বিরাট, তাহাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভীতিরও উদ্রেক করে। যাহার বিশেষত্ব আমাদের ধারণাতীত নহে— যেমন সামান্য শৈলমালা— তাহার প্রশংসা করা সহজ। কিন্তু যাহা-কিছু অত্যুন্নত— তাহা প্রতিভাই হউক, কি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গই হউক— কোনো পরিষৎই হউক, কিংবা চারুকলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনই হউক— তাহার আত্যন্তিক নৈকট্য আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। একটা অপরিমেয় উচ্চতাকে নিতান্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। ইহার চড়াইয়ে দম আটকাইয়া আসে, উৎরাইয়ে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে হয়, খাড়াইয়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়; ঝরনার সফেন তরঙ্গ খদের গভীরতা প্রকাশ করে; চূড়াগুলি চির-মেঘাবৃত। নিতান্ত খাড়া পর্বতে আরোহণ, তথা হইতে পতনের মতোই ভয়াবহ। সুতরাং ভীতিবিহ্বল চিত্ত তাহার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের প্রশংসা করিবার আর অবসর পায় না। ফলে, ভাবটা হয় অদ্ভুত রকমের— বিরাটের প্রতি বিরক্তি। গভীর গহ্বর-দর্শনে আতঙ্কিত-হৃদয়

ব্যক্তির চক্ষে পর্বতের মহিমামণ্ডিত মূর্তি আর প্রতিভাত হয় না। বৃহত্ব ও অসাধারণত্ব মুগ্ধ বিস্ময়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

কনভেনশনের সম্বন্ধে লোকের ধারণা প্রথমে এইরূপই ছিল। ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া যাহার পরিমাপ করা উচিত ছিল, তাহা পরিমিত হইল অর্ধান্ধের ক্ষীণ দৃষ্টি দ্বারা।

আজ আমরা কনভেনশনকে তাহার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। সুদূর গভীর নীলাকাশের ভিতর দিয়া প্রশান্ত বিষাদময় পৃষ্ঠপটের উপর উহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বিরাট মূর্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

খ

১৪ জুলাইয়ে মুক্তি।

১০ আগস্টে বজ্র-নির্ঘোষ।

২১ সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা।

২১ সেপ্টেম্বর সমদিবারাত্রি— শক্তি-সাম্যের পুণ্যাহ।

তুলাদণ্ড সাম্য ও ন্যায়ের চিহ্ন। তুলারাশিতেই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কনভেনশন জনসাধারণের প্রথম অবতার। কনভেনশন হইতেই ইতিহাসের উজ্জ্বল নূতন পৃষ্ঠার আরম্ভ— কনভেনশনেই মহান ভবিষ্যতের উদ্‌বোধন।

'আইডিয়া' মাত্রেরই দর্শনযোগ্য পরিচ্ছদ চাই। মত মাত্রেরই আবাসস্থলের প্রয়োজন। গির্জা, প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বর। প্রতি ধর্মমতই মন্দিরমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কনভেনশন যখন একটি বাস্তব সত্তায় পরিণত হইল, তখনই সমস্যা দাঁড়াইল, ইহার ভবন হইবে কোথায়?

প্রথমত 'ম্যানেজ' ক্লাব গৃহ, তৎপর টুইলারিস্ উদ্যান বাটিকা এতদর্থে নির্বাচিত হয়। মঞ্চ প্রস্তুত হইল, দৃশ্যাবলী সংযুক্ত হইল, সারি সারি বেঞ্চ সজ্জিত হইল। একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ— তথায় দাঁড়াইয়া বক্তারা বক্তৃতা করিত। হলটি কতকগুলি আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত। তাহাতে দর্শকদের ভিড় হইতে। রোমীয় চন্দ্রাতপ ও গ্রীসীয় পর্দা খাটানো হইল।

এই-সব সমকোণ ও সরলরেখার মধ্যে কনভেনশন প্রতিষ্ঠিত হইল— জ্যামিতিক নকশার মধ্যে ঝটিকাকে অবরুদ্ধ করা হইল।

বক্তৃতামঞ্চে লাল টুপি ধূসরাভ করিয়া অঙ্কিত হইল। এই রক্ত-ধূসর টুপি, এই থিয়েটারের হল, এই পিজবোর্ডের স্মৃতিস্তম্ভ, এই কাগজের মন্দির, এই কাদামাটির দেবায়তন— এই-সব লইয়া রাজপক্ষীয়েরা হাসিঠাট্টা করিত। কত শীঘ্রই না এইগুলির বিলোপ হইবে।— পিপের তক্তায় তৈরি স্তম্ভ, প্যাকিং বাক্সের কাঠের থিলান, খড়িমাটির প্রতিমূর্তি, চিত্রিত মার্বেল, আর ক্যান্‌ভাসের দেয়াল! এই অস্থায়ী আশ্রয়স্থলকে ফ্রান্স চিরন্তন আবাস-ভবনে পরিণত করিয়াছে।

রাইডিং স্কুলে কনভেনশনের অধিবেশন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রাচীরগুলি প্ল্যাকার্ডে আবৃত থাকিত। প্যারিস তখন ঐরকম প্ল্যাকার্ডে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এটা হচ্ছে ভ্যারেনিস হইতে রাজার প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে।

একটা প্ল্যাকার্ডে এই কথাগুলি ছিল—

রাজা প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়া উল্লাসধ্বনি করিবে, সে প্রহৃত হইবে; যে রাজার অপমান করিবে তাহাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হইবে।

আর একটাতে— চুপ, চুপ! মাথার টুপি খুলিয়ো না। সে তাহার বিচারকদের সম্মুখ দিয়া এখনই চলিয়া যাইবে।

আর একটাতে— রাজা দেশের লোকের উপর বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ইতস্তত করিতেছেন। এখন দেশের লোকদের পালা।

আর একটাতে— আইন! আইন!

ঐ দেয়ালগুলির মধ্যেই ষোড়শ লুইয়ের বিচারের জন্য কনভেনশনের অধিবেশন হইয়াছিল।

১৭৯৩ অব্দের ১০ মে তারিখ হইতে টুইলারিসে কনভেনশনের অধিবেশন হইতে লাগিল। উহার নাম হইল 'জাতীয় প্রাসাদ'। 'ঐক্য-ভবন' ও 'স্বাধীনতা-ভবনের' মধ্যবর্তী সমুদয় স্থান কনভেনশনের মিটিঙের জন্য নির্দিষ্ট হইল। 'সাম্য-ভবন'ও একটি ছিল। কনভেনশনের অধিবেশন হইত দ্বিতলে। নিম্নতল বহুসংখ্যক ক্যাম্পখাট, বিছানাপত্র ও আসবাবে পূর্ণ ছিল। কনভেনশনের রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র সৈনিকগণ তথায় পাহারা দিত। কনভেনশনের একদল

'গার্ড-অব-অনার' ছিল। তাহারা কনভেনশনের 'গ্রেনেডিয়াস' নামে অভিহিত হইত।

প্রাসাদে এসেম্‌ব্লির অধিবেশন হইত। তৎসংলগ্ন উদ্যানে জনসাধারণ যাতায়াত করিতে পারিত। একটি ত্রিবর্ণের রিবন দ্বারা উভয়ের ব্যবধান চিহ্নিত ছিল।

গ

এখন অধিবেশন-হলটির বর্ণনা দেওয়া যাক। এই ভয়ানক স্থানের প্রত্যেকটি জিনিসই কৌতূহলপূর্ণ।

হলে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই চোখে পড়ে দুইটি প্রশস্ত জানালার মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত 'স্বাধীনতা' দেবীর প্রতিমূর্তি। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ১৪০ ফুট, প্রস্থে ৩৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৭ ফুট। রাজার এই রঙ্গভূমি, পরে রাষ্ট্রবিপ্লবের রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। রাজপারিষদগণের জন্য নির্মিত এই সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ হল '৯৩ সালে কাষ্ঠমঞ্চে ঢাকা পড়িয়া যায়। সেই-সব কাষ্ঠমঞ্চে জনসাধারণ উপবেশন করিত।

যে কাঠামোর উপর এই-সব মঞ্চ তৈরি হইয়াছিল তাহা ৩২½ ফুট পরিধির একটিমাত্র কাষ্ঠস্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান ছিল। বহু বর্ষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের গুরুভার এই স্তম্ভটি বহন করিয়াছে। প্রশংসার করতালি, উৎসাহের উদ্দীপনা, ধৃষ্টতার চীৎকার, কলহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা— বিরুদ্ধ দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা— ইহার উপর দিয়া কতই ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও ইহা ভাঙিয়া পড়ে নাই। কনভেনশনের পর ইহা কাউন্সিল-অব-দি অ্যানশেণ্ট্‌-কেও (প্রবীণগণের পরিষদ) দেখিল। অবশেষে ১৮ ক্রুমেয়ার ইহার খাটুনির অবসান হয়। তখন কাষ্ঠস্তম্ভের পরিবর্তে মর্মরস্তম্ভসকল নির্মিত হয়। কিন্তু সেগুলি এরূপ স্থায়ী হয় নাই।

এই সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো হলটির এক পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড বৃত্তার্ধ। তাহাতে ক্রমোচ্চ উনবিংশ সারি বেঞ্চ অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। এই-গুলিই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের আসন।

আসনগুলির সম্মুখে উচ্চ মঞ্চ। মঞ্চের সম্মুখভাগে লেপেনটিয়ার সেণ্ট ফার্গুর আবক্ষ প্রতিমূর্তি, পশ্চাদ্‌ভাগে প্রেসিডেণ্টের চেয়ার। মঞ্চের পাদমূলে দৌবারিকগণের স্থান। মঞ্চের এক পার্শ্বে কালো কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই ৯ ফুট লম্বা একটা প্ল্যাকার্ড দেওয়ালে টাঙানো। তাহাতে 'মানবের স্বাভাবিক স্বত্ব' সম্বন্ধীয় ঘোষণা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মঞ্চের উপরিভাগে বক্তার মাথার উপর দিয়া তিনটি প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণের পতাকা উড্ডীন ছিল। পতাকাগুলি একটি বেদীর উপর স্থাপিত। উক্ত বেদীতে 'আইন' এই কথাটি লিখিত ছিল। প্রেসিডেণ্টের দক্ষিণে লাইকার্গাস এবং বামে সোলোন—প্রাচীন স্পার্টা ও এথেন্সের এই দুই ইতিহাসবিখ্যাত বিধি-ব্যবস্থাপকের প্রস্তরমূর্তি।

হলের এক এক পার্শ্বে দশটি করিয়া সাধারণ মঞ্চ ও দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড ঘেরা জায়গা ছিল। মোটের উপর চব্বিশটি আসন। এইগুলিতে জনতার মহা ভিড় হইত। কনভেনশনের হলে দুই হাজার লোকের সহজেই স্থান হইত। নগরবাসীদের বিদ্রোহের দিন তথায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

প্রত্যহ দুইবার করিয়া কনভেনশনের অধিবেশন হইত—দিনের বেলায় একবার এবং সন্ধ্যাকালে একবার।

প্রেসিডেণ্টের চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ বঙ্কিম ও সোনালি কীলকমণ্ডিত। টেবিলটা পক্ষযুক্ত একপদ রাক্ষস মূর্তি-চতুষ্টয়-কর্তৃক ধৃত। টেবিলের উপর একটি প্রকাণ্ড হ্যাণ্ডবেল, একটা বৃহৎ মসীপাত্র এবং পার্চমেণ্ট কাগজের তাড়া—সরকারি রিপোর্টের বই।

বর্শাগ্রে বাহিত সন্তছিন্ন শির হইতে অনেকবার এই টেবিলের উপর রক্তবিন্দু সিক্তিত হইয়াছে।

মঞ্চের দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বাদশ ফিট উচ্চ দীপদান। তাহার প্রত্যেকটিতে আটটা করিয়া ল্যাম্প। প্রতি সাধারণ মঞ্চে একটি করিয়া এরূপ বাতিদান ছিল।

গবাক্ষপথের স্তিমিতালোকে দিনের বেলায়ও কক্ষের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হইত না। সন্ধ্যা-সমাগমে যখন ল্যাম্পগুলি প্রজ্বলিত হইত তখন তাহাদের ক্ষীণালোকে স্থানটা রহস্যময় নৈশদৃশ্যের আকার ধারণ করিত। তাহাদের

মলিন রশ্মি সান্ধ্য-ছায়াকে যেন আরো গাঢ়তর করিয়া তুলিত এবং সান্ধ্য অধিবেশনগুলি কেমন নিরানন্দ ও ভীতিজনক হইয়া উঠিত।

ইহার সমস্ত পারিপার্শ্বিকই অদ্ভুত ও কোমলতাবর্জিত, কিন্তু যথাযথ। বর্বরতার মধ্যে শৃঙ্খলা— বিপ্লবেরই একটা দিক। কনভেনশনের হলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন শিল্পীগণ মনে করিত— যাহা রীতি-বিন্যস্ত, পরস্পর-সদৃশ অংশ-বিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। এই ভাবের আতিশয্য ক্রমে মহিমাকে শ্রীহীনতায় এবং পবিত্রতাকে হাস্যকর অযৌক্তিকতায় পরিণত করে। স্থাপত্যেরও শুচিবাই আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণপারিপাট্য ও গঠন-সৌষ্ঠবের চোখ-ঝলসানো মহোৎসবের পর আর্ট যেন একেবারে উপবাসের ব্যবস্থা করিল এবং শুধু সরল-রেখার মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করিয়া রাখিল। ইহার পরিণাম— শ্রীহীনতা। কলালক্ষ্মী কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা হইয়া রহিলেন। এরূপ বুদ্ধি ও কৃচ্ছ্রতার দোষ এই যে গঠনপদ্ধতি ক্রমে কঠোর হইতে হইতে সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত হইয়া একেবারে নগণ্য হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রনৈতিক ভাবপ্রাবল্য বাদ দিলেও এই হলের গঠনের মধ্যেই এমন-কিছু ছিল যাহাতে বুক দুরদুর করিয়া উঠিত। আপনা হইতেই লোকের মনে জাগিয়া উঠিত অতীত দিনের স্মৃতি— পুষ্পমালা-বিভূষিত আসন শ্রেণী, কক্ষের নীল-লোহিত ছাদ, বহুশাখা-সমন্বিত হীরকজ্যোতি ঝাড় ও ঝাড়ের কলম হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মিরেখা, কাম ও রতির চিত্রশোভিত মূল্যবান পর্দাসকলের উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্য— চিত্রে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে সর্বত্র কেবলম ধুরভাবের বিকাশ, যাহাতে এই বিষণ্ণ-গম্ভীর হলটিকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া রাখিত। আর এখন যেদিকে চাওয়া যায়, কেবল কঠোর সরলরেখা ও সমকোণ— ইস্পাতের তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ও তুষার-শীতল।

ঘ

কিন্তু 'মহাসমিতি'র দিকে চাহিয়া হলের কথা আর লোকের স্মরণ থাকিত না। অভিনয়দর্শনে মন দিলে কি রঙ্গমঞ্চের কথা ভাবিবার আর অবসর হয়? এই জনসভার মতো বিচিত্র, বিশৃঙ্খল, অথচ মহিমময় জগতে আর কিছু দেখা যায়

নাই। অগণিত বীর ও সংখ্যাতীত কাপুরুষের অদ্ভুত সমবায়! পর্বতে ক্রীড়াশীল মৃগ, জলাভূমিতে ভীষণ সর্প— বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ঠেলাঠেলি, দলাদলি, রেষারেষি, বাকবিতণ্ডায় সভা গম্‌গম্ করিত। আজ সেই-সব লোক ছায়ামূর্তিমাত্র।

এ যেন অতিকায় দৈত্যগণের মহা সম্মিলন! দক্ষিণে 'গিরণ্ডি' নামে প্রসিদ্ধ নরমপন্থীগণ— চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ; বামে 'পর্বত'-অভিধেয় চরমপন্থীগণ— শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে সম্পদশালী।

একদিকে— সেই সাংঘাতিক গডেট। টুইলারিস্ প্রাসাদে রানী নিদ্রিত শিশু যুবরাজকে দেখাইয়া দিলে গডেট তাহার ললাট চুম্বন করে, আবার সেই শিশুর পিতৃমস্তক পতনের উদ্যোক্তাও ছিল সে-ই। মাথাপাগলা সেলেজ— যে অষ্ট্রিয়ার সহিত অন্তরঙ্গতার জন্য চরমপন্থীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। লস্ ডুপারেট— একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহাকে 'বদমাশ' বলিয়া গালি দিলে ডুপারেট উক্ত পত্রসম্পাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দেয় এবং বলে, 'আমি জানি, "বদমাশ" কথা দ্বারা আপনি কেবল সেই-সব লোককে বুঝাইতে চান, যাহারা আপনার সঙ্গে একমত নহে।' কুইনেট— ষোড়শ লুইয়ের পতন যাহারা ঘটায়, তাহাদেরই একজন। পাদরী ফুকে— যে কামিল্ ডেস্‌মুলিন্‌সের সহযোগে ১৪ জুলাই সংঘটিত করে। জ্যাকব ডুপণ্ট— যে সর্বাগ্রে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে, 'আমি নাস্তিক'; তদুত্তরে রবস্‌পীয়র বলে, 'নাস্তিকতা বড়োমানুষি বটে।' রেবেকি— রবস্‌পীয়রকে তখনো গিলোটিনে দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে পদত্যাগ করে। লা সোর্স— যে গিলোটিনে প্রাণ দেওয়ার সময় বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রাণ যাচ্ছে, কারণ দেশ এখনো নিদ্রিত; তোমাদের প্রাণ যাবে, যখন দেশ জেগে উঠবে।' 'প্যারিস-চিত্র' গ্রন্থের গ্রন্থকার মার্সিয়ার— যে বলিয়াছিল, '২১ জানুয়ারি তারিখে সকল রাজাই একবার নিজ নিজ ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখেছিল।' পিটিয়ন যাহার ভাগ্যে ১৭৯২ সালে দেশের লোকের পূজা লাভ— 'জনসাধারণের পিতা' বলিয়া খ্যাতি— আর ১৭৯৪ সালে দেশবিতাড়িত হইয়া অরণ্যে ব্যাঘ্রকবলে জীবনদান। এইরূপ আরো কত কত ব্যক্তি।

অপর দিকে, ত্রয়োবিংশবর্ষীয় সেন্ট্ জাস্ট, জার্মানরা যাহার নাম দিয়াছিল

'আগুনে শয়তান'। মার্লিন-ডি ডুয়ে— 'সন্দিগ্ধদের সম্বন্ধীয় আইন'-এর ব্যবস্থাপক। ফেরে ডি ইগলেন্টাইন— সাধারণতন্ত্রীয় পঞ্জিকার প্রবর্তক। জ্যাগট— জেলখানার বন্দীদের নগ্নতা সম্বন্ধে কোনো কোনো লোক তাহার নিকট অভিযোগ করিলে সে জবাব দেয়, 'কারাগারই তো প্রস্তরময় পরিচ্ছদ।' এ্যামার— যে বলিয়াছিল, 'সমস্ত পৃথিবী ষোড়শ লুইকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আপিল করবে তবে কার কাছে ? গ্রহনক্ষত্রের নিকটে ?' রুজার— যাহার উক্তি, 'রাজার শিরশ্ছেদে অপর সাধারণের শিরশ্ছেদের চেয়ে বেশি হইচই কেন হবে' ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। লেকয়েণ্ট পুইরাভো— যে ম্যারাটকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করার জন্ম প্রস্তাব উপস্থিত করে। লিগুেট— সেই শয়তানি-মৎস্তের স্থষ্টিকারী, যাহার মাথা হইতেছে কমিটি-অব-জেনারেল সেফ্‌টি এবং যাহার একবিংশসহস্র বাহু 'বৈপ্লবিক সমিতি' নামে সমগ্র ফ্রান্সকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। চার্লিয়ার— যে প্রস্তাব করে যে. অভিজাতগণের সম্বোধনেও 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ হওয়া উচিত। এই সম্প্রদায়ের শিরোদেশে ছিল একজন নূতন মিরাবো— তাহার নাম ড্যানটন।

দুই দলের বাহিরে, দুই দলেরই ভীতি উদ্রেক করিয়া রবস্‌পীয়রের অভ্যুত্থান।

৬

বীরত্ব, কর্তব্যানুরাগ, দেশপ্রীতি ও উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত এই দুই সম্প্রদায়ের নিম্নে ভীত, আশঙ্কিত, নামহীন, খ্যাতিহীন জনসাধারণের মৌন গড্ডালিকা-প্রবাহ। যাহারা সন্দেহ করে, যাহারা দ্বিধায় আন্দোলিত হয়, যাহারা অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া আসে, যাহারা সমস্তার আশু-সমাধান না করিয়া সময়ের উপরে বরাত দিয়া ফেলিয়া রাখে, যাহারা কেবল অপেক্ষা করে, যাহারা কাহারো না কাহারো ভয়ে ভীত— সেইরূপ লোকে এই দল পুষ্ট ছিল। চরম-পন্থীদের 'পর্বত' নামের অনুসারে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল সমতল। 'চরম' এবং 'নরম'— উভয় দলই বাছাবাছা লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল ; কিন্তু এই 'সমতল' ছিল জনতার 'খিচুড়ি', আর তাহাতে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল— সাইয়ে।

কোনো কোনো মনের গতি অর্ধপথে থামিয়া যায়। সাইয়ে ছিল সেই রকমের লোক— 'তৃতীয় সম্প্রদায়' পর্যন্ত আসিয়া সে থামিয়া গেল ; তার পর জনগণের সহিত আর সে অগ্রসর হইতে পারিল না। সাইয়ে রবস্‌পীয়রের নাম দিয়াছিল 'শার্দুল', আর রবস্‌পীয়র তাহাকে বলিত 'ছুঁচো'। এই দার্শনিক যে মধ্যপথে থামিয়া গেল তাহা বিজ্ঞ বিবেচনার ফলে নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত-সংস্কারের প্রণোদনে। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের শৌখিন সহচর, কিন্তু বিশ্বস্ত সেবক ছিল না। সে সকলকেই কর্মতৎপর হইতে উপদেশ দিত, কিন্তু কর্মের আহ্বানে সে নিজে কখনো সাড়া দেয় নাই। কণ্ডর্সেট, ভার্জিনড, ক্যামিল ডেসমুলিন্‌স্‌, ড্যানটন— ইহারা চিন্তাশীল অথচ বীরপুরুষ। আর সাইয়ে ছিল সেইরকম চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে আত্মরক্ষা।

'সমতল'-এর নিম্নেও এক স্তর ছিল— তাহা জলাভূমি— আত্মম্ভরিতায় দূষিত, বদ্ধ, পঙ্কিল বারিরাশিতে পূর্ণ। হীন কাপুরুষতা, গুপ্ত ক্রোধ, দাসত্বের বিদ্রোহ – এ সকলের অদ্ভুত মিশ্রণ। নরম দলের মতামত তাহাদের নিকট ভালো বোধ হইত, কিন্তু সাহায্য করিত তারা গরম দলকে। শেষ মীমাংসা তাহাদের ভোটের উপরই সর্বদা নির্ভর করিত। আর তাহারা দলে দলে বিজয়ী পক্ষেই যোগদান করিত। তাহারাই ষোড়শ লুইকে ভার্জিনডের হস্তে, ভার্জিনডকে রবস্‌পীয়রের হস্তে এবং রবস্‌পীয়রকে ট্যালিয়েনের হস্তে সমর্পণ করে। জীবিতাবস্থায় তাহারা ম্যারাটকে ভীষণ শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহারা তাহাকে দেবতার আসনে স্থান দেয়। কাল পর্যন্ত যাহা তাহারা সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারা অনায়াসেই তাহা উল্টাইয়া দিতে পারে। পতনোন্মুখ পদার্থকে শেষ ঠেলা দিবার একটা প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে যেন অন্তর্নিহিত ছিল। তাহারাই ছিল সংখ্যা, সুতরাং তাহারাই শক্তি, এবং তাহাদিগকেই ভয়। ঘৃণ্য দুঃসাহসিকতা তাহাদেরই। ৩১ মে, ১১ টার্মিনেল এবং ৯ থার্মিডরের ট্র্যাজিডির জটিল গ্রন্থি— যাহা অসাধারণ মনীষী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার উন্মোচন হইল এই স্বল্পবুদ্ধি বালখিল্যগণের দ্বারা।

এই-সব উত্তেজনাশীল ব্যক্তির সঙ্গে আবার অনেক কল্পনাপ্রবণ লোকও ছিল। তাহারা সর্বপ্রকার আদর্শরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিত। কোনো কাল্পনিক রাষ্ট্র যুদ্ধপরায়ণ— তাহাতে বধ্যমঞ্চের বিধান ছিল; কোনোটি বা শান্তিপ্রিয়, তাহাতে প্রাণদণ্ডের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্নটের মস্তিষ্ক চতুর্দশ সেনাদলের সংগঠনে নিযুক্ত ছিল; ওদিকে জ্যাঁডেব্রির প্রতিভা বিশ্ব-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত। একদল যেমন সংগ্রামে প্রমত্ত ছিল, আর-একদল তেমনি সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। কাহারো মাথায় যুদ্ধ, কাহারো মাথায় শান্তির খেয়াল।

প্রচণ্ড বক্তৃতা এবং তীব্র চীৎকার ও কোলাহলের মধ্যেও এমন কেহ কেহ ছিল যাহারা চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের চিন্তাশীল মন পরিণামে ফলপ্রসূ হইত। লাকান্যাল কোনোদিন বক্তৃতা করে নাই, কিন্তু সাধারণ জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি তাহারই চিন্তার ফল। ল্যান্থেনাস্ নির্বাক থাকিত— প্রাইমারি স্কুলগুলির সৃষ্টি তাহারই। রেভেলিয়র লেপোঁ আর-একজন, যাহার নির্বাক কল্পনা দর্শনকে ধর্মের মর্যাদায় উন্নীত করে। আরো কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। গাইটন মরভোঁ হাসপাতালগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবার উপায়চিন্তনে রত ছিল। মেয়ারে বাধ্যতামূলক 'বেগার' প্রথার উচ্ছেদে যত্নবান হয়। 'ঋণের জন্য কারাদণ্ডের প্রথা' যাহাতে উঠিয়া যায় তজ্জন্য সেন্ট্ আন্দ্রে চেষ্টা করে।

আর্ট সম্বন্ধেও বাতিকগ্রস্ত খ্যাপার দল ছিল। ২১ জানুয়ারি, যেদিন বৈপ্লবিকগণ-কর্তৃক ফ্রান্সের রাজমস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়— সেদিনও বেজার্ড নামক একজন প্রতিনিধি রুবেনের আঁকা একটি ছবি দেখিবার জন্য প্যারিসের এক ক্ষুদ্র গলিতে গমন করিয়াছিল।

কদাচিৎ, বাগ্মী, ভবিষ্যদ্‌বক্তা, ড্যানটনের মতো শক্তিশালী পুরুষবর্গ, ক্রুটসের মতো শিশুমতি জনগণ, যোদ্ধা, দার্শনিক— সকলেরই লক্ষ্য এক— 'উন্নতি, উন্নতি'। কিছুতেই তাহারা পশ্চাৎপদ কিংবা হতোৎসাহ হইত না। 'অসম্ভব' কথার মধ্যে সত্যতা কতদূর, সেটা নিঃশেষে পরীক্ষা করিয়া দেখা— ইহাই ছিল কনভেনশনের একটা বিশেষত্ব। উহার একপ্রান্তে আইনের উপর ন্যস্তদৃষ্টি

রবস্‌পীয়র ; অপর প্রান্তে কর্তব্যের উপর স্থিরদৃষ্টি কণ্ডর্সেট। কণ্ডর্সেট সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল ; রবস্‌পীয়র কার্যতৎপর।

রাষ্ট্রবিপ্লবের দুই স্রোত— জোয়ার এবং ভাঁটা। এই স্রোতদ্বয়ের নানা অংশে নানা ঋতু বর্তমান— চিরতুষার হইতে কুসুমিত বসন্ত পর্যন্ত। প্রতি অংশে সেই সেই ঋতুর উপযোগী লোকই জন্মিয়া থাকে— কেহ কেহ উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ভাসিয়া বেড়ায়, আর কেহ কেহ বা মুহুর্মুহু বজ্রপাতের কন্দুকক্রীড়ার মধ্যে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে

ছ

কনভেনশনের যে-কোনো অধিবেশন দেখিতে গেলেই শেষ ক্যাপেটের (ষোড়শ লুই) শোচনীয় বিচার-ব্যাপারটা নূতন করিয়া চোখে ভাসিত এবং মনে হইত তাঁহার বধ্যমঞ্চের কৃষ্ণছায়ায় হলের অভ্যন্তর আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ২১ জানুয়ারির মর্মান্তিক কাহিনী কনভেনশনের সকল কার্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। আঠারো শত বৎসর ধরিয়া প্রজ্বলিত রাজতন্ত্রের অতি প্রাচীন বহ্নিশিখা যাহাদের ভীষণ ফুৎকারে নির্বাপিত হয়, সেই-সকল লোকের নিদারুণ শ্বাস-প্রশ্বাসে এই প্রবলপ্রতাপ জাতীয় মহাসমিতির বিশাল কক্ষ সর্বদাই পূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। এই এক রাজার বিচারে যেন ইউরোপের রাজন্যবর্গের সকলের শেষ-বিচার হইয়া গেল এবং অতীতের বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল সেইদিন হইতে তাহার গতি নূতন পথে পরিবর্তিত হইল। সেদিন ক্রুদ্ধ উত্তেজিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যাহাদের মুখ হইতে বাক্যের অগ্নিঝলক উদ্‌গীরিত হইয়া অসহায় রাজতন্ত্রকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়াছিল, দর্শকগণ তাহাদিগকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দিত। 'গ্যারোনে' ডিষ্ট্রিক্টের সাতজন প্রতিনিধিকে যখন ষোড়শ লুইয়ের সম্বন্ধে 'রায়' দিবার জন্য আহ্বান করা হইল, তখন তাহারা পরপর এইরূপ উত্তর দেয়—

মেল্‌হে। মৃত্যু !

ডেল্‌মাশ্‌। মৃত্যু !

প্রোজিয়েন। মৃত্যু !

কালে। মৃত্যু!

আইরল। মৃত্যু!

জুলিয়েন। মৃত্যু!

ভেসারি। মৃত্যু!

ল্যাগানেল বলিল, 'মৃত্যু!— রাজা দেশের কাজে লাগিতে পাবে কেবল মৃত্যুদ্বারা।'

মিলড। মৃত্যু বলিয়া কিছু না থাকিলে তাহা আবিষ্কারের প্রয়োজন হইত।

বৃদ্ধ রাফো ড্য টুইলেট। আশু মৃত্যু।

গুপিলো। বধ্যমঞ্চে এক্ষুণি, বিলম্বে কেবল মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়ানো হইবে।

সাইয়ের উক্তি শেষকৃত্যের মতোই সংক্ষিপ্ত— 'মৃত্যু।'

থুরিয়ো— যে জনসাধারণের নিকট আপিল করিবার প্রস্তাব এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে— 'কি! প্রাথমিক সমিতির নিকট আপিল! চল্লিশ হাজার বিচার-আদালত! মোকদ্দমার যে আর শেষ হইবে না। ষোড়শ লুইয়েব মস্তক যে পতনের আগেই শুভ্র হইয়া যাইবে।'

রবস্‌পীয়রের ভ্রাতা অগাস্টিন রবস্‌পীয়র বলিল, 'যে মানবপ্রেম জনসাধারণকে হত্যা করে আর অত্যাচারীকে ক্ষমা করে— আমি তার ধার ধারি নে। মৃত্যু!'

কুসিডর। নররক্তপাতে আমার আতঙ্ক হয়— কিন্তু রাজার রক্ত তো আর মানুষের রক্ত নয়— মৃত্যু।

সেণ্ট্ আন্দ্রে। অত্যাচারীকে বধ না করিয়া কোনো জাতি কখনো স্বাধীন হইতে পারে না।

লেভিকণ্টারি। অত্যাচারীর বাঁচিয়া থাকা মানে স্বাধীনতার শ্বাসরোধ— মৃত্যু।

তার পর 'নরম' দল।

জেটিল—যে বলিয়াছিল, 'আমার ভোট কারাদণ্ডের পক্ষে। লুইকে প্রথম চার্লস করে তোলা মানে আবার ক্রমওয়েলের সৃষ্টি করা।'

বাংকাল। নির্বাসন। আমি দেখতে চাই যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা পেটের দায়ে ব্যবসা করে খাচ্ছে।

এ্যালবয়। নির্বাসন। এই জীবন্ত প্রেতাত্মা যত রাজসিংহাসনের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াক।

জোঙ্গিয়া কমি। কারাদণ্ড। ক্যাপেট বেঁচে থাকুক— সে লোকের জুজু হয়ে উঠবে।

চ্যালন। তাকে বাঁচতে দাও। মৃত্যুর পর যে লোকে তাকে দেবতা করে তুলবে, সেটা আমি ইচ্ছা করি নে।

আর পীড়িত রোল্যাণ্ড— তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে তাহাকে রোগ-শয্যায় শয়ান অবস্থাতেই এসেম্‌ব্লিতে বহিয়া আনা হয়— এবং রাজার জীবনরক্ষার জন্য ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ইহজীবনের অবসান হয়। ম্যারাট তাহাতে বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই।

দর্শকগণের চক্ষু আরো একজনকে সেই হলের মধ্যে অনুসন্ধান করিত— ইতিহাস আজ যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, যে সেই সাঁইত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনে ক্লান্ত হইয়া বেঞ্চের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং ভোটের সময় তাহাকে জাগাইয়া দিলে ঈষদুন্মীলিত-নেত্রে 'মৃত্যু' এই কথা বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

নির্দয় ওষ্ঠপুটের মধ্য হইতে এই-সব দণ্ডাজ্ঞা বাহির হইয়া যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পড়িতেছিল তখন বিচারালয়ের বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা, বুক-কাটা জামা-পরিহিতা রমণীগণ হাতের তালিকায় পিনের খোঁচা দিয়া দিয়া ভোট গণনা করিতেছিল।

ষোড়শ লুইয়ের দণ্ডাদেশের পর রবস্‌পীয়র আর আঠারো মাস বাঁচিয়াছিল; ড্যানটন পনেরো মাস: ভার্জিনড্ নয় মাস; ম্যারাট পাঁচ মাস তিন সপ্তাহ; লেপেন্‌টিয়র সেণ্ট কার্গো একদিন।

মনুষ্যের মুখ হইতে দ্রুতনির্গত কি প্রবল ও সাংঘাতিক ফুৎকার!

জ

এই 'মহাসমিতি' যেমন বিপ্লব-বহ্নির বিস্তারসাধিনী, তেমনি আবার ইহা সভ্যতারও জননী। ইহা চুল্লীও বটে, কারখানাও বটে। ইহার বিরাট কটাহের ফুটন্ত বিভীষিকার মধ্যেই ভবিষ্যৎ উন্নতির পরমান্ন সুসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

এই প্রলয়ের তিমিরগর্ভ হইতে, এই ঝটিকাতাড়িত মেঘপুঞ্জের কৃষ্ণ যবনিকান্তরাল হইতে নৈসর্গিক নিয়মের মতোই সর্বকালোপযোগী বিধিব্যবস্থার সহস্র কিরণ-রেখা দেশকে আলোকিত করিয়া তোলে। মানবসভ্যতার মহাকাশ এই-সকল কিরণমালায় চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়, পরমতসহিষ্ণুতা, সাধুতা, সত্য, অধিকার-সাম্য এবং উদার জনপ্রীতি, এইগুলিই সেই কিরণ-রেখা। সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার মূল সূত্রটুকু কনভেনশনের এই ঘোষণার মধ্যে ধৃত রহিয়াছে: 'প্রত্যেক সামাজিক মনুষ্যের স্বাধীনতার শেষ সেইখানে, যেখানে অপর একজনের স্বাধীনতার আরম্ভ।'

দারিদ্র্য অপরাধ নহে— ইহা কনভেনশনেরই ঘোষণা। অন্ধ ও মূকবধির-গণের প্রতিপালন, পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি পাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ স্টেটের কর্তব্য— এই মত কনভেনশনে বিধিবদ্ধ হয়। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, অবৈতনিক জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা— প্রতি মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাইমারি স্কুল, প্রতি বৃহৎ নগরে সেণ্ট্রাল স্কুল এবং প্যারিসে নর্মাল স্কুল স্থাপন, সংগীতসমাজ এবং মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা, সর্বত্র এক আইনের এবং এক প্রকার ওজন-পরিমাপের প্রচলন, দশমিক প্রথানুসারে সকল প্রকার গণনার সমীকরণ— এই সবই কনভেনশনের কার্য। রাজশাসনে দেশ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল, কনভেনশন তাহার অর্থসমস্যাকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া গভর্নমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আবার বিশ্বাস জন্মাইতে কৃতকার্য হয়। কনভেনশন নিরুপায় বার্ধক্যের জন্য অনাথাশ্রম. পীড়িতের জন্য হাসপাতাল, লোকশিক্ষার জন্য বিবিধ শিল্প-বিদ্যালয় এবং জ্ঞানবিস্তারের জন্য ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করে।

এই মহাসমিতি জাতীয় হইলেও বিশ্বমানবের হিতের প্রতি অন্ধ ছিল না। ইহার এগারো হাজার দুই শত দশটি নির্ধারণের মধ্যে তৃতীয়াংশ মাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত সংসৃষ্ট, বাকি দুই-তৃতীয়াংশেরই উদ্দেশ্য মানব-সাধারণের কল্যাণ।

স্কন্ধের উপর ব্যাঘ্রবৎ ইউরোপীয় নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ এবং অন্ত্রের মধ্যে ভেণ্ডি-মহাসর্পের দংশন —এতদ্‌সত্ত্বেও কনভেশন এই-সকল মহৎকার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

৺

কী বিচিত্র এবং বিপুল জনগণ সমারোহ। কনভেনশনে সকল রকমের লোকই ছিল— মানুষ, অমানুষ, অতিমানুষ। বিরুদ্ধমতের একেবারে জগন্নাথক্ষেত্র। ইহা একাধারে খ্যাতিমান প্রবীণগণের সম্মিলন এবং জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল মজলিস, মন্ত্রণাগৃহ এবং চৌরাস্তা, বিচারালয় এবং আসামী। গডেট্ সেণ্ট-জাস্টকে বিদ্রূপ করিতেছে, ভার্জিনড ড্যানটনকে অবজ্ঞা করিতেছে, লুভেট রবস্পীয়রকে আক্রমণ কবিতেছে, বুজো ইগোলিটের উপর দোষারোপ করিতেছে— আর সকলেই ম্যারাটকে অভিসম্পাত দিতেছে। রবস্পীয়রেব বন্ধু আবমনভিল শক্তিসাম্য সংস্থাপনার্থ ষোড়শ লুইয়ের পরে রবস্পীয়রকেও গিলোটিনে দিতে ইচ্ছা কবিয়াছিলেন।

এই সভাতে সময় সময় এমন-সব বাক্য উচ্চারিত হইত যাহাতে বক্তাব অজ্ঞাতসারে, বিপ্লবের ভবিষ্যদ্‌বাণীর সুর বাজিয়া উঠিত। এই সকল কথার পরেই এমন-সব ব্যাপার ঘটিত যাহাতে মনে হইত ঘটনাস্রোত যেন উক্ত কথাতেই ঘূর্ণিপাক খাইয়া ক্ষুব্ধ এবং দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। পর্বতের উপরিস্থিত তুষারশৈল কখনো কখনো একটিমাত্র কথার বায়ুতরঙ্গাভিঘাতে সঞ্চালিত হয়। একটি বেশি কথার চাঞ্চল্যে সময় সময় পর্বতচূড়া ধ্বসিয়া যায়। কেহ কথা না বলিলে হয়তো এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। ঘটনারও ক্রোধ আছে বলা যায়।

কনভেনশনে কথার অমিতাচার যেন লোকের স্বাভাবিক অধিকারে পরিণত হইয়াছিল। দাবানলের অসংখ্য ফুলকির মতো ক্রুদ্ধ বাক্যাংশগুলি পরস্পর কাটাকাটি করিয়া ছড়াইয়া পড়িত। এস্থলে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে :

পিটিয়ন। রবস্পীয়র, এখন আসল কথাটা বল।

রবস্পীয়র। আসল কথাটা হচ্ছে, তুমি পিটিয়ন। তাই তো বলতে যাচ্ছি— দেখতেই পাবে।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, 'ম্যারাটের মৃত্যু চাই।'

ম্যারাট। ম্যারাট যেদিন মরবে, সেদিন প্যারিস আর থাকবে না। আর যেদিন প্যারিস মরবে, সেদিন সাধারণতন্ত্রেরও শেষ।

বিলড ভ্যারেনিস যেই বলিতে আরম্ভ করিল, 'আমাদের ইচ্ছা—' অমনি

ব্যারিয়ার তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, 'তুমি যে বড়ো রাজার মতন বহুবচন ব্যবহার করছ ?'

লেকয়ন্টার। সাঁদে বৌটের পাদরীর নালিশ, বিশপ ফচেট তাকে বিয়ে করতে বারণ করছে।

জনৈক লোক। ফচেটের তো একাধিক উপপত্নী, তবে সে আর-একজনকে পত্নী-গ্রহণে বাধা দিচ্ছে কেন ? এটা তো মোটেই বুঝতে পারলেম না।

অপর একজন। পাদরী, বিয়ে কর।

গ্যালারিতে উপবিষ্ট দর্শকেরাও এরূপভাবে সভ্যগণের কথাবার্তায় যোগ দিত।

একদিন রবস্পীয়র দুই ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করে। বলিবার সময় সে মাঝে মাঝে ড্যানটনের চোখে চোখে চাহিতেছিল— সেই দৃষ্টি ভয়ংকর। কখনো কখনো বা তাহার দিকে আড়চোখে তাকাইতেছিল— সে চাহনি আরো মারাত্মক। সাংঘাতিক ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় রবস্পীয়র তাহার ক্রুদ্ধ বক্তৃতা শেষ করিয়া আনিল— 'ষড়যন্ত্রীদের আমরা জানি, বিশ্বাসঘাতকদের আমরা চিনি, উৎকোচদাতা ও ঘুষখোরেরা আমাদের অপরিচিত নহে। তারা এই সভাতেই রয়েছে। তারা আমাদের কথা শুনছে, আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি ; তাদের থেকে আমাদের দৃষ্টি অপসারিত হয় নি। উপরের দিকে চাইলে তারা দেখতে পাবে তাদের মাথার উপরে আইনের তরবারি ঝুলছে ; আর অন্তরমধ্যে চাইলে তারা দেখতে পাবে, সেখানে নিজেদেরই কলঙ্কিত মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। এখনো তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি।— সময় থাকতে সাবধান !'

রবস্পীয়র বসিয়া পড়িলে ড্যানটন ছাদের দিকে চাহিয়া আসনে হেলান দিয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে গুনগুন করিয়া একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতার আবৃত্তি করিল।

এই-সব লোক যেন বাষ্পের রাশি— উচ্ছৃঙ্খল বায়ুবেগে দিকে দিকে বিধূনিত হইতেছিল।

৫

কিন্তু এই বাত্যাটি ছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

কনভেনশনের এক একজন সদস্য মহাসমুদ্রের এক-একটি উর্মি মাত্র

এ কথা সদস্যগণের মধ্যে অতিমাত্র ক্ষমতাশীলদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে শক্তিতে এই মহাসভা পরিচালিত হইত তাহা অপার্থিব। কনভেনশনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি সকল সদস্যের ইচ্ছার সমষ্টি বটে, কিন্তু ইহা কোনো-একজনের বিশেষ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নহে। সেই ইচ্ছাশক্তির সমষ্টি একটা দুর্দম্য এবং অমিতপরাক্রম 'আইডিয়া'— যদ্দ্বারা দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হইত। ইহারই নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। এই আইডিয়াব প্রভাবে কাহারো মহাপতন, কাহারো বা উন্নয়ন সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রবাহের প্রবল বেগ কাহাকেও ফেনপুঞ্জের মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইত, কেহ বা মগ্ন শৈলে আহত হইয়া নিমজ্জিত হইত। এই রাষ্ট্রবিপ্লবকে মানুষের উপর আরোপ কবা, আর মহাসমুদ্রের প্রবহমান স্রোতকে তবঙ্গের উপর আরোপ করা একই কথা।

মানুষের পরিমিত জ্ঞান সৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত যে মহাশক্তির ধারণা করিতে পারে না, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সেই মহাশক্তির কার্য। ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে ইহাকে ভালো বলিতে হয়, অতীতের দিকে চাহিলে ইহাকে মন্দ বলিতে হয়। কিন্তু ভালোই বলি, আর মন্দই বলি— ইহা যে ভূমারই বিভূতি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য বলিয়া বোধ হইলেও রাষ্ট্রবিপ্লবটা বস্তুত ঘটনাসমষ্টির ফল। বিধান করে ঘটনায়, আর তার ফল ভোগ করে মানুষে। আদেশ দেয় ঘটনায়, মানুষ শুধু তাহাতে স্বাক্ষর করে। ১৪ জুলাইয়ে ক্যামিল-ডেস্‌মুলিনের স্বাক্ষর; ১০ আগস্টে ড্যানটনের স্বাক্ষর; ২ সেপ্টেম্বরে ম্যারাটের স্বাক্ষর; ২১ সেপ্টেম্বরে গ্রেগয়রের স্বাক্ষর, ২১ জানুয়াবিতে রবস্‌পীয়রের স্বাক্ষর। কিন্তু ডেস্‌মুলিন, ড্যানটন, ম্যারাট, গ্রেগয়র এবং রবস্‌পীয়র— ইহারা লিপিকর মাত্র। মানবীয় জ্ঞানের অতীত যে বিরাট পুরুষ আসলে এই মহাগ্রন্থের অদ্ভুত পৃষ্ঠাগুলির লেখক তাঁহার নাম বিধাতা এবং নিয়তি তাঁহারই মুখোশ। রবস্‌পীয়র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত।— হ্যাঁ, ঠিকই তো।

বিপ্লবটা একটা চিরন্তন ব্যাপার— যাকে আমরা 'প্রয়োজনের তাগিদ' বলি। ইহা হইতেই জগতের সুখদুঃখের রহস্যময় জটিল সমস্যা। ইতিহাসের 'কেন'র উত্তরও এইখানেই।

সভ্যতাবিধ্বংসী অথচ সভ্যতার পুনরুজ্জীবনকারী এই-সকল গভীর সমস্যাপূর্ণ

যুগপরিবর্তন-সংসাধক ঘটনাপুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া চুলচেরা সমালোচনা করিতে স্বতঃই দ্বিধা উপস্থিত হয়। এই মহাবিপ্লবের ফলাফলের জন্য মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা করা, যোগফলের জন্য সংখ্যাগুলিকে দায়ী করারই অনুরূপ হইবে। যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে। যে ঝটিকা বহিয়া যাওয়া উচিত, তাহাই বহিয়া যায়— তাহাতে গৌরীশংকরের অটল গাম্ভীর্য এবং চিরশান্তি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। পৃথিবীর ঝড়-ঝঞ্ঝার বহু ঊর্ধ্বে নক্ষত্রখচিত আকাশ যেমন সর্বদাই ঝল্‌মল্‌ করে, শত রাষ্ট্রবিপ্লব সত্ত্বেও সত্য ও ন্যায়ের জ্যোতি তেমনই চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

কনভেনশন বাতাসের সম্মুখে সর্বদাই অবনত হইত। কিন্তু সেই বাতাস প্রকটিত হইত জনগণের মুখ হইতে এবং তাহা বহুবক্ত্র ভগবানেরই নিশ্বাস। আজ যদিও বহুবর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে তবু কনভেনশনের কথা মনে উদিত হইলেই কি ঐতিহাসিক, কি দার্শনিক সকলকেই চুপ করিয়া ভাবিতে হয়। সেই-সব ছায়ামূর্তির বিরাট বাহিনীর সম্মুখে অবহিতচিত্তে স্তব্ধ হইয়া না থাকা অসম্ভব।

কনভেনশন ছিল এইরূপ— অমিত এবং অপরিমেয়। ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

২

কনভেনশনে ম্যারাট

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, রু ত্ত প্যাঁওর পানাগার হইতে বাড়ি ফিরিবার পথে ম্যারাট সাইমন এভ্‌রার্ডকে জানাইয়া যায় যে পরদিন তাহাকে কনভেনশনে যাইতে হইবে। তদনুসারে পরদিন পূর্বাহ্নেই ম্যারাট কনভেনশনে উপস্থিত হইল।

লুই ডি মণ্টাউট নামে ম্যারাটের পক্ষাবলম্বী একজন মার্কুইস্‌ কনভেনশনের সদস্য ছিলেন। ইনিই পরে ম্যারাটের আবক্ষ প্রতিকৃতিশোভিত একটি দশমিক পদ্ধতির ঘড়ি কনভেনশনকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ম্যারাট যখন কনভেনশনে প্রবেশ করিল ঠিক সেই সময়ে চ্যাবট, ডি মণ্টাউটের সমীপস্থ হইয়া বলিতেছিল— 'ওহে ভূতপূর্ব—'

মণ্টাউট চোখ তুলিয়া চাহিল ; বলিল, 'আমাকে "ভূতপূর্ব" বলে সম্বোধন করছ কেন ?'

'কারণ, তুমি তাই।'

'আমি ?'

'তুমি ইতিপূর্বে একজন মার্কুইস্ ছিলে না ?'

'কখনোই না।'

'বাঃ !'

'আমার পিতা ছিলেন সৈনিক পুরুষ, আর আমার পিতামহ ছিলেন তন্তুবায়।'

'এ আবার কোন্ পালার অভিনয় হচ্ছে, মণ্টাউট ?'

'আমার নাম তো মণ্টাউট নয়।'

'তবে কি ?'

'ম্যারিবন।'

'তা যাই হোক, আমার কাছে সবই সমান।'— চ্যাবট বলিল। তার পর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'দেখছি লোকটা কিছুতেই নিজেকে মার্কুইস্ বলে স্বীকার করবে না।'

ম্যারাট বাম দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়কে লক্ষ করিতেছিল।

ম্যারাট যখনই কনভেশন গৃহে প্রবেশ করিত তখনই সদস্য ও দর্শকগণের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ হইত— তবে সেটা প্রায়ই একটু দূরে হইত। তাহার আশেপাশে লোকে চুপ করিয়াই থাকিত। ম্যারাট ইহাতে কান দিত না। খানাডোবার ভেকের মক্‌মকানি সে গ্রাহ্য করিত না।

অন্ধকারময় নিম্নসারির বেঞ্চে উপবিষ্ট কতিপয় দর্শক ম্যারাটকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলাবলি করিতেছিল—

'দেখছ— ম্যারাট !'

'তা হলে তার অসুখ করে নি ?'

'অসুখই বটে— দেখছ না ড্রেসিং গাউন পরে এসেছে ?'

'ড্রেসিং গাউন পরে ?'

'তাই তো দেখছি !'

'বড্ড তো বাড়াবাড়ি !'

'ড্রেসিং গাউন পরে কনভেনশনে আসতে তার সাহস হয় ?'

'একদিন যখন সে পাতার মুকুট মাথায় দিয়ে আসতে পেরেছিল, তখন আর-একদিন ড্রেসিং গাউন পরে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?'

'ধৃষ্টতার চূড়ান্ত।'

অন্যান্য বেঞ্চে উপবিষ্ট লোকেরা ম্যারাটের দিকে তাকাইল না— তাহারা তখন তাহাকে দেখিতেই পায় নাই। তাহারা অন্য বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল।

ব্যারিয়ার (ষোড়শ লুইয়ের বিচারকালে যিনি প্রেসিডেণ্টের কার্য করিয়াছিলেন) একটা রিপোর্ট পাঠ করিতেছিল। রিপোর্টটা ভেণ্ডি সম্বন্ধে। মরবিহানের নয়শত লোক কামান লইয়া নেন্টিজের সাহায্যার্থ রওনা হইয়াছে। রেডন কৃষকগণ-কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। প্যামবুফ আক্রান্ত হইয়াছে। আক্রমণ-প্রতিরোধার্থ নৌবাহিনী মেইনড্রিনের নিকটে পাহারা দিতেছে। লয়ের নদীর সমগ্র বামকূল রাজপক্ষের কামান-বন্দুক-সঙিনে কণ্টকিত। তিন হাজার কৃষক পর্নিক দখল করিয়াছে। মুখে তাহাদের জয়ধ্বনি 'ইংরাজ দীর্ঘজীবী হউক।' সাণ্টারে কনভেনশনের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে ব্যারিয়ার তাহাই পাঠ করিতেছিল। চিঠির সমাপ্তিটা এইরূপ—

'সাত হাজার কৃষক ভ্যানেস আক্রমণ করে। আমরা তাহাদিগকে হঠাইয়া দিয়াছি এবং তাহাদের চারিটা কামান আমাদের হস্তগত হইয়াছে—'

কে একজন বলিয়া উঠিল, 'আর বন্দী কয়জন ?'

ব্যারিয়ার পড়িয়া গেল, 'পুনশ্চ— আমাদের কোনো বন্দী নাই, কারণ এখন আর আমরা বন্দী করি না।'

ম্যারাট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ; কিন্তু কিছুই শুনিতে পায় নাই, কারণ বিষয়ান্তরের ভাবনায় পূর্ব হইতেই সে অন্যমনস্ক ছিল।

চ্যাবট এবং মণ্টাউট যেখানে কথোপকথন করিতেছিল, ম্যারাট ধীরে ধীরে সেখানে উপনীত হইল। তাহারা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই।

চ্যাবট বলিতেছিল, 'ম্যারিবন, কিংবা মণ্টাউট, শোনো। আমি এইমাত্র "কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটি" থেকে আসছি।'

'কি হচ্ছে সেখানে ?'

'একজন অভিজাতের উপর নজর রাখবার জন্যে তারা একজন পাদরীকে পাঠাচ্ছে।'

'হুঁ।'

'তোমার মতো একজন অভিজাত—'

বাধা দিয়া মণ্টাউট বলিল, 'আমি অভিজাত নই।'

'পাদরীর নজরবন্দী হলে—'

'তোমার মতো পাদরী !'

'আমি পাদরী নই।' চ্যাবট বলিল।

দুইজনই তখন হাসিয়া উঠিল।

মণ্টাউট বলিল, 'কথাটা খোলসা কর।'

'বলছি। সিমুর্দ্যান নামে একজন পাদরী পূর্ণ ক্ষমতাসহ গভেন নামে একজন ভাইকাউণ্টের নিকট প্রেরিত হচ্ছে। এই ভাইকাউণ্ট উপকূলরক্ষী সৈন্যদলের তল্লাশি বিভাগের অধ্যক্ষ। সম্ভ্রান্তবংশীয়টি কোনো চালাকি খেলতে না পারেন এবং পাদরীটি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা না করেন— এইটিই সমস্যা।

মণ্টাউট উত্তর করিল, 'এ তো খুব সহজ। এই ব্যাপারের মধ্যে শুধু মৃত্যুকে নিয়ে এলেই হয়।'

এই সময়ে ম্যারাট বলিয়া উঠিল, 'আমি তার জন্যেই এসেছি।'

তাহারা দুইজনেই ফিরিয়া চাহিল।

চ্যাবট বলিল, 'গুডমর্নিং, ম্যারাট। তোমাকে তো আমাদের সভায় আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না।'

ম্যারাট উত্তর করিল, 'ডাক্তার যে আমার স্নান-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।'

চ্যাবট বলিল, 'স্নান সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সেনেকার[১] মৃত্যু তাতেই ঘটে।'

১ সেনেকা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রোমসম্রাট নীরোর শিক্ষক ও পরামর্শদাতা। পরে কুসঙ্গীদের প্ররোচনায় নীরো সেনেকার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির করিলে সেনেকা আত্মহত্যা করে। সহজে মৃত্যু হইতেছিল না দেখিয়া সেনেকা অবশেষে এক উষ্ণ বাষ্পপূর্ণ স্নানাগারে গমন করে এবং তথায় শ্বাসবন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

ম্যারাট ঈষৎ হাস্য করিল। বলিল, 'চ্যাবট, এখানে তো কোনো নীরো নেই।'

কর্কশকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, 'আছে বৈকি, তুমিই তো রয়েছ।'

এই বক্তা ড্যানটন। তাহাদের পাশ কাটাইয়া সে তাহার উপবেশন-মঞ্চে আরোহণ করিল। ম্যারাট ফিরিয়াও চাহিল না। মণ্টাউট এবং চ্যাবটের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া সে বলিল, 'শোনো, আমি একটা খুব গুরুতর বিষয়ের জন্য এসেছি। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে আজ কনভেনশনে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করতে হবে।'

'আমি পারব না', মণ্টাউট বলিল, 'আমার কথা কেউই শোনে না। আমি যে একজন মার্কুইস।'

'আর আমি—' চ্যাবট বলিল, 'আমার কথাও তো কেউ শোনে না। আমি যে একজন পাদরী।'

ম্যারাট বলিল, 'আমার কথাও তো কেউ শোনে না। যেহেতু আমি ম্যারাট।'

সকলেই চুপ করিল।

চিন্তামগ্ন ম্যারাটকে প্রশ্ন করা নিরাপদ ছিল না। তবু মণ্টাউট সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ম্যারাট, প্রস্তাবটা কি, যা তুমি পাস করিয়ে নিতে চাও?'

'কোনো সেনাপতি যদি বিদ্রোহী বন্দীকে পালিয়ে যেতে দেয়, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে, এই প্রস্তাব।'

চ্যাবট বাধা দিয়া বলিল, 'এ আইন যে পূর্বেই রয়েছে। এপ্রিল মাসে এটা পাস হয়েছিল।'

'তা হলে ওটা না থাকারই শামিল—' ম্যারাট বলিল, 'সর্বত্র, সারা ভেণ্ডিময় যার খুশি বন্দীদের পালাবার সহায়তা করছে এবং তাদের আশ্রয় দিচ্ছে— অথচ তাতে কারো কোনো সাজা হচ্ছে না।'

'ম্যারাট, কি হয়েছে, জানো?— ও হুকুমটা চলতি নেই।'

'চ্যাবট, এটাকে আবার নূতন করে চালাতেই হবে।'

'নিঃসন্দেহ।'

'আর তা করতে হলে কনভেনশনে বক্তৃতা করতে হবে।'

'ম্যারাট, কনভেনশনের তো কোনো আবশ্যক নেই, "কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টি" হলেই যথেষ্ট হবে।'

মণ্টাউট বলিল, 'কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটি যদি এই হুকুমের ইস্তাহার ভেণ্ডির গ্রামে গ্রামে জারী করে, আর দু-তিনটে কেসে ভালোরকম সাজা দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তা হলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।'

চ্যাবট বলিল, 'উচ্চপদস্থ লোকের— সেনাপতি-শ্রেণীর লোকের— সাজা দেওয়া চাই।'

ম্যারাট বলিল, 'হ্যাঁ, তাতে হতে পারে।'

চ্যাবট বলিল, 'ম্যারাট, তুমি নিজেই যাও; কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটিতে গিয়ে এই কথা বল।'

ম্যারাট সোজাসুজি তাহার চোখের দিকে চাহিল। চ্যাবটের পক্ষেও সে দৃষ্টি সহ্য করা কঠিন।

'কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটি রবস্‌পীয়রের বাড়িতে বসে; আমি তো সেখানে যাই নে।'

'আমিই যাব।' মণ্টাউট বলিল।

ম্যারাট বলিল, 'উত্তম।'

পরদিন প্রভাতেই কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটির হুকুম ভেণ্ডির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞাপিত হইল— বিদ্রোহী বন্দীদের পলায়নে যে-কেহ সহায়তা করিবে তাহারই প্রাণদণ্ড হইবে। এই হুকুম তো মোটে আরম্ভ। কনভেনশনকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কয়েকমাস পরে দ্বিতীয় বর্ষের ১১ ব্রুমেয়র তারিখে (অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে) ল্যাভান শহর যখন নগর-তোরণ উন্মুক্ত করিয়া পলায়িত ভেণ্ডিয়ানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল তখন কনভেনশন এই হুকুম পাস করে যে, যে-কোনো নগর বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দিবে তাহা বিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইবে। ও দিকে ইউরোপের রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে ডিউক অব ব্রান্‌জউইক ঘোষণা করে যে, যে-কোনো ফরাসী অস্ত্রসহ ধৃত হইবে তাহাকেই গুলি করিয়া মারা হইবে এবং রাজার মাথার একটি কেশও বিচ্যুত হইলে প্যারিসকে সমভূমি করা হইবে।

একদিকে বর্বরতা, অপর দিকে নিষ্ঠুরতা!

তৃতীয় খণ্ড

অরণ্যে

প্রথম স্তবক

১

ভেণ্ডির বন

ব্রিটেনী প্রদেশে তৎকালে সাতটি ভয়সংকুল অরণ্য ছিল। ভেণ্ডির সমর-যাজকগণের বিদ্রোহ; বনগুলি ছিল তাহাদের সহকারী। আঁধারের জীবেরা পরস্পরের সহায়তা করে।

একজন ব্রিটেনীবাসী ভদ্রলোকের উপাধি ছিল 'সপ্তারণ্যের অধিস্বামী'। তিনিই মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক, ভাইকাউন্ট ডি ফন্টেনয়, ব্রিটেনীর প্রিন্স। ব্রিটেনীর প্রিন্সরা ফ্রান্সের প্রিন্স হইতে পৃথক।

ইতিহাসে সত্য আছে, জনপ্রবাদেও সত্য আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ও জনপ্রবাদমূলক সত্য এক নহে। জনপ্রবাদ কল্পনায় গড়িয়া উঠিলেও পরিণামে তাহাতে সত্যই প্রকাশ পায়। ইতিহাস এবং কাহিনীর উদ্দেশ্য একই— মানুষের বহিঃপ্রকৃতির অঙ্কন।

ভেণ্ডিকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সঙ্গে প্রবাদকাহিনীর সংযোজন আবশ্যক। ইহাকে সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য ইতিহাস এবং ইহার খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্য প্রবাদকাহিনীর প্রয়োজন।

ভেণ্ডির সমর এক অত্যাশ্চর্য অসাধারণ ব্যাপার!

অজ্ঞ কৃষকগণের এই বিবেচনাশূন্য অথচ চমৎকার, হীন অথচ মহিমাময় সংগ্রাম— ফ্রান্সের সর্বনাশ করিয়া থাকিলেও ফ্রান্স ইহা লইয়া গর্ব করিতে পারে। ভেণ্ডি ক্ষতও বটে, গৌরবও বটে।

মানবসমাজের মহাসন্ধিক্ষণে সময় সময় গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়। জ্ঞানীগণ সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত আলোকে আপনাদের কর্তব্যপথ নির্দিষ্ট করিয়া লন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ তাহারা ইহাকে বর্বরতা ও অত্যাচারে পরিণত করে। দার্শনিক সহজে কিছুর উপর দোষারোপ করেন না। এই-সব সমস্যায় যে আন্দোলন ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে

তিনি ধীরভাবে চিন্তা করেন। তিনি জানেন, এই-সব জটিল সমস্যার কাল-বৈশাখী দেশের মধ্যে কিছুকালের জন্য কৃষ্ণছায়া বিস্তার করিবেই।

ভেণ্ডিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এই বিরোধটাকে চিত্রিত করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব; অপর দিকে ব্রিটেনী প্রদেশের কৃষক। একদিকে এই-সব অভূতপূর্ব ঘটনাপুঞ্জ— সর্ববিধ কল্যাণের মহাসূচনা, পূর্ণ সভ্যতার জন্য বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা— উন্নতি প্রচেষ্টার ক্ষিপ্রতা, ধারণা ও বুদ্ধির অতীত সংস্কার-সাধনের বিপুল প্রয়াস; অপর দিকে এই-সব ঈগলবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বাবরিচুলওয়ালা বন্য মনুষ্য— গম্ভীর এবং অদ্ভুত। ইহাদের আহার্য ফলমূল, পানীয় দুগ্ধ, আবাসগৃহ তৃণনির্মিত এবং মন গৃহচতুঃসীমার বেড়া ও খানার মধ্যে আবদ্ধ, সংকীর্ণ; পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের ঘণ্টাধ্বনির পরস্পর পার্থক্য তাহাদের কর্ণে অনায়াসে ধরা পড়ে; মৃত ভাষায় তাহাদের কথোপকথন —এ যেন চিন্তার সমাধিবাস। গোরু চরানো, কাস্তে ধার দেওয়া, শস্য ঝাড়িয়া লওয়া, রুটি তৈয়ার করা— এইই ইহাদের জীবন। লাঙল ও পিতামহী ইহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা পূজনীয়; ইহারা গির্জায় কুমারী মেরীর পূজা করে, আবার প্রান্তর-মধ্যে প্রোথিত রহস্যময় প্রস্তরখণ্ডের অর্চনা হইতেও তাহারা বিরত নহে। সমতলক্ষেত্রে ইহারা মজুর, সমুদ্রকূলে ইহারা ধীবর, আবার সুযোগ পাইলে ইহারা বড়োলোকের জঙ্গল হইতে রক্ষিত-পশু চুরি করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। রাজা, ভূস্বামী এবং যাজক সম্প্রদায়ের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি। ইহারা অনেক সময় তন্ময় হইয়া ভাবিতে থাকে; জনহীন বেলাভূমিতে বসিয়া বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে সাগরকল্লোল শুনিতে শুনিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়।

এইরূপ অন্ধজনের পক্ষে আলোককে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া কি সম্ভব ছিল?

২

কৃষক

এই কৃষকজীবনের নির্ভরস্থল ছিল দুইটি; শস্যক্ষেত্র— যাহা তাহার আহার জোগাইত; এবং বন— যাহা তাহাকে লুকাইয়া রাখিত।

ব্রিটেনী প্রদেশের এই অরণ্যগুলির সঠিক ধারণা করা সহজ নহে। এইগুলি বস্তুত নগর। এই-সকল কণ্টকাকীর্ণ শাখা-প্রশাখার জটিল সন্নিবেশ নিতান্তই গুপ্ত, স্তব্ধ এবং ভয়ংকর— যেন অচলতা ও নীরবতার চিরভবন। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা সমাধিভূমির মতোই নির্জন। কিন্তু যদি বিদ্যুৎঝলকের মতো এক আঘাতে ইহার সমস্ত বৃক্ষ নির্মূল করিয়া ফেলা সম্ভব হইত তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অগণিত জনসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

প্রস্তর ও বৃক্ষশাখায় আচ্ছাদিত বহু কূপ তথায় ছিল— সেগুলি বস্তুত ভূগর্ভস্থ অসংখ্য অন্ধকার কুঠরির প্রবেশ-পথ মাত্র। মিশর দেশেও নাকি এরূপ কূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তবে সেগুলি ছিল মরুভূমিতে, এগুলি অরণ্যে; আর মিশর দেশের গুহায় ছিল মৃতদেহ, কিন্তু ব্রিটেনীর গুহাগুলি জীবিত মনুষ্যে পূর্ণ ছিল। মিস্‌ডনের অরণ্যের একটা খুব নিভৃত অংশে খানিকটা পরিষ্কৃত জায়গা— মৌচাকের মতো সহস্র গর্ত ও গহ্বরে সমাকীর্ণ— অগণিত লোক তথায় গোপনে আনাগোনা করিত— এটার নাম ছিল 'মহানগরী'। এইরকম আর-একটা জায়গা— উপরে নির্জন, নিম্নে অধ্যুষিত— 'রাজভবন' নামে অভিহিত হইত।

স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রিটেনী প্রদেশে এই ভূগর্ভস্থ জীবন চলিয়া আসিয়াছে— মানুষ মানুষের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া ঐখানে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। সর্পের বিবরের মতো এই-সব গুহা ও গহ্বরের অস্তিত্বের উহাই হেতু। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অভিজ্ঞগণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মের নামে সংগ্রাম, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিশসহস্র শিক্ষিত কুকুর দ্বারা মানুষের শিকার— এই-সব অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে দেশের লোক নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়াছিল। কেল্‌ট্‌দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ট্রগ্‌লোডাইটিসরা, রোমানদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেল্‌ট্‌রা, নর্ম্যানদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রিটনরা, রোমান-ক্যাথলিকদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হ্যুগ্‌নটরা, আবগারি কর্মচারীদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিষিদ্ধ মালের ব্যবসায়ীরা— পর পর প্রথমে অরণ্যে, তার পর ধরিত্রীর জঠরে আশ্রয় লইয়াছে। ইহাই ব্যাধ-তাড়িত পশুর আত্মরক্ষার অন্তিম উপায়। অত্যাচারে জাতিসমূহের এইরূপ

পরিণামই ঘটে। স্বেচ্ছাচার দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বিজিগীষা, সামন্তপ্রথা, ধর্মোন্মাদ, নূতন নূতন করস্থাপন প্রভৃতি নানা আকারে হতভাগ্য ব্রিটেনী প্রদেশকে নির্যাতিত করিয়াছে। জনগণ কাজেই ভূগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফরাসী সাধারণতন্ত্র যখন ঘোষিত হইল তখন এই ভূগর্ভের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইল এবং এই জোর-করা মুক্তিতে আপনাদিগকে উৎপীড়িত বোধ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দাসত্বে অভ্যস্ত লোকদের স্বভাবতই এইরূপ ভ্রান্তি হয়।

কবরেব জীবন

ব্রিটেনীর অন্ধকারময় অরণ্যগুলি এই বিদ্রোহের সহকারী হইল।

কতকগুলি তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায় এই বিপুল কৃষকবিদ্রোহ কিরূপ সুবন্দোবস্তের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। প্রিন্স-ডি-ট্যাল্‌মণ্টের আশ্রয়ারণ্যে মানুষের চিহ্নমাত্র ছিল না, অথচ সেখানে ভূগর্ভে ছয় হাজার লোক সংগৃহীত হইয়াছিল। মিউল্যাকের অরণ্যেও কোনো মনুষ্য নেত্রগোচর হইত না, অথচ সেখানে আট হাজার লোক বাস করিতেছিল। এই অরণ্যপ্রদেশ যেন একটা সুবৃহৎ কালো স্পঞ্জের মতো, রাষ্ট্রবিপ্লবের গুরুপদভরে তাহা হইতে গৃহযুদ্ধের ধারাপাত আরম্ভ হইল।

এই অদৃশ্য সৈন্যগণ ওৎ পাতিয়া থাকিত। সময় সময় তাহারা মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া সাধারণতন্ত্রের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিত, আবার নিমেষ-মধ্যে ভূগর্ভে প্রবেশ করিত। তাহারা যেমন সহসা আবির্ভূত হইত, আবার তেমনি সহসা অন্তর্হিতও হইতে পারিত। এক মুহূর্তে তুষার শৈলের মতো তাহাদের আকস্মিক আগমন, পরমুহূর্তে ধূলিপটলের মতো তাহাদের দ্রুত প্রস্থান। যুদ্ধে তাহারা দৈত্যের মতো দুর্ধর্ষ, আত্মগোপনে বামনের মতো সুদক্ষ —এ যেন ছুঁচোর বিদ্যায় অভ্যস্ত ব্যাঘ্র।

বিভিন্ন অরণ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের গোলকধাঁধায় পরিবৃত ছিল। প্রাচীন জমিদারভবন— যেগুলি বস্তুত দুর্গ, পল্লী— যেগুলি বস্তুত সৈন্যশিবির, গোলা-

বাড়ি— যেগুলি বস্তুত ফাঁদ ও গোপন আক্রমণের ঘের— এই বাগুড়াবেষ্টনের মধ্যে সাধারণতন্ত্রের সৈন্যসমূহ ধরা পড়িল।

কোনো কোনো অরণ্যে ভূগভস্থ গ্রামগুলি ছাড়া মাটির উপরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র কুটির-পরিবৃত পল্লী বিশাল বিটপীসমূহের পত্র-পল্লব-নিবিড় ছায়ান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিত। কুটিরোত্থিত ধূমরাশি দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বহির্জগতে বিজ্ঞাপিত হইত। স্ত্রীলোকেরা এই সব কুটিরে বাস করিত; আর পুরুষগণ থাকিত গুহার ভিতরে।

উপরে আসিতে হইলে তাহাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। কেননা সেটা অনেক সময় বিপজ্জনক ছিল। হঠাৎ ভূতল হইতে বাহির হইয়া তাহারা হয়তো দেখিল একদল সাধারণতন্ত্রের সৈন্য তাহাদের একেবারে মাথার উপরে। এই ভয়ংকর অরণ্যকে ডবল-ফাঁদ বলা যাইতে পারে। 'নীলদলের' লোকেরা ইহাতে প্রবেশ করিতে ভীত হইত, আর 'সাদা-দলের' লোকেরা ইহার বাহিরে আসিতে সাহস পাইত না।

সময় সময় ইহারা এই কবরের জীবনে বিরক্ত হইয়া শত বিপদ সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাহিরে উঠিয়া আসিত এবং নিকটবর্তী প্রান্তরে সমবেত হইয়া নৃত্য করিত। অন্যথায় কাল কাটাইবার জন্য তাহারা প্রার্থনায় রত হইত। বুর্দোস্থ বলেন, জ্যা চোয়া তাহাদিগকে প্রতিদিন মালা জপ করাইত।

সহসা তাহারা মৃত্যুর সন্ধানে ধাবিত হইত— সমাধির পরিবর্তে কারাগারও বুঝি প্রার্থনীয় হইয়া উঠিত। কখনো কখনো তাহারা গর্ত ও গুহার আবরণ সরাইয়া কান পাতিয়া শুনিত, দূরে যুদ্ধ হইতেছে কি না। শুনিয়া শুনিয়া তাহারা যুদ্ধের গতি ও পরিণাম বুঝিতে পারিত। সাধারণতন্ত্রের গোলাগুলি-বর্ষণ ছিল ধারাবাহিক; আর রাজপক্ষীয়দের ছিল সবিরাম। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ থামিয়া গেলে সেটা রাজপক্ষীয়দের পরাজয়ের চিহ্ন। আর যদি বন্দুকের আওয়াজ থাকিয়া থাকিয়া হইতে থাকে এবং দিক্‌প্রান্তের দিকে সরিয়া যায়, তবে তাহাদের সুবিধা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সাদার দল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিত; নীলদলের লোকেরা তাহা করিত না— কারণ জনপদগুলি ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে।

বাহিরে কি হইতেছে— তাহারা তাহার সব খবর রাখিত। সমস্ত শকট ও

সেতু তাহারা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, তবু তাহাদের খবরাখবরের কোনো বাধা হইত না। আশ্চর্যজনক উপায়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, কুটির হইতে কুটিরান্তরে অত্যন্ত সত্বরতার সহিত সতর্কীকরণ সংবাদ যথাসময়ে প্রচারিত হইত। বোকার মতো একজন কৃষক চলিয়া গেল— তাহারই ফাঁপা লাঠির ভিতরে সে ডেস্‌প্যাচ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

একজন বিশ্বাসঘাতকের মারফতে তাহারা বহুসংখ্যক সাধারণতন্ত্রের ছাড়পত্র জোগাড় করিয়াছিল। নামের জায়গাটা তাহাতে খালি ছিল। তৎসাহায্যেও তাহারা ব্রিটেনীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসেই গমনাগমন করিতে পারিত।

৪

সামরিক জীবন

স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকায় প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক ভেণ্ডির এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। ফেডারেলিস্ট এবং 'গিরণ্ডি' সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই অনলে ফুৎকার প্রদান করিত।

এই-সব লোকের অধিকাংশেরই অস্ত্র ছিল শুধু বর্শা। পাখি-শিকারের বন্দুকও যথেষ্ট ছিল। লক্ষ্যভেদে ইহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব। আর-একটা বিশেষত্ব ইহাদের ছিল— ইহারা দৌড়িতে দৌড়িতে বন্দুকে গুলিবারুদ পুরিতে পারিত। নীলদলের লোকদিগকে আক্রমণ করিবার এবং খাদ পার হইবার সুবিধার জন্য তাহারা দশ হাত লম্বা বর্শা ব্যবহার করিত। এই অস্ত্র যুদ্ধ এবং পলায়ন— উভয়েরই উপযোগী।

সাধারণতন্ত্রের লোকদের সহিত এই কৃষকদের হয়তো ভয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়েও যদি তাহারা ঘটনাক্রমে কোনো ক্রুশ বা গির্জা দেখিতে পাইত, তবে অমনি তাহারা জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিত— শত্রুর অগ্নিবর্ষণ গ্রাহ্য করিত না। কতজন সেইখানেই চিরকালের মতো বিশ্রামলাভ করিত। কিন্তু যাহারা জীবিত থাকিত তাহারা মালা জপ শেষ হইবামাত্র উঠিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিত। কি বীরত্ব!

তাহাদের দলে অনেক রমণীও ছিল। নেতারা তাহাদিগকে যাহা বলিত তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিত। পাদরীরা অপর কতকগুলি পাদরীর গলদেশে রজ্জুদ্বারা লাল দাগ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিত, 'ইহারা গিলোটিনে নিহত হইয়াছিল— আবার ইহাদিগকে জীবিত করা হইয়াছে।' কৃষকেরা বিনা দ্বিধায় তাহা বিশ্বাস করিত। কখনো কখনো তাহারা মহানুভবতারও পরিচয় দিত। সাধারণতন্ত্রের একজন পতাকাবাহী তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও পতাকা ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা তাহাকে সম্মান দেখাইয়াছিল।

প্রথম প্রথম তাহারা কামানকে ভয় করিত। পরে শুধু লাঠি হস্তে অগ্রসর হইয়া তাহারা অনেক কামান দখল করিয়া লইয়াছিল। বারুদের অভাব হইলে তাহারা মালা জপিতে জপিতে সাধারণতন্ত্রের অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া তথা হইতে বারুদ লুটিয়া লইত। স্বপক্ষের আহত লোকদিগকে তাহারা আপাতত শস্যক্ষেত্রে কি কোনো জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিত; পরে যুদ্ধান্তে আসিয়া খুঁজিয়া লইয়া যাইত।

যুদ্ধোপযোগী বিশেষ পরিচ্ছদ (ইউনিফর্ম) তাহাদের ছিল না। যাহা ছিল, তাহা প্রায়ই জীর্ণ, ছিন্ন। যে-কোনো পোশাক হাতের কাছে পাওয়া যাইত তাহারা তাহাই পরিধান করিত। একজনের মাথায় ছিল একটা থিয়েটারের পাগড়ি, আর-একজন একটা ব্যারিস্টারের গাউন পরিয়া এবং স্ত্রীলোকের টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিল। সাদা কোমরবন্ধ এবং উত্তরীয় সকলেরই। গ্রন্থির সংখ্যাদ্বারা পদমর্যাদা সূচিত হইত।

শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় তাহারা সমস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া বন, জঙ্গল, টিলা, খাদ— সকল স্থান হইতে এককালে লাফাইয়া পড়িত, এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও বিনাশকার্য সমাধা করিয়া চলিয়া যাইত। সাধারণতন্ত্রের অধিকৃত গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহারা 'স্বাধীনতা দণ্ড'টিকে অগ্নিসাৎ করিত এবং সেই দহ্যমান দণ্ডের চতুর্দিকে নৃত্য করিত।

অতর্কিত আক্রমণই ছিল ভেণ্ডির পদ্ধতি। ৪০।৫০ মাইল পর্যন্ত তাহারা নীরবে কুচ করিয়া যাইত— একটি গাছের পাতা কি একটি ঘাসও নড়িত না। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তাহাদের সেনাপতিরা স্থির করিত, সাধারণতন্ত্রীদের কোন্

ঘাঁটি আগামীকল্য আক্রমণ করিতে হইবে। তখন এই জনবাহিনী তাহাদের বন্দুকে গুলিবারুদ পুরিয়া, কিঞ্চিৎ প্রার্থনার পর জুতা খুলিয়া নগ্নপদে, নিঃশব্দে বনবিড়ালের মতো কানন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইত। নিশাচরের মতোই ছিল তাহাদের স্বভাব।

পরিবেষ্টনের প্রভাব

ভেণ্ডির প্রকৃত শক্তি ভেণ্ডিতেই। স্বদেশে তাহারা অজেয়, অটুট, দুর্ধর্ষ। কিন্তু লয়ের নদী পার হইয়া প্যারিস আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। বোঁচাম্প, লেস্‌কিওয়র, লা রোচে, জ্যাকলিন প্রভৃতি তাহাদের খ্যাতনামা নেতারা এই বিষয়ে ভুল বুঝিযাছিল। কৃষক-ঝটিকা-কর্তৃক প্যারিস আক্রমণ, একদল পশুপালক-কর্তৃক জ্ঞানবিজ্ঞান-সমুন্নত মহানগরীব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ—বাতুলতা মাত্র। ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইল। দুশ্চেষ্টার প্রতিফল পাইতে বিলম্ব হইল না। লয়ের নদী অতিক্রম করাই ভেণ্ডিয়ান সৈন্যের অসম্ভব হইল।

ভেণ্ডির বিদ্রোহ সফল হয় নাই। অন্যান্য অনেক বিদ্রোহ সফল হইয়াছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের বিদ্রোহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্বত্য ও আরণ্য বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কিন্তু একটা প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমোক্তেরা সর্বদাই একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লড়াই করে, শেষোক্তেরা করে একটা কুসংস্কার-প্রণোদিত হইয়া; স্বাধীনতালাভই একের উদ্দেশ্য, অপরে চায় নির্জনতা; ইহারা ঊর্ধ্বাকাশে উড়িয়া বেড়ায়, উহারা ভূতলে হামাগুড়ি দিয়া চলে। পার্বত্যেরা প্রচণ্ড জলপ্রপাত এবং বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রতিবেশী, আর অরণ্যবাসীদের নিয়ত পরিচয় বদ্ধ জলাভূমির সঙ্গে—যেখানে মহামারীর বিষবীজ লুক্কায়িত থাকে। একজনের মস্তক মুক্ত সুনীল আকাশে, অপরের মস্তক ঝোপের আওতায়; আলোকোজ্জ্বল গিরিশিখরে একজনের অধিষ্ঠান, অপরের বাস নিম্নে চিরান্ধকারে।

পর্বত ও অরণ্যের শিক্ষা একরূপ নহে। পর্বত হইতেছে সুরক্ষিত দুর্গ, আর

অরণ্য হইতেছে গুপ্তাবাস ; একে আমাদের সাহস জন্মায়, অপরে শিখায় চাতুরী। পৌরাণিক কাহিনীর মতে দেবতারাই পর্বতের অধিবাসী, আর অপদেবতারা অরণ্যের। আপেনাইন, আল্পস, পিরেনীজ এবং অলিম্পাস স্বাধীন দেশেরই পর্বত। মঁ ব্লাঁ পর্বত সুইস-বীর উইলিয়ম টেলের বিরাট সহকারী। মোহান্ধকারের সঙ্গে যুঝিযা আত্মার দিবালোকলাভের প্রচেষ্টা— যাহাতে ভারতবর্ষের কাব্য-সকল পরিপূর্ণ— তাহাতেও মহান হিমাচলের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীস্, স্পেন, ইটালি— ইহাদের শক্তির মূল পর্বত। জার্মেনী কি ব্রিটেনীর শক্তির মূল অরণ্য ; অরণ্যেই বর্বরতা।

মানুষের কার্যকলাপ তাহার দেশের প্রাকৃতিক গঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ বিষয়ে দেশভূমি যে তাহার কতদূর সহকারী সে হয়তো তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারে না। বন্য উদ্দাম নৈসর্গিক দৃশ্যের পরিবেষ্টনের মধ্যে লালিত মানবসন্তানের প্রকৃতিতে সেই বন্য ও উদ্দাম ভাবের ছাপ পড়েই। বিবেকের উপর— বিশেষত জ্ঞানালোকবর্জিত বিবেকের উপর— মরুভূমির প্রভাব অনেক সময় সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কোনো কোনো বিবেক অমিত-বলশালী— তাহা হইতেই সক্রেটিস্ বা খ্রীস্টের উদ্ভব। কখনো কখনো অতি দুর্বল, সংকীর্ণ বিবেকও দেখা যায়— তাহার ফল জুডাস্, যে খ্রীস্টকে ধরাইয়া দেয়। আলোকহীন বনানী, ঝোপঝাড়-কণ্টক-সমাকীর্ণ সুগুপ্ত জলাভূমি— এই সমস্তই দুর্বল, বদ্ধ বিবেককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, এবং উহাতে তাহাদের মন্দ প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়। দৃষ্টিবিভ্রম, দুর্বোধ্য মরীচিকা, সাময়িক এবং পারিপার্শ্বিক বিভীষিকা মানুষের আতঙ্কিত মনকে সাধারণতই কুসংস্কারপূর্ণ করিয়া তোলে, আর উত্তেজনার সময়ে উহাকে পাশবিকতায় প্রণোদিত করে। ভ্রমই অস্পষ্টালোকে মানুষকে হত্যার পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক দ্বৈতার্থবিশিষ্ট। মনীষীরা উহা একভাবে বুঝিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হয় ; জড়বুদ্ধি অসভ্যেরা অন্যভাবে অনুমান করিয়া আপনাদিগকে কেবল ভ্রান্তিজালে জড়াইতে থাকে। অরণ্যের অস্পষ্টতা, নির্জনতা অজ্ঞজনের অনালোকিত মনকে আরো অন্ধমোহাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। কোনো কোনো পর্বত, কোনো কোনো গহ্বর, কোনো কোনো বৃক্ষসমাচ্ছন্ন অরণ্যের পত্রাবকাশ মানুষকে যেন খেপাইয়া তুলিয়া নিষ্ঠুর কর্মে প্ররোচিত করে। এগুলি যেন শয়তানের আবাসস্থলী।

বিশাল মুক্ত আকাশ মানুষের মনকে প্রসারিত করে; আর সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, খণ্ড-আকাশ তাহাকে একদেশদর্শী করে— তাহার মনকে ক্ষুদ্র করে। সংকীর্ণ মন উদার সর্বজনীন ভাবের ধারণা করিতে না পারিয়া তাহাকে বিদ্বেষ করে। এই বিরোধই উন্নতির সংগ্রাম।

গ্রাম্যসমাজ— সমগ্র দেশ। এই দুইটি কথা ভেণ্ডির সমরেতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার। স্থানীয় ভাব এবং বিশ্বজনীন ভাবের লড়াই; মূর্খ কৃষকের সংকীর্ণ স্বগ্রাম-প্রীতি এবং শিক্ষিতের উদার দেশাত্মবোধের বিরোধ— ইহাই ভেণ্ডির সমর।

বিদ্রোহী ব্রিটেনী

ব্রিটেনীর বিদ্রোহ নূতন নহে। গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনী অনেকবারই বিদ্রোহী হইয়াছে, এবং এ পর্যন্ত সে সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। এই শেষবারের বিদ্রোহে তাহার ভুল হইল। তবুও ব্রিটেনীর সকল যুদ্ধেরই প্রকৃতি একরূপ— কেন্দ্রশক্তির সঙ্গে স্থানীয় শক্তির সংগ্রাম।

এই প্রাচীন জনপদগুলিকে পুকুরের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বদ্ধ জলাশয়ে প্রবাহ নাই; তাহার উপর দিয়া যে বায়ু বহিয়া যায়, তাহাতে দূষিত বারিরাশি বিশোধিত হয় না, আন্দোলিত ও ক্ষুব্ধ হয় মাত্র।

ফিনিস্টার ফ্রান্সের স্থলসীমা। মানুষের রাজ্যের ঐখানে শেষ। সাগর যেন ভূমি, সভ্যতা ও বর্বরতা সকলকে বলিতেছে— 'থামো!'

কেন্দ্র হইতে অর্থাৎ প্যারিস হইতে যখনই ধাক্কা আসে— সে ধাক্কা রাজপক্ষেরই হউক কি সাধারণতন্ত্রেরই হউক— স্বেচ্ছাচারপ্রসূত হউক কি স্বাধীনতার জন্যই হউক— অমনিই ব্রিটেনী আপনার দলবল লইয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া হইয়া উঠে; কেননা, এরূপ ধাক্কা ব্রিটেনীর পক্ষে সর্বদাই নূতন। আর নূতনের প্রতি অবিশ্বাস— এ তো প্রকৃতির নিয়ম। 'আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দাও। কি চায় ওরা আমাদের নিকটে?'— ব্রিটেনীর মনোভাব অনেকটা এই রকমের। বিধিব্যবস্থা, সংস্কারান্দোলন, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষাপরিষৎ— সর্বপ্রকার

প্রচেষ্টা এই বিদ্রোহের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রামে গ্রামে সাংকেতিক দামামা বাজিয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবকেই আতঙ্কিত করিয়া তোলে!

ভয়ংকর অন্ধতা!

কেবল বুঝিবার ভুলে এই সাংঘাতিক ভেণ্ডির বিদ্রোহ— একটা বিরাট অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা; বিচারহীন, কৌশলহীন, উদ্দেশ্যহীন আত্মহত্যা; আলোক-প্রতিরোধের জন্য প্রাচীর গাঁথিবার ব্যর্থ আয়োজন! আট বৎসর ধরিয়া এই বিভীষিকা ফ্রান্সের বক্ষের উপর চাপিয়া ছিল। ইহার ফলে চতুর্দশটি জেলা জনশূন্য, অগণিত কৃষিক্ষেত্র বিনষ্ট, শস্যভাণ্ডার ও গ্রাম-জনপদ ভস্মীভূত, নগর চূর্ণীকৃত, আবাসভবন বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং কত নারী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। সভ্যতার ভীতিস্থল ও ইংলণ্ডের মন্ত্রী পিটের একমাত্র ভরসা —এই দারুণ গৃহযুদ্ধ। ইহা বাস্তবিকপক্ষে দেশদ্রোহীদের একটা ক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা।

পরিণামে ইহাতে উন্নতিরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহাসংকটেরও একটা শিক্ষা এবং সুফল আছে।

দ্বিতীয় স্তবক

১

অন্তর্বিপ্লব না পারিবারিক যুদ্ধ

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের নিদাঘকালে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল, আর ১৭৯৩ সালের নিদাঘে একেবারে অনাবৃষ্টি। ভয়ংকর গরম পড়িল। গৃহযুদ্ধের কালে ব্রিটেনীতে উল্লেখযোগ্য পথঘাট যদিচ আর বড়ো একটা ছিল না, তবু এই বর্ষণহীন গ্রীষ্ম-ঋতুতে শুষ্ক মাঠের উপর দিয়া চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

জুলাই মাসের এক মনোরম অপরাহ্নে, সূর্যাস্তের কিয়ৎপূর্বে জনৈক অশ্বারোহী পন্টর্সনের নগরতোরণ-সমীপস্থ এক সরাইখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সারাদিন অত্যন্ত গুমট করিয়া ছিল, কিন্তু এইমাত্র বাতাস আরম্ভ হইয়াছে।

একটা সুবৃহৎ আলখাল্লায় পথিকের সর্বাঙ্গ আবৃত। এমন-কি, অশ্বটির পৃষ্ঠদেশও উহাতে কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে। তাহার মস্তকে প্রশস্ত-প্রান্তবিশিষ্ট হ্যাট, তাহাতে ত্রিবর্ণের 'রিবন' আটকানো। লোকটা যে দুঃসাহসিক ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের দেশে তৎকালে 'রিবন' মাত্রই বন্দুকের লক্ষ্যস্থল ছিল। হস্তদ্বয়কে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে গলদেশে আবদ্ধ আলখাল্লাটা পশ্চাদ্দিকে সরানো ছিল। তাহার নীচে স্কন্ধের উপর দিয়া তির্যগ্‌ভাবে বিলম্বিত একটা ত্রিবর্ণ বন্ধনী দেখা যাইতেছিল— উহাতে দুইটি পিস্তল নিবদ্ধ। কটিদেশ হইতে একটি তরবারি লম্বমান।

অশ্বপদশব্দে সরাইয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সরাইওয়ালা লণ্ঠনহস্তে দেখা দিল। গোধূলিকাল— রাজপথ তখনো আলোকিত ছিল, কিন্তু সরাইখানার ভিতরে অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। 'রিবন'টির দিকে চাহিয়া সরাইওয়ালা বলিল, 'সিটিজেন, আপনি কি আজ রাতে এখানেই থাকবেন?'

'না।'

'তবে কোথায় যাবেন?'

'ডল-এ।'

'তা হলে হয় আভ্র্যাঁশে ফিরে যান, নয় তো পণ্টর্সনেই থাকুন।'

'কেন ?'

'ডল-এ লড়াই হচ্ছে।'

'বটে!'— এই বলিয়া অশ্বারোহী ঘোড়াটাকে কিছু দানা দিবার জন্য সরাই-ওয়ালাকে আদেশ করিলেন। সে একটা গামলাতে কতকগুলি দানা ঢালিয়া ঘোড়ার সম্মুখে রাখিল এবং লাগামটাকে খুলিয়া লইল। ঘোডাটা নাকে কৎকৎ করিতে করিতে সেগুলি খাইতে আরম্ভ করিল। কথোপকথন চলিতে লাগিল।

'সিটিজেন, এটি কি সামরিক প্রয়োজনে সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত ঘোড়া ?'

'না।'

'তবে ঘোড়াটি কি আপনার নিজের ?'

'হ্যাঁ ; আমি ওটা কিনেছি।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন ?'

'প্যারিস থেকে।'

'সোজাসুজি নয় ?'

'না।'

'আমারও তা মনে হয় না। পথঘাট বন্ধ ; কিন্তু ডাকগাড়ি এখনো চলছে।'

'অ্যালেনশন পর্যন্ত। সেখানেই আমি নেমেছিলুম।'

'শীঘ্রই ফ্রান্সে আর ঘোড়ার ডাক থাকবে না। ঘোড়া মেলে না— তিন ফ্রাঙ্ক মূল্যের ঘোড়া এখন ছয়শো ফ্রাঙ্কে বিকাচ্ছে। আর ঘাস তো এমন আক্রা যে তা কেনা আর পোষায় না। আমি ছিলুম ডাক-ম্যানেজার, এখন করেছি হোটেল ; তেরোশো তেরো জন ম্যানেজারের মধ্যে দুশো-ই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সিটিজেন, আপনি নূতন তালিকার হারে ভাড়া দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ ; ১ মে'র তালিকানুসারে।'

'ডাকগাড়িতে জনপ্রতি ২০ সু, টমটমে ১২ সু, এবং মালগাড়িতে ৫ সু। ঘোড়াটা অ্যালেন্শনেই কিনেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'সারাদিনই ঘোড়া চালিয়ে এসেছেন ?'

'ভোর থেকে।'

'আর, গতকালও— ?'

'তারও আগের দিন থেকে।'

'দেখাই যাচ্ছে ; ডম্‌ফ্রণ্ট আর মর্টেন হয়ে আপনি এসেছেন।'

'আর আভরাঁশে।'

'সিটিজেন, আমার কথা শুনুন। বিশ্রাম করে নিন। আপনি ক্লান্ত, আর ঘোড়াটার তো কথাই নাই।'

'ঘোড়াটার ক্লান্ত হওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু মানুষের নেই।'

হোটেলস্বামী আবার পথিকের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল— দেখিল তাহার ধূসর-কেশ-পরিবৃত বদনমণ্ডল গম্ভীর, প্রশান্ত, কঠোর। তার পর জনহীন রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি এমন একলা-একলাই পথ চলেন ?'

'আমার সাথী আছে।'

'কোথায় সে ?'

'তলোয়ার এবং পিস্তলই আমার সাথী।'

সরাইওয়ালা এক বালতি জল আনিয়া ঘোড়াটাকে পান করিতে দিল। ইত্যবসরে পথিককে লক্ষ্য করিতে করিতে সে মনে মনে বলিল, 'তবুও চেহারাটা কিন্তু পাদরীরই মতন।'

পথিক জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি না বলছিলে ডল-এ লড়াই হচ্ছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কে লড়াই করছে ?'

'একজন ভূতপূর্ব আর-একজন ভূতপূর্বের বিরুদ্ধে।'

'মানে ?'

'সাধারণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী একজন ভূতপূর্ব সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোক লড়াই করছেন রাজার পক্ষের আর-একজন ভূতপূর্ব সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকের সঙ্গে।'

'কিন্তু এখন তো আর রাজা নেই!'

'বাচ্চাটি তো রয়েছে! মজার কথা শুনুন, এই দুজন ভূতপূর্ব আবার পরস্পরের আত্মীয়।'

অশ্বারোহী মনোযোগপূর্বক শুনিতেছিলেন। সরাইওয়ালা বলিতে লাগিল,

'একজন যুবক, আর একজন বৃদ্ধ। খুল্লপিতামহের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পৌত্রের লড়াই। বুড়োটি রাজপক্ষীয়, ছোঁড়াটি স্বাদেশিক। ঠাকুর্দা "সাদা" দলের নেতা, নাতি "নীল" দলের। এদের কেউ কাউকে দয়া করবে না— এ আমি নির্ঘাৎ বলে দিতে পারি। এ যুদ্ধের পরিণাম মৃত্যু।'

'মৃত্যু ?'

'হ্যাঁ, সিটিজেন। ভালো কথা, এরা পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করছে, দেখবেন ? এই দেখুন, বুড়ো একটা ইস্তাহার বাড়িতে বাড়িতে, গাছে গাছে, এমন-কি, আমার সদর দোরে পর্যন্ত এঁটে দিয়েছে।'

সরাইওয়ালা লণ্ঠন উঁচু করিয়া দেখাইল, ফটকের দরজার একপাট কপাটের উপর বড়ো বড়ো হরফে লিখিত একখানা চৌকা কাগজ লাগানো আছে— পথিক ঘোড়ার উপর বসিয়া তাহা পাঠ করিল।

> মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র ভাইকাউণ্ট গভেনকে বিনয়পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যদি মার্কুইস সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে ধৃত করিতে পারেন, তবে তিনি সসম্মানে ভাইকাউণ্টকে গুলি করিয়া হত্যা করাইবেন।

'আর তার জবাব এই'— এই বলিয়া হোটেলস্বামী তাহার লণ্ঠনের আলো কপাটের অপর পাটের উপর নিক্ষেপ করিল। দ্বিতীয় একখানি ইস্তাহার প্রথমখানার সহিত সমসূত্রে তথায় লাগানো আছে। পথিক পাঠ করিল।

> গভেন ল্যান্টিনেককে সতর্ক করিতেছেন যে, ধরিতে পারিলে তিনি তাঁহাকে গুলি করাইয়া হত্যা করাইবেন।

সরাইওয়ালা বলিল, 'গতকল্য প্রথম ইস্তাহারটি আমার দোরে এঁটে যায় ; আজ সকালে দ্বিতীয়টি লাগানো হয়েছে। জবাব সঙ্গে সঙ্গেই !'

অর্ধস্ফুটস্বরে, যেন আপন মনেই, পথিক বলিল, 'হ্যাঁ, এ যে কেবল দেশের ভেতরে যুদ্ধ তা নয়, এ পরিবারের ভেতরেও যুদ্ধ ! ভালোই— ইহারও আবশ্যক আছে। জনশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এরূপ মূল্য দিয়েই ক্রয় করতে হবে।'

সরাইওয়ালা এই কথাগুলি শুনিল, কিন্তু কিন্তু বুঝিতে পারিল না।

পথিক হস্তোত্তোলনপূর্বক মাথার টুপি স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় ইস্তাহারটিকে অভিবাদন করিল। তাহার দৃষ্টি তখনো উহার উপরেই নিবদ্ধ।

সরাইওয়ালা বলিল, 'তা হলে সিটিজেন, এখন বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়িয়েছে ? নগর ও বড়ো বড়ো শহরে আমরা রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে ; আর গ্রামবাসীরা এর বিপক্ষে। এ হচ্ছে শহুরেদের সঙ্গে গ্রাম্য কৃষকদের লড়াই। তারা আমাদের বলে ভাঁড়, আমরা তাদের বলি চাষা। সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা আর পাদরীরা তাদের দলে।'

বাধা দিয়া অশ্বারোহী বলিল, 'সকলে নয়।'

'তা তো নয়ই, সিটিজেন, এখানেই তো একজন ভাইকাউন্ট একজন মার্কুইসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।'

তার পর সে মনে মনে বলিল, 'নিশ্চয়ই এ একজন পাদরী।'

অশ্বারোহী বলিল, 'তা, এ দুজনের মধ্যে সুবিধে হচ্ছে কার ?'

'এ পর্যন্ত যতদূর দেখতে পাচ্ছি, ভাইকাউন্টের। কিন্তু তাঁকে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। বুড়ো লোকটি ভারি শক্ত। তাঁরা উভয়েই গভেন-বংশের— এ অঞ্চলেরই অভিজাত-বংশ। এ বংশের দুই শাখা— বড়ো শাখার প্রধান হচ্ছেন মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক ; আর ছোটো শাখার প্রধান হচ্ছেন ভাইকাউন্ট গভেন। আজ এই দুই শাখায় পরস্পর যুদ্ধ হচ্ছে। গাছের শাখায় শাখায় লড়াই হয় না, কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয়। মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক ব্রিটেনীতে সর্বশক্তিমান ; কৃষকেরা তাঁকে রাজার মতো দেখে। যেদিন তিনি ব্রিটেনীর উপকূলে এসে নামলেন, সেইদিনই আট হাজার লোক তাঁর দলে যোগ দিল, আর এক সপ্তাহের মধ্যে তিনশো গ্রাম তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বিদ্রোহী হল। উপকূলে দাঁড়াবার একটু জায়গা যদি তিনি পেতেন, তা হলেই ইংরেজরা এসে ডাঙায় নামত। কিন্তু দেখুন দৈবের চক্র ! গভেন— ওঁরই ভ্রাতুষ্পৌত্র— নিকটেই ছিলেন ; তিনি হচ্ছেন সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি, আর তিনি ঠাকুরদার চালে কিস্তি দিলেন ! আরো একটা সৌভাগ্য বলতে হবে যে, ল্যান্টিনেক এসে যখন দলে দলে বন্দীদের হত্যা করতে লাগলেন, তখন তাঁর আদেশে দুইটি রমণীকে গুলি করে মারা হয় ; এদের একজনের ছিল তিনটি ছেলেমেয়ে, আর 'লাল পল্টন' নামে প্যারিসের এক ব্যাটেলিয়ন ওদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল ; এখন শিশুদের মা'র হত্যাকাণ্ডে তারা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। এই পল্টনের লোক অল্পই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এরা ভয়ংকর সঙিনবাজ। এদের

এখন কমানড্যাণ্ট গভেনের সেনাদলভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে— এদের কেউ বাধা দিতে পারে না। সেই রমণীহত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং ছেলেদের উদ্ধার করতে তারা বদ্ধপরিকর। বুড়ো সেই বাচ্চাগুলিকে নিয়ে কি করেছে, কেউ জানে না। তাতেই এই প্যারিসের সেনাদল ক্ষেপে উঠেছে। যদি সেই শিশুরা এই ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ত তা হলে যুদ্ধের এ আকার হত না। ভাইকাউন্ট বেশ ভালো লোক— সাহসী যুবক ; কিন্তু বুড়ো মার্কুস্‌ইটি বড়োই ভয়ংকর। কৃষকেরা বলে, তাদের সেনাপতি দেবতা, আর সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি শয়তান। কিন্তু সিটিজেন, যদি শয়তান বলে কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে ল্যাণ্টিনেক, আর যদি দেবতা বলে কিছু থাকে তবে গভেনই সেই দেবতা। আপনি কিছু খাবেন না, সিটিজেন ?'

'একখণ্ড রুটি ও পানীয়পূর্ণ অলাবু আমার সঙ্গেই আছে। কই, ডল-এ কি হচ্ছে তা তো কিছু বললে না ?'

'বলছি। উপকূলের তল্লাশি সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হচ্ছেন গভেন। ল্যাণ্টিনেকের মতলব ছিল, সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জেলে দিয়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রী পিটের রাস্তা খোলসা করে দেওয়া, এবং বিশ হাজার ইংরেজ ও দু লাখ কৃষক নিয়ে ভেণ্ডির সেনাদল পুষ্ট করে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু গভেন তাঁর এই মতলব সিদ্ধ হতে দেন নি। উপকূল এখন গভেনেরই হাতে ; তিনি ল্যাণ্টিনেককে তাড়িয়েছেন গ্রামের ভেতর, আর ইংরেজদের তাড়িয়েছেন সমুদ্রে। ল্যাণ্টিনেক এখানে এসেছিলেন কিন্তু গভেন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন— গ্রেন্‌ভিলে পৌঁছতে দেন নি। গভেনের এখন চেষ্টা হচ্ছে পুনরায় কুজার্সের অরণ্যে আটকে তাঁকে ঘিরে ফেলা। কাল পর্যন্ত সব ভালোই চলছিল ; গভেন তাঁর সৈন্য নিয়ে এইখানে ছিলেন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, বুড়ো ডল দখল করতে যাচ্ছেন। লোকটা বড্ড সেয়ানা। যদি তিনি ডল দখল করে সেখানকার পাহাড়ের উপর কামান পাততে পারেন, তা হলে উপকূলের কতকটা তাঁর হাতে থাকবে এবং ইংরাজরাও এসে অনায়াসেই নামতে পারবে। আর তা হলে তো সবই গেল। এইজন্যই গভেন— একটা মাথাওয়ালা লোক বলতেই হবে— তাড়াতাড়ি, কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে, কারো হুকুমের তোয়াক্কা না রেখে, একেবারে সব দলবল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ডল-এ পড়েছেন। এখন ডল-এতেই এই দুই ব্রিটনের

মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হবে। ধাক্কাটা খুবই লাগবে। এখনই হয়তো বেধে উঠেছে।'

'ডল-এ পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কামান-টামান নিয়ে যেতে সৈন্যদের প্রায় তিন ঘণ্টা লাগবার কথা। কিন্তু তারা এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।'

পথিক কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, 'কামানের গর্জনই তো যেন শোনা যাচ্ছে।'

সরাইওয়ালাও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। বলিল, 'হ্যাঁ, সিটিজেন। কামানের আওয়াজই বটে। লড়াই আরম্ভ হয়েছে। রাতটা এখানে কাটানোই আপনার পক্ষে উচিত হবে। সেখানে গিয়ে কাজটা কি?'

'আমার থাকবার জো নেই; আমাকে যেতেই হবে।'

'আপনি ভুল করছেন। আপনার কি কাজ, জানি নে; কিন্তু সে কাজের সঙ্গে এ সংসারে যা আপনার সর্বাপেক্ষা নিকটতম— অন্তরতম— এমন কিছু সংশ্লিষ্ট না থাকলে, এই বিপদসাগরে ঝাঁপ দেওয়া—'

অশ্বারোহী বলিলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে আমার কাজের সঙ্গে তেমন বিষয়ই সংশ্লিষ্ট।'

'আপনার পুত্রের সম্বন্ধে কিছু বুঝি?'

'প্রায় তাই।'

সরাইওয়ালা মনে মনে বলিল, 'তবু ইনি পাদরী বলিয়াই আমার ধারণা হয়।' তার পর একটু ভাবিয়া আবার আপন মনেই বলিল, 'তা হোক, পাদরীদেরও ছেলেপিলে থাকতে পারে।'

পথিক বলিল, 'ওহে, আমার ঘোড়ার লাগামটা আবার পরিয়ে দাও; তোমাকে কত দিতে হবে?'

তিনি সরাইওয়ালার প্রাপ্য শোধ করিয়া দিলেন।

সরাইওয়ালা বালতি ও গামলা দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়া রাখিয়া অশ্বারোহীর নিকট ফিরিয়া আসিল।

'আপনি যখন যাবেনই তখন আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। দেখাই যাচ্ছে, আপনি সেণ্ট মালোর দিকে যাবেন— তা ডল হয়ে যাবেন না। দুটো

পথ আছে— ডল-এর পাশ দিয়ে একটা, আর সমুদ্রের ধার দিয়ে একটা। দুটো রাস্তাই প্রায় সমান পথ। ডল দক্ষিণে এবং ক্যান্‌কেল্ উত্তরে রেখে আপনি চলে যাবেন। এই সড়কটার মাথায় গিয়েই দেখবেন দুদিকে দুটো পথ গিয়েছে। ডল-এর পথ হচ্ছে বাঁ দিকে, আর অপর পথটা ডান দিকে। আমার কথা শুনুন— ডল-এর দিকে গেলে আপনি একেবারে জবাইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়বেন। সুতরাং বাঁ দিকে না গিয়ে ডান দিকেই যাবেন।'

'ধন্যবাদ—' বলিয়া অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। তখন চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। পথিক নৈশান্ধকারে ডুবিয়া গেলেন। সরাইওয়ালা তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

সড়কের প্রান্তে, যেখানে পথ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে, সেখানে আসিয়া পথিক শুনিলেন, সরাইওয়ালা দূর হইতে ডাকিয়া বলিতেছে, 'ডাইনে যাবেন, ডাইনে যাবেন।'

পথিক বাম দিকের পথে অগ্রসর হইল।

ডল

ডল ফ্রান্সের ব্রিটেনী প্রদেশের স্পানিয়ার্ডগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি নগরী। বাস্তবিক পক্ষে ইহা শহর নহে— একটি স্ট্রীট মাত্র। একটা সুপ্রাচীন প্রশস্ত সড়ক, আর তাহার উভয় পার্শ্বে স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার সারি। শহরের অবশিষ্টাংশ এই বৃহৎ সড়ক হইতে নির্গত গলি-ঘুঁজির জালে সমাচ্ছন্ন। প্রাচীর-বেষ্টিত তোরণযুক্ত নয় বলিয়া শহরটি অবরোধসহ ছিল না, কিন্তু দুর্গবৎ অট্টালিকাশ্রেণীতে সুরক্ষিত-পার্শ্ব সড়কটি এইরূপ আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ ছিল। বাজারটা ছিল রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায়।

সরাইওয়ালা ঠিকই বলিয়াছিল। ডল-এ তখন উন্মত্ত সংগ্রাম চলিতেছে। প্রাতঃকালে 'সাদাদল' আসিয়া পৌঁছে। আর 'নীলদল' আসিয়া পড়িল সন্ধ্যার সময়ে। সহসা এই দুই দলের নৈশসংগ্রামে শহরটি তোলপাড় হইয়া উঠিল। পক্ষদ্বয় সমবল ছিল না। 'সাদাদলে' ছয় হাজার লোক, 'নীলদলে' মোটে পনেরো

শত। কিন্তু জিঘাংসা উভয় দলেরই সমান। আশ্চর্যের কথা এই, পনেরো শতই ছয় হাজারকে আক্রমণ করিয়াছে।

একদিকে অশিক্ষিত জনতা, অপর দিকে ব্যূহবদ্ধ সৈন্যশ্রেণী। একদিকে ষট্‌সহস্র কৃষক— তাহাদের চামড়ার খাটো কোর্তার উপরে মন্ত্রপূত পদক আটকানো, মাথায় সাদা ফিতে জড়ানো গোল টুপি, অস্ত্রের মধ্যে সঙিনহীন সেকেলে বন্দুক, এবং তলোয়ার অপেক্ষা কৃষিকার্যোপযোগী হাতিয়ারেরই প্রাচুর্য। ইহারা অসজ্জিত, অনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু উন্মত্ত— মরিয়া। অপর দিকে ত্রিকোণোষ্ণীষ-শিরস্ক, কটিলম্বিত-কৃপাণ, দীর্ঘ-সঙিন-পাণি পনেরো শত সৈনিক। তাহারা শিক্ষিত, সুদক্ষ, আদেশপালনে এবং আদেশদানে সমান সক্ষম— নম্র অথচ দুর্ধর্ষ। পাদুকাহীন, ছিন্নবস্ত্র ভলান্টিয়ারগণও তাহাদের মধ্যে ছিল— কিন্তু তাহারা দেশের জন্য স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিক। রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রাচীন নাইটদের অনুরূপ রাজার জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ কৃষক যোদ্ধা; রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে পৌরাণিক মহাবীরগণ-তুল্য নগ্নপদ বীরপুরুষসমূহ; আর প্রত্যেক দলের আত্মা হইতেছে তাহাদের নেতা। রাজপক্ষের নেতা একজন বৃদ্ধ; সাধরণতন্ত্রীগণের নেতা একজন যুবক। একদিকে ল্যান্টিনেক, অপর দিকে গভেন।

মূর্তিমান যৌবনের মতো গভেনের দেহশ্রী। হারকিউলিসের মতো বিশাল বক্ষ ত্রিংশৎবর্ষীয় এই যুবকের চক্ষে ভবিষ্যদ্দর্শীর সুগভীর দৃষ্টি, এবং তাহার হাসিটি শিশুহাস্যের মতোই শুভ্র, অনাবিল। সে মাদকদ্রব্য ব্যবহারে অনভ্যস্ত ছিল, এমন-কি, ধূমপান পর্যন্ত করিত না। তাহার মুখে কটুকথা উচ্চারিত হইতে কেহ শোনে নাই। তাহার বীর-আত্মা কলুষ সংস্পর্শে কখনো মলিন হয় নাই। সে সযত্নে তাহার নখ, দন্ত ও ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির সংস্কার করিত। এই যুদ্ধকালেও তাহার পোশাকের আধারটি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত এবং কুচকাওয়াজ অভিযানের স্বল্পাবসরেও আপনার ধূলি-ধূসরিত, বন্দুকের গুলিতে সচ্ছিদ্র মিলিটারি কোটটি ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া রাখিতে তাহার কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যেখানে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে সেখানেই সে বিনাদ্বিধায় ঝাঁপাইয়া পড়িত, তবু কোনোদিন সে আহত হয় নাই। তাহার স্বর স্বভাবত মিষ্ট, কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহাতে সেনাপতির পরুষ-কণ্ঠ অনায়াসেই জলদমন্দ্রে গর্জিয়া উঠিত। তাহারই দৃষ্টান্তে সৈন্যগণ বৃষ্টিবাদল, ঝড়ঝাপটা, তুষারপাতের মধ্যেও ওভারকোট

মাত্র গায়ে জড়াইয়া প্রস্তরখণ্ডে মাথা রাখিয়া ভূমিতলে ঘুমাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। তরবারি হাতে লইলে তাহার মূর্তি অন্যরূপ হইয়া যাইত। তাহার নারীসুলভ প্রকৃতি তখন দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিত।

এতৎসত্ত্বেও সে চিন্তাশীল, দার্শনিক— তরুণ ঋষি। আকৃতিতে কন্দর্প, কিন্তু বাক্যে বৃহস্পতি।

ফরাসী বিপ্লবের অচিন্তনীয় ঘটনাচক্রে গভেন একেবারে নেতা হইয়া উঠিল।

ল্যান্টিনেকও প্রবীণ সৈনিক পুরুষ— চতুর এবং অক্লান্তকর্মা। যুবকগণ অপেক্ষা বৃদ্ধগণ অধিকতর ধীরতার সহিত কর্তব্য স্থির কবিতে পারে, কারণ জীবন-মধ্যাহ্নের উত্তাপ ও চাঞ্চল্য হইতে তাহারা বহু দূরে। আর মৃত্যুগহ্বরে ন্যস্তৈকপাদ বৃদ্ধগণের ক্ষতির আশঙ্কাই বা কি আছে? এইজন্য ল্যান্টিনেকের সুকৌশলসম্পন্ন সামরিক কার্যপ্রণালীর মধ্যেও কতকটা বেপরোয়া ভাব ছিল। কিন্তু মোটের উপর এবং প্রায় সর্বদাই এই যুবক ও বৃদ্ধের সামনাসামনি সংগ্রামে গভেনই জয়ী হইত। ইহা গভেনের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলিয়া। বিজয়লক্ষ্মী রমণী— যুবকের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করেন।

গভেনের উপর ল্যান্টিনেকের বিদ্বেষ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণও ছিল। প্রথমত, গভেন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে; দ্বিতীয়ত, সে তাঁহারই বংশধর হইয়া বৈপ্লবিক দলে যোগ দিয়াছে। অথচ, এই দুষ্ট কুকুর তাঁহারই উত্তরাধিকারী (কারণ মার্কুইসের কোনো ছেলেপিলে ছিল না), তাঁহার ভ্রাতার পৌত্র— নিজের পৌত্র বলিলেই হয়! 'হুঁ', খুল্লপিতামহ মনে মনে বলিলেন, 'বাছাধনকে একবার যদি হাতে পাই, তবে তাকে কুকুরের মতোই হত্যা করব!'

মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেকের জন্য বৈপ্লবিক পক্ষের অতিমাত্রায় উদ্‌বিগ্ন হইবার যথেষ্ট হেতু ছিল। ফ্রান্সের উপকূলে তাঁহার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম বিদ্রোহী ভেণ্ডির অরণ্যে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। ল্যান্টিনেক এই বিরুদ্ধ-শক্তির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইলেন। এই বিদ্রোহে ইতিপূর্বে যে-সব সর্দাররা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া নিজ নিজ আড্ডায় স্ব স্ব প্রধান ভাবে কার্য করিতেছিল, এই শক্তিমান নেতৃপুরুষের আবির্ভাবে তাহারা সকলে আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে

সমবেত হইল, এবং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিল। কেবল একটি লোক তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে হইতেছে গেভার্ড— যে সর্বপ্রথমে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। কেন? কারণ, গেভার্ড যেন এতকাল ট্রাষ্টিস্বরূপে গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, ল্যান্টিনেকের আগমনে তাহার আর কোনো কাজ রহিল না, সে ভেণ্ডির অন্যতম নেতা বোঁচাম্পের নিকট ফিরিয়া গেল। গেভার্ড ভেণ্ডির অন্ধিসন্ধি সব জানিত এবং অন্তর্বিপ্লবের প্রাচীন পদ্ধতি সবই অবলম্বন করিয়াছিল। ল্যান্টিনেকের তাহা ঠিক মনঃপূত হয় নাই। ট্রাষ্টির অবলম্বিত পন্থায় সম্পত্তির মালিকগণ কবেই বা চলিয়া থাকে?

সামরিক রীতিতে ল্যান্টিনেক প্রুশিযার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডাবিকেব মতানুবর্তী ছিলেন। বড়ো যুদ্ধের সঙ্গে ছোটোখাটো লড়াইয়ের ফলোপধাযকতা তিনি বেশ বুঝিতেন। 'জডভরত', বিশৃঙ্খল বৃহৎ সেনাদল পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। আবার ঝোপঝাড়ের মধ্যে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ এতদ্দ্বারা শত্রুকে উত্ত্যক্ত করা যায় বটে, কিন্তু একেবারে নিপাত করিতে পারা যায় না। এইরূপ গোপন আক্রমণে উদ্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত হয় না। সাধাবণতন্ত্রের আক্রমণে যাহার আরম্ভ, তাহার পরিণাম হয়তো ডাকগাড়ি লুণ্ঠন।

ল্যান্টিনেকের অভিপ্রায় ছিল প্রকৃত যুদ্ধ করা। কৃষকদের তিনি কাজে লাগাইবেন, কিন্তু তাঁহাব আসল নিভর ছিল শিক্ষিত সৈন্যের উপরে। তিনি দেখিলেন, গুপ্ত ও অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে এই গ্রাম্য যোদ্ধারা চমৎকার— তাহাবা মুহূর্তমধ্যে আসিয়া জুটিতে পারে, আবাব নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সংহতি বা ঐক্য নাই। ল্যান্টিনেকের উদ্দেশ্য হইল যথারীতি সামবিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যদলকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে কৃষক-সৈন্যগণকে খেলাইয়া বেড়ানো। মতলবটি গভীর এবং ভয়ংকর। তদনুসারে কার্য হইলে ভেণ্ডি-বিজয় অসম্ভব হইত।

কিন্তু শিক্ষিত সৈন্য কোথায়?— তৈরি সেনাদলের সন্ধান কোথায় মিলিবে? —ইংলণ্ডে। এইজন্যই ল্যান্টিনেকের দৃঢ় সংকল্প, ইংরাজদিগকে আনিয়া ফ্রান্সের উপকূলে নামানো। এই বিষয়ে বিবেকের সহিত একটু বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইল। পরদেশী সৈন্যের লাল উর্দি ল্যান্টিনেকের চক্ষে সাদা 'বো'তে ঢাকা

পড়িয়া গেল। তাহার কেবল এক চিন্তা— উপকূলের কোনো একটা জায়গা দখল করিয়া পিটের (Pitt) হাতে তাহা সমর্পণ করা। এইজন্য ডল শহরটিকে অরক্ষিত দেখিয়া তিনি তাহা আক্রমণ করিলেন। ডল দখল করিতে পারিলে তথাকার পাহাড় এবং সমুদ্রতীরও হস্তগত হইবে।

স্থানটি বেশ সুনির্বাচিত হইয়াছিল। ডল পাহাড়ে সন্নিবেশিত কামান ফরাসী 'ক্রুজার'গুলিকে দূরে রাখিতে পারিবে, এবং রেজ-কুইনন হইতে সেণ্ট মেলয়ের পর্যন্ত বেলাভূমিতে ইংরাজদের অবতরণ ও আক্রমণের আর কোনো বাধা থাকিবে না।

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য ল্যান্টিনেক আপনার সঙ্গে মাত্র বাছা বাছা ৬০০০ সৈন্য, এবং দশটা বড়ো, একটা মাঝারি ও চারিটি ছোটো কামান আনিয়াছিলেন। আভরাঁশের দিকে ছিল কেবল গভেন ও তাহার পনেরো শত সৈন্য, এবং দিনানের দিকে লেচেল। সত্য বটে লেচেলের সঙ্গে ২৫০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু তাহারা প্রায় ৬০ মাইল দূরে। সুতরাং ল্যান্টিনেকের আশঙ্কার কারণ ছিল না।

ল্যান্টিনেক সসৈন্যে ডল শহরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দয়াহীনতার কুখ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল, নগরবাসীরা তাঁহার প্রবেশে বাধা দিবার কোনোই চেষ্টা করিল না। ভীত নাগরিকগণ স্ব স্ব গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। ৬০০০ ভেণ্ডিয়ান অতি সহজে শহরমধ্যে উপনিবিষ্ট হইল। এ যেন মেলাক্ষেত্র— যাহার যেখানে খুশি বসিয়া পড়িয়া তাহারা মুক্ত আকাশের নীচে রান্নাবান্না আরম্ভ করিয়া দিল। কোনো শিবির-সন্নিবেশ, দলবদ্ধভাবে নিশাযাপনের কোনো বিধিব্যবস্থা, কোনো সুশৃঙ্খল সৈন্যবিভাগ— কিছুই হইল না। কৃষক-সৈন্যগণ বন্দুক রাখিয়া দিয়া জপমালা লইয়া নামজপে প্রবৃত্ত হইল।

ফিল্ড সার্জেণ্ট গুজ-লা-ক্রয়াণ্টের উপর এখানকার অধ্যক্ষতার ভার দিয়া ল্যান্টিনেক ডল পাহাড়ের দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। ক্রয়াণ্ট আপনার ভয়ংকর হিংস্র প্রকৃতির জন্য ইমানুস (অমানুষিক কদর্যতা) নামে অভিহিত হইত। স্থানীয় প্রবাদের সহিত ইমানুসের নাম জড়িত। ভেণ্ডির অপরাপর লোকেরা শুধু অসভ্য; এ ছিল বর্বর। যুদ্ধে সে শয়তানের মতন সাহসী— যুদ্ধান্তে রাক্ষসবৎ 'নিষ্ঠুর। তাহার অন্তরটিতে জিলিপির প্যাঁচ। সে বিচার

করিয়া কার্য করিত বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত বিচার ও যুক্তির প্রণালী ছিল সর্পগতিবৎ— বাঁকা। তাহার যুক্তির ধারা হয়তো আরম্ভ হইল 'বীরত্ব' হইতে, কিন্তু শেষ হইল গিয়া 'নরহত্যায়'। সর্বপ্রকার অভাবিত লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানই তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল। তাহার নিষ্ঠুরতাও ছিল বিরাট।

গুজ-লা-ক্রয়াণ্টের জিঘাংসা-প্রবৃত্তির উপর মার্কুইস ডি ল্যাণ্টিনেকের খুবই আস্থা ছিল। যুদ্ধকৌশলে কিন্তু তাহার ততটা নৈপুণ্য ছিল না। তাহাকে ফিল্ড সার্জেণ্ট করা মার্কুইসের ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, সব দিকে নজর রাখার জন্য তাহাকে যথোচিত উপদেশ দিয়া, তাহার উপরেই সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া মার্কুইস ডল-পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। ইমানুস গ্রামকে গ্রামের গলা কাটিতে যতটা পারগ ছিল, নগররক্ষায় তেমন সমর্থ ছিল না। তবুও সে এখানে-সেখানে পাহারা বসাইল।

মার্কুইস ডি ল্যাণ্টিনেক পাহাড়ের উপর কোথায় কোথায় কামান স্থাপন করিবেন সব ঠিক করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ডল-এ প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। সহসা তোপধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শহরের প্রধান রাস্তা হইতে রক্তবর্ণ ধূম্ররাশি উত্থিত হইতেছে— নগর অতর্কিত-ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে, সেখানে লড়াই চলিতেছে।

মার্কুইস যদিও কিছুতেই আশ্চর্য হইবার লোক ছিলেন না তবুও এইবার তিনি স্তম্ভিত হইলেন। এরূপ ঘটনার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কে এই কার্য করিল? গভেন হইতে পারে না। নিজ সৈন্যের চতুর্গুণ সৈন্যদলকে কেহ এরূপভাবে আক্রমণ করে না। লেচেল কি? সে কি এত পথ এরূপ দ্রুত কুচ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে?— বিশ্বাস হয় না। আর গভেন?— একেবারেই অসম্ভব।

ল্যাণ্টিনেক অশ্বে কশাঘাত করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, নগর-বাসীরা পলায়ন করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন। ভয়বিহ্বল জনসমূহ ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিল, 'নীলদল! নীলদল!'

তিনি যখন আসিয়া নগরে পৌঁছিলেন, তখন অবস্থা বড়োই শোচনীয়।

৩

ক্ষুদ্র সেনার মহাসংগ্রাম

ভেণ্ডিয়ান কৃষক-সৈন্যেরা ডল-এ পৌঁছিয়া কিরূপ এলোমেলোভাবে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিপূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল, আহারাদি সমাপন করিয়া মালা জপ করিতে করিতে বড়োরাস্তার যেখানে-সেখানে শুইয়া পড়িয়া ঘুম দিল। স্থানটি রক্ষার বন্দোবস্ত মোটেব উপর কিছুই হইল না।

নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কাহারো কাহারো পার্শ্বে তাহাদের স্ত্রীগণ শায়িত ছিল। কৃষক রমণীরা অনেক সময়ে স্বামীদের অনুবর্তী হইত। তাহাদের মধ্যে যাহারা সুস্থ ও সবলকায়, তাহারা গোয়েন্দার কার্য করিত। জুলাই মাসের স্নিগ্ধ মধুর রাত্রি; সুনীল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি হীরকখণ্ডের মতো জল্‌জল্ করিতেছিল। স্থানটা ছাউনির মতো মোটেই দেখাইতেছিল না; মনে হইতেছিল এ যেন পর্যটক-যাত্রীগণের বিশ্রামের আড্ডা। সকলেই বিশ্রামসুখে মগ্ন। তখনো যাহারা জাগ্রত ছিল তাহারা সহসা রাত্রির অস্পষ্টালোকে দেখিতে পাইল, বড়ো রাস্তার প্রবেশপথে তাহাদিগের অভিমুখে তিনটি কামান স্থাপিত হইয়াছে।

গভেনের গোলন্দাজ সৈন্য ভেণ্ডিয়ান সৈন্যের প্রধান রক্ষীদলকে অতর্কিত আক্রমণে পরাভূত করিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছে। বড়ো রাস্তার একপ্রান্ত এখন তাহার সেনাদলের অধিকৃত!

একজন কৃষক চমকিয়া চেঁচাইয়া উঠিল— 'কে ওখানে?' এবং সেই দিকে বন্দুক ছুঁড়িল। প্রত্যুত্তরে তোপ গর্জিয়া উঠিল। তার পর বন্দুকের পটাপট শব্দ। তন্দ্রাতুর ভেণ্ডিয়ানগণ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। নক্ষত্রোজ্জ্বল নীলাকাশের নীচে শুইয়া পড়িয়া সহসা গোলাগুলির কন্দুক-ক্রীড়ার মধ্যে জাগিয়া ওঠা— কি দারুণ অবস্থাবিপর্যয়! এই আকস্মিক জাগরণের পর কিছুক্ষণের জন্য ব্যাপার অতি সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। বজ্রাহত জনগণের ইতস্তত ছুটাছুটির মতো হৃদয়বিদারক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। তাহারা চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; ভীত, ত্রস্ত নগরবাসীরা উন্মাদের মতো জনতার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাদের আর্তনাদে নৈশাকাশ পূর্ণ হইয়া

উঠিল। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ভয়ংকর লড়াই— ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাও জড়িত; মাথার উপর দিয়া কামানের জলন্ত গোলা সোঁ করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে— আর তাহার আলোকে রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ হইতেছে। চারি দিকে ধূম ও কোলাহল। অশ্বগুলি দুর্বার হইয়া উঠিল। আহতেরা পদদলিত হইতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, মুমূর্ষুর চীৎকার— সর্বোপরি কামান গর্জন।— কি ভীষণ!

গভেন আড়াল হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। বনের মধ্যে কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতে যেমন করিয়া বৃক্ষসকল নিপতিত হইতে থাকে, তেমনই করিয়া এই কৃষককুল গুলিবিদ্ধ হইয়া একে অন্যের উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তাহাদের সাহসের অভাব ছিল না। ক্রমে তাহারা আত্মরক্ষার একটা উপায় করিয়া লইল। তাহারা পিছু হটিয়া গিয়া বাজারের মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভশ্রেণীর পশ্চাতে আশ্রয় লইল। ল্যান্টিনেকের অনুপস্থিতি-জনিত অভাব ইমানুস যথাসাধ্য পূরণ করিতে লাগিল। তাহাদের কামান ছিল, কিন্তু গভেনের নিতান্ত আশ্চর্য বোধ হইল যে, তাহারা তাহা ব্যবহার করিতেছে না। ইহার কারণ এই যে, গোলন্দাজগণ ল্যান্টিনেকের সঙ্গে ডল পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছিল। কৃষকেরা কামান-পরিচালনে অভ্যস্ত ছিল না। টব, পিপে, পুরানো আসবাব যাহা-কিছু এই বাজারের মধ্যে হাতের কাছে পাওয়া গেল, তাহাই সম্মুখে স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতন তৈরি করা হইল। তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহারা গুলি চালাইতে লাগিল।

গভেনের পক্ষে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বাজার সহসা অভাবিতরূপে দুর্গে পরিণত হইল। এই দুর্গাভ্যন্তরে অসংখ্য কৃষকসৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। গভেনের অতর্কিত আক্রমণ এই পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনো পরাজয়ের আশঙ্কা রহিয়াছে। গভেন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার হাত দুইটি বুকের উপর স্থাপিত— এক হাতে মুষ্টিবদ্ধ উন্মুক্ত তরবারি মশালের আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

তাহার দীর্ঘ দেহের উপর আলোকের আভা নিপতিত হওয়াতে, গভেন অবরোধের পশ্চাদ্‌বর্তী কৃষকসেনার দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই

তাহার দিকে বন্দুক লক্ষ্য করিল। গভেনের সেদিকে খেয়াল নাই। তাহার চতুষ্পার্শ্বে গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। গভেন চিন্তাসাগরে মগ্ন— ভ্রূক্ষেপহীন।

কিন্তু তাহার কামান রহিয়াছে। যাহার কামান আছে, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে কৃষকসেনার উপরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাজারের দিকে বিদ্যুতের মতো একটা দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল এবং বজ্র-নির্ঘোষের মতো আওয়াজ হইল। গভেনের মাথার উপর দিয়া একটা গোলা ছুটিয়া গেল। গভেনের তোপধ্বনির প্রত্যুত্তর এখন তোপ-ধ্বনিতেই হইল। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নূতন কিছু ঘটিয়াছে। কামান এখন আর শুধু একদিকে নয়।

প্রথম গোলার পরেই আর-একটি গোলা আসিয়া গভেনের পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে প্রোথিত হইল। তৃতীয় গোলাতে তাহার হ্যাট উড়াইয়া লইয়া গেল। বেশ ভারী গোলা— ১৬ পাউণ্ড ওজনের।

গোলন্দাজগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সেনাপতি, উহারা আপনাকে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়ছে।'

তাহারা মশাল নিবাইয়া দিল। গভেন স্বপ্নমুগ্ধের মতো হ্যাটটি ভূমিতল হইতে তুলিয়া লইল।

বাস্তবিকই গভেনকে লক্ষ্য করিয়া কেহ তোপ দাগিতেছিল। ইনি ল্যান্টিনেক। মার্কুইস এইমাত্র বিপরীত দিক হইতে বাজারের অবরোধের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ইমান্নস তাঁহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আমরা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়াছি।'

'কে এই আক্রমণকারী?'

'জানি না।'

'দিনানের পথ কি উন্মুক্ত?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'তা হলে আমাদের এখনই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

'তা আরম্ভ হয়েছে। অনেকে ইতিমধ্যেই পালিয়ে গেছে।'

'দৌড়ে পালালে চলবে না। সুশৃঙ্খলভাবে হটে যেতে হবে।'

'লোকগুলি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। বিশেষত তাদের নায়কেরা এখানে ছিল না।'

'আমি এসেছি।'

'মন্‌সেইনিয়র, যতদূর পারা গেছে মালামাল, স্ত্রীলোক, এবং যা-কিছু অকেজো— সব আমি কুজার্সের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাচ্চা-বন্দী তিনটির কি করা যাবে?'

'ওহো— সেই ছেলেমেয়েগুলি!'

'হ্যাঁ।'

'তারা আমাদের প্রতিভূ। তাদের লাটুর্গ দুর্গে নিয়ে যাও।'

এই বলিয়া মার্কুইস অবরোধের মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। সেনাপতির আগমনে সৈন্যগণের সাহস আবার ফিরিয়া আসিল। অবরোধের ফাঁকের মধ্যে মার্কুইস দুইটি কামান স্থাপন করিলেন। কামানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফাঁকের ভিতর দিয়া শত্রুর কামানের অবস্থান লক্ষ্য করিতে করিতে মার্কুইস গভেনকে দেখিতে পাইলেন।

'সে-ই তো বটে!' তিনি বলিয়া উঠিলেন। তার পর নিজের হাতে কামানে বারুদ পুরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

তিনি তিনবার তোপ দাগিলেন। তিনবারেই তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

'আমি কি আহাম্মক!—' বিড় বিড় করিয়া মার্কুইস মন্তব্য করিলেন। 'আর-একটু নিচু দিয়া গোলা চালাইলেই আমি তার মাথাটা নিতে পারতাম।'

এমন সময়ে মশালটা নির্বাপিত হইল এবং মার্কুইসের সম্মুখে আবার সব অন্ধকার হইয়া গেল।

'তাই হোক!'— এই বলিয়া মার্কুইস কৃষক-গোলন্দাজগণের দিকে ফিরিয়া আদেশ দিলেন, 'ওদের দিকে এখন গোলা চালাও।'

এদিকে গভেনও নিশ্চিন্ত ছিল না। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে বলিতে পারে, এই কৃষকসৈন্য, যাহারা এতক্ষণ শুধু আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল, অতঃপর আক্রমণ করিবে না? তাহারা এখন কামান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হত ও পলায়িতদিগকে বাদ দিলেও তাহার সম্মুখে এখনো অন্যূন পাঁচ হাজার কৃষক-যোদ্ধা রহিয়াছে; অথচ তাহার নিজের আছে মাত্র বারোশত

কর্মক্ষম সৈন্য। শত্রুগণ তাহাদের এই সংখ্যাল্পতা বুঝিতে পারিলে সাধারণতন্ত্রীদের আর রক্ষা নাই! অবস্থা এখন ঠিক উল্‌টো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতক্ষণ গভেন ছিল আক্রমণকারী— এখন হয়তো সে-ই হইবে আক্রান্ত। তাহা হইলেই সর্বনাশ!

কি করা যায়? এই অবরোধের পশ্চাদ্‌বর্তী সৈন্যদিগকে এখন আর সম্মুখ হইতে আক্রমণ করা যায় না। ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হইবে। বারোশত লোক পাঁচ সহস্র লোককে স্থানচ্যুত করিতে পারে না। তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া অসম্ভব— অথচ অপেক্ষা করাও মহাবিপদ। এখনই একটা কিছু উপায় করা চাই।

গভেন এই প্রদেশেরই লোক। শহরটি তাহার পরিচিত। তাহার জানা ছিল, যে-বাজারে ভেণ্ডিয়ানরা জমিয়াছে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে অসংখ্য আঁকাবাঁকা গলিঘুজির গোলকধাঁধা। নিজের সহকারীর দিকে ফিরিয়া গভেন বলিল, 'গেচাম্প, এখানকার ভার আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। যত পার, গোলা চালাও। বাজারের লোকগুলিকে মোটে অবসর দেবে না।'

'বুঝলাম।'— গেচাম্প উত্তর দিল।

'সমস্ত কামানে বারুদ পুরে তোমার সব সৈন্যকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত রাখবে।'

তার পর গভেন গেচাম্পের কানে কানে কয়েকটি কথা বলিয়া পুনরায় প্রকাশ্যে বলিল, 'আমাদের ড্রামবাদকেরা সব প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ।'

'তারা নয়জন। তুমি দুজনকে রাখ, আর সাতজনকে আমি চাই।'

সাতজন ড্রামবাদক গভেনের সম্মুখে নীরবে সার দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

তার পর গভেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'লাল-পল্টনের সৈন্যগণ!'

মূল সেনাদল হইতে দ্বাদশ জন বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে একজন সার্জেণ্ট।

গভেন বলিল, 'আমি সমগ্র ব্যাটালিয়ান চাই।'

সার্জেণ্ট জবাব দিল, 'এই তো আমরা।'

'তোমরা মোটে বারোজন?'

'আমাদের ব্যাটালিয়নের এইমাত্রই অবশিষ্ট আছে।'

'উত্তম।'

এ হইতেছে সেই কঠোর-প্রকৃতি, ভালোমানুষ— সার্জেণ্ট রাডুব, যে 'লাল-পল্টনের' নামে লা-সাগ্যুের অরণ্যে প্রাপ্ত ছেলেমেয়ে তিনটিকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে— হার্ব-এন-পেল-এ কেবল অর্ধ-ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিহত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাডুব তাহাদের মধ্যে ছিল না।

একটা খড়বোঝাই গাড়ি নিকটেই ছিল। তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গভেন বলিল, 'সার্জেণ্ট, তোমার সৈন্যদিগকে খড়ের দড়ি পাকিয়ে তা দিয়ে বন্দুকগুলি জড়িয়ে নিতে বল, যেন পরস্পর ঠোকাঠুকিতে শব্দ না হয়।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে এই হুকুম তামিল হইল।

সার্জেণ্ট বলিল, 'হয়েছে।'

গভেন আদেশ দিল, 'সৈন্যগণ, তোমাদের জুতা খুলে ফেল।'

'জুতা আমাদের নাই।'— সার্জেণ্ট জবাব দিল।

ড্রামবাদকগণসহ তাহারা উনিশ জন। গভেনকে লইয়া কুড়িজন হইল।

'তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস— একে একে। আমার পরেই ড্রামবাদকগণ— তার পর ব্যাটালিয়ান। সার্জেণ্ট, তুমি তোমার ব্যাটালিয়ানের সেনাপতি।'

দুই পক্ষই যখন গোলাগুলি চালাইতেছিল, তখন এই কুড়িজন লোক ছায়ার মতো সরিয়া গিয়া জনহীন গলিঘুঁজির মধ্যে ডুব দিল। সমস্ত সহর যেন মৃত! নগরবাসীরা স্ব স্ব ভূমিতলের কক্ষে লুক্কায়িত। গৃহদ্বার সব অর্গলিত, জানালাগুলি বন্ধ। আলোকের রেখামাত্র কোথাও দেখা যায় না।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল বড়ো সড়কটিতেই গোলমাল চলিতেছে। রাজপক্ষের এবং সাধারণতন্ত্রের কামান-গর্জনের বিরাম নাই।

প্রায় বিশ মিনিট কাল আঁকাবাঁকা গলিঘুঁজিতে কুচ করিয়া গভেন অবশেষে বাজারের অপর পার্শ্বে বড়ো সড়কের উপর আসিয়া উপনীত হইল। এই দিকে কোনো বাধা নাই— অবরোধ নাই। বাজারের পথ মুক্ত— অবারিত।

ভেণ্ডিয়ানরা অবিমৃষ্যতকারিতাবশত পশ্চাৎদিক রক্ষার কোনো বন্দোবস্ত করে নাই। সত্য, গভেন এবং তাহার উনিশ জন অনুবর্তীর সম্মুখে এখানেও পাঁচ হাজার ভেণ্ডিয়ান সৈন্য। কিন্তু এখন অবস্থানের পরিবর্তন হইয়াছে— তাহাদের সামনে এখন ভেণ্ডিয়ানদিগের পৃষ্ঠদেশ, মুখ নহে।

গভেন নিম্নস্বরে সার্জেণ্টকে কি বলিলেন। সৈন্যগণ তাহাদের বন্দুক হইতে খড়ের দড়িগুলি খুলিয়া ফেলিল। গলির মোড়ের পিছনে বারোজন সৈনিক সার দিয়া দাঁড়াইল। সাতজন ড্রামবাদক উত্তোলিত কাঠি হস্তে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ওদিকে থাকিয়া থাকিয়া তোপধ্বনি হইতেছিল। সহসা দুই তোপধ্বনির ব্যবধানের মধ্যে গভেন তাহার তরবারি আকাশে আন্দোলিত করিয়া জলদমন্দ্রে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ডাইনে দুশো, বাঁয়ে দুশো, বাকি সব মধ্যস্থলে।'

বারোটি বন্দুক হইতে সশব্দে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সাতটি ড্রাম একসঙ্গে বিপুল গর্জনে বাজিয়া উঠিল।

গভেন নীলদলের যুদ্ধ-মন্ত্র উচ্চারণ করিল, 'সঙিন চালাও!— ঝাঁপিয়ে পড় ওদের উপর।'

ইহার ফল হইল অতি আশ্চর্য।

কৃষকগণ মনে করিল তাহারা পশ্চাৎ দিক হইতে অপর-এক নূতন সৈন্যদল-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে ড্রামের শব্দ শুনিতে পাইয়া গেচাম্পের সৈন্যগণ অগ্রসর হইল এবং সম্মুখ হইতে কৃষকসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। কৃষকদের মনে হইল, তাহারা বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়িয়াছে! আতঙ্ক বিপদকে আরো বাড়াইয়া তোলে; একটি পিস্তলের আওয়াজকে তোপ-ধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়— ভীত কল্পনায় কুকুরের চীৎকারও সিংহগর্জনবৎ মনে হয়। ইহার উপর আবার মনে রাখিতে হইবে যে, খড় যেমন সহজেই জ্বলিয়া উঠে কৃষকেরাও তেমনি সহজেই ভয়াক্রান্ত হয়। খড়ের আগুন অচিরেই প্রকাণ্ড দাবদাহে পরিণত হয়; কৃষকদের ভীতিও সেইরূপ অনতিবিলম্বে ছত্রভঙ্গ ঘটায়। তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল পলায়ন আরম্ভ হইল।

কয়েক মুহূর্তমধ্যে বাজার খালি হইয়া পড়িল। ভীত গ্রাম্যজনগণ যে যেদিকে পারিল দৌড়িতে লাগিল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে থামাইতে পারিল না। ইমানুস নিরর্থক পলায়নপর দুই-একজনকে বধ করিল। 'জান

বাঁচাও, জান বাঁচাও,' এই কথা ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না। ঝটিকা বাতাসে মেঘ যেমন আকাশের অসীম বিস্তারের মধ্যে নিমেষে ছড়াইয়া পড়ে, এই কৃষকদলও সেইরূপ চতুর্দিকে গ্রামে গ্রামে অবিলম্বে ছড়াইয়া পড়িল।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক এই পলায়ন লক্ষ্য করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে, শান্তভাবে সকলের পরে হটিয়া আসিতে আসিতে তিনি বলিলেন, 'নিঃসন্দেহ কৃষক দিয়া চলিবে না; ইরাজদিগকে আমাদের চাই।'

৪

'দ্বিতীয় বার'

গভেনের সম্পূর্ণই জয় হইল।

লাল-পল্টনের ব্যাটালিয়ানের দিকে ফিরিয়া গভেন বলিল, 'তোমরা সংখ্যায় বারোজন, কিন্তু বীরত্বে সহস্র সৈনিকের তুল্য।'

তখনকার কালে সেনাপতির প্রশংসাই ছিল সৈন্যগণের একমাত্র সম্মান-পদক।

গভেনের আদেশে গেচাম্প নগর-বাহিরে পলায়নপর ভেণ্ডিয়ানদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনেককে ধৃত করিল।

মশাল জ্বালিয়া সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল। যাহারা পলাইতে পারে নাই তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। রাস্তাগুলি মৃত ও মুমূর্ষুতে আস্তীর্ণ। কতিপয় দুঃসাহসী মরিয়া হইয়া তখনো এখানে-সেখানে যুঝিতেছিল; তাহা-দিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া নিরস্ত্র করা হইল।

গভেন লক্ষ্য করিল, এই উন্মত্ত, বিশৃঙ্খল পলায়নের মধ্যে সুগঠিতদেহ ক্ষিপ্রকর্মা এক ব্যক্তি অকুতোভয়ে সকলের নির্বিঘ্নে পলায়নের সহায়তা করিতেছিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তাহার কোনো চেষ্টাই নাই। এই কৃষকের বন্দুক নল হইতে ক্রমাগত অগ্নি-উদ্গীরণ করিতে করিতে এবং বাঁট দিয়া বিপক্ষগণকে অবিরাম আঘাত করিতে করিতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন তাহার এক হাতে পিস্তল আর-এক হাতে তলোয়ার। সাহস করিয়া কেহ তাহার নিকট যাইতে পারিতেছিল না। সহসা গভেন দেখিল লোকটি যেন মাথা

ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার মতন হইল এবং পথপার্শ্বের একটা স্তম্ভে ভর দিয়া নিজের আসন্ন পতন নিবারণ করিল। এইমাত্র সে আহত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্তে পিস্তল ও তরবারি তখনো ধৃত। গভেন নিজের তরবারি বাহুনিম্নে স্থাপন করিয়া লোকটির নিকট উপস্থিত হইল, বলিল, 'আত্মসমর্পণ কর।'

লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ক্ষত হইতে রক্তধারা বস্ত্র সিক্ত করিয়া বহিয়া আসিয়া পাদমূলে ভূমিতল আর্দ্র করিতেছিল।

গভেন বলিল, 'তুমি আমার বন্দী; কিন্তু তোমার আমি তারিফ করছি। তুমি খুব বীর।'— এই বলিয়া গভেন তাহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিল।

লোকটি তখন বলিয়া উঠিল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন।' তার পর সে একবার শেষ চেষ্টায় শরীরের অবশিষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিয়া হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক গভেনের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল এবং তাহার মাথায় তরবারি দিয়া আঘাত করিল।

ব্যাঘ্রের মতো ক্ষিপ্রতার সহিত সে এই কার্যটি করিয়াছিল। কিন্তু আর-একজনের অধিকতর ক্ষিপ্রতায় তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে একজন অশ্বারোহী অলক্ষিতভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। ভেণ্ডিয়ানকে তাহার তরবারি ও পিস্তল উঠাইতে দেখিয়া এই ব্যক্তি তাহার ও গভেনের মাঝখানে গিয়া ছুটিয়া পড়িল। এরূপ না করিলে সেই মুহূর্তেই গভেনের মৃত্যু হইত। পিস্তলের গুলি অশ্বগাত্রে বিদ্ধ হইল, আর তরবারির আঘাত নিপতিত হইল অশ্বারোহীর উপর। উভয়েই পড়িয়া গেল। পলকমধ্যে এই-সব সংঘটিত হইল।

ভেণ্ডিয়ানও অবসন্ন হইয়া পাকা সড়কের উপর পড়িয়া গেল।

তরবারির আঘাত আগন্তুকের মুখের উপর লাগিয়াছিল। সে রাস্তায় প্রস্তরের উপর সংজ্ঞাহীনভাবে পড়িয়াছিল। অশ্বটি ইতিপূর্বেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গভেন তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, 'কে এ?'

সে লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সমগ্র বদনমণ্ডল রক্তাপ্লুত। অবয়ব ঠিক ঠাহর করা যায় না। তবে তাহার ধূসর কেশরাশি

দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

গভেন বলিল, 'এই লোকটি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। একে কেউ চেনে কি ?'

একজন সৈনিক বলিল, 'সেনাপতি, কয়েক মিনিট পূর্বে ইনি পণ্টর্সনের পথে নগরে প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই।'

প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক অস্ত্রাদি লইয়া সত্বর উপস্থিত হইলেন এবং লোকটির জখম পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'এ কিছুই নয়— সহজ কাটা। সেলাই করে দিলে সপ্তাহ-মধ্যে সেরে উঠবে। তরবারির আঘাতটি হয়েছিল কিন্তু খুব চমৎকার।'

মূর্ছিত আগন্তুকের গায়ে লম্বা ওভারকোট, এবং ত্রিবর্ণের বন্ধনীর মধ্যে পিস্তল ও তরবারি নিবদ্ধ। তাঁহাকে একটা খড়ের বিছানায় শোওয়ানো হইল। ডাক্তার তাঁহার মুখমণ্ডল জল দিয়া বেশ করিয়া ধৌত করিয়া দিলেন। গভেন তখন মনোযোগের সহিত তাঁহার মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইঁহার সঙ্গে কোনো কাগজপত্র আছে কি ?'

ডাক্তার আগন্তুকের কোটের পকেটে হাত দিয়া তাঁহার পকেট-বুক বাহির করিয়া গভেনের হাতে দিলেন।

এদিকে আহত আগন্তুক শীতল সলিল-সংস্পর্শে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

গভেন পকেট-বুকটি পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে চার ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হইল এবং তাহা খুলিয়া পাঠ করিল— 'কমিটি অব পাবলিক সেফ্‌টি। সিটিজেন সিমুর্দ্যান।'

বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া গভেন বলিয়া উঠিল, 'সিমুর্দ্যান !'

এই চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আহত তাঁহার নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিলেন।

গভেন একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

'আপনি, সিমুর্দ্যান ! এই দ্বিতীয়বার আপনি আমার জীবনরক্ষা করলেন !'

সিমুর্দ্যান তাহার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার রক্তস্রাবী বদনমণ্ডল এক অনির্বচনীয় আনন্দের আভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল।

গভেন তাঁহার পার্শ্বে নতজানু হইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, 'গুরুদেব !'

স্নেহ-গদ্‌গদ কণ্ঠে সিমুর্দ্যান উচ্চারণ করিলেন, 'বৎস আমার !'

দীপ্তাকাশে কৃষ্ণছায়া

সে আজ কতকাল, যেদিন ছাত্রের শিক্ষাসমাপনান্তে তাহার ভবন হইতে গৃহ-শিক্ষক বিদায় লইয়াছিলেন। তার পর আর তাহাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের যোগ সর্বদাই অব্যাহত ছিল। দেখা হইলে বোধ হইল, যেন মাত্র বিগত সন্ধ্যায় তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল।

শহরের টাউনহলে আহতগণের চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বড়ো হলে অন্যান্যদের স্থান করিয়া পার্শ্ববর্তী একটি ছোটো কক্ষে সিমুর্দ্যানের শয্যা রচিত হইল। ডাক্তার তাঁহার ক্ষত সেলাই করিয়া দিলেন।

সিমুর্দ্যানের পক্ষে এখন সুনিদ্রার প্রয়োজন। তাই ডাক্তার গভেনকে সিমুর্দ্যানের শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তখনকার মতো উভয়কেই হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে হইল। গভেনের তখন অবসর ছিল না। বিজেতার সহস্র কর্তব্য ও উদ্‌বেগে সে ব্যতিব্যস্ত। সিমুর্দ্যান একাকী রহিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘুম আসিল না। ক্ষতের বেদনা এবং আনন্দের উত্তেজনা— এই উভয়বিধ প্রদাহে তাঁহার শরীর ও মন পুড়িয়া যাইতেছিল।

সিমুর্দ্যানের নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই; কিন্তু নিজেকে জাগ্রত বলিয়াও তাঁহার বোধ হইল না। তাঁহার স্বপ্ন কি বাস্তবিকই সফল হইয়াছে? তাঁহার যে এত সুখ হইতে পারে, এ বিশ্বাস সিমুর্দ্যান বহুপূর্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথচ সেই সুখ আজ সত্যই উপস্থিত। আজ তিনি হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন! গভেনকে তিনি যখন ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তখন সে বালকমাত্র; আজ সে পূর্ণবয়স্ক যুবক— মহৎ, দুর্ধর্ষ, বীর। আজ সে বিজয়ী; সেই বিজয় আবার সাধারণতন্ত্রেরই সপক্ষে। ভেণ্ডি প্রদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের একমাত্র সহায় গভেন, আর সাধারণতন্ত্রের এই শক্তিমান পুরুষ— ভাবিতে ভাবিতে সিমুর্দ্যানের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল— এ তো তাঁহারই দান! এই বিজেতা তাঁহারই শিষ্য! সাধারণতন্ত্রের দেবায়তনে স্থান পাইবার উপযুক্ত এই তরুণ-বদনমণ্ডলে প্রতিভার যে দীপ্তি, এ তো তাঁহার নিজেরই জ্ঞানলোকের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য, তাঁহার আত্মার সন্ততি, আজ একজন বীরপুরুষ— অচিরেই মাতৃভূমির গৌরব বলিয়া গণ্য হইবে। সিমুর্দ্যানের বোধ হইল এ যেন তাঁহার নিজেরই আত্মা

দেবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে! এইমাত্র তিনি গভেনের রণনৈপুণ্য দর্শন করিয়াছেন; এবং দ্রুপদরাজসভায় লক্ষ্যভেদ-কুশলী ছদ্মবেশী অর্জুনের কৃতিত্বে গুরু দ্রোণাচার্যের মতোই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন।

এই-সকল অভাবিত ঘটনাপরম্পরা এবং ক্ষতপ্রদাহজনিত নিদ্রাভাব— সবে মিলিয়া সিমুর্দ্যানের মনকে যেন কেমন নেশাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন, এই যুবকের অত্যুজ্জ্বল, গৌরবমণ্ডিত ভবিষ্যৎ— কেমন করিয়া তাহার যশঃসূর্য পূর্বদিগন্ত হইতে ক্রমে ক্রমে মধ্যন্দিন আকাশে আরোহণ করিতেছে। এই কথা ভাবিয়া তাঁহার আহ্লাদ আরো শতগুণ বর্ধিত হইল যে, এই যুবকের উপর তাঁহার নিজের পূর্ণ প্রভাব। এইমাত্র সিমুর্দ্যান গভেনের যে কৃতকার্যতা প্রত্যক্ষ করিলেন, এরূপ আর-একটি বিজয় লাভ করিতে পারিলেই সাধারণতন্ত্রের নিকট হইতে গভেনের জন্য পুরোপুরি সেনাপতি-পদ সংগ্রহ করা সিমুর্দ্যানের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। রণজয়ের বিস্ময়ের মতো এমন চমকপ্রদ আর কিছুই নাই। সেই যুগে প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো সামরিক খেয়াল ছিল। প্রত্যেকেই ভাবিত অমুককে সেনাপতি করা চাই। ড্যাণ্টনের মতলব ছিল ওয়েস্টারম্যান সেনাপতি হয়; ম্যারাটের ইচ্ছা রসিনোল; হেবার্টের ইচ্ছা রুসিন; রবসপীয়র ইহাদের কাহাকেও সেনাপতি করিতে নারাজ। সিমুর্দ্যানের মনে হইল, গভেনই-বা সেনাপতি না হইবে কেন? তাঁহার কল্পনা ক্রমেই উদ্দাম হইয়া উঠিল। সমস্তই এখন তাঁহার সম্ভব বোধ হইতে লাগিল। বাধাবিঘ্ন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সম্ভাবনা হইতে সম্ভাবনান্তরে তাঁহার মন অনায়াসে অগ্রসর হইতে লাগিল। কল্পনার সোপানে একবার পাদক্ষেপ করিলে মনের গতি আর নিবৃত্ত হয় না। এ যে অসীম অনন্ত আরোহণ— ধূলিমলিন ধরণী হইতে আরম্ভ করিয়া মন অচিরেই নক্ষত্রলোকে উপনীত হয়।

একজন বড়ো সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা করে মাত্র; কিন্তু একজন বিচক্ষণ কাপ্তেন (নৌসেনাধ্যক্ষ) সঙ্গে সঙ্গে 'আইডিয়া'ও পরিচালনা করে। কল্পনার চক্ষে সিমুর্দ্যান দেখিলেন গভেন একজন সুদক্ষ কাপ্তেন। তার পর দেখিলেন— আমরা জানি কল্পনা বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়— দেখিলেন, গভেন যেন সমুদ্র-বক্ষে ইংরাজদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; রাইন নদীতে জার্মানদের হটাইয়া

দিতেছে ; পিরেনিজের গিরিশিখরে স্পানিয়ার্ডদের পরাস্ত করিতেছে ; আল্পস্ পর্বতের উপর হইতে রোমানদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য সংকেত করিতেছে।

সিমুর্দ্যানের মধ্যে দুইটি প্রকৃতি পাশাপাশি কার্য করিত— একটি কোমল, একটি কঠোর। গভেনের চরিত্রে মহৎ ও ভীষণ— দুই ভাবেরই যুগপৎ বিকাশ দেখিয়া এই উভয় প্রকৃতিই খুশি হইল। পুনর্গঠনের পূর্বে কত যে ভাঙাচোরা আবশ্যক, সিমুর্দ্যান তাহা ভাবিয়া দেখিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, 'বাস্তবিক, কোমলতার এখন স্থান নাই। গভেন নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শানুরূপ কার্য করিতে পারিবে।'

সিমুর্দ্যানের উত্তেজিত কল্পনা তাঁহার মনোনেত্রের সম্মুখে চিত্রের পর চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন— আলোকের বর্মে গভেনের বক্ষ আবৃত, ললাটে তাহার উল্কাদীপ্তি, পুঞ্জীভূত তিমিররাশি পদাঘাতে দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ন্যায়, যুক্তি ও উন্নতির বিশালপক্ষে ভর দিয়া সে আকাশ-ঊর্ধ্বে উড়িয়া যাইতেছে ; হস্তে কিন্তু তাহার তরবারি। সে দেবতা— কিন্তু সংহারকর্তাও বটে।

এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় অর্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে পার্শ্বের হলঘরের কথাবার্তা সিমুর্দ্যানের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। গভেনের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অনেক সময়েই সেই স্বরঝংকার তাঁহার শ্রুতিমূলে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আজ এই যুবকের কণ্ঠেও তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালকের মধুর স্বরই যেন গুঞ্জরিত হইতেছে। সিমুর্দ্যান কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। একজন সৈনিক বলিতেছে, 'কমাণ্ডাণ্ট, আপনাকে যে লোকটা গুলি করেছিল, এ সেই। গোলমালের মধ্যে তার উপর কারো নজর ছিল না ; সেই সুযোগে সে একটা নীচের কুঠরিতে চলে গিয়েছিল।'

গভেন এবং বন্দীর মধ্যে এই কথোপকথন সিমুর্দ্যান শুনিতে পাইলেন।

'তুমি আহত ?'

'গুলি করে মারার পক্ষে আমার অবস্থা অনুপযুক্ত নয়।'

'লোকটিকে বিছানায় শুইয়ে দাও। এর ক্ষতগুলি ধুইয়ে বেঁধে দিতে হবে। শুশ্রূষার কোনো ত্রুটি না হয়। একে আরাম করা চাই।'

'আমি মরতে চাই।'

'তোমাকে বাঁচতে হবে। তুমি রাজার নামে আমাকে হত্যা করতে

চেয়েছিলে ; আমি সাধারণতন্ত্রের নামে তোমাকে মার্জনা করছি।'

সিমূর্দ্যানের ললাটের উপর কৃষ্ণছায়া বিস্তীর্ণ হইল। হঠাৎ চমকিয়া লোকের যেমন নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ হইল। অপ্রসন্ন হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বিড়বিড় করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এ দেখছি দয়াশীল।'

-

বাথিতা জননী

সিমূর্দ্যান অপেক্ষাও অধিকতর সাংঘাতিকরূপে আহত আর-একজন অন্য স্থানে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিতেছিল। সে হইতেছে বন্দুকের গুলিতে আহত সেই রমণী, যাহাকে ফকির টেলিমার্চ হার্ব-এন-পেল-এর রক্তবন্যার মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

মিচেল ফ্লেচার্ডের অবস্থা বাস্তবিকই অতি সংকটাপন্ন। টেলিমার্চও প্রথমে এতটা বুঝিতে পারে নাই। গুলি বুকের উপর দিয়া ঢুকিয়া কাঁধের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার ফুসফুস স্পর্শ করে নাই। সুতরাং বাঁচিবার আশা আছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, টেলিমার্চ 'ফকির', অর্থাৎ সে কিছু ডাক্তারি, কিছু হেকিমি এবং কিছু তুকতাক জানিত। সে তাহার বনমধ্যস্থ নিভৃত আবাসগুহায় রমণীকে লইয়া গিয়া শৈবালশয্যায় শোওয়াইয়া দিল। এবং লতা, পাতা, গাছের শিকড় প্রভৃতি বনজ ভেষজে যথাসাধ্য তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিল। মিচেল ফ্লেচার্ড এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

ঘাড়ের হাড় জোড়া লাগিল ; বুকের ও কাঁধের ঘা বুজিয়া আসিল ; কয়েক সপ্তাহ পরে সে অনেকটা সারিয়া উঠিল। একদিন প্রত্যুষে টেলিমার্চের গায়ে ভর দিয়া সে গুহা হইতে বাহির হইল এবং কিয়দ্দূর পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। প্রাতঃসূর্যের কিরণোদ্ভাসিত বৃক্ষতলে তাহারা উপবেশন করিল।

টেলিমার্চ এই রমণী সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বক্ষে ক্ষত ছিল বলিয়া এতদিন কোনো কথাবার্তা হইতে পারে নাই। মৃত্যুযন্ত্রণা ভুগিতে ভুগিতে রমণী বোধ হয় একটি কথাও বলিতে পারে নাই। বলিতে চাহিলে টেলিমার্চ তাহাকে

থামাইয়া দিত, কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়াই টেলিমার্চ বুঝিতে পারিত, সে সর্বদাই যেন কি খেয়ালে ভোর হইয়া রহিয়াছে।

এখন সে অনেকটা সবল হইয়াছে, বোধ হয় অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও হাঁটিয়া যাইতে পারিবে। দেখিয়া ফকিরের মনে আহ্লাদ হইল। সদাশয় বৃদ্ধ বাৎসল্যরসে সিক্ত হইয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, 'আবার আমরা চলতে পারছি, আর আমাদের কোনো ক্ষত নেই।'

'হৃদয়ের ক্ষত ছাড়া', রমণী বলিল। পরক্ষণেই সে আবার বলিল, 'তা হলে ওরা যে কোথায় আপনি তার কিছুই জানেন না ?'

'ওরা কারা ?' টেলিমার্চ জিজ্ঞাসা করিল।

'আমার সন্তানেরা।'

এই 'তা হলে' কথাটি কতই অর্থপূর্ণ ! ইহাতে এই বুঝাইল, 'আপনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, এতদিন আমার পাশে থাকিয়াও আপনি একবারও মুখ খুলেন নাই, আমি কথা বলিতে চেষ্টা করিলে আপনি প্রতিবারেই বারণ করিয়াছেন, আমি পাছে কিছু বলি সেইজন্য আপনি সর্বদাই আশঙ্কিত, ইহার একমাত্র কারণ আমাকে আপনার বলিবার কিছু নাই।'

জ্বরের ঘোরে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তাহার মন যখন উদ্‌ভ্রান্ত, তখন অনেকবার সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, বৃদ্ধ তাহার কথার জবাব দেয় নাই।

আসলে টেলিমার্চ কি জবাব দিবে ঠিক করিতে পারিত না। মাতাকে তাহার সন্তান হারাইয়া গিয়াছে, এ কথা বলা সহজ নহে। আর তার পর, সে জানেই বা কি ? কিছুই না। সে শুধু এইটুকু জানিতে পারিয়াছিল যে, একটি সন্তানবতী রমণীকে গুলি করা হয়, সেই রমণীকে ভূমিতলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে লইয়া আসে, তাহার তিনটি সন্তান ছিল, এবং ল্যান্টিনেক মাতাকে গুলি করিয়া সেই বাচ্চাগুলিকে লইয়া গিয়াছে। আর কোনো খবর নাই। এই ছেলেদের কি হইয়াছে ? তাহারা বাঁচিয়া আছে কি ? জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সে আরো এইটুকু জানিতে পারিয়াছিল, উহাদের মধ্যে দুইটি বালক এবং একটি বালিকা— বালিকাটি এখনো মাতৃস্তন্য ছাড়ে নাই। এই হতভাগ্যদের সম্বন্ধে বৃদ্ধের মনে কত প্রশ্নই না উদিত হইত, কিন্তু তাহার একটারও উত্তর জোগাইত না। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শুধু মাথা নাড়িয়া

চুপ করিয়া থাকিত। মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক এমন প্রকৃতির লোক যাঁহার সম্বন্ধে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনা করিতে সাহসী হইত না।

ল্যান্টিনেকের সম্বন্ধে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনা করিত না; আবার টেলিমার্চের সঙ্গেও তাহারা পারতপক্ষে আলাপ করিত না। কৃষকদের অনেকরকম সন্দেহ সংস্কার থাকে। টেলিমার্চকে তাহারা পছন্দ করিত না। তাহাদের নিকটে এই ফকির এক রহস্যময় জীব! আকাশের দিকে সে সর্বদাই চাহিয়া থাকে কেন? ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সে কী ভাবে? বাস্তবিক, লোকটা কি অদ্ভুত! দেশে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে, চারি দিকে বিপ্লবের লেলিহান অনলশিখা ও আর্ত কোলাহল, এখন লোকের একমাত্র ব্যাবসা ধ্বংসসাধন এবং একমাত্র কাজ হত্যা করা; যে পারে সেই অপরের বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিতেছে, গৃহস্থকে সপরিবারে হত্যা করিতেছে এবং গ্রাম-জনপদ লুণ্ঠন করিতেছে; গুপ্ত আক্রমণে অপরের জীবনসংহার করার ফন্দিফিকির ভিন্ন এখন আর লোকের অন্য চিন্তা নাই। এমন সময় এই নিঃসঙ্গ লোকটা কিনা জঙ্গলে জঙ্গলে গাছগাছড়া খুঁজিয়া বেড়ায়— ফুল, পাখি, আকাশের নক্ষত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এবং প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য ও অগাধ শান্তির মধ্যে যেন তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যায়। সুতরাং সে সাংঘাতিক লোক না হইয়াই পারে না! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লোকটার মাথা খারাপ, কারণ সে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়াও থাকে না, কাহারো উপর বন্দুকও ছোড়ে না। এইজন্য সকলেই তাহাকে কেমন ভীতি ও সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

'লোকটা ক্ষ্যাপা।'— পথিকেরা মন্তব্য করিত।

টেলিমার্চ যে কেবল নিঃসঙ্গ তাহা নহে, লোকে তাহাকে বর্জন করিয়া চলিত। তাহাকে কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিত না, তাহার কথায়ও বড়ো একটা জবাব দিত না। তাই সে বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। লড়াই এখন অন্যত্র চলিতেছে, সৈন্যেরা দূরে চলিযা গিয়াছে, সে অঞ্চলের দিক চক্রবাল হইতে মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের মূর্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

'আমার সন্তানেরা!'— ব্যথিতা জননীর মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হওয়ার পর টেলিমার্চের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। রমণীও নিজের চিন্তায় আবার বিভোর হইয়া পড়িল। তাহার মনে তখন কি হইতেছিল? সে যেন গভীর

সাগরতল হইতে চাহিয়া দেখিতেছিল। সহসা সে টেলিমার্চের দিকে ফিরিয়া, যেন কতকটা ক্রুদ্ধস্বরে, পুনরায় বলিয়া উঠিল. 'আমার সন্তানেরা ?'

টেলিমার্চ অপরাধীর মতো মাথা নত করিল। তাহার মনে হইতেছিল, ল্যাণ্টিনেকের কথা, যে ল্যাণ্টিনেক নিশ্চয়ই এখন তাহার কথা ভাবিতেছিল না— যে হয়তো তাহার অস্তিত্ব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, 'একজন লর্ড যখন বিপদগ্রস্ত হন, তখন তিনি তোমাকে চিনিতে পারেন ; কিন্তু বিপন্মুক্ত হলে তোমার কথা আর তাঁর স্মরণ থাকে না।'

সে নিজেকে প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু তা হলে আমি এই লর্ডকে বাঁচালাম কেন ?' নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিল, 'কারণ সে একটা মানুষ তো বটে।' তার পর কিছুক্ষণ সে চিন্তামগ্ন রহিল। পুনরায় আত্মপ্রশ্ন হইল, 'সে যে মানুষ— তা'ও ঠিক বলা যায় কি ?'

তাহার নিজেরই মর্মভেদী কথাগুলি আবার তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, 'যদি আগে বুঝতে পারতাম।'

এই ব্যাপারটায় সে যেন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যাহা করিয়াছে, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করা তাহার পক্ষে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সে বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেল। ভালো কাজেরও অনেক সময় মন্দ ফল হয়। ব্যাঘ্রের প্রাণ রক্ষার পরিণাম হয়তো মেষের প্রাণবিনাশ! টেলিমার্চ মনে মনে নিজেকে অপরাধী বোধ করিল। তাহার মনে হইল, এই অযৌক্তিক মাতৃক্রোধ অসঙ্গত নহে। মার্কুইসের জীবনরক্ষায় তাহার যে পাপ হইয়াছিল এই রমণীকে বাঁচাইয়া সে তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা সান্ত্বনা পাইল।

কিন্তু শিশুদের কি হইল ? তাহাদের মাতাও ভাবিতেছিল। দুইজনের চিন্তাই পাশাপাশি চলিতেছিল ; এবং যদিও তাহারা নীরব ছিল, তবুও এই দুইটি চিন্তার ধারা হয়তো পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছিল।

রমণী তাহার 'নিশার মতো নীরব' বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি আবার টেলিমার্চের দিকে ফিরাইল।

'কিন্তু এমন করে বসে থাকলে তো চলবে না।'

ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া টেলিমার্চ বলিল, 'চুপ!'

রমণী বলিতে লাগিল, 'আমাকে বাঁচিয়ে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনার উপর আমার রাগ হচ্ছে সেইজন্য। মরলেই আমার ভালো হত ; তা হলে নিশ্চয়ই আমি ওদের দেখতে পেতেম— ওরা কোথায় আছে আমি জানতে পারতাম। তারা হয়তো আমাকে দেখতে পেত না, কিন্তু আমি তো তাদের কাছে কাছে থাকতে পারতাম। মৃতেরা নিশ্চয়ই অন্যদের রক্ষা করতে পারে।'

ফকির স্বীয় হস্তে রমণীর হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার নাড়ি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

'অত অধীর হোয়ো না ; আবার জ্বর আসবে।'

রমণী কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখান থেকে কবে আমি চলে যেতে পারব ?'

'চলে যেতে ?'

'হ্যাঁ, হেঁটে যেতে।'

'বেবুঝ হলে কখনোই না, আর বুঝে চললে কালই।'

'বুঝে চলা কাকে বলে ?'

'ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা।'

'ঈশ্বর !— তিনি আমার সন্তানদের কি করেছেন ?'

রমণীর মন উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর কোমল, মধুর।

সে বলিল, 'আপনি তো বুঝছেন, এরূপভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে আমি থাকতে পারি নে। আপনার কখনো ছেলেপিলে হয় নি, আমার হয়েছে। এইখানেই প্রভেদ। কোনো একটা জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে, ওটার সম্বন্ধে বিচার করা যায় না। আপনার কখনো ছেলেপিলে হয় নি, নয় ?'

টেলিমার্চ উত্তর দিল, 'না।'

'আর আমার— আমার এই শিশুগুলি ছাড়া সংসারে আর কিছুই নেই। সন্তানদের বাদ দিলে আমার আর থাকে কি ? কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে, কেন ওরা আমার কাছে এখন নেই ? ঘটনা ঘটে, দেখতে পাই— কিন্তু কেন, বুঝতে পারি না। তারা আমার সোয়ামীকে হত্যা করেছে ; আমাকেও গুলি করেছিল। এর মানে কি ? বুঝি না।'

টেলিমার্চ বলিল, 'থামো ; তোমার আবার জ্বর আসছে। তুমি আর কথা

বোলো না।'

রমণী চুপ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিল।

সেইদিন হইতে রমণী আর কথা বলে নাই। একটা প্রাচীন বনস্পতি-মূলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। এতটা চুপচাপ আবার টেলি-মার্চেরও ভালো লাগে নাই। নীরবে বসিয়া সন্তানহারা জননী স্বপ্নের জাল বুনিত। দুঃখের শেষ সীমায় যাহারা উপনীত, মৌনাবলম্বনই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়। বুঝিবার চেষ্টা রমণী একেবারেই পরিত্যাগ করিল।

সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ফকির তাহার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিত। এই সুগভীর মর্মবেদনার সান্নিধ্যে বৃদ্ধের অন্তরেও নারীসুলভ কোমল চিন্তার উদয় হইত।

সে মনে মনে ভাবিত, 'তার ওষ্ঠ আর নড়ে না বটে, কিন্তু তার চোখদুটি তো কথা বলছে। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, তার মনে কেবল একটা কথাই জাগছে। মা হয়েছিল, কিন্তু এখন আর সে মা নয়। কোনো কচি ওষ্ঠপুটের আকর্ষণে তাহার মাতৃবক্ষের স্নেহধারা আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে না। এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সব চেয়ে ছোটোটির কথাই তাহার বার বার মনে পড়ে— ছোট্ট মেয়েটি, যাকে এই কিছুদিন আগেও সে স্তন্যদান করেছিল। বাস্তবিক, গোলাপকুঁড়ির মতো ছোট্ট একটি মুখ যখন তোমার শরীর থেকে তোমার আত্মাটিকে যেন চুষে নেয়, তোমার জীবনটি টেনে নিয়ে যেন নিজের জীবন তৈরি করে, তখন নিশ্চয়ই সেটা খুব মিষ্টি লাগে।'

এরূপ তন্ময়তার নিকটে বাক্য হার মানে। সুতরাং ফকিরও চুপ করিয়াই থাকিত। মাতৃত্ব এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ইহা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। মাতার অন্তর্নিহিত অনুভূতি যুক্তিকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া যায়। তাহাতেই মাতৃত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তোলে। জননী আর নারী থাকে না, সে বন্যজন্তুর মতো অন্ধ কিন্তু অভ্রান্ত সংস্কারে পরিচালিত হয়। ছেলেমেয়েগুলি তাহার শাবক। এইজন্য মাতার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রবৃত্তিই থাকে। বিশ্বস্রষ্টার রহস্যময় মহতী ইচ্ছাশক্তি মাতার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত করে। তাহার অন্ধতা অতিপ্রাকৃত আলোকে আলোকিত।

টেলিমার্চ এই হতভাগিনীকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য

হইল না। একদিন সে তাহাকে বলিল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, বড়ো একটা হাঁটতে পারি না, মিনিট পনেরো চলেই হাঁপিয়ে পড়ি, বিশ্রাম করতে হয়। তা না হলে তোমার সঙ্গে আমি যেতেম। আমার মনে হয়, হয়তো এটা ভালোই হয়েছে। 'ব্লু'রা আমাকে সন্দেহ করে যে, আমি বুঝি কৃষকদের দলে; আর কৃষকেরা সন্দেহ করে যে আমি বুঝি একজন জাদুকর। তোমার সহায় না হয়ে, চাই কি আমি তোমার বোঝা হয়ে উঠতাম।'

সে রমণীর উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। রমণী মোটে চোখ খুলিয়াও চাহিল না। বদ্ধমূল ধারণায় মানুষকে অসাধ্যসাধন করায়, কিংবা উন্মত্ত করিয়া তোলে। নিঃসহায় কৃষকরমণী আর কি অসাধ্যসাধন করিবে? সে মাতা— এই পর্যন্ত। দিনের পর দিন রমণী চিন্তাসাগরের গভীর হইতেও গভীরতর তলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। টেলিমার্চ সেটা লক্ষ করিল। রমণীকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে তাহাকে সূঁচ, সুতা প্রভৃতি সেলাইয়ের সরঞ্জাম আনিয়া দিল। অবশেষে ফকির দেখিয়া খুশি হইল যে, রমণী কতকটা সেলাই আরম্ভ করিয়াছে। সে কল্পনা করিত, কিন্তু কাজও করিত— স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ক্রমে ক্রমে তাহার মানসিক শক্তি যেন একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সে তাহার ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রাদি মেরামত করিল; কিন্তু চক্ষে তাহার উদাস দৃষ্টি আগের মতোই রহিয়া গেল। নুইয়া সেলাই করিবার সময় গুন্‌গুন্ করিয়া সে যেন কি গান করিত; কি সব নাম অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিত— বোধ হয় সন্তানদের নাম— টেলিমার্চ ঠিক বুঝিতে পারিত না। কখনো কখনো তাহার গান হঠাৎ মাঝখানে থামিয়া পড়িত, এবং সে কান পাতিয়া পাখিদের কূজন শুনিত, বুঝি তাহার মনে হইত এরা কোনো খবর আনিয়াছে। মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিত আকাশের অবস্থা কিরকম। কখনো কখনো তাহার ওষ্ঠ নড়িতেছে দেখা যাইত— আপন মনে অনুচ্চস্বরে কথা বলিতেছে। একটা থলি সেলাই করিয়া সে তাহা বাদামে ভর্তি করিল। একদিন প্রভাতে টেলিমার্চ দেখিল, রমণী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে— দৃষ্টি তাহার সুদূর অরণ্যগর্ভে প্রসারিত।

'কোথায় যাচ্ছ?'— ফকির জিজ্ঞাসা করিল।

রমণী উত্তর দিল, 'আমি ওদের সন্ধানে যাচ্ছি।'

ফকির তাহাকে থামাইতে চেষ্টা করিল না।

৭

সত্যের দুই প্রান্ত

ভেণ্ডির সংগ্রাম ক্ষান্ত হইল না; কিন্তু ভেণ্ডিয়ানরা ক্রমেই হারিয়া যাইতে লাগিল। ডল-এ সে রাত্রিতে গভেনের দুঃসাহসিক আক্রমণের ফলে কুজার্স অঞ্চলে বিদ্রোহ একেবারে নির্বাপিত না হইলেও খুব নরম হইয়া পড়িল। পর পর আরো কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে সাধারণতন্ত্রের প্রভাব এখানে বাড়িয়া গেল।

অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। রাজপক্ষের প্রবল পরাক্রমে যেখানে সাধারণ-তন্ত্রের মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনা হইয়াছিল, এখন সেখানে সাধারণতন্ত্রই জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আবার নূতন এক সমস্যা তাল পাকাইয়া উঠিয়াছে।

এই বিজয়ের আলোকে সাধারণতন্ত্রের দুইটি বিভিন্ন মূর্তি ক্রমে ফুটিয়া উঠিল— একটি করালী, আর-একটি করুণাময়ী; একটি খর্পর-করবালিনী, নৃমুণ্ডমালিনী— অপরটি বরাভয়করা; একটি চায় কঠোরতার দ্বারা আপনার অধিকার বিস্তার করিতে— আর-একটি চায় কোমলতার দ্বারা। ইহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইবে কোন্‌টির? ইহাই প্রশ্ন।

এই মূর্তিদ্বয়ের পূজার প্রধান ঋত্বিক ছিল দুইজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। একজন যোদ্ধপুরুষ— সৈন্যাধ্যক্ষ, অপরজন শাসন-পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির অসাধারণ ক্ষমতা— শাসন-পরিষদ তাহার পৃষ্ঠপোষক; প্যারিসের কমিউন সাণ্টারের ব্যাটালিয়ানকে যে সাংঘাতিক সংকেতবাক্যে বিদায়াভিনন্দন করে— 'দয়া দেখাবে না, ক্ষমা করবে না'— তাহাই ইহার কার্যপ্রণালীর মূলমন্ত্র। তাহার হস্তে কনভেনশনের আদেশপত্র— 'কোনো বন্দী বিদ্রোহী সর্দারকে যে পলায়নের সহায়তা করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।' কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টি তাহাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, এবং সকলে যেন তাহার আদেশ মান্য করে তজ্জন্য রবসপীয়র, ম্যারাট ও ড্যানটনের স্বাক্ষরিত অনুজ্ঞাপত্র বাহির হইয়াছে। পক্ষান্তরে সৈনিকপুরুষটির একমাত্র বল— দয়া। তাহার সহায় কেবল তাহার বাহু— যাহা শত্রুকে পর্যুদস্ত করিয়াছে এবং তাহার হৃদয়— যাহা আমাদিগকে ক্ষমা করিতে চায়। তাহার মনে হইত, সে যখন বিজেতা তখন বিজিতকে ক্ষমা করিবার অধিকার তাহার রহিয়াছে।

এই কারণে দুইজনের মধ্যে গোপনে গোপনে গভীর বিরোধের সূত্রপাত হইল। দুইজনের জগৎ স্বতন্ত্র, যদিও উভয়েরই চেষ্টা বিদ্রোহদমন। দুইজনেই বজ্রপাণি। তবে একের বজ্র বিজয়, অপরের বজ্র বিভীষিকা।

সকলেরই মুখে এই দুইজনের কথা। ইহাদের কার্যকলাপে যাহাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত হইতেছিল, তাহাদের একটা উদ্‌বেগের কারণ ছিল যে, বিরুদ্ধমতাবলম্বী এই নেতৃপুরুষদ্বয় পরস্পরের প্রতি অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত অনুরক্ত। এই প্রতিদ্বন্দ্বী-যুগল একে অন্যের বন্ধু— উদার, গভীর সহানুভূতিতে দুইটি হৃদয় সমবদ্ধ। কঠোরজন কোমলজনের জীবনরক্ষা করিয়াছে— সেই প্রচেষ্টার ক্ষতচিহ্ন তাহার বদনমণ্ডলে এখনো বর্তমান। ইহাদের একজন জীবনের, আর-একজন মৃত্যুর মূর্ত বিকাশ ; যেন একজন শান্তির, আর-একজন সংহারের নৈসর্গিক নিয়ম। অথচ ইহারা পরস্পরকে ভালোবাসে— অদ্ভুত সমস্যা!

এই দুইজনের মধ্যে 'নির্মম' বলিয়া যাহার খ্যাতি, সে কিন্তু আবার মানব-প্রেমে ভরপুর ছিল। আহতের ক্ষত-বন্ধন, পীড়িতের শুশ্রূষা ও আতুরের পরিচর্যায় তাহার দিবস-রজনী হাসপাতালেই অতিবাহিত হইত। নগ্নপদ বালক-বালিকা দেখিলে তাহার অন্তরের কোমলতম অংশ ব্যথিত হইয়া উঠিত। নিজের যাহা-কিছু, তাহার সবই সে দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিত। সকল যুদ্ধেই সে উপস্থিত থাকিত ; অগ্রগামী সৈন্যদলের পুরোভাগে থাকিয়া সংগ্রাম যেখানে নিবিড়তম হইয়া উঠিয়াছে রণস্থলের সেই অংশেই সে চলিয়া যাইত। তাহাকে সশস্ত্রও বলা যায়, নিরস্ত্রও বলা যায়— সশস্ত্র, যেহেতু একটি তরবারি ও দুইটি পিস্তল সর্বদাই তাহার কটিবন্ধে নিবদ্ধ থাকিত ; আর নিরস্ত্র, যেহেতু কেহ কোনোদিন তাহাকে এই-সকল অস্ত্র স্পর্শ করিতে দেখে নাই। বুক পাতিয়া সে আঘাত গ্রহণ করিত, কিন্তু প্রতিঘাতের চেষ্টা সে কখনো করে নাই। শোনা যায়, লোকটি নাকি এক সময়ে পাদরী ছিল।

ইহাদের একজন গভেন, আর-একজন সিমুর্দ্যান।

ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব, কিন্তু মতদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল। এইরূপ গূঢ় অন্তর্যুদ্ধ বেশিদিন গোপন থাকিতে পারে না। আভ্যন্তরিক রুদ্ধ বাষ্প আপনার আবেষ্টন বিদীর্ণ করিয়া একদিন সশব্দে বাহির হইয়া পড়িল এবং দুইজনের মধ্যে

প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সিমুর্দ্যান গভেনকে বলিল, 'আমরা এ পর্যন্ত কি করতে পেরেছি?'

প্রত্যুত্তরে গভেন বলিল, 'তা তো আপনিও জানেন, আমিও জানি। ল্যান্টিনেকের অনুবর্তীদের আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। তার অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে। তাকেও কুজার্সের অরণ্যে হটিয়ে দিয়েছি— আটদিনের মধ্যে আমরা তাকে ঘিরে ফেলব।'

'আর পনেরো দিনের মধ্যে?'

'সে ধৃত হবে।'

'তার পর?'

'আপনি আমার ইস্তাহার তো পড়েছেন।'

'হ্যাঁ; ভালো!'

'তাকে গুলি করে মারা হবে।'

'আরো অনুকম্পা!— তাকে গিলোটিনে চড়াতে হবে।'

'আমি সামরিক প্রাণদণ্ডের পক্ষে।'

'আর আমি' সিমুর্দ্যান বলিয়া উঠিল, 'আমি চাই বৈপ্লবিক প্রাণদণ্ড।'

গভেনের মুখের দিকে চাহিয়া সিমুর্দ্যান আরো বলিল, 'সেন্ট-মারে-ল্যা-ব্লঁা মঠের নান্‌দিগকে তুমি ছেড়ে দিলে কেন?'

গভেন জবাব দিল, 'আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই করি না।'

'ঐ স্ত্রীলোকগুলি জনসাধারণের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ, আর বিদ্বেষ ব্যাপারে একজন রমণী দশজন পুরুষের সমান। লুভিগ্‌নেতে ধৃত ধর্মোন্মত্ত পাদরীগুলিকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে পাঠাতে তুমি অস্বীকৃত হলে কেন?'

'আমার যুদ্ধ বৃদ্ধদের সঙ্গে নয়।'

'বৃদ্ধ পাদরী যুবক পাদরী অপেক্ষা বহুগুণ মন্দ। পলিত কেশ বৃদ্ধ কর্তৃক প্রতারিত হলে বিদ্রোহ অধিকতর সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। লোলচর্মের উপর লোকের আস্থা অসাধারণ। গভেন, মিথ্যা দয়া দেখিয়ে ফল নেই। মনে রাখবে, রাজহন্তারা দেশের মুক্তিদাতা। টেম্পল-টাওয়ারের কারাগারের দিকে যেন দৃষ্টি থাকে।'

'টেম্পল-টাওয়ার। ডফিনকে (যুবরাজকে) আমি সেখান থেকে ছেড়ে

দেব। শিশুদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না।'

সিমুর্দ্যানের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

'গভেন, এটা শেখো, রমণীর সঙ্গে লড়াই করা আবশ্যক যখন সেই রমণীর নাম মেরি এণ্টনয়েট, বুড়োর লড়াই করা আবশ্যক যখন বুড়োর নাম ষষ্ঠ পায়াস্ এবং সে পোপ, আর শিশুর সঙ্গেও লড়াই করা আবশ্যক যখন সেই শিশুর নাম লুই ক্যাপেট।'

'প্রভু, আমি রাজনীতিজ্ঞ নই।'

'অনিষ্টকারী হোয়ো না। কসে আক্রমণকালে বিদ্রোহী জিন ট্রেটন পরাস্ত হয়ে সব হারিয়ে যখন একাকী তলোয়ার হাতে আমাদের সমগ্র সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন তুমি এই বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন— "তফাৎ, ওকে যেতে দাও"।'

'কারণ একটি লোককে বধ করার জন্য পনেরোশো লোককে তার উপর লেলিয়ে দেওয়া যায় না।'

'আস্তিলে তোমার সৈন্যেরা যখন আহত ও পলায়নপর ভেণ্ডিয়ান জোসেফ বেজিয়ারকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তুমি তখন বলে উঠলে, "তোমরা এগিয়ে যাও, এ আমার কাজ।" এই বলে আকাশে তোমার পিস্তল ছুড়ে দিলে। কেন?'

'কারণ, ভূপতিত শত্রুকে লোকে হত্যা করে না।'

'তুমি অন্যায় করেছিলে। আজ দুজনেই বিদ্রোহী সর্দার। এই দুজনকে বাঁচিয়ে তুমি সাধারণতন্ত্রের দুটি শত্রু বৃদ্ধি করেছ।'

'আমার অবশ্য অভিপ্রায় ছিল, এ দুজন সাধারণতন্ত্রের মিত্রই হয়।'

'লেণ্ডিয়ানের যুদ্ধে বিজয়লাভের পর তিনশো কৃষকবন্দীদিগকে গুলি করে মারো নাই কেন?'

'বোঁচাম্প সাধারণতন্ত্রের বন্দী সৈন্যদের দয়া দেখিয়েছিল; আমরাও রাজপক্ষীয় বন্দী সৈন্যদের দয়া দেখিয়েছি; এইটে লোকে জানুক, এই আমার অভিপ্রায় ছিল।'

'তা হলে ল্যান্টিনেককে ধরতে পারলে, তাকেও তুমি ক্ষমা করবে?'

'না।'

'কেন? তিনশো কৃষককে দয়া দেখাতে পারলে, তাকে নয় কেন?'

'কৃষকেরা অজ্ঞ, ল্যান্টিনেক তার কার্যের ফলাফল বোঝে।'

'কিন্তু ল্যান্টিনেক তোমার আত্মীয়।'

'ফ্রান্স আমার নিকটতম আত্মীয়।'

'ল্যান্টিনেক বৃদ্ধ।'

'ল্যান্টিনেক স্বদেশদ্রোহী। ল্যান্টিনেকের বয়সের সীমা নাই। ল্যান্টিনেক দেশের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগকে আহ্বান করে। ল্যান্টিনেক মূর্তিমান বৈদেশিক আক্রমণ। তার ও আমার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান কেবল আমার বা তার মৃত্যুতে হতে পারে।'

'গভেন, এই সংকল্প যেন মনে থাকে।'

'এ আমার শপথ।'

উভয়েই চুপ করিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গভেন কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'এই তিরানব্বই সালটা দেখছি ভারি সাংঘাতিক।'

'সাবধান গভেন!'— সিমুর্দ্যান বলিয়া উঠিল। 'কঠোর কর্তব্য সম্মুখে। যার দোষ নেই তার উপর কেন দোষারোপ করছ? বৎসরটকে বৃথা নিমিত্তের ভাগী করো না। রোগ কি চিকিৎসকের দোষে হয়? তবে এটা ঠিক যে, এই ভয়ংকর বর্ষের বিশেষত্ব হচ্ছে এর নির্মমতা। কারণ, তিরানব্বই সাল এই মহাবিপ্লবেরই অভিব্যক্তি। প্রাচীন জগৎ এই মহাবিপ্লবের শত্রু; তাই প্রাচীন জগতের উপর এর কিছুমাত্র অনুকম্পা নাই। পচনশীল ক্ষত অস্ত্র-চিকিৎসকের দয়ালাভ করতে পারে কি? রাজগণের প্রভুত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়দের আভিজাত্যগর্ব, সৈনিকের যথেচ্ছাচার, যাজক-সম্প্রদায়ের কুসংস্কার, বিচারকের বর্বরতা— এক কথায় জগতের যত-কিছু অত্যাচার তার উচ্ছেদসাধনই রাষ্ট্র-বিপ্লবের কার্য। এই অস্ত্রোপচার খুব আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লব তা অকম্পিত হস্তে সমাধা করছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি তাজা মাংসও কাটা পড়ছে, কিন্তু তাতে কি? ফোড়া কাটতে গেলে রক্তপাত অনিবার্য। বিপুল অগ্নিদাহ থামাতে গেলে আগুনের মতোই উদ্দাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না কি? একমাত্র এরূপ নিদারুণ অনুষ্ঠান দ্বারাই কৃতকার্যতা লাভ সম্ভব। অস্ত্র-চিকিৎসক

অনেকটা কসাইয়ের মতো- আরোগ্যকারী হলেও আপাতদৃষ্টিতে জল্লাদের মতো নিষ্ঠুর। রাষ্ট্রবিপ্লব তার মারাত্মক কার্য করবেই। এ ভাঙে কিন্তু রক্ষাও করে। কি!— তুমি সংক্রামক বিষবীজকে দয়া দেখাতে বল? রাষ্ট্রবিপ্লব এরূপ আবদার শুনবে না— ওকে একেবারেই ধ্বংস করবে। বিপ্লবের ছুরি সভ্যতার গাত্রে গভীর ক্ষত করছে বটে, কিন্তু তার থেকেই মানবজাতির স্বাস্থ্য-লাভ হবে। তোমরা বেদনা বোধ করছ? তা তো করবেই। কিন্তু কতক্ষণ? অপারেশনটি হতে যতক্ষণ লাগবে। তার পর? তার পর দেখবে যে, রক্ষা পেয়ে গেলে। রাষ্ট্রবিপ্লব জগতের বিষদুষ্ট অঙ্গ ছেদন করছে— তাতেই এই নিদারুণ রক্তস্রাব— এই ভীষণ তিরানব্বই সাল।'

গভেন বলিল, 'অস্ত্রচিকিৎসক সমাহিত চিত্তে, শান্তভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে; কিন্তু বিপ্লববাদীরা উত্তেজনাশীল, অধীর, বলপ্রয়োগ-প্রবণ।'

সিমুর্দ্যান প্রত্যুত্তরে বলিল, 'বৈপ্লবিক কার্যের জন্য নিষ্ঠুর লোকেরই আবশ্যক। যাদের হাত কাঁপে তাদের এ সরিয়ে দেয়; মায়া-মমতা-করুণায় যাদের হৃদয় অণু-মাত্রও বিচলিত হয় না, কেবল তারাই এর একমাত্র নির্ভর। ড্যানটন ভীষণ; রবসপীয়র অনমনীয়; সেণ্টজাস্ট অটল; ম্যারাট নির্মম। এই-সকল লোকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরা এক-একজন এক এক রণবাহিনীর তুল্য। এরা ইউরোপকে আতঙ্কিত করে তুলবে।'

'এবং হয়তো ভবিষ্যৎকেও—' গভেন বলিল। তার পর একটু আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিতে লাগিল— 'অপনি ভুল বুঝছেন, প্রভু, আমি কারো ওপর দোষারোপ করছি না। আমি বলছি কি, এই রাষ্ট্রবিপ্লবটা সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন। কেউ দোষী নয়, কেউ নির্দোষও নয়। ষোড়শ লুই সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত মেষ; সে পালাতে চায়, আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, পারলে দু-একটা কামড় দিতেও ছাড়ে না। এই ক্রুদ্ধ মেষ দাঁত খিঁচোয়, আর অমনি সিংহের দল চেঁচিয়ে ওঠে, "বিশ্বাসঘাতক"। তার পর তাকে ভক্ষণ করে এখন নিজেরা নিজেরা লড়াই করছে।'

'মেষ— পশু মাত্র।'

'আর সিংহেরা— তারা কি?'

এই পাল্টা জবাবে সিমুর্দ্যান একটু ভাবিতে লাগিল। তার পর মাথা তুলিয়া

বলিল, 'এই সিংহেরা বিবেক, এরাই "আইডিয়া", এরা নীতির মূল সূত্র।'

'তারা "বিভীষিকার রাজত্ব" এনেছে।'

'এমন দিন আসবে যখন এই বিভীষিকার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে, লোকে রাষ্ট্রবিপ্লবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে।'

'দেখবেন, শেষটায় এই বিভীষিকা বিপ্লবের কলঙ্ক না হয়ে দাঁড়ায়।'

গভেন বলিতে লাগিল, 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা! এ-সব তো শান্তি ও সামঞ্জস্যের মন্ত্র। এগুলিকে একটা ভয়ংকর মুখোশ পরিয়ে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে? আমরা কি চাই? সমগ্র জনমণ্ডলীকে এক উদার বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা— এই তো আমাদের উদ্দেশ্য। তা হলে আমরা তাদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছি কেন? ভয় পেলে কি লোক আকৃষ্ট হয়? ভালো করবার মতলবে মন্দ করাটা সমীচীন নয়। ফাঁসিকাষ্ঠই যদি দণ্ডায়মান রইল, তবে রাজসিংহাসন উল্‌টে ফেলে লাভ হল কি? রাজাদের মেরে জাতিসমূহকে বাঁচাতে হবে!— তা কেন? মুকুট দূর কর, কিন্তু মাথাটা বাঁচাও। রাষ্ট্র-বিপ্লবের উদ্দেশ্য মৈত্রী, বিভীষিকা নয়। উদার মহত্ত্বাবের প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠুর লোকের কর্ম? মানুষের ভাষায় "মার্জনা"র মতো সুন্দর কথা তো আমি আর একটি দেখি না। রক্তপাত করতে পারি কেবল সেইখানে, যেখানে আমার নিজেরও রক্তপাত হচ্ছে। আমি সৈনিক মাত্র— আমি শুধু যুদ্ধই বুঝি। যদি ক্ষমা করার অধিকার না থাকে তবে এত কাণ্ড করে বিজয়লাভের ফল কি? যুদ্ধের সময় আমরা শত্রুদের শত্রু, কিন্তু বিজয়লাভের পর তারা আমাদের ভাই।'

সিমুর্দ্যান তৃতীয় বার গভেনকে সতর্ক করিয়া বলিল, 'গভেন, তুমি আমার পুত্রাধিক, আবার বলছি, সাবধান!' তার পর একটু চিন্তিতভাবে বলিল, 'মনে রাখবে, আমাদের এই যুগে দয়া হয়তো বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে পারে।'

এ যেন তরবারি ও কুঠারের মধ্যে কথোপকথন।

৮

শাবকের সন্ধানে

এদিকে মাতা তাহার কচি শিশুগুলির সন্ধানে চলিয়াছে সুমুখ পানে। কিরূপে সে জীবন ধারণ করিতেছিল, বলা শক্ত। সে নিজেও তাহা জানে না। দিনরাত্রি সে হাঁটিয়া চলিয়াছে। কখনো ভিক্ষালব্ধ আহার্যে, কখনো বা বন্য ফলমূলে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত; ঝোপঝাড়ের পার্শ্বে, মুক্ত আকাশের নীচে, ভূমিতলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িত— মাথার উপরে কখনো নির্নিমেষ তারাগুলি চাহিয়া থাকিত, কখনো বা ঝড়বৃষ্টি উদ্দাম হইয়া উঠিত।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে রমণী উহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্র শতছিন্ন। মাঝে মাঝে কৃষকের কুটিরদ্বারে গিয়া সে থামে— কেহ দয়া করিয়া কিছুকালের জন্য আশ্রয় দেয়, কেহ বা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। লোকালয়ে স্থান না মিলিলে সে বনের ভিতর চলিয়া যাইত।

এ অঞ্চলে কেহ তাহাকে চিনিত না। আজের প্যারিশ এবং সিস্‌কয়নার্ডের গোলাবাড়ি ভিন্ন সেও আর কিছুই জানিত না। কোন্ পথে যাইতে হইবে সে সম্বন্ধে তাহার কোনোই জ্ঞান ছিল না। চলিতে চলিতে আবার সে ফিরিয়া আসিত; একই পথে একাধিকবার যাতায়াত করিত; এইরূপে কত পর্যটন তাহার নিরর্থক হইয়াছে। কখনো রাজপথ ধরিয়া চলিত; কখনো হয়তো গোরুর গাড়ির চাকার দাগ দেখিয়া তাহারই অনুসরণ করিত, আবার কখনো বা বনের পথে অগ্রসর হইত। এই লক্ষ্যহীন অবিরাম পর্যটনে তাহার যৎসামান্য পরিচ্ছদ জীর্ণ হইয়া পড়িল। প্রথমে তাহার পায়ে জুতা ছিল, তার পর সে খালি পায়ে হাঁটিতে লাগিল, ক্রমে তাহার পদযুগল ক্ষতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিল। গোলাবর্ষণ গ্রাহ্য না করিয়া কত যুদ্ধক্ষেত্র সে অতিক্রম করিয়া গেল। কোনো দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, কোনো শব্দে তাহার কান নাই। তাহার মনে কেবল এক চিন্তা— সন্তানের খোঁজ। চারি দিকে বিদ্রোহ— পুলিস, মেয়র, শাসনকর্তা— এ-সকলের আর অস্তিত্ব নাই; কেবল পথিকের সঙ্গেই তাহার কারবার।

তাহাদিগকে সে জিজ্ঞাসা করিত, 'তোমরা কি কোথাও তিনটি ছোটো

ছেলেমেয়ে দেখেছ ?'

তাহার কথা শুনিয়া পথিকেরা তাহার দিকে তাকাইত। তখন সে বলিত, 'তুইটি ছেলে, একটি মেয়ে।' তার পর সে তাহাদের নাম বলিতে থাকিত, 'রেনিজিন, গ্রোস এলেন, জর্জেটি। তোমরা ওদের দেখ নাই?' বিড়বিড় করিয়া সে বলিয়া যাইত, 'সকলের বড়োটি সাড়ে-চার বছরের, আর ছোট্টটি এই কুড়ি মাসের।'

তার পর আবার বলিয়া উঠিত, 'তোমরা কি জান, তারা কোথায়? আমার কাছ থেকে ওদের কেড়ে নিয়েছে।'

শ্রোতারা তাহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত; এই পর্যন্ত।

যখন সে দেখিত লোকেরা তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই, তখন সে বলিত, 'ওরা আমার কিনা— তাই।'

পথিকেরা চলিয়া যাইত। তখন সে দাঁড়াইয়া আর কোনো কথা না বলিয়া বুক চাপড়াইতে থাকিত। একদিন জনৈক কৃষক মনোযোগ দিয়া তাহার কথাগুলি শুনিল। একটু ভাবিয়া সে বলিল, 'দাঁড়াও। তিনটি ছেলেমেয়ে বললে না?'

'হ্যাঁ।'

'তুইটি ছেলে?—'

'আর একটি মেয়ে।'

'তুমি তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি শুনেছি, একজন লর্ড তিনটি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।'

'এই লোকটি কোথায়? তারাই বা কোথায়?' রমণী জিজ্ঞাসা করিল।

কৃষক বলিল, 'লাটুর্গে।'

'সেখানে গেলে আমার ছেলেদের পাব?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'কি নাম বললে?'

'লাটুর্গ।'

'ওটা কি?'

'ওটা একটা জায়গা।'

'ওটা কি গ্রাম— না কেল্লা— না গোলাবাড়ি ?'

'আমি কখনো সেখানে যাই নি।'

'সেটা কি অনেক দূর ?'

'বড়ো কাছে নয়।'

'কোন্ দিকে ?'

'কুজার্সের দিকে।'

'কোন্ পথে আমি যাব ?'

কৃষক বলিল, 'এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ভটর্টেস্। তুমি আর্নি বাঁয়ে আর কক্‌সেল্ ডাইনে রেখে, লর্‌চাম্প ছাড়িয়ে লীরো নদী পেরিয়ে চলে যাবে।' আঙল দিয়া পশ্চিম দিক দেখাইয়া কৃষক বলিল, 'বরাবর স্নমুখ পানে— যেদিকে সূর্যি ডুবে যায় সেই দিকে তোমাকে যেতে হবে।'

কৃষক তাহার হাত নামাইবার পূর্বেই রমণী ছুটিয়া চলিল। কৃষক চেঁচাইয়া বলিল, 'কিন্তু সাবধান, ওখানে লড়াই হচ্ছে।'

রমণী জবাব দিল না— একবার ফিরিয়াও চাহিল না। সোজা সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় স্তবক

১

লাটুর্গ

লাটুর্গ, লা-টুর-গভেন (অর্থাৎ গভেনদিগের দুর্গ) কথার গ্রাম্য অপভ্রংশ। ইহাকে গভেনবংশীয় জমিদারগণের প্রাচীন ব্যাস্টিল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। শ্লেটপাথরের এক প্রকাণ্ড টিলার উপর নির্মিত ছয়তলা উঁচু কারাদুর্গ (টাওয়ার)— এখানে সেখানে গবাক্ষ, প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য একটিমাত্র লৌহদ্বার।

দুর্গের পশ্চাতে অরণ্য, সম্মুখে সংকীর্ণ খাদের অপর তীরে বিস্তৃত মালভূমি। এই খাদ শীতকালে ত্বরিৎগতি পার্বত্য সরিৎ, বসন্তে ক্ষুদ্রকায়া নদী এবং গ্রীষ্মে পাষাণমণ্ডিত পরিখা। খাদের উপরে খিলানকরা সেতু এবং তদগ্রে টানাসেতু দুর্গ ও মালভূমিকে সংযুক্ত করিয়াছে।

আজ লাটুর্গ ছায়ামাত্র। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইহার ধ্বংসাবশেষ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এই সুরক্ষিত দুর্গ ফুজার্স অরণ্যের প্রবেশপথে প্রহরীস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি সুউচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের উপরে সেতুটি অবস্থিত এবং তদুপরি বাসোপযোগী করিয়া নির্মিত এক অট্টালিকা। আধুনিককালের আবাসগৃহের সুখসুবিধা অবশ্য সেকালে অপরিজ্ঞাত ছিল; তদানীন্তন জমিদারবর্গও অন্ধকূপতুল্য কক্ষে বাস করিতেই অভ্যস্ত ছিল। সেতুর অব্যবহিত উপরেই যে কক্ষটি তাহা একটি সুপ্রশস্ত হল— তদ্দ্বারা তোরণের উদ্দেশ্য সাধিত হইত। সশস্ত্র রক্ষীগণ এইখানে পাহারা দিত এবং তজ্জন্য ইহা 'গার্ড-হল' নামে অভিহিত হইত। এই হলের উপরে গ্রন্থপরিপূর্ণ লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরির উপরে গোলাঘর— গমের বস্তায় বোঝাই। সবসুদ্ধ গ্রাম্য রকমের হইলেও এই অট্টালিকাটি একটু জমকালো। যেন ইহাকে উপেক্ষা করিয়া পার্শ্বদেশে বিষণ্ণ, গম্ভীর, সমুন্নতশীর্ষ টাওয়ার দণ্ডায়মান।

সামরিক সুবিধার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সেতু টাওয়ারের উদ্দেশ্যকে

ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। দুর্গের সৌন্দর্যবর্ধন করিতে যাইয়া ইহা তাহার শক্তির হানি ঘটাইয়াছিল। অরণ্যের দিকে যদিচ এটি দুর্গ ছিল, সমতলক্ষেত্রের দিকে সেরূপ আর রহিল না। একবার মালভূমিতে আসিয়া সন্নিবিষ্ট হইতে পারিলে শত্রুর পক্ষে সেতু অধিকার সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। লাইব্রেরি ও গোলাঘর শত্রুর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল এবং দুর্গরক্ষার প্রতিকূল হইবে। পুস্তকাগার ও শস্ত্রাগার এক বিষয়ে পরস্পরসদৃশ— উভয়েই দহনশীল। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার-পটু আক্রমণকারীর পক্ষে হোমারের মহাকাব্য এবং তৃণস্তূপ সমান সহায়ক— প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেই হইল। ফরাসীরা হেইডেলবার্গের লাইব্রেরি ভস্মীভূত করিয়া জার্মানদিগের নিকটে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছিল। জার্মানরা ফরাসীদের নিকটে ইহা সপ্রমাণ করে ট্রাসবুর্গের লাইব্রেরি জ্বালাইয়া দিয়া। রণনীতির হিসাবে এই সেতু-প্রাসাদ যে মস্ত একটা ভুল, তাহা অস্বীকার করার জো নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে গভেনবংশীয় জমিদারগণ আক্রমণের আশঙ্কা করিত না। তবু নির্মাতাগণ কোনো কোনো বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রথমত, অগ্নিদাহের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া তাহারা প্রথম দুই তলের সমান উচ্চ একটা মজবুত মই অট্টালিকাগাত্রে আড়াআড়ি ভাবে লোহার আংটাতে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। একটা প্রকাণ্ড কুলুপে এই লৌহদ্বার বন্ধ থাকিত; তাহার সুবৃহৎ চাবি কোথায় লুক্কায়িত থাকিত একমাত্র দুর্গস্বামী ভিন্ন আর কেহ তাহা জানিত না। কামানের গোলাতেও এই লৌহকপাট ভগ্ন হইবার বড়ো একটা সম্ভাবনা ছিল না— অন্য আঘাতের তো কথাই নাই। টানাসেতু অতিক্রম করিয়া এই দ্বারের কাছে আসিতে হইত; আবার দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ ছিল এই দ্বারেরই ভিতর দিয়া; অন্য পথ ছিল না।

মালভূমিটি এত উচ্চ যে উহা সেতু ও প্রাসাদের লাইব্রেরি ঘরের সমসূত্রে অবস্থিত ছিল। অধিকতর সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে লৌহদ্বারটি, যে তলে লাইব্রেরি অবস্থিত সেই তলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। উহার একদিকে লাইব্রেরি, অপর দিকে কারাদুর্গের ত্রিতলস্থ কক্ষ।

লাইব্রেরির প্রাচীরগাত্রে মেঝে হইতে ছাদ পর্যন্ত কাষ্ঠ ও কাচনির্মিত পুস্তকাগার সজ্জিত— সপ্তদশ শতাব্দীর সুন্দর কাষ্ঠশিল্পের নিদর্শন। এক-একদিকে তিনটি করিয়া দুই দিকে ছয়টি বাতায়ন। ইহাদের ভিতর দিয়া মালভূমি

হইতে লাইব্রেরিকক্ষের অভ্যন্তর দৃষ্ট হইত ; বাতায়নগুলির অবকাশস্থলে ছয়টি মর্মরপ্রস্তরের প্রতিমূর্তি কারুকার্যমণ্ডিত ওককাষ্ঠের পাদপীঠের উপর স্থাপিত। নানা প্রকারের গ্রন্থে পুস্তকাগার পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেটি একটি বহুচিত্রসমন্বিত ফুলস্কেপ সাইজের বই। উহার নাম 'সেন্ট বার্থোলোমিয়ো'। বড়ো বড়ো অক্ষরে নামটি মুদ্রিত। এরূপ বই নাকি আর ছিল না। এই অদ্বিতীয় গ্রন্থটি কক্ষের মধ্যস্থলে একটি টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুলোক একটি আশ্চর্য দ্রব্যের মতন এই পুস্তকটি দেখিতে আসিত।

লাইব্রেরির উপরের গোলাঘর লাইব্রেরিরই মতো আয়তাকৃতি। উহার কাঠের ছাদের নিম্নবর্তী স্থলটুকুমাত্র কাজে লাগানো হইয়াছে ; ঘরটা বেশ বড়োই— খড় ও শুষ্ক ঘাসে ভর্তি। আলোক প্রবেশের জন্য ছয়টি গবাক্ষ রহিয়াছে। কবাটগাত্রে খোদিত সেন্ট বার্থোলোমিয়োর প্রতিকৃতি ভিন্ন অন্য গৃহসজ্জা নাই।

লৌহদ্বারপথে প্রবেশ করিয়া লাইব্রেরির অপর দিকে টাওয়ারের ত্রিতলে একটি গোলাকৃতি খিলানওয়ালা কক্ষে উপনীত হওয়া যাইত। প্রাচীরগাত্রে নির্মিত ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া এই কক্ষে উঠিতে হয়। দশহাত পুরু দেওয়ালে এরূপ সিঁড়ি তৈরি করা কঠিন ছিল না। এই গোল হলটির নিম্নে তদনুরূপ দুইটি কক্ষ ছিল, আর তাহার উপরে ছিল তিনটি। উপর্যুপরি স্থাপিত এই ছয়তলার উপরে একটি প্ল্যাটফরম বা মঞ্চ। একতল হইতে অপর তলে পূর্বোক্তরূপ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়াই উঠিতে হইত। দোরগুলি সবই নিচু— মাথা নত না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যাইত না। আর সংগ্রামকালে মাথা নিচু করা মানেই মাথাটি দেওয়া— কারণ, প্রতি দ্বারের পাশেই অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ অস্ত্রহস্তে তাহাদের আক্রমণকারী শত্রুর প্রতীক্ষায় লুক্কায়িত থাকিত।

মধ্যযুগে একটি নগর দখল করিতে হইলে তাহার রাস্তা পৃথক পৃথক ভাবে দখল করিতে হইত ; একটি রাস্তা অধিকার করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক গৃহ স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে হইত এবং একটি গৃহ দখল করিতে হইলে তাহার প্রতি কক্ষের জন্য যুঝিতে হইত। কারণ তৎকালে প্রতি কক্ষ, প্রতি ভবন, প্রতি রাস্তা আক্রমণ ও অবরোধ -সহ করিয়া নির্মিত হইত। সেই হিসাবে লাটুর্গ— খুবই সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য ছিল।

লৌহদ্বারটি টাওয়ারের সেতুর দিককার পুরু প্রাচীরগাত্রে প্রোথিত ছিল।

লাইব্রেরিতে যাইতে হইলে আক্রমণকারীদিগের পক্ষে গার্ড-হল অতিক্রম করিয়া নিম্ন দুই তলের ঘোরানো সিঁড়ি ভাঙিয়া লৌহদ্বারের নিকট পৌঁছানো এবং তার পর উক্ত দ্বার ভগ্ন করা আবশ্যক হইত।

টাওয়ারের উপরকার কক্ষগুলির প্রাচীরগাত্রে গুপ্ত-দরজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি তদঞ্চলে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ছিল। উপরে ও নীচে স্ক্রু-নিবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-সকল স্প্রিঙের জোরে ঘুরিয়া যাইত এবং তাহাতে দেওয়ালে ফাঁক হইয়া পড়িত। আবার বন্ধ করিয়া দিলে সেগুলি প্রাচীরের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশ খাইয়া যাইত যে তাহার চিহ্নমাত্র আবিষ্কার করা লোকের পক্ষে সম্ভব হইত না। এই স্থাপত্যকৌশল ক্রুসেড সমর হইতে প্রত্যাবৃত যোদ্ধৃগণ প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

২

প্রতিভূ

জুলাই মাস অতীত হইল, আগস্ট আসিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তাহার রাজনৈতিক গগন হইতে দুইটি ধূমকেতু এইমাত্র অপসারিত হইয়াছে— ছুরিকাবিদ্ধ-বক্ষ ম্যারাট এবং ছিন্নশির শার্লট্ কর্দ্যঁা।

ব্যাপার সর্বত্রই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বৃহৎ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভেণ্ডি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ে রত হইয়াছে এবং তাহাতেই উহা সাধারণতন্ত্রের পক্ষে অধিক-তর দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ভেণ্ডিয়ানরা এখানে-সেখানে হটিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ওদিকে গার্নসির সমুদ্রবক্ষে জেনারেল ক্রেগ-পরিচালিত ইংরাজের রণতরী ফরাসী নৌবিভাগের কতিপয় সুদক্ষ অফিসারের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্যকে ফ্রান্সের উপকূলে নামাইয়া দিবার জন্য ল্যান্টিনেকের ইঙ্গিতমাত্র অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদের অবতরণ রাজপক্ষীয় বিদ্রোহকে আবার জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

আগস্ট মাসে লাটুর্গ অবরুদ্ধ হইল।

সন্ধ্যাকাল— বিষম গুমট করিয়াছে। কাননের একটি পত্র, কিংবা প্রান্তরের একগাছি তৃণও কম্পিত হইতেছে না। প্রদোষের স্তিমিতালোকে আকাশের গায়ে একটি একটি করিয়া নক্ষত্র নীরবে ফুটিয়া উঠিতেছে। অবসন্ন প্রকৃতি নৈশ নীরবতার ক্রোড়ে ক্রমে ঢলিয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে চারি দিক ধ্বনিত করিয়া কারাদুর্গের উপর হইতে একটি শিঙা বাজিয়া উঠিল।

নীচে হইতে বিউগল্ ধ্বনিতে শিঙার আওয়াজের প্রত্যুত্তর আসিল। টাওয়ারের উচ্চতম শীর্ষে জনৈক সশস্ত্র পুরুষ দণ্ডায়মান ; আর পাদমূলে সান্ধ্য অন্ধকারে শত্রুসৈন্যের অসংখ্য ছাউনি।

সাধারণতন্ত্রের সেনাদল দুর্গটিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। টাওয়ারের আওতায় অগণিত চলিষ্ণু কালো সৈন্যের সারি দেখা যাইতেছিল। সেতুর দিকে প্রান্তর হইতে খাদ পর্যন্ত এবং কারাদুর্গের দিকে বন হইতে টিলার পার্শ্ব পর্যন্ত ছাউনি পড়িয়াছে। অরণ্যের বৃক্ষনিম্নে এবং মালভূমির ঝোপঝাড়ের অন্তরালে কোথাও কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এই আলোকবিন্দু-বিদ্ধ নৈশতিমিরে ধরণীকেও আকাশের ন্যায় নক্ষত্রমালিনী বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শিঙা দ্বিতীয়বার বাজিয়া উঠিল এবং বিউগল দ্বিতীয়বার জবাব দিল। ইহার অর্থ, দুর্গবাসীগণ অবরোধকারী সেনাদলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা তোমাদের সহিত কথা বলিতে পারি কি ?' এবং শেষোক্তগণ প্রত্যুত্তরে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

কনভেনশন ভেণ্ডিয়ানদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু বলিয়া স্বীকার করিত না, পরন্তু তাহাদিগকে বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধকালে আবশ্যক হইলে সাদা নিশান দেখাইয়া কিছুকালের জন্য লড়াই স্থগিত রাখার যে প্রচলিত রীতি আছে, তাহা ভেণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ কার্যনির্বাহের কোনো-না-কোনো উপায় বাহির করিবে। মিলিটারি বিউগল এবং কৃষকের শিঙার মধ্যেও একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল। প্রথম আওয়াজ কেবল মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ; দ্বিতীয়টিতে প্রশ্ন করা হয়, 'শুনবে কি ?' এই দ্বিতীয়বারের আওয়াজের পর যদি বিউগল চুপ করিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে 'প্রত্যাখ্যান', আর জবাব দিলে বুঝিতে হইবে সম্মতি।

বিউগল দ্বিতীয়বার সাড়া দেওয়াতে টাওয়ারের উপরিস্থিত লোকটি বলিতে লাগিল, 'শোনো, আমার নাম গুজ-লা-ক্রুয়াণ্ট। আমি তোমাদের অনেককে বধ করেছি, সেজন্য আমাকে লোকে "নীলে-মার" বলে। যা করেছি তার চেয়ে আরো ঢের বেশি লোককে হত্যা করার মতলব রাখি, তাইতে "ইমানুস" নামটাও আমার রটেছে। গ্রেনভিলের লড়াইয়ে আমার আঙুল কাটা যায়; লাভেলে আমার বাপ, মা ও আঠারো বছরের বোনকে তোমরা গিলোটিনে হত্যা কর; সেই লোক আমি।

'আমার প্রভু মার্কুইস গভেন ডি ল্যাণ্টিনেক, ভাইকাউণ্ট ডি ফণ্টেনয়, ব্রিটন প্রিন্স, সপ্তারণ্যের অধিস্বামী— তাঁরই নামে আমি তোমাদিগকে বলছি।

'শোনো, আমার প্রভু এই দুর্গে আশ্রয় নেবার পূর্বে ছয়জন সর্দারকে তাঁর কাজ ভাগ করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এসেছেন। সুতরাং তোমরা যদিও লাটুর্গ অবরোধ করেছ, মনে করো না— এই দুর্গজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। এমন-কি, মন্‌সেইনিয়রও যদি মারা যান, তবুও বিধাতার বরে এবং রাজার আশীর্বাদে ভেণ্ডি বেঁচেই থাকবে।

'এখন যা বলছি, তোমাদের সতর্ক করার জন্যে। চুপ করে মন দিয়ে শোনো—। মন্‌সেইনিয়র আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। তাঁরই কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।

'মনে রেখো, তোমরা নিতান্ত অন্যায় করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছ। আমরা আমাদের নিজ দেশে থেকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছি। আমরা সরল, পবিত্র, ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত। সাধারণতন্ত্র আমাদের দেশে এসে আমাদিগকে আক্রমণ করেছে; আমাদের শান্তিপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে অশান্তির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে; আমাদের বাড়িঘর, ক্ষেতখামার পুড়িয়ে ছারখার করছে; আমাদের গৃহহারা বালকবালিকা-স্ত্রীগণকে দারুণ শীতে নগ্নপদে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে বাধ্য করেছে।

'তোমরা আমাদের ঘিরে ফেলেছ, এই দুর্গ অবরোধ করেছ। তোমাদের কামান আছে, আহার্য ও বারুদের সংস্থান আছে। তোমরা সংখ্যায় সাড়ে চার হাজার— আমরা মাত্র উনিশ জন, আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি।

'তোমরা ইতিমধ্যেই আমাদের দুর্গপ্রাচীরের একাংশ ভগ্ন করে ফেলেছ।

এই ভাঙনের ভেতর দিয়ে তোমরা দুর্গে প্রবেশ করতে পার; তোমরা এক্ষণে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ।

'আর আমরা— হে দুর্গপাদমূলস্থিত জনগণ— আমাদের কথা শোনো, সকলের একই কথা।

'আমাদের হাতে তিনটি বন্দী আছে— তিনটি শিশু। তোমাদেরই কোনো এক পল্টন এদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল; এরা তোমাদেরই। আমরা এই শিশুদের ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি।

'এক শর্তে।

'তা এই— আমাদিগকে বিনা বাধায় চলে যেতে দিতে হবে।

'যদি তোমরা এতে রাজি না হও, তবে— ভালো করে শোনো— আমাদিগকে আক্রমণ করার তোমাদের দুইটি উপায় আছে: এক, অরণ্যের দিকে— ভাঙনের ভেতর দিয়ে— অপর, মালভূমির দিকে সেতুর উপর দিয়ে। সেতুর উপর তিনতলা। সর্বনিম্নতলে আমি ইমানুস ছয় পিপে আলকাতরা এবং একশো বোঝা শুষ্ক তৃণ রেখেছি; সকলের উপরের তলায়ও খড় বোঝাই; আর মধ্যতলে বই ও কাগজপত্র। টাওয়ার ও লাইব্রেরির মধ্যস্থ লৌহদ্বার অর্গলিত ও কুলুপ-বদ্ধ। চাবি মন্‌সেইনিয়রের নিকটে। দোরের নীচে ছিদ্র করে একটা গন্ধকমাখানো পলতে রাখা হয়েছে। তার একপ্রান্ত আলকাতরায় ডুবানো, অপর প্রান্ত টাওয়ারে আমার হাতে। যখন খুশি, আমি জ্বালিয়ে দিতে পারি। যদি আমাদের চলে যেতে না দাও, তা হলে শিশুদের আমরা সেতু-প্রাসাদের মাঝের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দেব। যদি সেতুর দিক দিয়ে তোমরা আক্রমণ কর, তবে তোমাদের গোলাগুলিতেই ঐ অট্টালিকায় আগুন ধরে উঠবে; আর যদি ভাঙনের দিক দিয়ে আক্রমণ কর, তবে আগুন ধরিয়ে দেব আমরা। দু দিক দিয়ে একসঙ্গে আক্রমণ করলে, আগুনও দু দিক দিয়েই যুগপৎ জ্বলে উঠবে। যাই হোক, শিশুদের গৃহদাহে মৃত্যু অনিবার্য।

'এখন বল, রাজি কি না?

'রাজি হলে আমরা বেরিয়ে আসছি।

'রাজি না হলে শিশুরা মারা পড়বে।

'আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।'

নীচ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, 'আমরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।' স্বর কঠোর ও দম্ভপূর্ণ। দৃঢ় কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে আর-একজন বলিল, 'বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য তোমাদিগকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি।'

কিছুকাল চুপচাপ। তার পর সেই স্বর আবার বলিল, 'আগামীকল্য ঠিক এই সময়ের মধ্যে তোমরা যদি আত্মসমর্পণ না কর, তবে আমরা আক্রমণ আরম্ভ করব।'

প্রথমোক্ত ব্যক্তি পুনরায় বলিল, 'তখন আর কোনো দয়া দেখানো হবে না।'

টাওয়ারের উপর হইতে আর-একজন এই পরুষকণ্ঠের উত্তর দিল। একটি উন্নতকায় লোক ঝুঁকিয়া নিম্নের অন্ধকারের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল— নক্ষত্রালোকে মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের কঠোর বদন-মণ্ডল প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন, 'দাঁড়াও দেখি, এ যে তুমি পাদরী।'

'হ্যাঁ, দেশদ্রোহী! আমিই বটি।'

৩

কোমল ও কঠিন

সেই বজ্রকঠোর স্বর সিমুর্দ্যানের। আর অপেক্ষাকৃত কম স্পর্ধিত কোমল কণ্ঠ গভেনের।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক সিমুর্দ্যানকে ঠিকই চিনিতে পারিয়াছিলেন।

রক্তপাতক্লিন্ন অন্তর্বিপ্লব কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিমুর্দ্যানকে এতদঞ্চলে ভীষণরূপে খ্যাতিমান করিয়া তুলিয়াছিল। লোকে বলাবলি করিত— প্যারিসে ম্যারাট, লিয়োঁতে চালিয়ার, আর ভেণ্ডিতে সিমুর্দ্যান। পাদরী বলিয়া সিমুর্দ্যানের যে সম্মান তাহা আর রহিল না। একজন ধর্মযাজক তাহার নিজকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব ব্যাপারে লিপ্ত হইলে তাহার ফল এইরূপই দাঁড়ায়। সিমুর্দ্যানের নামে লোকের আতঙ্ক হইত। কঠোরপ্রকৃতি লোক-দিগের এটা একটা দুর্ভাগ্য। তাহাদের কার্য দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে

নিন্দা করে, কিন্তু জনসাধারণ যদি তাহাদের অন্তর দেখিতে পাইত, তবে হয়তো তাহাদিগকে এতটা দোষী করিত না।

বিদ্বেষের তুলাদণ্ডে মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক এবং আবে সিমুর্দ্যান দুই পাল্লাই সমান ভারী করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিপক্ষগণের নিকটে রাক্ষসবৎ হিংস্র বলিয়া গণ্য হইত। মার্নের প্রিউর যখন ল্যান্টিনেকের মস্তকের মূল্য নির্ধারণ করে, নয়েরমুটিয়রে চ্যারেটও তখন সিমুর্দ্যানের মস্তকের মূল্য ঘোষণা করে।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই মার্কুইস এবং এই পাদরী কতকদূর পর্যন্ত একই প্রকৃতির লোক। অন্তর্বিপ্লবের লৌহমুখোশে দুইটা মুখ— একটা অতীতের দিকে এবং আর-একটা ভবিষ্যতের দিকে ফিরানো, কিন্তু দুইটাই সমান ট্র্যাজিক। প্রথমটি হচ্ছে ল্যান্টিনেক, দ্বিতীয়টি সিমুর্দ্যান। তবে ল্যান্টিনেকের অবজ্ঞাপূর্ণ বদনমণ্ডল ঘনতমসাচ্ছন্ন, আর সিমুর্দ্যানের সাংঘাতিক ললাটে প্রাতঃসূর্যের অরুণ লেখার ঈষদাভাস— এইমাত্র প্রভেদ।

অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ একটু অবসর পাইল। গভেনের অনুগ্রহে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আক্রমণ স্থগিত হইয়াছে

ইমানুস সঠিক সংবাদই পাইয়াছিল। সিমুর্দ্যানের চেষ্টায়, গভেনের অধীনে এখন সাড়ে চারি হাজার সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে গভেন ল্যান্টিনেককে লাটুর্গের দুর্গমধ্যে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। দ্বাদশটি তোপ দুর্গের অভিমুখে লক্ষ্য করিয়া সাজানো হইয়াছে— অরণ্যের প্রান্তে টাওয়ারের দিকে ছয়টি, এবং মালভূমির উপরে সেতুর দিকে ছয়টি।

বারুদের সাহায্যে দুর্গপাদমূলে খানিকটা জায়গা ভাঙিয়া ফেলিতে গভেন সক্ষম হইয়াছে।

চব্বিশ ঘণ্টার সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

অরণ্যে ও মালভূমিতে সাড়ে চারি হাজার সৈন্য।

টাওয়ারে উনিশ জন।

ইতিহাসে এই উনিশ জনের নাম আইনের আশ্রয়বর্জিতদের তালিকায় পাওয়া যাইতে পারে।

সিমুর্দ্যানের ইচ্ছা ছিল এই সার্ধ চতুঃসহস্র সৈন্যের নেতা গভেন এডজুটাণ্ট-

জেনারেলের পদমর্যাদা গ্রহণ করে। কিন্তু গভেন তাহাতে সম্মত হইল না। সে বলিল, 'যখন ল্যান্টিনেক ধরা পড়বে, তখন দেখা যাবে। এখন পর্যন্ত তেমন যোগ্যতা আমি কিছু অর্জন করি নাই।'

'টাওয়ার গভেন'-এর ভাগ্যদেবতা এই দুর্গটি লইয়া কি অদ্ভুত খেলাই খেলিতেছিলেন! একজন গভেনবংশীয় ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং আর-একজন গভেনবংশীয় সে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে। এই আক্রমণে যে কতকটা কুণ্ঠা, কতকটা সংকোচ, কতকটা অনিচ্ছা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার মূলও ঐখানে।

আক্রমণ প্রতিরোধ-চেষ্টায় কিন্তু সে সংকোচ ছিল না। ল্যান্টিনেক কিছুই গ্রাহ্য করিত না, বিশেষত সে অধিকাংশ সময়েই ভার্সেলেসে বাস করিত বলিয়া লাটুর্গের সহিত তাহার হৃদয়ের কোনো যোগ ছিল না। সে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল কেবল অন্য আশ্রয় ছিল না বলিয়া, কোনো অন্তরের আকর্ষণবশত নহে। আবশ্যক হইলে উক্ত দুর্গ ভূমিসাৎ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইত না। পক্ষান্তরে স্থানটির উপর গভেনের শ্রদ্ধা ছিল খুবই প্রগাঢ়। সেতুর দিক হইতেই আক্রমণের সুবিধা। কিন্তু সেতুর উপরকার লাইব্রেরিতে জমিদারবংশের মূল্যবান প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কাগজপত্র সংরক্ষিত ছিল। সেদিক দিয়া আক্রমণ করিলে লাইব্রেরি-দাহ অনিবার্য। ঐ-সকল কাগজপত্র অগ্নিসাৎ করা স্বীয় পিতৃ-পুরুষগণের চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করার মতোই একটা করুণ ও শোকাবহ ব্যাপার হইবে বলিয়া গভেনের মনে হইল। পিতামহগণের অধ্যুষিত এই সুপ্রাচীন আবাসভবন তাহার নিজের শৈশবের শত সুখস্মৃতিতে পূর্ণ। ইহারই প্রাচীর-বেষ্টনের মধ্যে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল— আর কি দারুণ অদৃষ্টবিপর্যয়!— আজ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সে বাল্যের আশ্রয়স্থল এই মন্দিরকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে! কোন্ প্রাণে সে ইহাকে ভস্মীভূত করার পাপে নিজেকে কলঙ্কিত করিবে? হয়তো লাইব্রেরির উপরিস্থ গোলাঘরে তাহারই শৈশবের দোলনাটি রক্ষিত আছে। এই-সব ভাবনায় গভেনের চিত্ত উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই লাইব্রেরির দিক দিয়া সে আক্রমণ করে নাই। ওদিক দিয়া কেহ পলায়ন করিতে না পারে শুধু সেই ব্যবস্থা করিয়াই সে ক্ষান্ত হইয়াছিল।

সিমুর্দ্যান ইহাতে আপত্তি করে নাই। করে নাই বলিয়া কিন্তু সে নিজেকে

মনে মনে ভৎসনা করিত। বর্বরযুগের এই-সব স্মৃতিচিহ্ন-দর্শনে তাহার কঠোর প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। মানবের প্রতি করুণায় যাহার হৃদয় বিচলিত হইত না, ইট-কাঠ-পাথরের অট্টালিকার উপর তাহার যে কৃপালেশও থাকিবে না তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। একটা দুর্গধ্বংসে দ্বিধা— দয়ার্দ্রতারই পরিচায়ক। আর দয়ার্দ্রতাই গভেনের দৌর্বল্য। সিমুর্দ্যানের চক্ষে এটা একটা বিশেষ ত্রুটি। সেইজন্য সে সর্বদাই গভেনের কার্যকলাপের উপর খরদৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং তাহার এই ত্রুটি সারিয়া লইতে চেষ্টা করিত। তবুও লাটুর্গ দেখিয়া সিমুর্দ্যানও যে তাহার হৃদয়-নিভৃতে একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছে, এ কথা মনে মনে সে স্বীকার না করিয়া পারিল না। তাহাতেই তাহার আরো ক্রোধ জন্মিল। পাঠাগারটি দেখিয়া তাহার অন্তর কোমল হইয়া আসিল— যে-সকল গ্রন্থ হইতে সে গভেনকে প্রথম পাঠ শিখাইয়াছিল সেইগুলি এখনো সেখানে রহিয়াছে। পার্শ্ববর্তী প্যারিগ্‌নে গ্রামের সে যাজক ছিল। এই সেতু-প্রাসাদের ছাদের নিম্নস্থ কুঠরিতেই সিমুর্দ্যান বাস করিত। এই লাইব্রেরিঘরে বালক গভেনকে জানুর উপর বসাইয়া সে তাহাকে বর্ণমালার উচ্চারণ শিক্ষা দিত। এই প্রাচীন প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যেই সে তাহার প্রিয়তম শিষ্য— তাহার মানসপুত্রকে দৈহিক ও মানসিক সম্পদে ভূষিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছে। এই লাইব্রেরি, এই ক্ষুদ্র সেতু-প্রাসাদ, শিশুর প্রতি তাহার অশেষ আশীর্বাদে পবিত্রীকৃত এই প্রাচীর —সে কি এই সকলকেই পুড়াইয়া ছারখার এবং ভাঙিয়া চুরমার করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহাদের প্রতি সে কতকটা দয়া না দেখাইয়া পারিল না, যদিও তজ্জন্য সে নিজেকে মনে মনে অপরাধী বোধ করিল।

গভেনের অভিপ্রায়— বিপরীত দিক হইতে দুর্গাক্রমণ করে। সিমুর্দ্যান তাহাতে অমত করিল না। লাটুর্গের একটা ছিল বর্বর দিক— সেটা টাওয়ার; আর-একটা সভ্য দিক— সেটা লাইব্রেরি। সিমুর্দ্যান গভেনকে সেই বর্বর দিকটাই ভগ্ন করিতে দিল।

উদ্ধারের উদ্‌যোগ

সারারাত উভয় পক্ষের যুদ্ধায়োজন চলিল।

পূর্বোক্ত কথোপকথন শেষ হওয়া মাত্র গভেন তাহার সহকারী গেচাম্পকে আহ্বান করিল।

গেচাম্পের মধ্যে কোনোরকম অসাধারণত্ব ছিল না। সে সৎ, সাহসী, উত্তম সৈনিক, কিন্তু নেতৃত্বের অনুপযুক্ত; কোমলতাবর্জিত; উৎকোচের বশীভূত হইয়া বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করা, কিংবা দয়ার বশীভূত হইয়া ন্যায়ের তৌলে একচুল এদিক-ওদিক করা— দুইই তাহার পক্ষে সমান অসম্ভব ছিল। বুদ্ধিমান, কিন্তু বোঝা যেখানে তাহার কর্তব্য নহে সেখানে সে বুঝিবার চেষ্টা করিত না। শকটবাহী অশ্ব যেমন অক্ষিদ্বয়ের চর্মনির্মিত পার্শ্বাবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হয়, গেচাম্পও তেমনি আদেশ এবং নিয়মানুগত্যের মধ্য দিয়া অবিকম্পিতপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইত। তাহার পথ সোজা ছিল বটে, কিন্তু সংকীর্ণ। গেচাম্প একজন নির্ভরযোগ্য লোক— আদেশদানে যেমন দ্বিধাহীন, যথাযথ আদেশপালনেও তেমন পারগ।

গভেনের সহিত তাহার নিম্নলিখিতরূপ দ্রুত কথোপকথন হইল।

'গেচাম্প, একটা মই চাই।'

'সেনাপতি, মই তো আমাদের নেই।'

'একটা জোগাড় করতেই হবে।'

'দেওয়াল টপ্‌কাবার জন্যে?'

'না, উদ্ধারের জন্যে।'

গেচাম্প এক মুহূর্ত ভাবিয়া বলিল, 'বুঝলাম। কিন্তু তা হলে তো খুব উঁচু মইয়ের দরকার।'

'অন্তত তেতলার সমান।'

'হ্যাঁ, উঁচু ততখানিই হবে।'

'মইটা কিন্তু তার চেয়েও বেশি উঁচু হওয়া চাই। সফলতা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।'

'তা তো বটেই।'

'তোমাদের মই নেই, ওটা কেমন কথা ?'

'সেনাপতি, মালভূমির দিক দিয়ে লাটুর্গ অবরোধ করা আপনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। সেতুর দিকে আক্রমণ না করে টাওয়ারের দিকে আক্রমণ করাই সাব্যস্ত হল। আমরাও পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া, দেওয়াল ভাঙা, এ-সবের বন্দোবস্ত করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের মতলব আর আমাদের মোটেই রইল না।— মই তাই আমাদের নেই।'

'এক্ষুণি একটি তৈরি করে নাও।'

'তেতলার সমান উঁচু মই আগে থেকে জোগাড় না থাকলে হঠাৎ তৈরি করা সম্ভব নয়।'

'কতগুলি ছোটো ছোটো মই একসঙ্গে জুড়ে নাও-না কেন ?'

'ছোটো মই থাকলে তো তা করা সম্ভব ?'

'খুঁজে-পেতে নাও।'

'মই কোথাও নেই। এ অঞ্চলে কৃষকেরা যেমন তাদের গাড়ি ও পুল ভেঙে দেয়, তেমনি তারা মইগুলিও নষ্ট করে ফেলে।'

'সত্য ; তারা সাধারণতন্ত্রকে অচল করে দিতে চায়।'

'তারা চায়, আমরা যেন মালপত্র স্থানান্তরিত করতে, কি নদী পার হতে, কি দেওয়াল টপ্‌কাতে না পারি।'

'তবুও মই আমার চাই-ই।'

'সেনাপতি, আমায় মনে পড়ছে, ফুজার্সের কাছে জাভেনেতে একটা বড়ো ছুতোরের কারখানা আছে। সেখানে মই থাকলেও থাকতে পারে।'

'এক মিনিট সময়ও নষ্ট হলে চলবে না কিন্তু।'

'মইটা আপনার চাই কখন ?'

'অন্তত আগামীকাল এই সময়ে।

'আমি এখনই লোক রওয়ানা করে দিচ্ছি। ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে। জাভেনেতে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদলের এক ঘাঁটি আছে। সেখান থেকে সঙ্গী নিতে পারে। কাল সূর্যাস্তের পূর্বে মই এখানে পৌঁছে যাবে।'

'উত্তম', গভেন বলিল, 'তাতেই হবে। শীগগির যাও।'

দশ মিনিট পরে গেচাম্প আসিয়া গভেনকে জানাইল, ঘোড়সওয়ার জাভেনেতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

গভেন চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া পলায়নের পথ যাহাতে সম্পূর্ণ বারিত হয়, তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। পাহারা আরো কড়াক্কড় এবং সৈন্যবেষ্টনী আরো ঘনসন্নিবিষ্ট করা হইল, যেন ভিতর দিয়া কিছুই চলিয়া না যাইতে পারে। গভেন এবং সিমুর্দ্যান দুর্গাক্রমণের কাজ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল— গভেন অরণ্যের দিকে এবং সিমুর্দ্যান মালভূমির দিকে থাকিবে; গভেন গেচাম্পকে নিয়া টাওয়ার আক্রমণ করিবে, আর সেতু ও খাদের দিকে থাকিবে সিমুর্দ্যান।

মার্কুইসের কর্মতৎপরতা

বাহিরে যখন আক্রমণের সর্বপ্রকার উদ্‌যোগ চলিতেছিল, ভিতরে তখন তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা ক্ষান্ত ছিল না।

কামানের গোলার আঘাতে টাওয়ারের সর্বনিম্নতলের প্রাচীর ফাটিয়া এক-স্থলে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। আক্রমণকারীগণ ক্রমাগত গোলাবর্ষণে ফাঁকটাকে বড়ো করিয়া তাহাদের মতলবসিদ্ধির সহায় করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাঙন দিয়া প্রবেশ করিলেই একটা প্রকাণ্ড গোলাকার হল; তাহার কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র স্তম্ভের উপর খিলান-করা ছাদ। এই সুবৃহৎ কক্ষের ব্যাস চল্লিশ ফিটের কম হইবে না। টাওয়ারের প্রত্যেক তল এইরূপ এক একটি কক্ষ লইয়া। তবে উপরের তলগুলি তাহাদের নিম্নতল হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। সর্বনিম্নতলে গবাক্ষ বা বায়ুপ্রবেশের কোনোপ্রকার পথ ছিল না। কক্ষটি শূন্য— কবরের মতোই আলো-বাতাসের সম্পর্কহীন।

এই হলে একটি দ্বার ছিল, যদ্দ্বারা অন্ধকার কক্ষগুলিতে প্রবেশ করা যাইত; আর-একটি দ্বার ছিল উপরতলায় যাইবার সিঁড়ির পথে। এই সিঁড়িগুলি দেওয়াল কাটিয়া ঘুরাইয়া তৈরি করা হইয়াছে।

আক্রমণকারীগণ ভাঙনের ভিতর দিয়া এই স্থলে প্রবেশ করিতে পারে। টাওয়ার দখল করা তাহার পরেও বাকি থাকিবে।

এই স্থলে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সেখানে থাকিলে দম আটকাইয়া মরিয়া যাইবার কথা। ভাঙনের ভিতর দিয়া বাতাস আসাতে এখন সেখানে তিষ্ঠানো সম্ভব হইযাছে।

আক্রান্তগণ এইজন্যই উক্ত ভাঙন পুনরায় বন্ধ করিয়া দেয় নাই। আর বন্ধ করিয়াও কোনো ফল হইত না। কামানের গোলা আবার তাহা ভাঙিয়া দিত।

দেওয়ালের মধ্যে একটা মশাল-আধার পুঁতিয়া তাহারা তাহাতে একটা মশাল জ্বালিয়া রাখিল। ভূমিতলস্থ কক্ষ তদ্দ্বারা আলোকিত হইল।

এখন কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে?

ভাঙন বন্ধ করিয়া ফল নাই, পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহারা কেন্দ্রস্তম্ভ হইতে ভাঙনের দুইধারে দুর্গপ্রাচীর পর্যন্ত দুইটা দেওয়াল গাঁথিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে প্রবেশকারী শত্রুগণের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিল। এই দেওয়াল দুইটিতে মাঝে মাঝে ছিদ্র রাখা হইল— যেন বন্দুকের নল তাহাতে স্থাপন করিয়া শত্রুর উপর গুলি চালানো যাইতে পারে।

মার্কুইসের আদেশেই সমুদয় বন্দোবস্ত হইতেছিল। তিনিই পরামর্শ ও সাহস -দাতা, তিনিই পরিচালক, তিনিই কর্তা— অদম্য অমিততেজ পুরুষসিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধেরাও অনেক নগর রক্ষা করিয়াছে। ল্যান্টিনেক ছিলেন সেই শ্রেণীর যোদ্ধা।

'ভয় কি, বন্ধুগণ', উৎসাহপূর্ণ স্বরে মার্কুইস বলিতেছিলেন, 'সাহস অবলম্বন কর। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, ১০১৩ সালে, দ্বাদশ চার্লস তিনশত মাত্র সুইডেন-দেশীয় সৈন্য লইয়া বিশ হাজার তুর্কীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন।'

যুবকের ন্যায় পূর্ণ উদ্যমে মার্কুইস প্রত্যেক কার্যে যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। তিনি কখনো প্রস্তর, কখনো বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড-সকল বহিয়া আনিতেছিলেন; সহাস্য আননে ভ্রাতৃভাবে দুর্গবাসী লোককয়টির সঙ্গে মিলিয়া তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত ও পরিচালিত করিতেছিলেন। তবুও

অপর সাধারণ হইতে তাঁহার অভিজাতসুলভ একটা গর্বিত পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

তাঁহার আদেশে কাহারো দ্বিরুক্তি করা সম্ভব ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 'যদি তোমাদের অর্ধেক বিদ্রোহী হও, তবে অপর অর্ধেকের সাহায্যে আমি তাদের গুলি করে মারব, এবং বাকি লোক নিয়ে এই দুর্গরক্ষার জন্য লড়ব।'

৬

ইমান্নুস কি করিতেছিল

মার্কুইস যখন দুর্গরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত, ইমান্নুস তখন সেতুরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিল। অবরোধের প্রারম্ভেই ইমান্নুসের আদেশে দ্বিতীয়তলের জানালার নিম্নে তির্যগ্‌ভাবে লম্বিত মইটি অপসারিত হইয়া লাইব্রেরি-ঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। এই মইয়ের অভাব পূরণ করিবার জন্যই বোধ হয় গভেন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গার্ডরুমের প্রত্যেক জানালায় তিনটি করিয়া লোহার গরাদে পুঁতিয়া আগম-নির্গমের পথ বন্ধ করা হইল। লাইব্রেরির জানালায় এরূপ গরাদে দেওয়া ছিল না— কিন্তু সেগুলি খুব উঁচু।

নিজেরই মতন আরো তিনজন অটল ও নির্ভীক লোক সঙ্গে লইয়া ইমান্নুস লৌহকপাট উন্মুক্ত করিয়া চোরলণ্ঠন হস্তে সতর্কভাবে সেতুর তিনটি তল পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিল। উপরতলে শুষ্ক তৃণ ও খড় বোঝাই; নিম্নতলে আলকাতরা ও বিস্ফোরক পদার্থ সজ্জিত; ইমান্নুস পরীক্ষা করিয়া দেখিল গন্ধক-মাখানো পলিতা যথাযথ সজ্জিত আছে কিনা। তার পর মধ্যতলে লাইব্রেরি-কক্ষে তিনটি দোলা আনিয়া রাখা হইল— একটিতে রেনিজিন, একটিতে গ্রোস-এলেন এবং একটিতে জর্জেট সুষুপ্ত। দোলাগুলি খুব সতর্কতার সহিত আস্তে আস্তে আনা হইল, যেন শিশুরা না জাগিয়া উঠে।

এগুলি সাধারণ গ্রাম্য দোলা— ঘরের মেঝের উপর স্থাপিত, যেন শিশুরা সহজেই বিনা সাহায্যেই তাহা হইতে উঠানামা করিতে পারে। প্রত্যেক দোলার নিকটে ইমান্নুস এক-এক বাটি সুপ ও একটি করিয়া কাঠের চামচ রাখিয়া দিল।

সেই বড়ো মইটা এই মেঝের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছে। দোলা তিনটি মইয়ের সম্মুখে পাশাপাশি স্থাপিত হইল। যথেষ্ট বাতাসের আবশ্যক হইতে পারে মনে করিয়া সে জানালা ছয়টি খুলিয়া দিল। নিদাঘ নিশীথ ঈষদুষ্ণ ও নক্ষত্রখচিত। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তলের জানালাগুলিও উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ইমানুস একজন সঙ্গীকে প্রেরণ করিল। অট্টালিকার পূর্ব দিকে একটা প্রকাণ্ড শুষ্ক আইভি লতা সেতুর একটা দিক উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া তিন তলেরই জানালাগুলিকে ফ্রেমের মতো বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল। এটা রহিয়া গেল। চারি দিকে আর-একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইমানুস সঙ্গীত্রয়-সমভিব্যাহারে উক্ত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কারাদুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিপুল লৌহদ্বার অর্গলিত করিয়া তাহাতে ডবল তালা লাগাইল। অর্গলাদি সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। দ্বার-নিম্নস্থ ছিদ্রপথে গন্ধকপলিতা যথাযথ বিন্যস্ত আছে, দেখিয়া সে সন্তোষজ্ঞাপক মস্তকান্দোলন করিল। এই পলিতা গোলকক্ষ হইতে বাহির হইয়া লৌহকবাটের নিম্ন দিয়া খিলানের নীচে আসিয়াছে এবং ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া সেতু-প্রাসাদের নিম্নতলের মেঝের উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়া আলকাতরার উপর সজ্জিত শুষ্ক তৃণস্তূপের ভিতরে পর্যবসিত হইয়াছে। ইমানুস হিসাব করিয়া দেখিল যে, টাওয়ারের ভিতরে পলিতার যে প্রান্ত রহিয়াছে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে লাইব্রেরির অভ্যন্তরস্থ দাহ্য পদার্থসকল জ্বলিয়া উঠিতে মিনিট পনেরো সময় লাগিবে।

এই-সকল বন্দোবস্ত সমাধা করিয়া এবং প্রত্যেকটি কার্য বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া ইমানুস লৌহদ্বারের চাবি লইয়া মার্কুইসকে দিল। তিনি উহা তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিলেন।

আক্রমণকারীদের যাবতীয় গতিবিধি অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য ইমানুস তাহার রাখালি শিঙা লইয়া টাওয়ারের শীর্ষদেশে মঞ্চোপরি যাইয়া উপবিষ্ট হইল, এবং একচক্ষু অরণ্যের দিকে ও অপর চক্ষু মালভূমির দিকে ন্যস্ত রাখিয়া সে বসিয়া বসিয়া কার্তুজ তৈরি করিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বে একটা শৃঙ্গনির্মিত আধারে বারুদ, একটা থলিতে গুলি এবং কতকগুলি পুরানো খবরের কাগজ— সেগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সে কাজে লাগাইতেছিল।

প্রাতঃসূর্যের কনককিরণে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে দেখা গেল, অরণ্যে আট ব্যাটালিয়ান সৈন্য আক্রমণার্থে সুসজ্জিত— তাহাদের কটিদেশে তরবারি, পৃষ্ঠে কার্তুজাধার, হস্তে সঙিনশীর্ষ বন্দুক; মালভূমিতে কামানশ্রেণী ও বাক্সভরা গোলা; দুর্গাভ্যন্তরে উনিশজন লোক অনেকগুলি বন্দুক ও পিস্তলে গুলি বারুদ পুরিতেছে— আর তিনটি শিশু তাহাদের দোলনাশয্যায় নিদ্রিত।

চতুর্থ স্তবক

সেইন্ট বার্থোলোমিয়োর হত্যাকাণ্ড

১

শিশুদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সর্বপ্রথমে নেত্র উন্মীলন করিল ছোট্ট মেয়েটি।

শিশুদের জাগরণ কুসুমকোরকের প্রস্ফুটনের মতো। উহাদের সরল কোমল বাল-আত্মা হইতে দেবনিঃশ্বসিতের সুরভি যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। জর্জেটির বয়স কুড়ি মাস, সে মাসেও সে মাতৃস্তন্য পান করিত। সে-ই সকলের ছোটো। আস্তে আস্তে ছোট্ট মাথাটি তুলিয়া সে তাহার শয্যায় উঠিয়া বসিল। নিজের পা দুটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কলকাকলিতে কক্ষটি মুখরিত করিয়া তুলিল।

প্রাতঃসূর্যের একটি রশ্মি সেই শিশুশয্যার উপর পড়িতেছে। জর্জেটির পা কিংবা সেই রশ্মিটি বেশি রাঙা, বলা সুকঠিন। মনের খুশিতে জর্জেটি কল্ কল্ করিতে লাগিল।

আর দুইটি— তখনো ঘুমাইতেছে। বালিকাদের চেয়ে বালকদের ঘুম অধিক গভীর। রেনিজিনের চুল বাদামি রঙের, গ্রোস-এলেনের চুল ঈষৎ লাল, আর জর্জেটির সোনালি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই-সব রঙের পরিবর্তন হইবে। রেনিজিনের চেহারা অনেকটা শিশু হার্কিউলিসের মতো। সে উপুড় হইয়া দুই মুষ্টিবদ্ধ হস্তের উপর চোখ রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। গ্রোস-এলেনের পা শয্যার বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

তিনজনেরই বসন ছিন্ন। লাল পল্টনের সেপাইরা তাহাদিগকে যে কাপড়-চোপড় দিয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া টুকরো টুকরো হইয়া গিয়াছে। কামিজ তাহাদের একটিও ছিল না। ছেলে দুইটি প্রায় উলঙ্গ বলিলেই হয়। জর্জেটির পরিধানে একটা জীর্ণ জামা— ওটা একটা পুরানো পেটিকোট, ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে এখন জ্যাকেটের মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে এই ছেলেদের এতদিন তত্ত্বাবধান করিয়াছে বলা অসম্ভব। মায়ের যত্ন পায় নাই— তাহা নিশ্চয়। এই কঠোর-

প্রকৃতি সৈনিকগণ তাহাদিগকে কিছু-কিছু স্থপ খাইতে দিয়াছে, এইমাত্র। কর্তৃত্ব করিবার লোক অনেক ছিল, কিন্তু পিতৃস্নেহ দিবার কেহ ছিল না। শৈশবের জীর্ণ চীরও স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত। এই কচি শিশু তিনটি দেখিবামাত্রই মন কাড়িয়া লইত।

জর্জেটির কাকলি চলিতেছে।

পাখির কূজন এবং শিশুর কাকলিতে একই বন্দনাগান— অস্পষ্ট, অব্যক্ত, কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ। তবে পাখির ভবিষ্যতের ভাবনা নাই, মানবশিশুর সম্মুখে সুগম্ভীর ভবিষ্যৎ। এই কথা মনে হইলে বালককণ্ঠের আনন্দোচ্ছল কলতান শুনিতে শুনিতেও হৃদয় বিষাদকাতর হইয়া উঠে। শিশুর ওষ্ঠপুটের ভিতর দিয়া মানবাত্মার এই যে অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের চেষ্টা, পাপমলিন পৃথিবীতে তাহাই পবিত্রতম ভগবদ্গীতি। এই অপরিস্ফুট গুঞ্জন যেন জগতের চিরন্তন ন্যায়ধর্মের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিতেছে। ইহা বুঝি বা জীবনপথের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান মানবাত্মার সংসারযাতনার বিরুদ্ধে অভিযোগ। এ অভিযোগ সজ্ঞান নয়, কিন্তু তবুও বড়োই করুণ। এই অজ্ঞতা, অসীম জীবনরহস্যের ভিতরে শিশুচিত্তের এই ভাবনাহীন সহাস্য প্রবেশ, সমগ্র প্রকৃতিকে কিন্তু চিন্তাভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে— না জানি এই দুর্বল, অসহায় জীবটির অদৃষ্টে কি আছে! দুঃখ যদি ইহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহা যে নিতান্তই বিশ্বাসঘাতকের কাজ হইবে।

শিশুর কাকলিকে ঠিক বাক্য বলা যায় না, কিন্তু এক হিসাবে তাহা বাক্য হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাললয়যুক্ত না হইলেও ইহা সংগীত; অর্থযুক্ত না হইলেও ইহা ভাষা; স্বর্গে এই কলগীতির আরম্ভ, পৃথিবীতেও ইহার শেষ নাই। জন্মের পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া উহা পরজগতেও ঝংকৃত হইতে থাকিবে। স্বর্গের দেবতা থাকিতে শিশু যে কথা কহিত এবং অনন্তলোকে প্রয়াণের পর পুনরায় সে যে কথা কহিবে, এখনকার অব্যক্ত গুঞ্জন তাহারই প্রতিধ্বনি। সূতিকাগারের অতীত আছে, শ্মশানেরও ভবিষ্যৎ আছে। অতীত ও ভবিষ্যতের এই দ্বিগুণ রহস্য অবোধ্য শিশু-কাকলিতে যুক্ত রহিয়াছে। কুসুম-কোরকতুল্য শিশু-আত্মাকে ঘিরিয়া এই যে নিয়তির করাল ছায়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্বের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি আছে?

জর্জেটির কাকলির মধ্যে বিষাদের অতি ক্ষীণ আভাসও ছিল না। তাহার

সমগ্র বদনমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত— চোখে হাসি, মুখে হাসি, গালের টোলদুটিতে হাসি। প্রভাতটিকে সে যে অক্ষুব্ধবিগ্নচিত্তে সানন্দে ও সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে হাসিটি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। আত্মা সূর্যকিরণে একটু স্বস্তি বোধ করে। আকাশ সুনীল, ঈষত্তপ্ত, সুন্দর। এই দুর্বল অসহায় প্রাণটি— কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, চিন্তা করিবার শক্তি তাহার হয় নাই, কিন্তু সুকোমল শৈশবশয্যায় আপনার খেয়ালে আপনি বিভোর হইয়া বৃহৎ বনস্পতি, তৃণশস্পের শ্যাম আস্তরণ, পাখির কূজন, পাতার মর্মর, ঝর্নার ঝর্ঝর এবং ঝিল্লির ঝংকার— চারি দিকের এই-সব সূর্যকরোজ্জ্বল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সে নিজেকে নিতান্তই নিরাপদ মনে করিতেছিল।

জর্জেটির পরে সকলের বড়োটি— রেনিজিন জাগরিত হইল। তাহার বয়স চার বছরের উপর। সে উঠিয়া বসিল এবং পুরুষোচিতভাবে লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে নামিল। স্যুপের বাটিটি নিকটেই দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

জর্জেটির বকবকানিতেও গ্রোস-এলেনের সুপ্তি-ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু এখন চামচে-ডিশের শব্দে সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। গ্রোস-এলেন তিন বছরের ছেলে। সে দেখিল, হাত বাড়াইলেই তাহার বাটিটি পাওয়া যাইবে। সুতরাং বিছানা হইতে না নামিয়াই— সে রেনিজিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। দুই হাঁটুর উপর স্যুপের বাটি রাখিয়া, ছোট্ট মুঠার ভিতর চামচেটি ধরিয়া খাইতে লাগিল।

জর্জেটি এই-সকল শব্দ শুনিতে পায় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর যেন কি এক স্বপ্নসংগীতের ছন্দানুবর্তন করিতেছিল। তাহার বড়ো বড়ো চোখ-দুটি উপরের দিকে ফিরানো— যেন স্বর্গীয় ভাবে বিভোর। মাথার উপরে গৃহের ছাদ যতই পুরু, যতই মসীকৃষ্ণ হউক-না কেন, তাহাতে শিশুর চক্ষে নন্দনের ছবি প্রতিফলিত হইবার কোনো বাধা হয় না।

রেনিজিন নিজের স্যুপ শেষ করিয়া চামচে দিয়া বাটির তলা চাটিতে চাটিতে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আমার স্যুপ খেয়ে ফেলেছি।'

এই কথা কানে যাওয়াতে জর্জেটির খেয়াল ভঙ্গ হইল। 'স্যুপ?'— সে বলিয়া উঠিল।

রেনিজিন সুপ খাইয়াছে এবং গ্রোস-এলেন খাইতেছে ; দেখিয়া সেও নিজ শয্যাপার্শ্বস্থ বাটিটি লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তবে চামচেটি অনেকবারই মুখের নিকট না গিয়া কানের নিকট পৌঁছিতে লাগিল।

সময় সময় শিষ্টাচার পরিত্যাগপূর্বক সে অঙ্গুলির সাহায্যেই খাইতে লাগিল।

চাঁছিয়া-পুঁছিয়া নিজের বাটির সুপ খাইয়া গ্রোস-এলেন বিছানা হইতে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল এবং দাদার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

২

সহসা নিম্নে অরণ্যের দিকে বিউগলের কঠোর উচ্চধ্বনি শ্রুত হইল।

টাওয়ারের উপর হইতে শিঙার আওয়াজে তাহার জবাব আসিল।

এইবার বিউগল ডাকিতেছে এবং শিঙা উত্তর দিতেছে।

বিউগল দ্বিতীয়বার বাজিল ; শিঙাও দ্বিতীয়বার প্রত্যুত্তর জানাইল।

তার পর কাননের প্রান্ত হইতে সুস্পষ্টস্বরে কে একজন ডাকিয়া বলিল, 'হে বিদ্রোহীগণ, তোমরা শোনো। সূর্যাস্তকালে তোমরা যদি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ না কর, তবে আমাদের আক্রমণ আরম্ভ হইবে।'

বন্যজন্তুর মতো ক্রুদ্ধ গর্জনে টাওয়ারের উপর হইতে কেহ জবাব দিল, 'আক্রমণ কর।'

নীচেকার লোকটি পুনরায় বলিল, 'আক্রমণ আরম্ভের আধঘণ্টা পূর্বে একটা তোপ দাগিয়া তোমাদিগকে শেষবারের মতো সতর্ক করা হইবে।'

উপরকার লোকটি আবার বলিল, 'আক্রমণ কর।'

এই-সব কথাবার্তা ছেলেদের কানে পৌঁছিল না, কিন্তু বিউগল ও শিঙার আওয়াজ তাহারা বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইল। প্রথমবারের বিউগল-ধ্বনিতে জর্জেটি মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল এবং ভোজনে বিরত হইল। শিঙার আওয়াজে তাহার হাত হইতে চামচেটি বাটিতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যখন বিউগল বাজিয়া উঠিল, তখন তাহার তালে তালে সে তাহার ছোট্ট তর্জনীটি উঠাইতে ও নামাইতে লাগিল। বিউগল এবং শিঙা উভয়ই থামিয়া গেলে

তাহার অঙ্গুলি অন্যমনস্কভাবে ঊর্ধ্বেই উত্তোলিত রহিল এবং সে অর্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাদনা'।

তাহার বলিবার অভিপ্রায় বোধ হয় ছিল 'বাজনা'।

বড়ো শিশু দুইটি বিউগল ও শিঙার আওয়াজ মোটেই লক্ষ্য করে নাই। তাহাদের মন তখন অন্য একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিল। লাইব্রেরি ঘরের মেঝের উপর দিয়া একটা গাছপোকা চলিয়া যাইতেছে।

গ্রোস-এলেন ওটা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'একটা জানোয়ার।'

রেনিজিন সেখানে দৌড়িয়া আসিল। গ্রোস-এলেন বলিল, 'এটা কামড়ায়।'

'ওটাকে মেরো না।'— রেনিজিন বলিল। উভয়েই পোকাটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

জর্জেটি অতঃপর তাহার অবশিষ্ট স্থপ খাইয়া ভাইয়ের খোঁজ করিতে লাগিল। রেনিজিন ও গ্রোস-এলেন তখন এই পোকাটির উপর ঝুঁকিয়া অভিনিবেশ সহকারে তাহাকে পরীক্ষা করিতেছে। তাহাদের মাথায় মাথায় ও চুলে চুলে ঠেকাঠেকি হইয়াছে। বিস্ময়ে তাহারা প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাস। পোকাটা থামিয়াছে এবং চলিবার আর কোনো চেষ্টা করিতেছে না। বালকদের প্রশংসমান দৃষ্টি উক্ত প্রাণীটি যে বড়ো একটা উপভোগ করিতেছে, এমন বোধ হয় না।

জর্জেটি যখন দেখিল তাহার ভ্রাতৃযুগল কি একটা পর্যবেক্ষণ করিতেছে, তখন সেটা কি জানিবার জন্য তাহার অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য হইল। তাহাদের নিকট গমন করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। বাধাবিঘ্ন বিস্তর— মেঝের উপর কত জিনিসই না ছড়ানো রহিয়াছে। কোথাও উল্টানো ছোটো টুল, কোথাও পুরাতন কাগজের স্তূপ, কোথাও ঢাকনা-ভাঙা খালি প্যাকিংবাক্স, ট্রাঙ্ক এবং কত রকম বাজে জিনিস— এ-সব পার হইয়া যাইতে হইবে। যাত্রাটি অগণিত দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ প্রণালী-পথে অর্ণবপোত পরিচালনার মতোই সংকটসংকুল, এতদ্‌সত্ত্বেও জর্জেটি এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম সংকট তাহার দোলা হইতে নামিয়া আসা। সেটা সমাধা হইলে সে তৈজসপত্রের মগ্নশৈলের ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই-একটা টুল

এদিকে-ওদিকে একটু সরাইয়া দিল, কোথাও বা সিন্দুকের নীচ দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া গেল, কাগজের স্তূপের একপার্শ্বে আরোহণ করিয়া অপর পার্শ্বে গড়াইয়া পড়িল। নগ্নপদে আঁচড় বা আঘাত লাগিতে পারে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রমে সে একটু খোলা জায়গায় অর্থাৎ যে অংশে তৈজসপত্রাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল না— এমন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাবিকদের ভাষায় বলা যাইতে পারে সে এইবার 'মুক্ত সমুদ্রে' পড়িল। তখন সে হামাগুড়ি দিয়া বিড়ালশাবকের মতো ক্ষিপ্রগতিতে সেই জায়গাটা অতিক্রম করিয়া জানালার ধারে পৌঁছিল। সেখানে তাহার সম্মুখে আবার এক নূতন সংকট। বড়ো মইটা ঐ জানালার নিকট হইতে কক্ষের অপর দিকের একটা কোণ পর্যন্ত প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া রক্ষিত ছিল। উহাতে জর্জেটি এবং তাহার ভাইদের মধ্যবর্তী স্থলে একটা অন্তরীপের মতো হইয়াছে— সেটা অতিক্রম করিয়া জর্জেটিকে যাইতে হইবে। সে থামিয়া একটু ভাবিল, তার পর তাহার স্বগত-চিন্তার অবসান হইল। বুঝা গেল সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। মইয়ের একটা ধাপ আপনার গোলাপি আঙুলে আঁকড়িয়া ধরিয়া— দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে দুইবার পড়িয়া গেল, কিন্তু তৃতীয়বারে কৃতকার্য হইল। তখন একটার পর একটা ধাপ এইরূপে ধরিয়া ধরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া জর্জেটি মইয়ের শেষ মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আর ধাপ ছিল না। সে প্রায় পড়ো-পড়ো হইয়া দুই হাতে মইয়ের দীর্ঘ দণ্ডদ্বয়ের একটা ধরিয়া অন্তরীপটি ঘুরিয়া আসিল। এবং রেনিজিন ও গ্রোস-এলেনের নিকটবর্তী হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

সেই মুহূর্তে রেনিজিনের কীট-সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইল। সে মাথা তুলিয়া বলিল, 'এটা মাদী পোকা।'

জর্জেটির হাসিতে রেনিজিন হাসিয়া উঠিল, রেনিজিনকে হাসিতে দেখিয়া গ্রোস-এলেনও হাসিতে লাগিল।

জর্জেটি আসিয়া তাহার ভাইদের পাশে বসিল। ইতিমধ্যে তাহাদের অভ্যাগত পোকাটি অদৃশ্য হইয়া গেল। ছেলেদের হাসির অবকাশে সে মেঝের ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে আরো অনেক ঘটনা ঘটিল।

প্রথমত, এক ঝাঁক চড়ুই উড়িয়া গেল। ছাদের ধারে বোধ হয় ওদের বাসা ছিল, ছেলেদের হাসিতে চমকিত হইয়া উহারা কিচির-মিচির করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। উহাদের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ছেলেরা উপর দিকে চাহিল এবং পোকাব কথা ভুলিয়া গেল।

জর্জেটি সেগুলির দিকে আঙ ল দিয়া দেখাইয়া বলিল, 'মুর্গির বাচ্চা!'

রেনিজিন তাহার সংশোধন করিয়া বলিল, 'মুর্গির বাচ্চা নয় গো মেয়ে, ওরা পাখি।'

জর্জেটি পুনরাবৃত্তি করিল, 'বাক্-কি।'

তিনজনে বসিয়া বসিয়া তখন চড়ুইগুলিকে দেখিতে লাগিল।

অতঃপর একটি মৌমাছির প্রবেশ। মৌমাছি অনেকটা আত্মারই অনুরূপ। আত্মা যেমন নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া আলোক সংগ্রহ করে, মৌমাছিও তেমনই পুষ্পে পুষ্পে সঞ্চরণ করিয়া মধু আহরণ করে।

মৌমাছি গুন্ গুন্ করিতেছিল— যেন বলিতেছিল, 'আমি এসেছি, আমি সকলের আগে গোলাপগুলিকে দেখে এসেছি, এখন এলেম শিশুদের দেখতে। কি হচ্ছে এখানে ?'

মধুমক্ষিকা অনেকটা গিন্নির মতো।— এর গানেও একটু বকুনি আছে। ছেলেরা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মৌমাছিটি লাইব্রেরি খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে লাগিল, কক্ষকোণের সন্ধান লইয়া আসিল, গুন্ গুন্ করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলমারির কাচের ভিতর দিয়া বাঁধানো বইগুলির নাম-পরিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিল— যেন সে এ-সব বুঝিতে পারে। এবং এইরূপে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত হইলে সে প্রস্থান করিল।

রেনিজিন বলিল, 'ও তার বাড়ি চলে গেল।'

গ্রোস-এলেন বলিল, 'একটা পশু।'

'না', রেনিজিন বলিল, 'ওটা একটা মাছি।'

'মাত্তি'— জর্জেটি বলিল।

এই সময় গ্রোস-এলেন দোরের নিকট গাঁট-দেওয়া একটুকরো দড়ি পাইয়া

তাহার অপর প্রান্ত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিল এবং গভীর মনোযোগের সহিত সেই ঘূর্ণন দেখিতে লাগিল।

এদিকে জর্জেটি আবার নিজেকে চতুষ্পদে পরিণত করিয়া মেঝের উপর যদৃচ্ছাক্রমে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে সে একটা সুবৃহৎ আস্তরণমণ্ডিত আরাম-কেদারা আবিষ্কার করিল। সেই পুরাতন আস্তরণটি এতই কীট-জর্জরিত যে অনেক স্থানেই তাহার অভ্যন্তরস্থ অশ্বলোম বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই আসনটির নিকটে থামিয়া সে তাহার ছিদ্রগুলিকে বড়ো করিতে লাগিল এবং অধ্যবসায়সহকারে লম্বা ঘোড়ার লোমগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার একটি অঙ্গুলি উপর দিকে উঠাইল। ইহার মানে—'শোনো।'

ভ্রাতৃদ্বয় মাথা ফিরাইল।

বাহির হইতে অস্পষ্ট সুদূর কোলাহল উত্থিত হইতেছে, শোনা গেল। বোধ হয় উহা বনের ভিতর আক্রমণকারীগণের উদ্‌যোগপর্ব। অশ্বের হ্রেষা, ড্রামের ঝর্ঝর, চক্রের ঘর্ঘর, শৃঙ্খলের ঝনৎকার, কুচকাওয়াজের আদেশ-প্রত্যুত্তর—সবগুলি মিলিয়া তাহার মধ্য হইতেও যেন বিশেষ একটা সুর ধ্বনিত হইতেছিল। শিশুগণ আহ্লাদের সহিত তাহা শুনিতে লাগিল।

রেনিজিন বলিল, 'পরমেশ্বর এ-সব করছেন!'

গোলমাল থামিল। রেনিজিন তখনো স্বপ্ন-বিভোর।

শিশুর মাথায় কত নূতন খেয়াল নিমেষে জাগিয়া উঠে, আবার নিমেষে মিলাইয়া যায়। ক্ষণস্থায়ী শিশুস্মৃতির মূলে না জানি কি গোপন রহস্য? এই সরল, চিন্তামগ্ন বালকটির মনের ভিতর বায়স্কোপের ছবির মতন পর পর কতকগুলি চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল— দয়াময় পরমেশ্বর, প্রার্থনা, যুক্তকর এবং একটি স্নেহময় কোমল হাসির স্নিগ্ধ আলোক (যাহা পূর্বে ছিল, এখন আর নাই)। ভাবনামগ্ন রেনিজিনের মুখ হইতে হঠাৎ অর্ধস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল, 'মা।'

গ্রোস-এলেন সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল, 'মা।'

জর্জেটিও বলিয়া উঠিল, 'মা।'

তার পর রেনিজিন লাফাইতে আরম্ভ করিল। উহা দেখিয়া গ্রোস-এলেনের পদযুগলও আর সুস্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহার ভাইয়ের প্রত্যেকটি গতি ও ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। তিন বৎসর চারি বৎসরের অনুকরণ করে, কিন্তু কুড়িমাস আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জর্জেটি বসিয়াই থাকিল, তবে মাঝে মাঝে দুই-একটা শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। পূর্ণ বাক্য বলা তখন পর্যন্ত তাহার রপ্ত হয় নাই। সে ভাবে, আর অর্ধোচ্চারিত একটি-দুইটি শব্দের ইঙ্গিতে সংক্ষেপে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে।

তবুও খানিকক্ষণ পরে দৃষ্টান্ত সংক্রামক হইয়া উঠিল এবং জর্জেটি ভাইদের অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই পুরাতন মসৃণ কাষ্ঠতলের ধূলিরাশির উপর মর্মরমূর্তি-সকলের গম্ভীর দৃষ্টির নিম্নে তিনজোড়া ছোট্ট নগ্ন পদের ধাবন, কুর্দন, নৃত্য আরম্ভ হইল। জর্জেটি মাঝে মাঝে এই মূর্তিগুলির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, আর আস্তে আস্তে বলিতেছিল 'মা— মানুচ।'

জর্জেটির ভাষায় ইহার অর্থ হয়তো, যাহা মানুষের মতো দেখাইতেছে, অথচ ঠিক মানুষ নহে। ছায়ামূর্তির ধারণার ইহাই বুঝি সূচনা।

জর্জেটি টলিতে টলিতে— 'হাঁটিতে হাঁটিতে' বলা ঠিক হইবে না— ভাইদের পিছনে পিছনে ফিরিতেছিল। কিন্তু তাহার অভ্যস্ত ও পছন্দসই চলার সাধারণ পদ্ধতি হইতেছে— দুই পা ও হাতে ভর দিয়া।

রেনিজিন ইতিমধ্যে জানালার নিকট গিয়াছিল। সহসা মাথা তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পুনরায় মাথা নিচু করিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের এক কোণে আসিয়া লুকাইল। এইমাত্র তাহার নজরে পড়িল, একজন লোক তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। লোকটা মালভূমিতে সন্নিবিষ্ট নীলদলের একজন সৈনিক। সাময়িক সন্ধির সুযোগে সে একেবারে খাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে লাইব্রেরির অভ্যন্তরভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। রেনিজিনকে লুকাইতে দেখিয়া গ্রোস-এলেনও লুকাইল। সে গুড়ি মারিয়া তাহার ভাইয়ের পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। জর্জেটিও তাড়াতাড়ি তাহাদের পিছনে আশ্রয় লইল। কিছুক্ষণ সকলে নিস্পন্দ— চুপচাপ। জর্জেটির অঙ্গুলি তাহার

ওষ্ঠপুটের উপর ন্যস্ত। কয়েক মিনিট পরে রেনিজিন ভয়ে ভয়ে বাহিরের দিকে চাহিল। সৈনিক তখনো সেখানে দাঁড়াইয়া। রেনিজিন আবার পালাইয়া আসিল। শিশু তিনটি সাহস করিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিতেও পারিতেছিল না। এইরূপ অনিশ্চিত ভয় ও উদ্‌বেগে কিছুক্ষণ কাটিল, অবশেষে জর্জেটির বিরক্তি ধরিয়া গেল। সে সাহস করিয়া বাইরের দিকে চাহিল। সৈনিক অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আবার শিশুরা ছুটাছুটি ও খেলা করিতে লাগিল।

গ্রোস-এলেন রেনিজিনের ভক্ত ও অনুকরণকারী হইলেও তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেটা হইতেছে তাহার আবিষ্কার-ক্ষমতা। তাহার ভাই ও বোনটি সহসা দেখিতে পাইল, সে বাক্সের পিছন হইতে একটা খেলার গাড়ি আবিষ্কার করিয়া সেটাকে টানিয়া টানিয়া উদ্দামভাবে ছুটিতেছে।

এই পুতুলের গাড়ি ধূলিরাশির মধ্যে বহু বর্ষ ধরিয়া বিস্মৃত পড়িয়াছিল। জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ-সমষ্টি ও পণ্ডিতগণের মূর্তির সান্নিধ্যে সে শান্তিতে ও নিরাপত্তিতে এতকাল অবস্থান করিয়া আসিয়াছে— হয়তো এটা গভেনের শৈশবকালের একটা ক্রীড়নক।

গ্রোস-এলেন তাহার রজ্জুখণ্ডটিকে চাবুকে পরিণত করিয়া কল্পিত অশ্বের উদ্দেশে উহা সপাং সপাং আস্ফালন করিতেছিল। সে একটু গর্বিত। আবিষ্কারক মাত্রেরই মনের ভাব এইরূপ হয়। শিশু আবিষ্কার করে একটি ক্ষুদ্র ক্রীড়াশকট; আর পরিণত বয়স্ক মানুষ আবিষ্কার করে একটি আমেরিকা— দুঃসাহসিকতা উভয়ত্রই সমান।

কিন্তু এই অভাবিত লাভের অংশীদার হওয়া আবশ্যক। রেনিজিনের ইচ্ছা সে এই গাড়ির ঘোড়া হয়, আর জর্জেটির ইচ্ছা উহাতে চড়ে। সে কোনোরূপে গাড়িতে চড়িয়া বসিল, রেনিজিন হইল ঘোড়া, আর গ্রোস-এলেন হইল কোচ-ম্যান। কিন্তু স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে কোচম্যানের কোনোই জ্ঞান ছিল না। অশ্ব তাহাকে শিখাইয়া দিতে লাগিল।

রেনিজিন তাহাকে বলিয়া দিল, 'বল, হুয়া!'

গ্রোস-এলেন আওড়াইল, 'হুয়া!'

রেনিজিন গাড়িতে টান দিবা মাত্র গাড়ি উলটিয়া গেল; জর্জেটি গড়াইয়া পড়িল। দেবশিশুরাও চীৎকার করিতে পারে; জর্জেটি চেঁচাইতে লাগিল।

তাহার ইচ্ছা হইল একটু কাঁদে। উপক্রম দেখিয়া রেনিজিন বলিল, 'মিস্‌, গাড়িটার পক্ষে তুমি বড়ো।'

'আমি বলো!' জর্জেটি কোনোরূপে উচ্চারণ করিল।

সে-যে বড়ো এই কথা ভাবিয়া তাহার পতনজনিত দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইল।

জানালার বাহিরে প্রশস্ত কার্নিসের উপর বৃষ্টি-ভেজা জমাট ধূলিমাটিতে বায়ু-তাড়িত বীজ হইতে একটা বুনো জামের গাছ ঝোপ বাঁধিয়া গজাইয়া উঠিয়াছিল। এই আগস্ট মাসে সেই ঝোপটা কালো কালো ফলে একেবারে ভর্তি। একটা শাখা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া প্রায় মেঝের উপর পড়িয়াছে।

রজ্জু এবং ক্রীড়াশকট আবিষ্কারের পর গ্রোস-এলেন এই বুনো জামের গাছটি আবিষ্কার করিল এবং উহার নিকটে গিয়া জম্বুফল ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

রেনিজিন বলিল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

জর্জেটি হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়া ঘোড়ার মতো লাফাইতে লাফাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন তিনজনে মিলিয়া সেই শাখাটির জাম নিঃশেষ করিয়া আনিল। জম্বুফলের লাল রঙে তাহাদের হস্ত ও বদনমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আনন্দে তাহারা চেঁচামেচি করিতে লাগিল।

সময় সময় গাছের কাঁটায় তাহাদের অঙ্গুলি ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল।— সুখের সঙ্গে দুঃখ সর্বদাই যুক্ত থাকে।

জর্জেটি তাহার আঙুল উঁচু করিয়া রেনিজিনকে দেখাইল। তথায় ক্ষুদ্র একবিন্দু রক্ত। ঝোপের দিকে দেখাইয়া জর্জেটি বলিল, 'কামড়ায়।'

গ্রোস-এলেনও কাঁটার খোঁচা খাইয়াছিল। ঝোপটির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, 'এটা একটা জানোয়ার।'

'না', রেনিজিন বলিল, 'এটা গাছের ডাল।'

'তা হলে গাছের ডাল ভারি দুষ্টু!' গ্রোস-এলেন মন্তব্য করিল।

জর্জেটি আবার কাঁদিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা শুনিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

৪

ইতিমধ্যে রেনিজিন মনে মনে একটা মস্ত ফন্দি আঁটিল। ছোটো ভাইটির একাধিক আবিষ্কারে তাহার মনে একটু ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ একটা কিছু করিতে না পারিলে আর মান থাকে না। কয়েক মিনিট ধরিয়া সে লাইব্রেরির মধ্যস্থলে স্মৃতিস্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান। একপায়া টেবিলটার দিকে সে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। উহারই উপরে সেই সুবিখ্যাত শাস্ত্রকার সেইণ্ট (ঋষি) বার্থোলোমিয়োর গ্রন্থখানা রক্ষিত।

ইহা একখানা চমৎকার এবং অমূল্য গ্রন্থ। বাইবেলের ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ সংস্করণের খ্যাতিমান প্রকাশক -কর্তৃক এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল রেশম ও তুলা হইতে আরব দেশে প্রস্তুত সুন্দর শুভ্র কাগজে— সাধারণ ওলন্দাজি কাগজে নহে। এই কাগজের রঙ কখনো হল্‌দে হইয়া যাইত না। এই বই গিল্‌টি করা চামড়ায় বাঁধানো, রুপার বন্ধনীতে আবদ্ধ, বহু চিত্র-পরিশোভিত এবং নানান দেশের মানচিত্র-সংবলিত। এরূপ গ্রন্থ বড়োই দুষ্প্রাপ্য ছিল।

বইটি বড়োই সুন্দর। চাহিয়া চাহিয়া রেনিজিনের আর আশা মিটিতেছিল না। যে পাতায় সেইণ্ট বার্থোলোমিয়োর বৃহৎ চিত্র, ঘটনাক্রমে বইখানি সেইখানটায়ই খোলা ছিল। রেনিজিন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে উহা দেখা যাইতেছিল। জামগুলি নিঃশেষে ভক্ষিত হইলে সে ব্যাকুল আগ্রহে ছবিটির দিকে তাকাইয়া ছিল। ভাইয়ের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া জর্জেটিও উহা লক্ষ্য করিল এবং পুলকিত অন্তরে বলিয়া উঠিল, 'ঋবি!'

জর্জেটির এই সাহ্লাদ বাক্যে রেনিজিনের মন হইতে সকল দ্বিধা যেন ঘুচিয়া গেল। এবং একমুহূর্তেই সে আপনার মতলব ঠিক করিয়া লইল।

তার পর এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল যাহাতে গ্রোস-এলেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। লাইব্রেরি-ঘরের এক কোণে একটা বড়ো ওক-কাঠের চেয়ার ছিল; রেনিজিন সটান সেখানে গিয়া ওটাকে টানিয়া টানিয়া একলাই সেই টেবিলের নিকট লইয়া আসিল। তার পর চেয়ারের উপর চড়িয়া দুই হাতে বইটি ধরিল।

উচ্চপদে আরূঢ় হইলে লোকের মনে স্বভাবতই একটু বদান্যতার ভাব আসে। রেনিজিনও অনুভব করিল তাহার এখন একটু সদাশয়তা দেখানো আবশ্যক। সে 'অবি'টির উপরপ্রান্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছেঁড়াটা সেইণ্টের উপর দিয়া কোনাকুনি চলিয়া গেল। এই প্রাচীন ঋষির বামপার্শ্বের একটি চক্ষু এবং মস্তকের আলোকবেষ্টনীর একটু অংশ পুস্তকে রহিয়া গেল; আর তাহার অপরার্ধ (চর্মসমেত) রেনিজিন জর্জেটিকে উপহার দিল। জর্জেটি উহা হাতে লইয়া বলিল, 'মা— মানুচ।'

গ্রোস-এলেন বলিল, 'আর আমার?'

শিশুগণ-কর্তৃক কোনো পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা ছিন্নীকরণ, বয়স্কলোক-কর্তৃক প্রথম রক্তবিন্দুপাতেরই মতন— ভাবী ধ্বংসকার্য উহাতে অনিবার্যরূপে নির্ধারিত হইয়া যায়।

রেনিজিন পুস্তকের সেই পাতাটি উলটাইল। ঋষির পরেই ভাষ্যকার প্যান্টিনাসের চিত্র। রেনিজিন তাহাকে গ্রোস-এলেনের হস্তে সমর্পণ করিল।

ইতিমধ্যে জর্জেটি তাহার ছবির বড়ো খণ্ডটিকে ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিল। এবং তার পর সেই দুই টুকরাকে আবার চারি টুকরায় পরিণত করিল। এইরূপে তাহার কাজ চলিতে লাগিল। ইতিহাস লিখিয়া রাখিতে পারিত যে, আর্মেনিয়াতে সেইণ্ট বার্থোলোমিয়োর গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লওয়ার পর ব্রিটেনীতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

শাস্ত্রকর্তা ও তাঁহার ভাষ্যকারের চিত্র খণ্ড-বিখণ্ড করা হইলে জর্জেটি হাত বাড়াইয়া বলিল, 'আল্—ও।'

অতঃপর হস্তক্ষেপ করা হইল কুঞ্চিত-ভ্রূ টীকাকারগণের উপর। তাহাদের মধ্যে প্রথম গ্যাভেস্টাস। রেনিজিন তাহাকে ছিঁড়িয়া জর্জেটির হাতে দিল। সমস্ত টীকাকারগণ পর্যায়ক্রমে এরূপ সদ্‌গতি লাভ করিল।

দাতার মধ্যে একটা বড়োমানুষির ভাব থাকে। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন— রেনিজিনও নিজের জন্য কিছুই রাখিল না। গ্রোস-এলেন এবং জর্জেটি যে মুগ্ধনেত্রে তাহার কার্য সন্দর্শন করিতেছিল, রেনিজিন তাহাতেই সন্তুষ্ট। তাহারাই তাহার জনসাধারণ— তাহাদের প্রশংসাই তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত পুরস্কার।

রেনিজিনের বদান্যতার অবধি নাই। সে গ্রোস-এলেনকে ফেভিমিও পিগ্‌নাটেলি এবং জর্জেটিকে ফাদার স্টিল্‌টিং-এর প্রতিকৃতি প্রদান করিল। তৎপর গ্রোস-এলেনের হস্তে এলফন্‌স্‌ টোস্টাট এবং জর্জেটির হস্তে কর্নেলিয়াস আ লাপিদে সমর্পিত হইল। একজন পাইল উৎসর্গপত্র, আর-একজন পাইল উপক্রমণিকা। ক্রমে ম্যাপগুলি বিতরিত হইল— ইথিওপিয়া গ্রোস-এলেনের, আর লাইকোনিয়া জর্জেটির ভাগে পড়িল। দানযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া রেনিজিন গ্রন্থাবশেষটুকু গৃহকুট্টিমে নিক্ষেপ করিল।

শিশুদের নিকট এই মুহূর্তটি বড়োই ভয়ংকর বোধ হইতেছিল। ভীতিমিশ্রিত উল্লাসের সহিত গ্রোস-এলেন ও জর্জেটি লক্ষ্য করিল— দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রেনিজিন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বিশাল গ্রন্থটিকে তাহার আধারের উপর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে। সেই মহিমান্বিত গ্রন্থের পরিণামটি হইল বড়ো করুণ। ধাক্কা খাইয়া মুহূর্তের জন্য উহা ডেস্কের প্রান্তে থামিয়া যেন ইতস্তত করিতে করিতে আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, তার পর সশব্দে ভূমিতলে নিপতিত হইল— কোথায় গেল তাহার বাঁধাই, কোথায় বা গেল তাহার বন্ধনী। সৌভাগ্যক্রমে বইটা শিশুদের উপরে পড়ে নাই। তাহারা শুধু স্তম্ভিত হইয়াছিল, আহত হয় নাই। বিজয়ের এমন স্থচারু উপসংহার অনেক সময়ই দেখা যায় না।

কীর্তিচিহ্ন মাত্রই ভূমিসাৎ হইবার কালে একটা কোলাহল উত্থিত হয় এবং ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই পতনেও তেমনই শব্দ হইল এবং একরাশ ধূলি উড়িয়া গেল।

পুস্তকখানিকে ভূপাতিত করিয়া রেনিজিন চেয়ার হইতে অবতরণ করিল।

কিছুক্ষণ সকলে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। বিজয়ও সময় সময় আপনার কৃতকর্মে ভীত হইয়া পড়ে। শিশুত্রয় পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভূলুণ্ঠিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন বইটির দিকে সশঙ্ক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালমাত্র। গ্রোস-এলেন অচিরেই অগ্রসর হইয়া উহার উপর এক লাথি বসাইয়া দিল।

অধিক প্ররোচনার প্রয়োজন ছিল না। সংহার-প্রবৃত্তি অতি সহজেই জাগিয়া উঠে। রেনিজিনও উহাকে পদাঘাত করিল, জর্জেটিও তাহার ছোট্ট

পা দিয়া উহাকে লাথি দিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেল, এবং তার পর গিয়া বইটার উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইন্দ্রজাল সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গেল। রেনিজিন ঋষির উপর লাফাইয়া পড়িল, গ্রোস-এলেন তাহার উপর নৃত্য করিতে লাগিল। তখন কেউ ছবি ছিঁড়িতে লাগিল, কেউ পাতা ছিঁড়িতে লাগিল, কেউ বা সোনালি বাঁধাই চামড়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। হস্ত, পদ, নখ ও দন্তের আর বিরাম রহিল না। আঁচড়াইয়া, মোচড়াইয়া, বিসর্জন করিয়া তাহারা সেই অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানিকে একেবারে তাল পাকাইয়া ফেলিল। এইরূপে সেই প্রফুল্ল, বিজয়দৃপ্ত, করুণালেশশূন্য, পুষ্প-পেলব, সহাস্য, নিষ্ঠুর ধ্বংস-দেবত্রয় -কর্তৃক আত্মরক্ষায় অসমর্থ বেচারা শাস্ত্র-কারের উৎসাদন সম্পন্ন হইল।

আর্মেনিয়া, জুডিয়া, বেনেভেণ্টো, যেখানে যেখানে মহাপুরুষের কীর্তিচিহ্ন বিরাজিত ছিল, সবই তাহাদের হস্তে নির্বাণ প্রাপ্ত হইল। এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের বিনাশকার্যে তাহারা এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের পাশ দিয়া একটা মূষিক দৌড়িয়া গেল, সেটাও তাহাদের লক্ষ্য হইল না।

এ যে একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড! পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ; কুসংস্কার, ধর্মোন্মাদ, সৃষ্টিরহস্য ; সুপবিত্র ল্যাটিন ভাষা ; এক কথায় আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একটা সমগ্র ধর্মকে এইরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা— তিনজন বিপুল-শক্তি বিরাটকায় দৈত্যের কর্ম। তিনটি শিশুই তাহা সমাধা করিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এজন্য তাহাদের খাটিতে হইল, কিন্তু কার্যটি তাহারা শেষ করিল। সেইণ্ট বার্থোলোমিয়োর আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

যখন কার্য সমাপ্ত হইল, যখন পুস্তকের শেষ পত্র ছিন্ন এবং শেষ চিত্র ভূলুণ্ঠিত হইল, যখন কেবল বাঁধাইয়ের কঙ্কালটুকু ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন রেনিজিন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আহ্লাদে করতালি দিতে লাগিল।

গ্রোস-এলেন ভ্রাতার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল।

জর্জেটি পুস্তকের একটি ছিন্নপত্র হাতে লইয়া জানালার চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল এবং ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেটি শত টুকরা করিয়া জানালার বাহিরে ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রেনিজিন এবং গ্রোস-এলেনও তৎকার্যে মনোনিবেশ করিল।

সমগ্র গ্রন্থটি সেই অধ্যবসায়শীল, নাছোড়বান্দা অঙ্গুলিগুলি-কর্তৃক ছিন্নীকৃত হইয়া বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল। জর্জেটি মনোযোগের সহিত এই ছিন্ন পত্রাংশ-গুলির উড্ডয়ন লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল 'পজাপতি।'

গ্রন্থের শবদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্নাংশগুলি এইরূপে নীলাকাশে অদৃশ্য হইয়া গেলে হত্যাকাণ্ডের অবসান হইল।

এইরূপে দ্বিতীয়বার এই ধর্মপ্রচারক ঋষির বলিদান হইল। তাঁহার প্রথমবারের আত্মবিসর্জন হইয়াছিল যিশু খ্রীস্টের জন্মের উনপঞ্চাশৎ বৎসর পরে।

ক্রমে সন্ধ্যা তপ্ত-ধরণীর গায় তাহার ধূসর স্নিগ্ধ ছায়া-প্রলেপ মাখাইয়া দিল। বাতাসের কোমল স্পর্শে তন্দ্রার আবেশ।— জর্জেটির নয়নযুগল মুদিয়া আসিতে লাগিল। রেনিজিন একটা খড়ের বোঝা জানালার নিকট টানিয়া আনিয়া তাহার উপর সটান শুইয়া পড়িল। বলিল, 'এখন ঘুমানো যাক।'

গ্রোস-এলেন রেনিজিনের মাথায় ঠেস দিয়া মাথা রাখিল, জর্জেটি আপনার মস্তকটি গ্রোস-এলেনের মস্তকের উপর ন্যস্ত করিল। তার পর তিনটি দস্যি ছেলেমেয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সুরভি-নিশ্বাসের মতো ঈষদুষ্ণ সমীরণ বনফুলের গন্ধ-বাসিত হইয়া মুক্ত গবাক্ষপথে বহিয়া আসিতেছিল। অস্তগামী তপন আপনার সস্নেহ করে সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করিতেছিল। চারি দিক আনন্দোজ্জ্বল, শান্তিময়, মৈত্রী-করুণায় ভরা। জড়জগৎ যেন একসুরে বাঁধা— তাহার নিবিড় মধুরতা আসিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছিল।

সৃষ্টি একটা গোপন রহস্যের মহিমময় বিকাশ। আর তাহার কল্যাণ-কারিতায় হইতেছে সেই মহিমার পূর্ণতা। বিশাল প্রকৃতির মধ্যে একটা স্নেহশীল মাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অনুভব করিতে পারি, যেন এক অদৃশ্য শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য প্রবলের হস্ত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে। অথচ সর্বত্রই সৌন্দর্য ও কোমলতা।

সতত পরিবর্তনশীল ছায়ালোকের বিচিত্র সম্পাতে তটিনীবক্ষে, শ্যামল প্রান্তরে যে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচিত হয়, ঘুমন্ত প্রকৃতির উপর সেইরূপ একটা অস্পষ্ট মোহময় আবরণকে যেন কে টানিয়া দিতেছিল। লঘু বাষ্পরাশি নীরবে ঊর্ধ্বে উঠিয়া মেঘে মিশাইয়া যাইতেছিল— যেন কল্পনাক্রমে স্বপ্নে পরিণত হইতেছিল। লাটুর্গের উচ্চশীর্ষের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাখিরা উড়িতেছিল। সোয়ালো-গুলি জানালার ভিতর দিয়া মাথা গলাইয়া দেখিতেছিল— শিশুরা বেশ ভালোরূপ ঘুমাইতেছিল কিনা, যেন তাহাই তাহারা জানিতে চায়। বালকন্দর্পের মতো এই তরুণ শিশুগুলি অর্ধনগ্ন স্তব্ধভাবে জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া রহিয়াছে। কী সুন্দর! তিনজনের বয়স একত্র করিলেও নয় বৎসর হয় না। তাহারা নন্দনের আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর— ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখায় সে আনন্দের ঈষৎ আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয়তো করুণাময় জগৎপিতা স্বয়ং তাহাদের কর্ণমূলে ঘুমপাড়ানিয়া সংগীত গুঞ্জন করিতেছিলেন।

তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে সব চুপচাপ। নিখিল বিশ্ব বুঝি কান পাতিয়া তাহাদের কোমল বক্ষ হইতে উৎসারিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনিতেছিল। গাছের পাতায় স্পন্দন নাই, মাঠের ঘাস অবিকম্পিত। মনে হইতেছিল, যেন নক্ষত্র-খচিত বিপুল জগৎ এই বেচারা শিশুকয়টির নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় আপনার শ্বাসরোধ করিয়া রহিয়াছে! ক্ষুদ্রতার প্রতি বিরাট প্রকৃতির এই সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা— এতদপেক্ষা মহত্তর আর কি হইতে পারে?

সূর্য অস্তগমনোন্মুখ, প্রায় দিকচক্রবালে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সহসা এই গভীর শান্তির মধ্যে অরণ্যের প্রান্ত হইতে বিদ্যুচ্ছটার মতো দীপ্তি ঝলকিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর শব্দ। এইমাত্র একটা তোপ দাগা হইয়াছে। পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কামান-গর্জন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেইসঙ্গে জর্জেটির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সে মাথা একটু তুলিল, ছোট্ট আঙুলটি উঁচু করিয়া বলিল, 'বুম।'

শব্দ ক্রমে আকাশে মিলাইয়া গেল। আবার সব নিস্তব্ধ হইল। জর্জেটি গ্রোস-এলেনের গায়ের উপর মাথা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

চতুর্থ খণ্ড

মা

প্রথম স্তবক

মৃত্যু-অভিযান

১

আর সেই সন্তানহারা জননী! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বরাবর সম্মুখ পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে রাস্তার পাশে যেখানে সেখানে শুইয়া পড়িয়া একটু নিদ্রার চেষ্টা করে, আর দুই-এক টুকরা রুটি মুখে দেয়— প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যেটুকু একেবারে না করিলে নয়। প্রত্যহ এইরূপ। যে সন্ধ্যার কথা আমরা এখন বলিতেছি, সে দিনও সে দিনভোর হাঁটিয়া আসিয়াছে।

পূর্বরাত্রি সে একটা জনহীন গোলাবাড়িতে কাটাইয়াছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে এরূপ শূন্য গোলাবাড়ির অভাব ছিল না। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে চারিটি দেওয়াল ও খোলা দোর দেখিতে পাইয়া সে তাহার ভিতর আশ্রয় লয়। উপরে ভগ্ন ছাদ, নীচে খানিকটা খড়। তাহারই উপর শুইয়া পড়িয়া ছাদের হা-করা ফাটলের ভিতর দিয়া নীল আকাশে তারার ঝিকিমিকি দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে আবার চলিতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য, ঠাণ্ডায় যতটা সম্ভব পথ অতিক্রম করিবে. গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে পায়ে হাঁটিয়া বেশি দূর চলা কঠিন।

কৃষক সংক্ষেপে যে পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল রমণী সাধ্যমত তদনুসারেই চলিতেছিল। যতদূর সম্ভব সে পশ্চিম দিকেই যাইতেছিল। নিকটে কেহ থাকিলে শুনিতে পাইত, হতভাগিনী অর্ধস্ফুট স্বরে অনবরতই 'লাটুর্গ' কথাটি উচ্চারণ করিতেছে। ছেলেমেয়েগুলির নাম ভিন্ন কেবল এই কথাটিই তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল।

চলিতে চলিতে সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মনে পড়িতেছিল, কত বিপদ সে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, কত অপমান, কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে; কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, কত কথা শুনিতে হইয়াছে— কখনো আশ্রয়ের জন্য, কখনো একখণ্ড রুটির জন্য, কখনো বা তাহার পথের সন্ধান

জানিবার জন্য। দুর্ভাগা পুরুষের চেয়ে দুর্ভাগিনী রমণীকে দুর্দশা অনেক বেশি সহ্য করিতে হয়। কী কষ্টকর পর্যটন। কিন্তু এ-সব সে কিছুই মনে রাখিবে না, সন্তানদের পাইলেই হয়।

ভোরের দিকে সে একটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। রজনীর আবছায়া তখনো তরুপল্লবে কুটিরে গির্জায় লাগিয়া রহিয়াছে। কোনো কোনো জানালার ভিতর দিয়া দুই-একটি কৌতূহলী মুখ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মতো গ্রামবাসীরা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। শকটচক্রের ঘর্ঘর ও শৃঙ্খলের ঝনৎকার শোনা যাইতেছে।

গির্জার প্রাঙ্গণে সমবেত একদল ভীত গ্রামবাসী মাথা উঁচু করিয়া দেখিতেছিল, পাহাড়ের উপর হইতে পথ বাহিয়া কি একটা গ্রামের দিকে নামিয়া আসিতেছে। এটা একটা চারচাকার মালগাড়ি; শিকলে বাঁধা পাঁচটি ঘোড়া ওটাকে টানিয়া আনিতেছে। গাড়ির উপরে জয়েস্টের মতন একরাশ লম্বা কাষ্ঠদণ্ড দেখা যাইতেছিল। মাঝখানে শবাচ্ছাদনীর মতো কালো ক্যান্‌ভাসে ঢাকা একটা আকারহীন পদার্থ। শকটের অগ্রে ও পশ্চাতে দশজন করিয়া অশ্বারোহী। তাহাদের মস্তকে ত্রিকোণাকৃতি শিরস্ত্রাণ; তাহাদের স্কন্ধের উপর দিয়া উলঙ্গ কৃপাণের সূক্ষ্মাগ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সমগ্র বাহিনীটির কৃষ্ণ-মূর্তি আকাশের পৃষ্ঠপটের উপর সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। যান-বাহন, সাজ-সরঞ্জাম, অশ্বারোহী সকলই কালো দেখাইতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে প্রভাতের পাণ্ডুরাগ।

গ্রামে উপনীত হইয়া তাহারা স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে দিনের আলোতে চারি দিক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। দলের একটি লোকের মুখেও কথা নাই। এ যেন ছায়ামূর্তি-সকলের অভিযান!

অশ্বারোহীগণ সৈনিক পুরুষ; তাহাদের হস্তে বাস্তবিকই কোষমুক্ত তরবারি। শকটের উপর কৃষ্ণাস্তরণ।

বিপরীত দিক হইতে সেই অভাগিনী জননী গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং অশ্বারোহীগণের সঙ্গে প্রায় এক সময়েই স্কোয়ারে আসিয়া পৌঁছিল।

জনতার মধ্যে লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল।

'এটা কি?'

'গিলোটিন।'

'কোথেকে আসছে?'

'কুজার্স থেকে।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'জানি না। শোনা যায়— প্যারিসের নিকটে একটা দুর্গে।'

'প্যারিসে!'

'যেখানে খুশি ওটা যাক। মোদ্দা এখানে না থামলেই হয়।'

এই বৃহৎ শকট, তন্মধ্যস্থিত আচ্ছাদনাকৃত বস্তু এবং শকটবাহক অশ্বপঞ্চক; সৈনিকসমূহ; শৃঙ্খলের ঝনৎকার, আর লোকগুলির মৌনতা; ধূসর উষা— সব মিলিয়া ব্যাপারটা কেমন ভৌতিক বলিয়া বোধ হইতেছিল। এই বাহিনী স্কোয়ার অতিক্রম করিয়া গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেল। পল্লীটি দুইটা পাহাড়ের অন্তর্বর্তী নিম্নদেশে অবস্থিত। মিনিট পনেরো পরে এই সন্দেহজনক বাহিনীকে পশ্চিম পাহাড়ের শীর্ষদেশে পুনরায় দেখা গেল। ভারী চাকাগুলি পথের গর্ত গহ্বরে পড়িয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতেছিল। প্রভাত বায়ুতে শিকলের ক্ল্যাং ক্ল্যাং শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। উদীয়মান সূর্যের স্বর্ণালোকে সৈনিকগণের তরবারি ঝিকমিক করিতেছিল, পর্বতচূড়া হইতে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে। শকট ও তাহার রক্ষীগণ অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে জর্জেটি লাইব্রেরি ঘরে তাহার নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের পার্শ্বে জাগিয়া উঠিয়া তাহার গোলাপি পা দুটিকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়াছিল।

মৃত্যুর পরওয়ানা

রমণী এই অদ্ভুত বাহিনী দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না— বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তখন অন্য চিত্র ভাসিতেছিল— সে তাহার হারানো ছেলেমেয়েগুলি।

গ্রাম ছাড়াইয়া সেও শকটরক্ষী সৈন্যদলের পশ্চাতে কিছু দূরে দূরে সেই পথ অনুসরণ করিয়াই চলিল। সহসা 'গিলোটিন' কথাটি তাহার কানে গেল। এই

নিরক্ষর কৃষকরমণী মিচেল ফ্লেচার্ড গিলোটিন কাহাকে বলে জানে না, কিন্তু অন্তর হইতে অন্ধসংস্কার তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল। তাহার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিজন্য এরূপ হইল, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এই কালো পদার্থটার পিছনে পিছনে চলিতে তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। বড়ো রাস্তা ছাড়িয়া বাঁ দিকে বনের মধ্যে সে চলিয়া গেল। এই বন কুজার্সের অরণ্য।

কিয়ৎকাল পর্যটনের পর রমণী অদূরে একটা ঘণ্টাস্তম্ভ ও কয়েকটা বাড়ির ছাদ দেখিতে পাইল। ইহা অরণ্যপ্রান্তস্থ একটি বিচ্ছিন্ন গ্রাম। মিচেল ফ্লেচার্ড গ্রামের দিকে চলিল। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছে।

যে-সকল গ্রামে সাধারণতন্ত্রীরা ঘাঁটি বসাইয়াছিল, এই গ্রাম তাহাদের একটি।

মেয়রের ভবনের সম্মুখবর্তী স্কোয়ারে সে গিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রামের অধিবাসীরাও যেন ভীত এবং উদ্‌বিগ্ন। পুরপ্রবেশের সোপানের উপর একদল লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে। সকলের উর্ধ্ব ধাপে সৈনিক-পরিবৃত একজন লোক দণ্ডায়মান। তাহার হস্তে একটা প্রকাণ্ড ইস্তাহার। তাহার ডান দিকে এক ড্রামবাদক, আর বাঁ দিকে গঁদের হাঁড়ি ও তুলি হস্তে ইস্তাহার আঁটিবার জন্য একজন লোক।

ব্যাল্‌কনির (গাড়ি-বারান্দার ছাদের) উপরে ত্রিবর্ণের উত্তরীয়-আবৃত কৃষক-পরিচ্ছদধারী মেয়র দেখা দিলেন।

ইস্তাহারওয়ালা লোকটা সরকারি আদেশ ঘোষণাকারী। তাহার কাঁধের উপর চাপরাশ-আঁটা, আর তাহা হইতে একটা ঝোলা বিলম্বিত। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাহাকে গ্রামে যাইয়া জেলাময় কোনো হুকুম জারী করিতে হইবে।

এই সময়ে মিচেল ফ্লেচার্ড তথায় উপস্থিত হইল। লোকটা ইস্তাহার খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল—

'এক এবং অখণ্ড ফরাসী সাধারণতন্ত্র।'

ড্রামবাদক তখন ড্রামে ঘা দিল। জনতার মধ্যে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, কেহ কেহ তাহাদের মস্তক হইতে ক্যাপ অপসারিত করিল; অন্যেরা

তাহাদের হ্যাট মাথার উপরে আরো শক্ত করিয়া টানিয়া দিল। তৎকালে সেই অঞ্চলে মস্তকাবরণ দেখিয়াই লোকের রাজনৈতিক মতামত বুঝিতে পারা যাইত— সাধারণতন্ত্রীরা ক্যাপ ও রাজপক্ষীয়েরা হ্যাট ব্যবহার করিত।

জনকোলাহল থামিল; প্রত্যেকে অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঘোষণাকারী পড়িল—

'কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত আদেশানুসারে, এবং কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টি -কর্তৃক ক্ষমতার বলে—'

দ্বিতীয়বার ড্রাম বাজিয়া উঠিল; ঘোষণাকারী পড়িয়া চলিল—

'এবং ন্যাশনাল কনভেনশন -কর্তৃক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থানুসারে, যাহাতে অস্ত্রসহ-ধৃত বিদ্রোহীগণকে আইনের আশ্রয়-বর্জিত করা হইয়াছে এবং যাহারা উক্ত বিদ্রোহীগণকে আশ্রয়দান করিবে কিংবা উহাদের পলায়নের সহায়তা করিবে, তাহাদের জন্য চরম দণ্ডের বিধান হইয়াছে—'

একজন কৃষক তাহার পার্শ্ববর্তী অপর কৃষককে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কথাটার মানে কি— চরমদণ্ড?'

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর দিল, 'আমি জানি না।'

ঘোষণাকারী ইস্তাহারটা উঁচু করিয়া নাড়িয়া পড়িল—

'এবং যেহেতু ৩০ এপ্রিল তারিখের ১৭ ধারায় প্রতিনিধিগণকে বিদ্রোহী-দিগের বিরুদ্ধে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, অতএব তদনুসারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে—'

একটু থামিয়া সে বলিল—

'আইনের আশ্রয়-বর্জিত বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে—'

সমগ্র জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

ঘোষণাকারীর কণ্ঠস্বর তাহাদের নিকট বজ্রনির্ঘোষের মতো বোধ হইল। সে পড়িল—

'ল্যান্টিনেক বিদ্রোহী।'

একজন কৃষক অনুচ্চস্বরে বলিল, 'এ তো আমাদের মনসেইনিয়র' (জমিদার)।' সকলেই ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, 'এ যে মনসেইনিয়র।

ঘোষণাকারী পুনরায় পড়িল—

'ল্যান্টিনেক, ভূতপূর্ব মার্কুইস, বিদ্রোহী। ইমানুস, বিদ্রোহী—'

দুইজন কৃষক আড়চোখে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করিল।

'ও হচ্ছে গুজ-লা-ব্রুয়ান্ট।'

'হ্যাঁ, ব্রিস্-ব্লউই বটে।'

ঘোষণাকারী তালিকা পড়িতে লাগিল—

'গ্র্যাণ্ড-ফ্রাঙ্কুর, বিদ্রোহী—'

লোকেরা বলিয়া উঠিল, 'উনি তো একজন পাদরী— আবে টুরমো।'

'এবং বিদ্রোহী,' ক্যাপ মাথায় একটা লোক বলিল।

জনতার মন্তব্যে কান না দিয়া ঘোষণাকারী এইরূপে ক্রমে ক্রমে উনিশজনের নাম পাঠ করিয়া গেল। তার পর পড়িল, 'উপরি-লিখিত ব্যক্তিগণ যেখানেই ধৃত হউক, সনাক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের শিরশ্ছেদ হইবে।'

জনতার মধ্যে আবার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল।

ঘোষণাকারী পাঠ করিতে লাগিল, 'যে-কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা তাহাদের পলায়নের সহায়তা করিবে, কোর্ট মার্শালের আদেশে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। স্বাক্ষর—'

সকলে নিস্তব্ধ হইল। সূচীপতন শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়।

'স্বাক্ষর— কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টির প্রতিনিধি— সিমুর্দ্যান।'

'ইনি একজন পাদরী', জনৈক কৃষক বলিল।

অপর একজন মন্তব্য করিল, 'প্যারিসের ভূতপূর্ব কিউর।'

একজন নগরবাসী বলিল, 'এদিকে টুরমো, ওদিকে সিমুর্দ্যান। নীলদলের পাদরী আর সাদাদলের পাদরী।'

অন্য একজন নগরবাসী টিপ্পনী কাটিল, 'চিত্তটি উভয়েরই সমান কালো।'

ব্যাল্‌কনির উপরে মেয়র মাথা হইতে হ্যাট খুলিয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক।'

এই সময়ে ড্রাম একবার বাজিয়া উঠিল। ঘোষণাকারীর বক্তব্য এখনো শেষ হয় নাই, বোঝা গেল।

সে হস্ত সঞ্চালন করিয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল,

চুপ, চুপ, শোনো, সরকারি ঘোষণাপত্রের শেষ কয় ছত্র শোনো। উহা উত্তর উপকূলের তল্লাসি বিভাগের অধ্যক্ষ গডেনের স্বাক্ষরিত।'

জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'শোনো! শোনো!'

ঘোষণাকারী পাঠ করিল—

'উপরোক্ত আদেশানুসারে অধুনা লাটুর্গে অবরুদ্ধ উল্লিখিত উনিশজন বিদ্রোহীকে সাহায্য করা বারিত হইল। আদেশ অমান্য করার সাজা প্রাণদণ্ড।'

'কী!' কে একজন বলিয়া উঠিল।

উহা নারীর কণ্ঠস্বর। এ সেই সন্তানহারা জননী।

কৃষকদের আলোচনা

মিচেল ফ্লেচার্ড জনতার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। আশেপাশের কথাবার্তায় তাহার মোটেই মনোযোগ ছিল না। কিন্তু মনোযোগ না দিয়াও আমরা কোনো কোনো কথা শুনিতে পাই। 'লাটুর্গ' শব্দটি তাহার কানে গেল। সে মাথা তুলিয়া চাহিল; বলিল— 'কী? লাটুর্গ!'

পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহার দিকে তাকাইল। পরিধানে তাহার ছিন্ন বসন। তাহাদের বোধ হইল রমণী ক্ষ্যাপা।

কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, 'একে একজন বিদ্রোহীর মতন দেখাচ্ছে।'

জনৈক কৃষকরমণী এক ঝুড়ি বিস্কুট মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে মিচেল ফ্লেচার্ডের নিকট আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'চুপ করে থাকো, কিছু বোলো না।'

মিচেল ফ্লেচার্ড রমণীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো লাটুর্গ কথাটি তাহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল, তার পর আবার সব অন্ধকার। খোঁজ লইবারও কি তাহার অধিকার নাই? কি সে করিয়াছে যে, তাহারা উহার দিকে এমন করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে?

এদিকে ড্রাম শেষবার বাজিল; ইস্তাহার আঁটা হইল; মেয়র তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিলেন; ঘোষণাকারী গ্রামান্তরাভিমুখে রওনা হইল, এবং লোকের ভিড় ক্রমে কমিয়া গেল।

ইস্তাহারটার সম্মুখে তখনো একদল লোক জটলা করিতেছিল। মিচেল ফ্লেসার্ড তাহাদের সঙ্গে যাইয়া ভিড়িল।

বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত লোকদের সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে নাগরিক ও পল্লীবাসী, অর্থাৎ 'নীল' ও 'সাদা' উভয় দলের লোকই ছিল।

একজন কৃষক বলিল, 'যা হোক সবাইকে তারা ধরতে পারে নি তো। উনিশজন তো উনিশজনই, তার বেশি নয়। রিংনকে ধরতে পারে নি, বেঞ্জামিন মুলিনকে ধরতে পারে নি, গুপিল্‌কেও পারে নি।'

'মঞ্জিনের লবিউলকেও পারে নি'— অপর একজন বলিল।

অন্যেরা বলিল, 'ব্রাইস্ ডেনিস্‌কেও নয়।'

'ফ্রাঙ্কয় ডুডোনেটকেও নয়।'

এইরূপে তাহারা অনেকের নাম করিল, যাহারা এখনো ধৃত হয় নাই।

কঠোরাকৃতি, পক্ককেশ জনৈক বৃদ্ধ বলিল, 'বোকারা! আরে, এক ল্যান্টিনেককে ধরতে পারলে তো সকলকেই ধরা হল।'

একটি যুবক আস্তে আস্তে বলিল, 'এখনো তাঁকে ধরতে পারে নি।'

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, 'ল্যান্টিনেক ধরা পড়লে, প্রাণপাখিই ধরা পড়ল; ল্যান্টিনেকের মৃত্যু মানে ভেণ্ডির বিনাশ।'

'কে এই ল্যান্টিনেক?' একজন নগরবাসী জিজ্ঞাসা করিল।

আর-একজন নাগরিক উত্তর দিল, 'ইনি একজন ভূতপূর্ব।'

অপর একজন বলিল, 'যারা মেয়েমানুষদেরও গুলি করে, এ তাদেরই একজন।'

এই কথাগুলি মিচেল ফ্লেসার্ডের কানে গেল। সে বলিল, 'তা সত্যি।'

তাহারা তাহার দিকে ফিরিল। সে বলিতে লাগিল, 'লোকটা আমাকেও গুলি করেছিল।'

তাহার কথাবার্তা ইহাদের নিকট বড়োই অদ্ভুত ঠেকিতেছিল। একটি

জীবিত রমণী যেন আপনাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তাহারা সন্দিগ্ধভাবে উহার দিকে চাহিল।

বাস্তবিক উহাকে দেখিয়া চমকিত হইবারই কথা। ভীত, ত্রস্ত, ব্যাধতাড়িত হরিণীর ন্যায় শঙ্কিতদৃষ্টি এই রমণী প্রতি পত্রান্দোলনে কম্পিত হইতেছিল। তাহার ভীতিবিহ্বল চেহারা দর্শকদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। নৈরাশ্যের শেষ সীমায় উপনীত নারীর দুর্বলতার মধ্যে একটা আতঙ্কজনক ভাব আছে। কিন্তু কৃষকেরা অত খুঁটিনাটি বুঝিতে পারে না। একজন বলিল, 'হয়তো গোয়েন্দা।'

সেই সদাশয়া রমণী মিচেল ফ্লেচার্ডকে পুনরায় আস্তে আস্তে বলিল, 'কথাটথা কিছু না বলে তুমি এখান থেকে সরে পড় বাছা।'

মিচেল ফ্লেচার্ড বলিল, 'আমি তো কিছু ক্ষতি করি নি। আমি আমার ছেলেমেয়েগুলির খোঁজ করছি।'

রমণী কৌতূহলী জনতার দিকে চাহিয়া একটি অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, 'মাগী হাবা।' তার পর তাহাকে একধারে লইয়া গিয়া একটি বিস্কুট দিল।

মিচেল ফ্লেচার্ড তজ্জন্য রমণীকে ধন্যবাদ না দিয়াই বুভুক্ষু কুক্কুরের মতো তাহা খাইতে আরম্ভ করিল।

কৃষকেরা বলিল, 'হ্যাঁ, মাগী হাবাই বটে; জানোয়ারের মতো খাচ্ছে।'

জনতার অবশিষ্ট লোকেরাও তখন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বিস্কুট খাওয়া শেষ হইলে মিচেল ফ্লেচার্ড বলিল, 'বেশ! আমার খাওয়া হয়েছে। এখন লাটুর্গ কোথায় আমাকে বলে দাও।'

কৃষকরমণী বলিল, 'ঐ! আবার সেই কথা ওর মাথায় চাপছে!'

'লাটুর্গে আমায় যেতেই হবে। পথটা আমাকে বলে দাও না?"

কৃষকরমণী বলিল, 'তা কক্ষনোই পারবে না। প্রাণটা নেহাতই খোয়াতে চাও নাকি? আর, পথ তো আমি জানি নে। শোনো বাছা। মাথাটা তোমার আদপেই ঠিক নেই। হাঁপিয়ে পড়েছ খুব। তুমি কেন আমার বাড়ি এসে কিছুকাল জিরিয়ে নাও না?'

সন্তানহারা মাতা বলিল, 'আমি কখনোই জিরোই না।'

'আহা, ওর পাগুলি একেবারে কেটে ছড়ে গেছে,' কৃষকরমণী অনুচ্চস্বরে মন্তব্য করিল।

মিচেল ফ্লেচার্ড বলিতে লাগিল, 'তোমাকে বলি কি, ওরা আমার সন্তানদের চুরি করে নিয়ে গেছে! একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। আমি বনের ভিতর দিয়ে আসছি। ফকির টেলিমার্চকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে। সেই আমাকে ভালো করে কি না। ঐ মাঠে একজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তাঁকেও জিজ্ঞেস করতে পার। আর সার্জেণ্ট রাডুব, সেও সব বলতে পারবে। তার সঙ্গেও আমার বনের মধ্যে দেখা হয়েছিল। তিনটি— তিনটি ছেলেমেয়ে। সকলের বড়োটির নাম রেনিজিন— এর আমি প্রমাণ দিতে পারি। অপরটির নাম গ্রোস-এলেন, ছোট্ট মেয়েটির নাম জর্জেটি। আমার সোয়ামীকে তারা মেরে ফেলেছে। সিস্‌কয়নার্ডে সে চাষবাস করত। তোমাকে ভালো মানুষটি বলে বোধ হচ্ছে। দাও, আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। আমি ক্ষ্যাপা নই— আমি মা। আমি সন্তানহারা জননী— তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর কিছু না। কোন্ পথে আমি এসেছি, ঠিক বলতে পারব না। কাল রাত্তিরে একটা গোলা-বাড়িতে খড়ের উপর শুয়ে ছিলাম। আমি যাচ্ছি লাটুর্গে। আমি চোর না। দেখতে পাচ্ছ না, আমি সত্যি কথা বলছি? আমার ছেলেমেয়ের খোঁজে একটু সাহায্য কর। আমি এ অঞ্চলের লোক নই। ওরা আমাকে গুলি করেছিল, কোথায় বলতে পারব না।'

কৃষকরমণী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উহুঁ, বিপ্লবের কালে ওরকম কথাবার্তা বললে তো চলবে না, বিপদে পড়বে যে।'

আর্তকণ্ঠে জননী বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু লাটুর্গ? মাদাম, শিশু-যিশু ও মাতা মেরীর নামে তোমায় অনুরোধ করছি, মিনতি করছি, কোন্ পথে লাটুর্গে যাব সেটি বলে দাও।'

কৃষকরমণী চটিয়া গেল। 'আমি কিচ্ছু জানি না। আর জানলেও বলতাম না। সেটা বড্ড খারাপ জায়গা। কোনো লোক সেখানে যায় না।'

'কিন্তু আমি যাচ্ছি।' এই বলিয়া সেই সন্তানহারা জননী পুনরায় রওয়ানা হইল। কৃষকরমণী তাহা দেখিয়া যেন আপন মনেই বলিল, 'বেচারার রাত্তিরের খাবার জোগাড় তো চাই।'

সে দৌড়িয়া গিয়া মিচেল ফ্লেচার্ডের হাতে একটা রুটি দিল। বলিল, 'রেতের বেলায় খেয়ো।'

মিচেল ফ্লেসার্ড রুটিটি নিল ; কিন্তু কথার জবাব দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, সোজা সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল।

গ্রামের শেষ বাড়িটির কাছে উপনীত হইয়া সে দেখিল, তিনটি ছিন্নবসন নগ্নপদ ছেলেমেয়ে। সে তাহাদের নিকট গেল ; তার পর বলিল, 'এরা দুটি মেয়ে, একটি ছেলে।'

শিশুরা রুটিটার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া সে তাহাদের ওটা দিয়া দিল।

ছেলেরা রুটিটা লইল, কিন্তু তাহাদের কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

রমণী অরণ্যের গর্ভে ডুবিয়া গেল।

ভুল

সেইদিন অতি প্রত্যূষে অরণ্যের আবছায়ায় জাভেনে হইতে লেকুসি যাইবার আড়াআড়ি পথে নিম্নলিখিত রূপ একটা ব্যাপার ঘটিল।

পথের দুই ধারে উঁচু পাহাড় ; তাহার উপর পথটি আঁকাবাঁকা। গুপ্ত আক্রমণের এমন উপযোগী স্থান খুব কমই দেখা যায়।

অরণ্যের অপর প্রান্তে শকটরক্ষী সৈনিকগণের অদ্ভুত বাহিনীর সঙ্গে মিচেল ফ্লেচার্ডের যখন সাক্ষাৎ হয় তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে একদল লোক যেখানটায় জাভেনে রোড কুইনন নদীর উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেখানে আসিয়া ঝোপঝাড়ের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। চর্মের খাটো কোর্তা পরিহিত ইহারা সব ব্রিটেনীর চাষার দল। সকলেই সশস্ত্র—কাহারো হাতে বন্দুক, কাহারো হাতে কুঠার। কুঠারধারীরা সম্মুখের ফাঁকা জায়গায় শুষ্ক কাঠের স্তূপ সজ্জিত করিয়া রাখিল— অগ্নিসংযোগের প্রতীক্ষা মাত্র। বন্দুকধারীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে সতর্ক পাহারা দিতে লাগিল। পত্রাবকাশের মধ্য দিয়া চাহিলে দেখা যাইত, প্রত্যেক অঙ্গুলি বন্দুকের টিপকলের উপর

সংস্থাপিত এবং বন্দুকগুলির অগ্রভাগ রাস্তার অভিমুখে লক্ষীকৃত। দিবসের প্রথম আলোক সম্পাতে পথটি ধূসরাভ হইয়া উঠিয়াছে।

এই অস্পষ্টালোকে নিম্নস্বরে কথাবার্তা চলিতেছিল।

'ঠিক জানো কি?'

'এইরকম তো বলছে সবাই।'

'বোধ হয়, ওটার এখান দিয়ে যাবার সময় হয়ে এল?'

'লোকে বলে ওটা এধারে এসে পৌঁচেছে।'

'কিছুতেই ওটাকে চলে যেতে দেওয়া হবে না।'

'ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

'তারই জন্যে তো আমরা তিন গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছি।'

'হ্যাঁ; কিন্তু রক্ষীদের কি হবে?'

'তাদেরও নিকেশ করতে হবে।'

'কিন্তু এ রাস্তায় সেটি যাবে তো?'

'এইরকম তো কথা।'

'তা হলে ভিত্রে দিয়ে আসছে বল?'

'আপত্তি কি?'

'কিন্তু কে যেন বলছিল, কুজার্সি থেকে আসছে?'

'কুজার্সিই হোক, আর ভিত্রেই হোক, শয়তানের কাছ থেকে যে আসছে তার আর কোনো সন্দেহ নেই।'

'তা বটে।'

'আর শয়তানের কাছেই বাছাকে ফিরে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'যাচ্ছে সেটি প্যারিসেতে।'

'সেইরকম তো বোধ হচ্ছে।'

'কিছুতেই ওটাকে যেতে দেওয়া হবে না।'

'নিশ্চয়ই না।'

'না, না, না।'

'অ্যা-টে-ন্-শ-ন্'— কে একজন বলিয়া উঠিল।

এখন সাবধান হওয়া ও চুপ করিয়া থাকা আবশ্যক। দিনের আলোতে চারি দিক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

সহসা এই লুক্কায়িত জনসমূহ নিশ্বাস রোধ করিয়া কান পাতিয়া রহিল। চাকার ঘড় ঘড় ও অশ্বপদশব্দ শোনা যাইতেছিল। বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহারা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, একটা দীর্ঘ শকট, একদল অশ্বারোহী রক্ষী-পরিবৃত হইয়া তাহাদের দিকে উচ্চ রাস্তা বাহিয়া আসিতেছে। শকটের উপর কি একটা রহিয়াছে।

একজন— বোধ হয় সে এই চাষার দলের সর্দার— বলিল, 'ঐ-যে আসছে।'

'হ্যাঁ, রক্ষীসহ।'

'কয়জন?'

'বারো।'

'শুনেছিলাম, ওরা কুড়িজন হবে।'

'বারোই হোক, আর কুড়িই হোক, সব্বাইকে নিকেশ করতে হবে।'

'একটু অপেক্ষা করো। আরো নিকটে আসুক।'

'আমাদের সন্ধান যেন ব্যর্থ না হয়।'

একটু পরেই শকট ও তাহার রক্ষীগণ রাস্তার মোড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

চাষাদের সর্দার চেঁচাইয়া উঠিল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন।' সেই মুহূর্তে শত বন্দুক গর্জন করিয়া উঠিল। ধূম্র অপসারিত হইলে দেখা গেল রক্ষীগণ ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সাতজন আরোহী নিহত এবং পাঁচজন পলায়িত। কৃষকেরা দৌড়িয়া শকটের নিকট গেল।

সর্দার বলিয়া উঠিল, 'থামো। এ তো গিলোটিন নয়। এ যে দেখছি একটা মই।' বাস্তবিকই গাড়ির উপরে মোটে ছিল একটা খুব লম্বা মই।

শকটবাহী অশ্ব দুইটি আহত হইয়া গিয়াছে। অশ্বচালকও মৃত, যদিও আক্রমণকারীদের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

সর্দার বলিল, 'তা হোক। রক্ষী-পরিবৃত মইও সন্দেহজনক। এও প্যারিসের দিকে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই লাটুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের জন্য।'

চাষারা বলিয়া উঠিল, 'এটাকে পোড়ানো যাক।'

মইটিকে ভস্মীভূত করা হইল। ইতিমধ্যে সেই গিলোটিনবাহী শকট, যাহার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল, অন্য পথে প্রায় তিন মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সূর্যোদয়কালে মিচেল ফ্লেচার্ড সেটাকে আর-একটি গ্রাম ছাড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

৫

বনের ডাক

শিশুত্রয়কে আপনার আহার্য রুটিখানি দিয়া ফেলিয়া মিচেল ফ্লেচার্ড লক্ষহীন ভাবে বন অতিক্রম করিয়া চলিল।

লাটুর্গে যাইবার পথ কেহ যখন নির্দেশ করিয়া দিল না, তখন সে পথ তাহার নিজেকেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। কখনো কখনো সে বসিয়া পড়ে, তার পর ওঠে, কিছুক্ষণ চলে, আবার বসিয়া পড়ে। তাহার পেশীগুলি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অস্থিমজ্জা পর্যন্ত যেন অবশ হইয়া আসিয়াছে। অথচ ছেলেমেয়েগুলির সন্ধান করিতেই হইবে। প্রতি মুহূর্তে তাহাদের বিপদাশঙ্কা হয়তো বাড়িয়া চলিয়াছে। এই রমণীর মতো দায়িত্ব যাহার, তাহার নিজের কোনো দাবি থাকিতে পারে না— এমন-কি, থামিয়া একটু দম লইবার অধিকারও বোধ হয় তাহার নাই। সে অতিশয় ক্লান্ত। আর একপদ অগ্রসর হওয়াও তাহার পক্ষে এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সারাদিন সে হাঁটিয়া আসিয়াছে— একটি গ্রাম কি একটি বাড়িও তাহার চোখে পড়ে নাই। প্রথমে সে হয়তো ঠিক পথেই যাইতেছিল, তার পর ভুলপথের অনুসরণ করিয়া লতা-পাতার গোলক ধাঁধার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। আর কত দূর! সে কি গন্তব্যস্থানের সমীপবর্তী হইতেছে? তাহার দুঃখনিশার কি অবসান হইবে না? পথের মাঝে পড়িয়াই কি তাহাকে প্রাণ দিতে হইবে? আর তো পা চলে না। তপন অস্তগমনোন্মুখ; অরণ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; তৃণাচ্ছাদিত পথের সরু রেখা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাথা— অসহায়া রমণী! একমাত্র ভগবান ভিন্ন তাহার আর উপায় ছিল না। সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কেহ সাড়া দিল না।

চাহিয়া চাহিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া সে অদূরে একটু ফাঁকা জায়গার মতো দেখিতে পাইল এবং সেই দিকে অগ্রসর হইল। সহসা দেখিল, সে অরণ্যের একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে।

সম্মুখে সংকীর্ণ উপত্যকা; তাহার নিম্নদেশে একটি স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী উপলরাশির উপর দিয়া কলঝংকারে বহিয়া যাইতেছে। মিচেল ফ্লেচার্ড তখন অনুভব করিল যে, পিপাসায় তাহার বুক পুড়িয়া যাইতেছে। ঝরনার নিকট আসিয়া সে জানু পাতিয়া বসিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিতে লাগিল এবং ইত্যবসরে একবার প্রার্থনা করিয়া লইল। তার পর উঠিয়া, কি করিবে তাহা একটু ভাবিয়া সে ঝরনা পার হইল।

এই ক্ষুদ্র উপত্যকার পরে যতদূর দৃষ্টি যায় এক বিস্তীর্ণ মালভূমি— অনুচ্চ গুল্মরাশিতে সমাবৃত। অরণ্য ছিল নির্জন; আর এই প্রান্তর একেবারে মরুভূমি। বনে প্রত্যেক ঝোপঝাড়ের পিছনে কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে এই আশা করা যাইত; বিশাল মালভূমি ধূ ধূ করিতেছে— কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল কয়েকটি পাখি যেন ভীত হইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মিচেল ফ্লেচার্ড আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

সহসা এই ভীষণ জলহীন, তরুচ্ছায়াহীন প্রান্তরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মতিচ্ছন্ন জননীর হৃদয়-বিদারী আর্তস্বর ধ্বনিত হইল, 'এখানে কি কেউ আছে?'

সে প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। উত্তর আসিল। একটা অস্পষ্ট গভীর শব্দ দিক্‌চক্রবাল রেখা হইতে উত্থিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে চলিয়া আসিল। হয় বজ্র-নির্ঘোষ, নয় কামান-গর্জন। বোধ হইল, ইহা যেন মাতার প্রশ্নের উত্তর দিল 'হ্যাঁ'।

আবার সব নীরব।

জননী আবার যেন জীবন পাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ওখানে যেন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে সে কথাবার্তা বলিতে পারিবে। এইমাত্র সে আকণ্ঠ সলিল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে এবং ভগবৎ-চরণে আপনার দীন প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছে। তাহার বল ফিরিয়া আসিয়াছে। সে মালভূমিতে আরোহণ করিয়া দূর দিগন্তের ধ্বনির অভিমুখে চলিল।

সহসা সে দেখিতে পাইল দিক্‌চক্রবালের দূরতম প্রান্তে এক সুউচ্চ টাওয়ার সগর্বে দণ্ডায়মান। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে উহার শীর্ষদেশ অনুরঞ্জিত। উহা তখনো প্রায় মাইলখানেক দূরে। টাওয়ারের পশ্চাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তরুলতাগুল্মের রাশি কুয়াশায় লীন হইয়া গিয়াছে— ইহাই কুজার্সের অরণ্য।

মিচেল ফ্লেচার্ডের মনে হইল, ওখান হইতেই বজ্রগম্ভীর আহ্বান আসিয়াছে। ইহাই কি তাহার আর্ত প্রশ্নের উত্তর দিল?

সে ক্রমে মালভূমির উপরে আরোহণ করিল। সম্মুখে সুদূর প্রসারিত প্রান্তর— আর কিছু নাই।

ধীরে ধীরে টাওয়ারের অভিমুখে সে হাঁটিয়া চলিল।

•

যুযুৎসুগণের বলাবল

এইবার সেই মহাক্ষণ উপস্থিত। নির্মম আজ কঠোরের কবলে। সিমুর্দ্যান ল্যান্টিনেককে হাতে পাইয়াছে।

প্রবীণ রাজপক্ষীয় বিদ্রোহী এইবার বিশেষরূপেই আবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পলায়নের আর পন্থা নাই। সিমুর্দ্যানের অভিপ্রায় মার্কুইসের মস্তক এইখানেই, তাহার নিজের জমিদারিতে তাহার অধিকারের মধ্যে— এই প্রাচীন আবাস-ভবনের সম্মুখে দেহচ্যুত হয়, যেন এই সামন্ত-রাজের শোচনীয় পতন প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যান্য সামন্তগণের এমন শিক্ষা হয় যাহা কখনোই ভুলিবার নহে।

এই মতলবেই সিমুর্দ্যান গিলোটিন আনয়নের জন্য কুজার্সে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই গিলোটিনই আমরা ইতিপূর্বে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়াছি।

ল্যান্টিনেককে বধ করিতে পারিলেই ভেণ্ডিকে নিহত করা হইল; আর ভেণ্ডির বিনাশ মানেই ফ্রান্সের উদ্ধার। সিমুর্দ্যানের চিত্তে কোনো দ্বিধা নাই। তাহার বিবেক অনুদ্বিগ্ন; কর্তব্যজ্ঞানই তাহাকে হিংসায় প্ররোচিত করিয়াছে।

যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছিল, মার্কুইসের আর কোনো আশা নাই। এ বিষয়ে সিমুর্দ্যান নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা ভাবনা সিমুর্দ্যানকে পীড়িত

করিতেছিল। এই সংগ্রাম অতি ভীষণ রকমের হইবে। আর গভেনই উহা পরিচালনা করিবে— হয়তো নিজেও উহাতে যোগদান করিতে চাহিবে। সৈনিকজনোচিত উদ্যমে গভেনের তরুণ হৃদয় পূর্ণ; সংগ্রাম যেখানে তুমুল ও সাংঘাতিক হইয়া উঠে, সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়াই তাহার স্বভাব। যদি সে যুদ্ধে নিহত হয়? গভেন— তাঁহারই মানস পুত্র— এ সংসারে তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি। ওঃ, ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। ভাগ্যদেবী এ পর্যন্ত এই যুবককে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু কে জানে তিনি অতঃপর বিমুখ হইবেন না? সিমুর্দ্যানের বুক দুরদুর করিয়া উঠিল। নিয়তির কি বিচিত্র লীলা— সিমুর্দ্যান এখন দুই গভেনের মধ্যে স্থাপিত, যাহাদের একজনের জন্য জীবন এবং অপরের জন্য মৃত্যু তাঁহার কামনা।

তোপধ্বনি কেবল জর্জেটির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া এবং তাহার মাতাকে নিবিড় কানন মধ্যে আসার আহ্বান শুনাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সেই তোপ-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে টাওয়ারের ভগ্ন প্রাসাদ রক্ষার জন্য যে লোহার গরাদে বসানো হইয়াছিল, তাহা উড়িয়া গেল। অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ উহা মেরামত করিবার আর অবসর পাইল না।

দুর্গবাসীগণ মুখে দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকিলেও তাহাদের বারুদের সংস্থান অল্পই ছিল। অবরোধকারীগণ যতটা মনে করিতেছিল, তদপেক্ষাও ইহাদের অবস্থা অধিকতর সংকটাপন্ন। ইহাদের মনে মনে অভিপ্রায় ছিল, যথেষ্ট বারুদ থাকিলে লাটুর্গ উড়াইয়া দিয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগণকেও ঐ ধ্বংস-মধ্যে প্রোথিত করে। কিন্তু তাহাদের বারুদের সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট বারুদে প্রত্যেকের বোধ হয় ত্রিশবারের অধিক বন্দুক ছোঁড়াও সম্ভব হইবে না। বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র তাহাদের যথেষ্টই ছিল। কিন্তু কার্তুজ বড়োই অল্প। এগুলিতে তাহারা বারুদ পুরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায় অগ্নিবর্ষণ অধিককাল চলিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে (নিদারুণ সৌভাগ্য!) এ লড়াই হইবে অনেকটা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো— আগ্নেয়াস্ত্রের এতটা প্রয়োজন হইবে না, যতটা হইবে কৃপাণ, তরবারি ও ছুরিকার। আক্রান্তগণের একমাত্র ভরসা।

তোপের আওয়াজে সকলেরই কান খাড়া হইল। সাময়িক সন্ধির

শর্তানুসারে আর মোটে অর্ধঘণ্টাকাল বাকি। তার পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কথা।

টাওয়ারের শীর্ষ হইতে ইমান্নুস দেখিল, আক্রমণকারীগণ অগ্রসর হইতেছে। ল্যান্টিনেক তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে নিষেধ করিল; বলিল, 'তারা চার হাজার পাঁচশো। বাইরে দু-চার জনকে মেরে আমাদের কোনো লাভ হবে না। যখন তারা ঢোকবার চেষ্টা করবে, তখনই আমাদের সুযোগ।'

তার পর সশব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, 'সাম্য! মৈত্রী!'

শত্রুগণ প্রবেশের উপক্রম করিলে ইমান্নুস শিঙার আওয়াজ করিবে, এইরূপ কথা থাকিল।

সদ্যোগ্রথিত প্রতিরোধ-প্রাচীরের পশ্চাতে ও ঘুরানো সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান স্বল্পসংখ্যক দুর্গরক্ষীগণ এক হস্ত বন্দুকের উপর এবং অপর হস্ত জপমালার উপর রাখিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অবস্থাটা মোটামুটি এইরূপ :

আক্রমণকারীগণকে দুর্গপ্রাকারের ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া প্রতিরোধ-প্রাচীরটি ভগ্ন করিতে হইবে; এবং তার পর গুলিবর্ষণের মধ্যে একটি একটি করিয়া ধাপ অতিক্রম করিয়া দুইটি ঘুরানো সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়া উপর্যুপরি অবস্থিত তিনটি কক্ষ বলপূর্বক অধিকার করিতে হইবে। আর অবরুদ্ধগণের একমাত্র করণীয়— প্রাণ বিসর্জন।

৭

উদ্যোগ পর্ব

এদিকে গভেন আক্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, সিমুর্দ্যান মালভূমির দিক রক্ষা করিবে এবং গেচাম্প অধিকাংশ সৈন্য লইয়া অরণ্যমধ্যে অপেক্ষা করিবে, এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গভেনের নিকট হইতে তাহারা শেষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। নিজেরা আক্রান্ত না হইলে, কিংবা অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ পলায়নের চেষ্টা না করিলে তাহারা তোপ দাগিবে না, এইরূপ স্থির থাকিল। আর যাহারা অগ্রসর হইয়া দুর্গ আক্রমণ

করিবে সেই সেনাদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিল গভেন স্বয়ং। ইহাই ছিল সিমুর্দ্যানের উদ্‌বেগের কারণ।

সূর্য এইমাত্র অস্ত গিয়াছে। মুক্ত প্রান্তরস্থিত টাওয়ারের অবস্থা অনেকটা মুক্ত সমুদ্র-বিহারী অর্ণবপোতের সদৃশ। ইহাদিগকে আক্রমণ করিবার প্রণালী একইরূপ। শুধু আঘাত নিরর্থক, আরোহণ করা চাই। কামানের গোলায় কোনো সুবিধা হয় না। পনেরো ফিট পুরু দেওয়ালে গোলা চালাইয়া কি ফল হইবে? ছোরা, পিস্তল, কুঠার, কৃপাণ, হস্ত ও দন্ত— এই সকলেরই প্রয়োজন বেশি। গভেন দেখিল, লাটুর্গ অধিকারের অন্য পন্থা নাই। পরস্পর মুখোমুখি. চোখোচোখি হইয়া সংগ্রাম— সে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড! শৈশবাবধি গভেন এই টাওয়ারে বাস করিয়াছে। ইহার অদৃশ্য কক্ষ-কুঠরীর সন্ধান সবই সে জানিত।

গভীরভাবে সে চিন্তা করিতে লাগিল। কয়েক হাত মাত্র ব্যবধানে তাহার সহকারী গেচাম্প দুরবীন হস্তে প্যারিসের অভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। সহসা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, 'আঃ, অবশেষে!'

এই চীৎকারে গভেনের চিন্তা ভগ্ন হইল।

'কি হয়েছে, গেচাম্প?'

'কমাণ্ডেণ্ট, মইটা আনছে।'

'উদ্ধারের মই?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলছ? ওটা কি এখনো পৌঁছয় নি?'

'না কমাণ্ডেণ্ট, আমি তজ্জন্য বড়োই উদ্‌বিগ্ন ছিলাম। জাভেনেতে যে সওয়ার পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে এসেছে।'

'তা আমি জানি।'

'সে বললে, জাভেনের এক ছুতোরের দোকানে আমরা যেমন লম্বা চাই তেমনই লম্বা একটা মই পাওয়া গিয়েছিল; ওটা নিয়ে সে একটা গাড়ির উপর চাপায়, তার পর বারোজন অশ্বারোহী গার্ডের জিম্মায় এই-সব প্যারিস থেকে রওয়ানা করে দিয়ে সে পুরো দমে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলে এসেছে সংবাদ

দিতে। তার মুখে আরো প্রকাশ যে, ঘোড়াগুলি খুব ভালো, আর তারা রাত দুটোতে রওয়ানা হয়েছে; সুতরাং সন্ধে নাগাদ তাদের এখানে পৌঁছবার কথা।'

'এ-সবই আমি জানি। আর কি?'

'কমাণ্ডেন্ট, সন্ধ্যা তো হয়ে গেল; অথচ মই নিয়ে সেই গাড়ি এখনো পৌঁছল না।'

'তা কি সম্ভব? যা হোক, আক্রমণ আমাদের করতেই হবে। সময় হয়েছে। আমরা যদি আরো অপেক্ষা করি শত্রুরা ভাববে আমরা ইতস্তত করছি।'

'কমাণ্ডেন্ট, আক্রমণ আরম্ভ হতে পারে।'

'কিন্তু মইটার খুব দরকার।'

'তা তো বটেই।'

'কিন্তু তা তো আমাদের নেই।'

'আছে।'

'কিরূপে?'

'তাইতেই তো আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম "অবশেষে"। গাড়ি তো এসে পৌঁছল না। আমি দূরবীন নিয়ে দেখতে লাগলাম। প্যারিস থেকে লাটুর্গ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, এবং যা দেখলাম তাতে এখন আর চিন্তার কারণ নেই। শকট ও রক্ষীগণ পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসছে। দেখুন না।'

গভেন নিজের হাতে দূরবীন লইয়া পাহাড়ের দিকে চাহিলেন। 'হ্যাঁ, এই যে! অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গার্ডদের বেশ দেখতে পাচ্ছি।— নিশ্চয়ই মইটা নিয়েই আসছে। তবে, গার্ডের সংখ্যা তুমি যা বলেছিলে তার চেয়ে কিছু বেশি বোধ হচ্ছে।'

'আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে।'

'ওরা বোধ হয় এখনো প্রায় মাইলখানেক দূরে।'

'কমাণ্ডেন্ট, মিনিট পনেরোর মধ্যে মইটা এসে পৌঁছবে।'

'আমরা আক্রমণ আরম্ভ করতে পারি।'

একটা গাড়িই আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাহারা যা মনে করিয়াছিল, সে গাড়ি নহে।

ফিরিবামাত্র গভেন দেখিল, সার্জেণ্ট রাডুব তাহার পশ্চাতে সামরিক অভিবাদনের কায়দায় দাঁড়াইয়া আছে— দেহভঙ্গি ঋজু, নেত্রদ্বয় অবনমিত।

'খবর কি, সার্জেণ্ট রাডুব ?'

'সিটিজেন কমাণ্ডেণ্ট, আমরা লাল পল্টনের সেপাইরা আপনার নিকট একটা অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।'

'কি বল।'

'আমরা প্রাণ বিসর্জনের অনুমতি চাই।'

'হুঁ।'

'দয়া হবে কি ?'

'দেখ, সেটা যেমন যেমন ঘটবে, তার উপর নির্ভর করবে।'

'কমাণ্ডেণ্ট, সেই ডল-এর ব্যাপারের পর থেকে আপনি আমাদের সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত সতর্ক হয়েছেন। আমরা এখন বারো জন।'

'ভালো ?'

'আজ্ঞে, আমরা একটু লজ্জা বোধ করছি।'

'তোমরা হচ্ছ আমার রিজার্ভ।'

'আজ্ঞে, আমরা বরং অগ্রগামী দলে থাকতে চাই।'

'কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্যে তোমাদিগকে আমার প্রয়োজন। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে রেখে দিচ্ছি।'

'আমাদের পক্ষে এটা নিতান্তই দুঃসহ হবে কিন্তু।'

'না, তোমরাও লাইনের মধ্যে থাকবে। মার্চ করে যাবে।'

'পেছনে যেতে হবে তো! সকলের অগ্রে মার্চ করা প্যারিসেরই অধিকার।'

'আচ্ছা, সার্জেণ্ট! আমি ভেবে দেখব।'

'কমাণ্ডেণ্ট, এখনই কেন সেটা ভেবে দেখুন না। একটা সুযোগ উপস্থিত। খুবই ঘাত-প্রতিঘাত আজ হবে। লার্টুর্গকে যারা স্পর্শ করতে যাবে, লাটুর্গ তাদের আঙুল না পুড়িয়ে ছাড়বে না। আমরা সেই দলে থাকবার অনুমতি চাচ্ছি।'

সার্জেন্ট থামিল। গোঁফ-জোড়া পাকাইতে পাকাইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, 'কমাণ্ডেণ্ট, আপনি জানেন, আমাদের বাচ্চারা ঐ টাওয়ারে আবদ্ধ আছে। তিনটি ছেলেমেয়ে আমাদের ব্যাটালিয়ানেরই পালিত শিশুত্রয়। আর সেই শয়তান বদমাশ, ইমান্থস শাসাচ্ছে, ওদের পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু বলে রাখছি, ভূমিকম্পও এসে যদি এ ব্যাপারে যোগ দেয়. তবুও এদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে আমরা দেব না। কিছুক্ষণ হল এই সন্ধির সুযোগে আমি মালভূমিতে আরোহণ করে একটা জানালার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখেছিলুম। দেখলেম, ঠিকই ওরা ওখানে রয়েছে। এই খাদের পাশে দাঁড়ালে আপনিও দেখতে পাবেন। আমি ওদের দেখতে পেয়েছিলুম— বাছারা আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। কমাণ্ডেণ্ট, এই স্বর্গশিশুদের একগাছি কেশও যদি বিপন্ন হয়, তবে জগতের যত-কিছু পবিত্র জিনিস আছে তারই নামে শপথ করছি যে, আমি, সার্জেণ্ট রাডুব, তার প্রতিশোধ নেবই নেব। আমার ব্যাটালিয়নের সব্বাই তা বলছে। হয় আমরা শিশুদের বাঁচাব, নয় তাদের সঙ্গে প্রাণ দেব। এ দাবি আমরা করতে পারি। তা হলে এখন আসি কমাণ্ডেণ্ট। আমার সসম্ভ্রম অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

গভেন রাডুবের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, 'তোমরা বীরপুরুষ। আক্রমণকারী দলেই তোমাদের স্থান করব। আমি তোমাদিগকে দুইভাগে ভাগ করে ছয় জনকে দেব অগ্রভাগে, আর ছয় জনকে পশ্চাদ্‌ভাগে। তা হলে আমি নিশ্চিত হতে পারব যে, সৈন্যেরা ঠিক অগ্রসর হচ্ছে এবং পেছন থেকে কেউ সরে পড়ছে না।'

'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ, কমাণ্ডেণ্ট। আমি অগ্রভাগেই থাকব।'

রাডুব পুনরায় সামরিক প্রথামত অভিবাদন করিয়া স্বদলে ফিরিয়া গেল। গভেন পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া একবার দেখিল, তার পর গেচাম্পের কানে কানে কয়েকটি কথা বলিল। আক্রমণকারী দল অমনি অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

৮

শেষ প্রস্তাব

সিমুর্দ্যান এখনো মালভূমিতে স্বীয় নির্দিষ্ট স্থলে গমন করেন নাই। একজন বিউগল-বাদকের নিকটে তিনি বলিলেন, 'দুর্গবাসীদের সঙ্গে একটু কথা বলব; ওদের জানাও তো।'

বিউগল বাজিল; শিঙার আওয়াজে প্রত্যুত্তর আসিল।

আরো একবার বিউগল এবং শিঙার শব্দ বিনিময় হইল।

'এর মানে কি?' গভেন গেচাম্পকে জিজ্ঞাসা করিল। 'সিমুর্দ্যানের কি অভিপ্রায়?'

একটি শ্বেতরুমাল হস্তে সিমুর্দ্যান টাওয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে দুর্গবাসীগণ, তোমরা জানো, আমি কে?'

টাওয়ারের শীর্ষ হইতে জবাব আসিল— সেটা ইমান্থসের কণ্ঠ— 'হ্যাঁ! জানি বৈকি!'

যাহারা নিকটে ছিল তাহারা উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনিতে পাইল।

'আমি সাধারণতন্ত্রের দূত।'

'তুমি প্যারিসের ভূতপূর্ব যাজক।'

'আমি কমিটি-অব-পাবলিক্-সেফ্টির বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী।'

'তুমি একজন পাদরী।'

'আমি আইনের মর্যাদা রক্ষায় নিযুক্ত।'

'তুমি স্বজনদ্রোহী।'

'আমি বৈপ্লবিক গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি।'

'তুমি নিমকহারাম স্বার্থদাস।'

'আমি সিমুর্দ্যান।'

'তুমি শয়তান।'

'আমায় চেন কি?'

'তুমি দুশমণ, তোমায় চিনি না?'

'আমাকে হাতে পেলে তোমরা খুশি হও নাকি?'

'আমরা এখানে আঠারো জন ; তোমার মাথাটার জন্য আমরা প্রত্যেকে আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ মস্তক দিতে প্রস্তুত আছি।'

'উত্তম, আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছি।'

টাওয়ারের উপর হইতে একটা পৈশাচিক হাসির হল্‌কা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, 'চলে এসো !'

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শিবিরস্থ সকলে কান পাতিয়া রহিল।

সিমুর্দ্যান বলিল, 'এক শর্তে।'

'কি ?'

'শোনো।'

'বল।'

'তোমরা আমাকে দ্বেষ কর ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু তোমাদের ভালোবাসি। আমি তোমাদের ভাই।'

টাওয়ার শীর্ষ হইতে জবাব আসিল, 'হ্যাঁ! কেইন-এর মতো ভাই আর কি !'

উচ্চ অথচ মিষ্ট স্বরে সিমুর্দ্যান বলিতে লাগিলেন— 'আমাকে অপমান করতে হয়, কর ; কিন্তু আমার কথা শোনো। শ্বেত পতাকা হস্তে আমি এখানে উপস্থিত। হ্যাঁ, তোমরা আমার ভাই বৈকি ! আহা, বেচারা ভ্রান্ত জীবগণ! আমি তোমাদের বন্ধু। আমি অজ্ঞানদের নিকটে জ্ঞানালোক নিয়ে এসেছি। আলোকই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ! আর আমরা কি একই দেশমাতৃকার সন্তান নই ? আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। পরে তোমরা বুঝবে, কিংবা তোমাদের ছেলেরা, কি তাদের ছেলের ছেলেরা বুঝবে যে, এখন যে-সব ব্যাপার হচ্ছে,-তা বিধাতার অমোঘ বিধানেই ঘটছে, এবং রাষ্ট্রবিপ্লবটা ভগবানেরই লীলা! যখন সকলের বিবেক— এমন-কি, তোমাদের বিবেকও— এ-সব বুঝতে পারবে, যখন সকল ক্ষ্যাপামি— এমন-কি, তোমাদের ক্ষ্যাপামিও— দূর হবে, যখন এই মহান আলোক বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, সেই দিনের প্রতীক্ষায়ই কি বসে থাকতে হবে ? তোমাদিগকে মোহান্ধকারে মগ্ন দেখে কেউ কি করুণা করবে না ? আমি তাই এসেছি ; আমি তোমাদিগকে আমার মস্তক উপহার দিচ্ছি! তার

চেয়েও আমি বেশি করছি। আমি তোমাদের দিকে আমার হস্ত প্রসারিত করে বলছি, "ভাই, আমার প্রাণ নিয়ে তোমরা আপন প্রাণ বাঁচাও।" আমাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; আমি যা বলছি, তা আমি করতে পারি। মহা মুহূর্ত উপস্থিত। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছি। তোমাদের সঙ্গে এখন যে কথা বলছে সে একজন সিটিজেন বটে, কিন্তু এই সিটিজেনের অন্তর মধ্যে একজন ধর্মযাজকের আত্মা বসতি করছে। সিটিজেন তোমাদিগকে তুচ্ছ করছে, কিন্তু পাদরী তোমাদের মিনতি করছে। আমার কথা শোনো। তোমাদের ভেতরে অনেকেরই স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। আমি তোমাদের স্ত্রী পুত্রদের রক্ষার চেষ্টা করছি। হায়! ভ্রাতৃগণ—'

'বেশ বাবা, বেড়ে বক্তৃতা হচ্ছে! বলে যাও।' ইমানুস বলিয়া উঠিল।

'ভাই-সব, গলা কাটাকাটি করে কি ফল হবে? যুদ্ধটা হতে দিও না। এই আমরা যারা এখন কথাবার্তা বলছি, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কালকের সূর্য দেখতে পাবে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই মরবে, তোমাদের মধ্যেও অনেকেই মারা পড়বে। এই বৃথা রক্তপাত কি জন্য? দুজনকে মারতে পারলেই যদি কাজ হয়, তবে এত লোকের প্রাণনাশ করে ফায়দা কি?'

তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ইমানুস বলিল, 'দুজন?'

'হ্যাঁ, দুজন।'

'কে কে?'

'ল্যান্টিনেক এবং আমি।'

সিমূর্দ্যান আরো উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'এই দুজন লোকই অতিরিক্ত। আমাদের দিক থেকে দেখতে গেলে ল্যান্টিনেক এবং তোমাদের দিক থেকে আমি। আমার প্রস্তাবটা শোনো, তা হলে তোমরা সকলেই নিরাপদ হতে পার। ল্যান্টিনেককে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, আর তৎপরিবর্তে আমাকে নাও। ল্যান্টিনেককে গিলোটিনে দেওয়া হবে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের যা খুশি ব্যবস্থা করতে পার।'

'পাদরী', ইমানুস গর্জিয়া উঠিল। 'তোমাকে হাতে পেলে আমরা তুষানলে পুড়িয়ে মারব।'

'আমি রাজি আছি', সিমূর্দ্যান জবাব দিল। আরো বলিল, 'তোমরা এখন

এই দুর্গে অবরুদ্ধ, তোমাদের জীবন সংকটাপন্ন ; কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে তোমরা মুক্ত ও নিরাপদ হতে পার, আমি তোমাদের জন্য মুক্তি ও জীবন নিয়ে এসেছি, গ্রহণ করবে কি ?'

ইমান্নস চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি শুধু পাপিষ্ঠ নও, তুমি ক্ষ্যাপাও বটে। তুমি কেন আমাদের বিরক্ত করতে এসেছ ? কে তোমাকে এসে এই বক্তিমে করতে বলেছিল ? মন্‌সেইনিয়রকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব আমরা ? কি চাও তুমি ?'

'তাহার মস্তক। আর আমি দিচ্ছি—'

'তোমার গাত্রচর্ম। পাদরী সিমুর্দ্যান, কুকুরের মতো তোমার ছাল আমরা ছাড়িয়ে নেব। না, তোমার ছাল আর তাঁর মাথার একদর নয়। চলে যাও।'

'ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড হবে। দেখ, শেষবারের মতো একবার ভেবে দেখ।'

ইতিমধ্যে রাত হইয়া পড়িয়াছে। মার্কুইস চুপ করিয়া ছিলেন, ঘটনাস্রোতের গতি ব্যাহত করিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই। জননায়কগণের মধ্যে একটু গৌণ আত্মপ্রীতি দেখা যায়। এটাকে দায়িত্বের দাবি বলা যাইতে পারে।

ইমান্নস এইবার আর সিমুর্দ্যানকে সম্বোধন করিল না— চীৎকার করিয়া বলিল— 'হে আক্রমণকারীগণ, আমাদের যা কথা তা তোমাদের আগেই বলেছি, তার আর কিছু নড়চড় হবে না। তাতে রাজী হও ভালোই, নয় গোল্লায় যাও। রাজী, কি না ? আমরা ছেলেপিলে তিনটি তোমাদের ফিরিয়ে দেব— বিনিময়ে আমরা চাই আমাদের সকলের জীবন ও স্বাধীনতা।'

সিমুর্দ্যান উত্তর দিল, 'সকলেরই— কেবল একজনের ছাড়া।'

'সেই একজন কে ?'

'ল্যান্টিনেক।'

'মন্‌সেইনিয়র ! মন্‌সেইনিয়রকে সমর্পণ করতে হবে ! কখনোই নয়।'

'কেবল এই শর্তে আমরা সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি।'

'তা হলে আরম্ভ হোক।'

সব নীরব হইল। শিঙায় সংকেতধ্বনি করিয়া ইমান্নস নীচে নামিয়া গেল। মার্কুইস তরবারি গ্রহণ করিলেন। নিম্নতলের অবরোধ-প্রাচীরের পশ্চাতে

আসিয়া উনিশ জন দুর্গবাসী নীরবে জানু পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নৈশান্ধকারে সাধারণতন্ত্রের সেনাদল পরিমিত পদক্ষেপে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছে, সেই শব্দ তাহারা শুনিতে পাইল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। সহসা সেই শব্দ একেবারে তাহাদের পার্শ্বে ভাঙনের মুখে উপস্থিত হইল। তখন সকলেই ছিদ্রপথে বন্দুক লক্ষ্য করিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল ধর্ম-যাজক। তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি উন্মুক্ত কৃপাণ এবং বাম হস্তে একটি ক্রুশ। স্বীয় দেহ ঈষৎ উন্নমিত করিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, 'পিতা, পুত্র এবং পরিত্রাতার নামে।'

অমনি সকল বন্দুক গর্জিয়া উঠিল। সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

রাক্ষসে ও দৈত্যে

দুর্গ-প্রাকারের ভাঙনের ভিতর দিয়া আক্রমণকারীগণ দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রতিরোধ-প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে আক্রান্তগণ বন্দুকের আওয়াজে অভ্যর্থনা করিল।

গভেনের উচ্চকণ্ঠ শ্রুত হইল— 'ভাঙো, প্রবেশ করো।' ল্যান্টিনেক চীৎকার করিয়া বলিল, 'শত্রুর বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াও।' তার পর তরবারির ঝঞ্চনা, বন্দুকের চটাপট এবং চারি দিকে মৃত্যুর আর্তনাদ! প্রাচীরে প্রোথিত মশালের অস্পষ্টালোকে কিছুই পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না। শব্দে কর্ণে তালা লাগিয়া যায়, ধূমে দৃষ্টি অন্ধ। হতাহতগণ পদতলে বিমর্দিত হইতে লাগিল। রক্তস্রোত দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। যেন এই অতিকায় টাওয়ার-দানবের ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে অজস্র শোণিতস্রাব হইতেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, কারাদুর্গের বাহিরে এই-সকল শব্দ কিছুই শোনা যাইতেছিল না। নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে অবরুদ্ধ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে অরণ্য ও প্রান্তরের উপর একটা শ্মশানসুলভ নির্জনতা বিরাজ করিতেছিল। ভিতরে নরকাগ্নি, বাহিরে সমাধি। প্রশস্ত প্রাচীর ও খিলানের মধ্যে সকল ক্রোধ ও জিঘাংসার পৈশাচিক কোলাহল নিঃশেষে মিলাইয়া যাইতেছিল। শিশুদের নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হইতেছিল না।

সংগ্রাম ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আক্রমণকারী সেনাদলের সুদীর্ঘ সারি সর্প যেমন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, তেমনই করিয়া ধীরে ধীরে প্রাচীরের ছিদ্রপথে কারাদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। সংখ্যায় ইহারা অধিক না হইলেও আক্রান্তগণের অবস্থানটি ছিল সুবিধাজনক। আক্রমণকারীগণের অনেকেই হত হইতে লাগিল।

যৌবনসুলভ অবিবেচনাবশত গভেন হলের ভিতরে একেবারে সংঘর্ষের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মাথার আশেপাশে অবিরাম গুলি ছুটিতেছে। গভেন এ যাবৎ কখনো আহত হয় নাই ; সেজন্য নিজের সম্বন্ধে তাহার ভরসাও ছিল খুব বেশি।

কি একটা আদেশ দিবার জন্য ফিরিতেই গভেনের দৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র-উদ্গীরিত-অনলবিভায় আলোকিত একটি বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হইল।

'সিমুর্দ্যান!' বিস্মিত গভেনের মুখ হইতে বাহির হইল, 'এ-যে সিমুর্দ্যান! আপনি এখানে কি করিতেছেন ?'

সিমুর্দ্যানই বটে। তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমারই কাছে কাছে থাকবার জন্যে আমি এসেছি।'

'কিন্তু এখানে আপনার প্রাণহানি সম্ভব!'

'হয়তো। কিন্তু— তুমি— তাহলে তুমিই বা এখানে কেন ?'

'এখানে আমাকে প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপনাকে নেই।'

'তুমি যখন এখানে, তখন আমাকেও এখানেই থাকতে হবে।'

'না প্রভু, তা হতে পারে না।'

'তা হতেই হবে, বৎস।'

সিমুর্দ্যান গভেনের নিকটেই রহিলেন।

হলের মেঝের উপর মৃতদেহের স্তূপ। প্রতিরোধ-প্রাচীর এখনো অধিকৃত হয় নাই। তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল, পরিণামে সংখ্যাই জয়যুক্ত হইবে।

দুর্গাবরুদ্ধ উনিশ জনের মধ্যে চার জন হতাহত। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী ছিল শাঁতিয়েল-হিবার। সে অতি ভীষণরূপে আহত হইয়াছে। তাহার একটি চক্ষু উৎপাটিত ও গণ্ডাস্থি ভগ্ন হইয়াছে। কোনোরূপে সে ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া দোতলার কক্ষে উঠিয়া গেল— আশা, সেখানে অন্তিমপ্রার্থনা নিবেদন

করিতে করিতে মরিতে পারিবে। প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া একটু মুক্ত বাতাস নিশ্বাসে টানিতে লাগিল।

কোলাহলের মাঝখানে এক ফাঁকে সিমুর্দ্যান একবার চেঁচাইয়া বলিল, 'আর রক্তপাত কেন হতে দিচ্ছ? তোমাদের তো পরাজয় হয়েছে, এখন আত্মসমর্পণ কর। ভেবে দেখ, আমরা চার হাজার পাঁচ-শো, তোমরা মোটে উনিশ—অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা দুশোরও বেশি। আত্মসমর্পণ কর।'

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের পাল্টা জবাব আসিল—'ভণ্ডামি একটু রেখে দাও দিকিন।'

তার পর বিশটি গুলি বর্ষিত হইল।

প্রতিরোধ-প্রাচীর একেবারে খিলানকরা ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে নাই। এই অবকাশের ভিতর দিয়া অবরুদ্ধগণ গুলি চালাইতেছিল। কিন্তু ইহাতে আক্রমণকারীগণেরও একটু সুযোগ ছিল। তাহারা ইহা উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতে পারে।

গভেন চীৎকার করিয়া করিয়া বলিল, 'এমন কেউ আছে কি যে এই দেওয়াল উল্লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক?'

'আমি প্রস্তুত', সর্জেন্ট রাডুব বলিয়া উঠিল।

১০

সার্জেন্ট রাডুব

আক্রমণকারী সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে রাডুব ভাঙনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই প্যারিসিয়ান ব্যাটালিয়ানের অবশিষ্ট ছয় জনের মধ্যেও চার জন ইতিমধ্যেই হত হইয়াছে। 'আমি প্রস্তুত' এই কথা উচ্চারণ করিবার পর রাডুব অগ্রসর না হইয়া বরং পিছাইয়া গেল। নুইয়া, সৈন্যগণের পায়ের ভিতর দিয়া, একরূপ হামাগুড়ি দিয়া সে পুনরায় ভাঙনের নিকট উপস্থিত হইয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? এ কি পলায়ন? উহার মতো লোকের কি পলায়ন সম্ভব?

বাহিরে আসিয়া রাডুব ধূমে অন্ধপ্রায় নেত্রযুগল মার্জনা করিল। এইমাত্র

কক্ষমধ্যে যে ভীষণ দৃশ্য তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে পীড়িত করিতেছিল যেন তাহার প্রতিবিম্ব সে অক্ষিগোলক হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়। নক্ষত্রালোকে সার্জেন্ট একবার দুর্গপ্রাচীর পর্যবেক্ষণ করিয়া লইল। তাহার মাথা নাড়ার ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল সে যেন বলিতেছে, 'না, ভুল করি নাই।'

রাড়ুব লক্ষ্য করিয়াছিল যে, দুর্গ-প্রাচীরের ফাটল উপরতলের একটা গবাক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং গোলার আঘাতে সেই গবাক্ষের লোহার গরাদগুলি ভাঙিয়া গিয়া নিম্নে ঝুলিতেছে। উক্ত গবাক্ষপথে ভিতরে প্রবেশ সম্ভব।

প্রবেশ সম্ভব, কিন্তু প্রাচীর বাহিয়া গবাক্ষ পর্যন্ত আরোহণ করা সম্ভব কি ? একটা বিড়াল হয়তো ফাটলের দাগ ধরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে রাড়ুবও ছিল মার্জার জাতীয়— লঘুদেহ, ক্ষিপ্রগতি, কর্মপটু ব্যায়ামবীর।

সে হাত হইতে বন্দুক মাটিতে ফেলিয়া দিল, কোট ও আঙরাখা খুলিয়া রাখিল, দুইটি পিস্তল কটিবন্ধনীতে গুঁজিয়া দিল, আর একটি উন্মুক্ত কৃপাণ দন্তে চাপিয়া ধরিল। এইরূপে শরীর লইতে সকল অনাবশ্যক বোঝা সরাইয়া রাড়ুব নগ্নপদে অবলীলাক্রমে সেই ফাটা দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আক্রমণকারী সেনাদলের যাহারা এখনো ভাঙনের বাহিরে ছিল, তাহারা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাড়ুব মনে মনে বলিল, 'সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতলে কোনো লোক নাই ; নইলে আমাকে এমনভাবে উঠতে দিত না।'

প্রায় চল্লিশ ফিট তাহাকে উঠিতে হইবে। ফাটল উপরের দিকে ক্রমশই সরু হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আরোহণ কঠিনতর হইতেছে এবং পতনাশঙ্কাও বাড়িতেছে।

অবশেষে সে গবাক্ষপার্শ্বে উপনীত হইল। ভগ্ন, দোদুল্যমান গরাদগুলি এক ধারে সরাইয়া, ডানহাতে একদিকের একটা ও বাঁ হাতে অপর দিকের একটা রেলিং ধরিয়া, চৌকাঠের উপর জানু রাখিয়া বিশেষ চেষ্টায় নিজের দেহ উন্নমিত করিয়া সে গবাক্ষের ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল।

আর একটি লম্ফ দিতে পারিলেই সে দ্বিতলে কক্ষের মেঝেতে পৌঁছিতে পারে।

কিন্তু অন্ধকারে সহসা এক ভীষণ দৃশ্য রাড়ুবের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

রাড়ুব দেখিল, গবাক্ষমধ্যে বিকৃত মুখোশ-বৎ একখানা রক্তাপ্লুত বদন— তাহার একটি চক্ষু উৎপাটিত এবং গণ্ডাস্থি বিচূর্ণিত !

এই মুখোশ অবশিষ্ট চক্ষুদ্বারা রাড়ুবের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। ইহার দুইটি হাত ছিল। অন্ধকারে গবাক্ষের ছিদ্রপথে হস্ত প্রসারণ করিয়া সে এক-হাতে রাড়ুবের কটিবন্ধস্থিত পিস্তল দুইটি এবং অপরহাতে তাহার দন্তধৃত তরবারিটি কাড়িয়া লইল।

রাড়ুব এইবার নিরস্ত্র। কার্নিশের ঢালুতলে তাহার জানু পিছলাইয়া গেল ; জানালার গরাদের উপর বদ্ধমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছে ; নিম্নে অতলস্পর্শ গহ্বর !

এই মুখ ও হাত শাঁতিয়েন-হিবারের।

নিম্নতলের ধূমে প্রায় দম আটকাইয়া যাইবার মতো হইলে সে কোনোক্রমে উপরে উঠিয়া আসিয়া এই জানালার ধারে বসিয়াছিল। বাহিরের বাতাসে তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, শৈত্যসংস্পর্শে জমিয়া গিয়া তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছিল, এবং তাহার শারীরিক শক্তি কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছিল। সহসা সে দেখিল গবাক্ষমধ্যে রাড়ুবের ছায়ামূর্তি। ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়, তেমনই শান্তভাবে সে রাড়ুবের অস্ত্র কাড়িয়া হইল। নিজেকে নিরস্ত্র হইতে দেওয়া ভিন্ন রাড়ুবের উপায়ান্তর ছিল না। বাধা দিতে গেলে সেখান হইতে তাহার পতন অনিবার্য হইত।

এইবার এক অশ্রুতপূর্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল— নিরস্ত্রে ও আহতে। বিজয় মুমূর্ষুর করতলগত বলিয়াই বোধ হইল। একটি গুলির আঘাতই রাড়ুবকে নিম্নে গহ্বরে নিক্ষেপ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

রাড়ুবের সৌভাগ্যক্রমে পিস্তল দুইটাই শাঁতিয়েন-হিবারের এক হাতে ছিল। তাই পিস্তল ছোঁড়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে তরবারিই ব্যবহার করিতে হইল। সে রাড়ুবের স্কন্ধে এক খোঁচা বসাইয়া দিল। রাড়ুব তাহাতে আহত হইল বটে, কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

রাড়ুব নিরস্ত্র হইলেও তাহার শারীরিক শক্তির অপচয় ঘটে নাই। তরবারির আঘাত সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। গবাক্ষের ভিতর দিয়া সে একেবারে শাঁতিয়েন-হিবারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে শাঁতিয়েন-হিবার তরবারি ফেলিয়া দুই হাতে দুই পিস্তল লইল। রাডুব একেবারে পিস্তলের নলের মুখে। জানুর উপর ভর দিয়া সে রাডুবকে লক্ষ্য করিল। কিন্তু তাহার দুর্বল হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সহসা সে পিস্তল ছুঁড়িতে পারিল না।

এই সুযোগে রাডুব উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল, 'বলি, ও বিরূপাক্ষ, তোমার এই ষাঁড়ের মাথা দেখে আমি ভয় পাব, মনে কর না কি? ইস্, তোমার বদনখানি যে একেবারে থেঁত্‌লে দিয়েছে!'

শাঁতিয়েন-হিবার রাডুবের প্রতি তাহার পিস্তল লক্ষ্য করিল।

রাডুব বলিতে লাগিল, 'বলাটা হয়তো ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে, কিন্তু বাস্তবিক তোমার মুখখানি একেবারে ঝাঁঝরি করে দিয়েছে। নাও, তোমার পিস্তলটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ছুঁড়ে ফেল।'

শাঁতিয়েন-হিবার পিস্তল ছুঁড়িল। গুলিটা রাডুবের কানের এক অংশ উড়াইয়া লইয়া গেল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় পিস্তলটি উঠাইল, কিন্তু রাডুব তাহাকে আর লক্ষ্য স্থির করিবার অবকাশ দিল না। সে বলিল, 'একটি কান হারানোই যথেষ্ট। তুমি আমাকে দুইবার আঘাত করেছ। এখন আমার পালা।'

এই বলিয়া রাডুব শাঁতিয়েন-হিবারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার হাতে এমন জোরে আঘাত করিল যে, পিস্তলটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল এবং আওয়াজ হইয়া গেল। সোঁ করিয়া গুলিটা একেবারে ছাদে গিয়া লাগিল। রাডুব দুই হাতে তাহার শত্রুর মুখটা ধরিয়া মোচড়াইয়া দিল। শাঁতিয়েন-হিবার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। রাডুব পতিত শত্রুকে ডিঙাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, 'থাকো, পড়ে থাকো। নড়োচড়ো না। তোমাকে মেরে আর হস্ত কলঙ্কিত করতে চাই নে। এখন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াও; পদতলই তোমার উপযুক্ত স্থান। মৃত্যু তোমার এলো বলে— তার থেকে আর তোমার পরিত্রাণ নেই। শীগ্‌গিরই বুঝতে পারবে, পাদরীরা এতদিন তোমাদের কি সব ভুল কথা শিখিয়েছে। যাও, কৃষক, সেই চির-রহস্য-নিলয়ে প্রস্থান কর।'

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাডুব বলিয়া উঠিল, 'কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না।'

শাঁতিয়েন-হিবার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ও চীৎকার করিতে লাগিল। রাডুব ফিরিয়া বলিল, 'চুপ, চুপ। দয়া করে একটু চুপ করে থাকো, সিটিজেন। তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার আর সময় নেই। তোমাকে নিকেশ করে ফেলতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

তার পর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সে শাঁতিয়েন-হিবারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল— 'এখন কি উপায় করি ? আমি নিরস্ত্র। দুবার পিস্তল ছুঁড়বার মতো আমার বন্দোবস্ত ছিল ; তুমি আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছ। বরঞ্চ যা ধোঁয়া উড়িয়েছ, তাতে অন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।'

এই সময়ে তাহার হস্ত আহত কর্ণটি স্পর্শ করিল। 'উঃ' বলিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল। আবার বলিতে লাগিল, 'আমার একটি কান বাজেয়াপ্ত করে তোমার খুবই লাভ হয়েছে ! যা হোক, আর কিছু না গিয়ে যে আমার একটা কান গিয়েছে তা ভালোই। কান তো দেহের শোভা মাত্র ! আমার কাঁধটিও আঁচড়ে দিয়েছ দেখছি— সেটা কিছুই না যদিচ। তোমাকে মার্জনা করলেম, পল্লীবাসী ! মরো।'

রাডুব কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। নীচে ভয়ংকর কোলাহল। লড়াই প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

'বেড়ে মজা হচ্ছে ওখানে,' রাডুব বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন' বলে কি চেঁচানটাই চেঁচাচ্ছে। বীরের মতোই ওরা মরছে— সেটা বলতেই হবে।'

এই সময়ে ভূপতিত তলোয়ারখানা রাডুবের পায়ে ঠেকিল। সেখানা তুলিয়া লইয়া রাডুব শাঁতিয়েন-হিবারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'যা হোক, অন্তত আমার তলোয়ারখানা রেখেছ, যদিচ আমার পিস্তলগুলো পেলেই ভালো হত। যাও, জাহান্নামে যাও, বুনো। আমি চললুম। এখানে থেকে আর কোনো ফল নেই।'

অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ মাঝখানের স্তম্ভের পশ্চাতে টেবিলের উপর কি একটা ঝিকঝিক্‌ করিয়া উঠিল। রাডুব হাত দিয়া পরীক্ষা দেখিল সেগুলি বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের

রাশি। আবশ্যকমত ব্যবহারের জন্য অবরুদ্ধগণ ঐগুলি সঞ্চিত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

'এ যে একেবারে অস্ত্রাগার!' রাড়ুব বলিয়া উঠিল।

আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া সে যাহা পারিল দুই হাতে তুলিয়া লইল। এইরূপে সশস্ত্র হওয়াতে সে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। টেবিলের পশ্চাতে সিঁড়ির দ্বার তাহার চোখে পড়িল। ওদিক দিয়া উপরে ও নীচে যাওয়া যায়। রাড়ুব দ্বার-পথে দুইবার পিস্তল ছুঁড়িল; এবং উপর্যুপরি কয়েকবার বারুদভরা বন্দুকও আওয়াজ করিল। তারপর বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'প্যারিসের জয়!'

অতঃপর আরো বড়ো একটা বন্দুক হাতে লইয়া সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অবরুদ্ধগণের মনে হইল, তাহারা পশ্চাৎ হইতে একদল শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। রাড়ুবের বন্দুকের গুলিতে দুইজন নিহত হইল। এই অতর্কিত আক্রমণে উহারা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

মার্কুইস বলিলেন, 'উহারা উপরতলায়।'

এই কথায় দুর্গবাসীগণ প্রতিরোধ-প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তের মতন সোপানাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। মার্কুইস তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 'শীগ্‌গির, চট্‌পট্‌! এবার আমরা সব তেতালায় উঠে যাচ্ছি; সেখানে আবার লড়াই শুরু হবে।' তিনি সর্বশেষে প্রতিরোধ-প্রাচীর পরিত্যাগ করিলেন। এই সাহসিক কার্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা পাইল।

সোপানশীর্ষে দণ্ডায়মান রাড়ুবের বন্দুক, প্রথমে যাহারা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তাহাদেরই মুখের উপর অগ্নি উদ্‌গীরণ করিল। তাহারা পড়িয়া গেল। মার্কুইস ইহাদের মধ্যে থাকিলে তিনিও নিঃসন্দেহ নিহত হইতেন।

রাড়ুব আর-একটি অস্ত্র তুলিয়া লইবার পূর্বেই উহারা তাহাকে অতিক্রম করিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল। মার্কুইস সকলের পশ্চাতে। তাহারা মনে করিয়াছে, দ্বিতল শত্রুপূর্ণ। এই ত্রিতলেই লৌহদ্বার এবং গন্ধকাপ্লুত পলিতা। এইখানে তাহারা হয় আত্মসমর্পণ করিবে, নয় প্রাণ দিবে।

সিঁড়ির দিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া দুর্গবাসীগণের মতো গভেনেরও

বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঐ দিক হইতে কিরূপে সাহায্য আসিল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার আর চেষ্টা না করিয়া সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। প্রতিরোধ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অনুবর্তীগণসহ সে পলায়িত-গণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দ্বিতলে উপনীত হইল। সেখানে রাড়ুবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।

সার্জেণ্ট অভিবাদন করিয়া বলিল, 'কমাণ্ডেণ্ট, এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি এটা করেছি। উল্-এর কথা আমার মনে ছিল। আমি আপনারই পন্থা অবলম্বন করেছি। আমি শত্রুকে দুই আগুনের মধ্যে ফেলেছি।'

ঈষৎ হাসিয়া গভেন বলিল, 'তুমি উপযুক্ত শিষ্য বটে।'

অন্ধকারে কিয়ৎকাল থাকার পর মানুষের চক্ষুও নিশাচর পাখির মতো দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। গভেন দেখিল রাড়ুব একেবারে রক্তমাখা। সে বলিয়া উঠিল, 'একি! তুমি যে আহত, বন্ধু?'

'ও কিছু নয়, কমাণ্ডেণ্ট! একটা কান কম বা বেশি, তাতে কি এসে যায়? একটি আঘাত আমি পেয়েছি, কিন্তু সেটা কিছুই নয়। জানালা ভাঙতে গেলে আঁচড়-টাচর একটু লাগে বৈকি! খানিকটা রক্ত গেছে, এইমাত্র।'

আক্রমণকারীগণ দ্বিতলে একটু অপেক্ষা করিল। একটা লণ্ঠন আনা হইল। সিমূর্দ্যান গভেনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাহাদের একটু পরামর্শ করা আবশ্যক। তাহারা শত্রুর অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত ছিল না। কে জানে, অবরুদ্ধগণ এই সোপান উড়াইয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখে নাই?

এক বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। শত্রুর আর পলায়ন সম্ভাবনা নাই। যাহারা নিহত হয় নাই, তাহারা একরূপ বাক্সের মধ্যে তালাবন্দী হইয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়। ল্যান্টিনেক ফাঁদে আটকা পড়িয়াছে।

সুতরাং একটু থামিয়া চিন্তা করিবার কোনো আপত্তি ছিল না। ইতিমধ্যেই আক্রমণকারীগণের অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; আর বৃথা সৈন্যক্ষয়ে প্রয়োজন নাই। যত অল্পসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ-বিনিময়ে এই ব্যাপারটা শেষ করা যাইতে পারে, এখন তাহারই উপায় ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। শেষ সংঘর্ষটা নিশ্চয়ই খুব গুরুতর হইবে।

ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হইল। নিম্নতল ও দ্বিতল অধিকার করিয়া

আক্রমণকারীগণ তাহাদের অধ্যক্ষের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গঞ্জেন ও সিমুর্দ্যান পরামর্শ করিতেছে। রাডুব নীরবে তাহাদের আলোচনা শ্রবণ করিতেছিল। অবশেষে সসঙ্কোচে সে পুনরায় সামরিক প্রথায় অভিবাদন জানাইয়া বলিল— 'কমাণ্ডেন্ট!'

'কি, রাডুব?'

'আমি একটা পুরস্কার চাইতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। বলো, কি চাও?'

'আমি সর্বাগ্রে সোপানারোহণের অনুমতি প্রার্থনা করি।'

তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। আর, অনুমতি না দিলেও সে তাহাই করিত।

১১

নৈরাশ্য

দ্বিতলে যখন এই পরামর্শ চলিতেছিল, অবরুদ্ধগণ তখন ত্রিতল সুরক্ষিত করিবার প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিল। মানুষ জয়ে উদ্দাম এবং পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। নিম্নতলে আশার উৎসাহ ও উত্তেজনা; আর উপরিতলে নৈরাশ্য— স্থির, গভীর, মর্মান্তিক নৈরাশ্য। নিরাশাও আশার মতোই— বুঝি তার চেয়েও অধিক— কর্ম-প্রণোদক।

অবরুদ্ধগণ তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থল সেই তেতলার কক্ষে উপনীত হইয়া সর্বপ্রথমে প্রবেশপথটি আটক করিবার চেষ্টা করিল। দরজা তালাবদ্ধ করিয়া ফল নাই। তাহাদের বর্তমান অবস্থায় রুদ্ধদ্বার অপেক্ষা যাহাতে শত্রুপক্ষের প্রবেশ নিবারিত হয়, অথচ তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কোনো অসুবিধা না ঘটে, সেইরূপ বাধা স্থাপন করাই ছিল বেশি আবশ্যক।

ইমানুস গন্ধকমাখা পলিতার নিকট যে মশাল প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আলোকে কক্ষটি আলোকিত হইয়াছে।

কক্ষমধ্যে একটা বৃহৎ গুরুভার ওক কাষ্ঠের সিন্দুক ছিল। এই সিন্দুকটি টানিয়া আনিয়া তাহারা সোপানের দ্বারপথে খাড়া করিয়া স্থাপন করিল।

তাহাতে দরজাটি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল ; কেবল উপরে খানিকটা ফাঁক রহিল। এই ফাঁক দিয়া শত্রুগণ যে একে একে প্রবেশের চেষ্টা করিবে তাহা সম্ভব নহে। কেননা, এরূপ প্রচেষ্টার সুনিশ্চিত পরিণাম— মৃত্যু।

প্রবেশপথ আটক করিয়া তাহারা একটু দম লইবার অবকাশ পাইল। একবার তাহারা নিজেদের গণনা করিয়া দেখিল, উনিশজনের মধ্যে সাতজন অবশিষ্ট আছে। ইমানুস তাহাদের মধ্যে একজন। মার্কুইস ও ইমানুস ভিন্ন আর সকলেই আহত। আহত হইলেও তাহারা অকর্মণ্য হয় নাই।

তাহাদের বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে। কার্তুজের বাক্স খালি। গুণিয়া দেখিল, মোটে আর চারটি অবশিষ্ট আছে।

তাহারা এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যেখান হইতে পতন অনিবার্য। অতলস্পর্শ গহ্বর তাহার কালো করাল বদন বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আক্রমণকারীগণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে— খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল।

পলায়নের কোনো পথ নাই। লাইব্রেরির ভিতর দিয়া ? মালভূমিতে ছয়টি তোপ সজ্জিত— প্রজ্বলিত বর্তিকা হস্তে গোলন্দাজগণ দণ্ডায়মান। উপরের কুঠুরী দিয়া ? কি লাভ তাহাতে ? টাওয়ারের উপরে চড়িয়া তার পর সেখান হইতে লাফাইয়া পড়া ভিন্ন আর তো উপায় থাকিবে না।

হোমারের কাব্যে কীর্তিত মহাবীরগণের মতো এই উনবিংশ বীরপুরুষের অবশিষ্ট সপ্তক বুঝিতে পারিল এইবার তাহারা পুরু প্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে বন্দী, যদিও তাহারা এখনো ধৃত হয় নাই।

মার্কুইস বলিলেন, 'বন্ধুগণ, সব শেষ !'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, 'গ্র্যাণ্ডফ্রাঙ্কুর ! আবার একটু পাদরীর কাজ কর।'

সকলে জপমালা হস্তে নতজানু হইল। সিঁড়ির উপর বন্দুকের গোড়ালির খট্ খট্ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে।

রক্তাপ্লুতশির গ্র্যাণ্ডফ্রাঙ্কুর দক্ষিণ হস্তে ক্রুশ তুলিয়া ধরিলেন। মার্কুইস ভিতরে ভিতরে নাস্তিক হইলেও ক্ষিতিতলে জানু ন্যস্ত করিলেন।

গ্র্যাণ্ডক্রাস্কুর বলিলেন, ‘প্রত্যেকে উচ্চৈঃস্বরে নিজ নিজ পাপ স্বীকার কর। মন্‌সেইনিয়র, বলুন।’

প্রত্যুত্তরে মার্কুইস বলিলেন, ‘আমি নরহত্যার পাপ করিয়াছি।’

হোইস্‌লার্ড বলিল, ‘আমি নরহত্যার পাপ করিয়াছি।’

বাকি চারিজনেও এইরূপে পাপ স্বীকার করিল।

তখন গ্র্যাণ্ডক্রাস্কুর বলিলেন, ‘পবিত্র ত্রিদেবের নামে আমি তোমাদিগকে পাপ হইতে মুক্তি দিলাম। তোমাদের আত্মার শান্তি হউক।’

‘আমেন্,’ অপর সকলে উচ্চারণ করিল।

মার্কুইস বলিয়া উঠিলেন, ‘এইবার প্রাণ দেওয়া যাক।’

ইমান্থস বলিল, ‘এবং প্রাণ নেওয়া আরম্ভ করা যাক।’

আক্রমণকারীগণ বন্দুকের গোড়ালি দিয়া সিন্দুকের উপর আঘাত করিতেছে।

পাদরী বলিলেন, ‘পরমেশ্বরকে চিন্তা কর। তোমাদের এখন আর কোনো পার্থিব সম্বন্ধ নাই।’

‘তা সত্য,’ মার্কুইস বলিলেন, ‘আমরা তো এখন সমাধিগর্ভে।’

সকলে মাথা নত করিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল। কেবল মার্কুইস ও পাদরী দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাদরী চক্ষু নত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে; কৃষকগণ প্রার্থনা করিতেছে; মার্কুইস চিন্তা করিতেছেন। শত্রুপক্ষের বন্দুকের ক্রমাগত আঘাতে সিন্দুক হইতে আর্তধ্বনি নির্গত হইতেছে। নৈরাশ্যের অবসাদে কক্ষ বিষণ্ণ গম্ভীর।

সেই মুহূর্তে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে সহসা কে যেন দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—‘মন্‌সেইনিয়র, আমার কথা ঠিক নয় কি?’

স্তব্ধবিস্ময়ে সকলে ফিরিয়া চাহিল। প্রাচীর-গাত্রে একটা নিষ্ক্রমণ পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

উপর ও নীচের মধ্যবিন্দুতে কীলকবদ্ধ একখণ্ড প্রস্তর প্রাচীরের গায় বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া ছিল, কিন্তু একত্র প্রোথিত ছিল না। এইমাত্র তাহা ঘুরিয়া গেল এবং তাহাতে দেওয়ালের মধ্যে দুইটি ফাঁক হইয়া পড়িল। একটি প্রস্তরখণ্ডের ডাইনে, অপরটি তাহার বামে। পথ সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহার ভিতর

দিয়া একজন লোক বাহির হইয়া যাইতে পারে। অভাবিতরূপে উন্মুক্ত এই ছিদ্রপথের বাহিরে একটা ঘুরানো সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ দেখা যাইতেছিল।

ছিদ্রপথে একখানা মুখ আবির্ভূত হইল। দেখিয়া মার্কুইস চিনিলেন— হ্যালম্যালো।

১২

মুক্তি

'হ্যালম্যালো, তুমি নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মন্‌সেইনিয়র। এখন দেখলেন তো এমন পাথরও আছে যা "ঘুরে" যায়! আপনারা এখান থেকে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারেন। ঠিক সময়েই আমি এসেছি। কিন্তু আর দেরি করবেন না। শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন। দশ মিনিটের মধ্যে আপনারা একেবারে গহন বনে পৌঁছে যাবেন।'

'পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান!' পাদরী বলিল।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আপনি আত্মরক্ষা করুন।'

মার্কুইস বলিলেন, 'তোমরা সকলে আগে যাও।'

আবেটুরমো বলিলেন, 'মন্‌সেইনিয়র, আপনাকে সকলের আগে বেরুতে হবে; আমি যাব সর্বশেষে।'

মার্কুইস একটু কঠোর স্বরে বলিলেন, 'এখন সদাশয়তা দেখাবার সময় নেই। তোমরা আহত; আমি আদেশ করছি, তোমরা পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাও। শীগ্‌গির, চট্‌পট্‌ এই ছিদ্রপথের সুযোগ নাও। ধন্যবাদ, হ্যালম্যালো।'

আবেটুরমো জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মন্‌সেইনিয়র, আমাদের কি ছাড়াছাড়ি হতে হবে?'

'নীচে গিয়ে নিশ্চয়ই ছাড়াছাড়ি হতে হবে। একে একে পৃথক পৃথক গেলেই পলায়ন সম্ভব।'

'আমাদের পুনর্মিলনের কোনো স্থান মন্‌সেইনিয়র ঠিক করে দেবেন কি?'

'হ্যাঁ, পিয়ারিগডেন অরণ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গা আছে, তোমরা সেটা জানো?'

'আমরা সকলেই জানি।'

'আগামীকল্য দ্বিপ্রহরে আমি সেখানে থাকব। যারা হেঁটে যেতে পারে তারা সকলেই যেন সেখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।'

'সব্বাই সেখানে যাবে।'

'তার পর আমরা আবার নূতন করে যুদ্ধ আরম্ভ করব'— মার্কুইস বলিলেন।

প্রস্তরখণ্ডটিকে ধাক্কা দিয়া হ্যালম্যালো দেখিল উহা আর নড়িতেছে না। ছিদ্রপথ আর বন্ধ করা যাইবে না।

সে বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, শীগ্‌গির করুন; পথটা আমি খুলেছি বটে, কিন্তু আর বন্ধ করতে পারছি না।'

দীর্ঘকাল অব্যবহার হেতু প্রস্তরটি তাহার কব্জির উপর একেবারে আটকাইয়া গিয়াছে। আর উহাকে ঘুরাইয়া পূর্ববৎ স্থাপন করা অসম্ভব।

হ্যালম্যালো বলিতে লাগিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আমার আশা ছিল যে পথটা বন্ধ করে যেতে পারব। তা হলে নীলদলের লোকেরা এসে যখন আমাদের কাউকে দেখতে পেত না, তখন তারা মনে করত আমরা বুঝি উড়ে গেছি। কিন্তু পাথরটা তো আর নড়ছে না। শত্রু এসে এই মুক্তপথ দেখতে পেয়ে আমাদের পিছু নেবে। কাজেই আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সব্বাই চট্ করে সিঁড়ির দিকে চলে আসুন।'

ইমানুস হ্যালম্যালোর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'বন্ধু, এখান থেকে বনের ভেতর গিয়ে নিরাপদ হতে কতক্ষণ লাগবে?'

হ্যালম্যালো জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের মধ্যে কেউ কি খুব জখম হয়েছেন?'

সকলেই বলিল, 'না।'

'তা হলে পনেরো মিনিটই যথেষ্ট।'

ইমানুস বলিল, 'বেশ। যদি শত্রুকে এখানে পনেরো মিনিটকাল আটকে রাখা যায়।'—

'তা হলে তারা আমাদের অনুসরণ করেও ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু,' মার্কুইস বলিলেন, 'তারা তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে

উপস্থিত হবে। পুরানো সিন্দুকটা দিয়ে ওদের আর কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে। বন্দুকের কয়েকটা গুঁতোয়ই কাজ সাবাড় হয়ে যাবে। পনেরো মিনিট! কে তাদের পনেরো মিনিট ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?'

ইমানুস বলিল, 'আমি রাখব।'

'তুমি, গুজ-লা-ক্রয়াণ্ট?'

'আজ্ঞে, মন্‌সেইনিয়র। আপনার ছয়জনের পাঁচজনই আহত। আমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি।'

'আমার গায়েও লাগে নি,' মার্কুইস বলিলেন।

'কিন্তু আপনি হচ্ছেন আমাদের দলপতি। আমি একজন সামান্য সৈনিক। দলপতি আর সৈনিক এক নয়।'

'স্বীকার করি আমাদের কর্তব্য পৃথক।'

'না, মন্‌সেইনিয়র; আপনার এবং আমার কর্তব্য একই— সে হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা।'

ইমানুস সঙ্গীগণের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ভাই-সব, এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে শত্রুগণকে যতক্ষণ সম্ভব ঠেকিয়ে রেখে অনুসরণ করতে না দেওয়া। আমার শারীরিক শক্তি একটুও কমে নি। এখন পর্যন্ত আমার একবিন্দু রক্তপাতও হয় নি। সুতরাং, তোমরা যারা আহত হয়েছ, তাদের চেয়ে বেশিক্ষণ আমি শত্রুদিগকে বাধা দিতে পারব। তোমরা সকলেই পালাও। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সব আমাকে দিয়ে যাও। আমি তার সদ্‌ব্যবহার করব। আধঘণ্টা-খানেক আমি তাদের ঠেকিয়ে রাখবই, তা বলে দিচ্ছি। গুলিভরা পিস্তল কটা আছে?'

'চারটে।'

'মেঝেতে এগুলি রেখে দাও।'

সকলেই তাহার কথামত কাজ করিল।

'উত্তম। আমি থাকলাম— বাছাধনেরা আলাপ করবার লোক একজন পাবে। এইবার সরে পড়— শীগ্‌গির।'

জীবন-মরণের সমস্যা। ধন্যবাদ দিবার সময় নাই। করকম্পনের অবকাশ নাই।

'অচিরেই আমাদের আবার দেখা হবে—' মার্কুইস বলিলেন।

'না, মন্‌সেইনিয়র; সে আশা আমি করি না— শীঘ্র তো নয়ই— আমার মৃত্যু আসন্ন।'

একে একে ছিদ্রপথে বাহির হইয়া তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সর্বাগ্রে আহতেরা নামিল। এই সময়ে মার্কুইস তাঁহার পকেটস্থ নোটবুক হইতে পেন্সিলটি বাহির করিয়া সেই অচল প্রস্তরখণ্ডের উপর কয়েকটি কথা লিখিলেন।

হ্যালম্যালো বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আসুন; আর সকলেই চলে গেছে।' সেও সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল, মার্কুইস তাহার অনুবর্তী হইলেন।

ইমানুস সেখানে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

১৩

হত্যাকারী

ইমানুস মেঝে হইতে দুই হাতে দুইটি পিস্তল উঠাইয়া লইয়া সোপানদ্বারের নিকটে সিন্দুকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আক্রমণকারীরা অতর্কিত বিপদের আশঙ্কায় অশঙ্কিত ছিল— কি জানি, পাছে অবরুদ্ধগণ বারুদস্তূপে আগুন ধরাইয়া দিয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বিজেতৃদিগেরও ধ্বংস সাধন করে! সেইজন্য তাহারা এই শেষ আক্রমণ খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিচালনা করিতেছিল, প্রথম আক্রমণের উদ্দাম চাঞ্চল্য ইহাতে ছিল না। সিন্দুকটাকে তাহারা ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে পারে নাই, বোধ হয় পারিলেও তাহা করিত না। তাহারা বন্দুকের বাটের উপর্যুপরি আঘাতে সিন্দুকের তলদেশ ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, আর সঙিনের খোঁচায় উহার উপরিভাগ সচ্ছিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল। সোপানস্থিত লণ্ঠনের আলোক-রেখা ঐ ছিদ্রপথে কক্ষমধ্যে প্রসারিত হইতেছিল। প্রবেশের পূর্বে ছিদ্রের ভিতর নেত্রপাত করিয়া তাহারা কক্ষাভ্যন্তরের অবস্থা বিনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল।

ইমানুস দেখিতে পাইল একটি চক্ষু ছিদ্রপথে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। অমনি সেই দিকে লক্ষ করিয়া সে পিস্তল ছুঁড়িল। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই একটা আর্ত চীৎকার ইমানুসের কর্ণযুগলকে পরিতৃপ্ত করিল। গুলিটা সৈনিকের অক্ষিগোলকের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া গিয়াছে।

সৈনিক পশ্চাদ্দিকে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল।

আর-একটা বড়ো ছিদ্রের ভিতর পিস্তলের নল ঢুকাইয়া দিয়া ইমান্থুস যদৃচ্ছাক্রমে গুলি চালাইতে লাগিল। তাহাতে আক্রমণকারীদের অনেকে হতাহত হইল এবং অবশিষ্টেরা ঘুরানো সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিম্নে নামিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ইমান্থুস মনে মনে বলিল, 'যা হোক, কতকটা সময় পাওয়া গেল।'

সহসা ইমান্থুস ভয়ংকর যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা তরবারি একেবারে তাহার অন্ত্রমধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। একজন সৈনিক হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়ির উপর উঠিয়া সিন্দুকের অপর একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া তরবারি ঢুকাইয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছে। সাংঘাতিক আঘাত!

ইমান্থুস পড়িয়া গেল না। সে দন্তে দন্ত চাপিয়া বলিল, 'উত্তম।'

তার পর সে কোনোরূপে গড়াইয়া গড়াইয়া লৌহ-কবাটের নিকটে গিয়া উপনীত হইল। কবাটের পার্শ্বে মশাল তখনো জ্বলিতেছে। পিস্তল মাটিতে রাখিয়া সে দক্ষিণ হস্তে মশালটি তুলিয়া ধরিল এবং বাম হস্তে পেটের ক্ষত চাপিয়া ধরিয়া গন্ধকের পলিতায় মশাল সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করিল।

পলিতা মুহূর্তমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। ইমান্থুস হস্তস্থিত মশাল ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। উহা মাটিতে পড়িয়া জ্বলিতে লাগিল। ইমান্থুস আবার পিস্তল উঠাইল এবং প্রদীপ্ত পলিতায় ফুৎকার দিতে লাগিল। অগ্নিশিখা ক্রমে পলিতা বাহিয়া লৌহ-কবাটের নিম্ন দিয়া সেতু-প্রাসাদে পৌঁছিল।

আপনার দুঃসাহসিক কর্মকুশলতা অপেক্ষাও এই পৈশাচিক কার্যে অধিকতর গর্বানুভব করিয়া ইমান্থুস— হত্যাকারীতে পরিণত এই বীরপুরুষ— সস্মিত মুখে বলিল, 'বেশ! আমার কথা ওদের খুবই মনে থাকবে। আমি এই শিশুগুলির উপর প্রতিহিংসা নিচ্ছি, সে কেবল আমাদের সকলের আপনার শিশুটির— সেই আমাদের টেম্পল দুর্গের অবরুদ্ধ রাজাটির দুর্ভাগ্যের জন্য।'

১৪

ইমান্থুসও ধরা দিল না

এই সময়ে সিন্দুকটা প্রবল ধাক্কা খাইয়া সশব্দে হলের ভিতর পড়িয়া গেল এবং তরবারি হস্তে একজন লোক প্রবেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, 'আমি রাডুব।

কি তোমরা করবে কর। অপেক্ষা করে করে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। যা হয় হবে, একজনের তো আঁত ফুঁড়ে দিয়েছি। এখন তোমাদের সব্বাইকে আক্রমণ করলাম। আর কেউ আমার সঙ্গে আসুক আর নাই আসুক, আমি এসে পড়েছি। কজন তোমরা ?'

রাড়ুবই বটে। সে একাকী।

সোপানের উপর অনেকগুলি সৈন্য ইয়াসুস-কর্তৃক নিহত হইলে গভেন অন্যান্যদের লইয়া পিছাইয়া গিয়া সিমুর্দ্যানের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছিল।

রাড়ুব আবার চেঁচাইয়া উঠিল, 'আমি একা, তোমরা কজন ?' নির্বাপিত-প্রায় মশালের স্তিমিতালোকে কক্ষাভ্যন্তর স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল না।

রাড়ুবের প্রশ্নের কোনো উত্তর আসিল না। সে অগ্রসর হইল। নিভিবার পূর্বে মশালটা সহসা একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত কক্ষটাকে আলোকিত করিয়া তুলিল। প্রাচীরগাত্র-সংলগ্ন একটি দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া রাড়ুব উহার নিকটবর্তী হইল এবং নিজের রক্তাপ্লুত বদনমণ্ডল ও আহত কর্ণটি উহাতে পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'কি বিচ্ছিরি করে দিয়েছে !'

তার পর ফিরিতেই বিস্মিত হইয়া দেখিল হল্‌টি একেবারে শূন্য।

'এখানে যে কেউ নেই ! একটি প্রাণীও দেখছি না।'

তখন সেই ঘুরানো পাথরখানা এবং ছিদ্রপথের বাইরে সোপানশ্রেণীর উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল।

'হু ! এখন বুঝা গেল ব্যাপারটা ! বনের ভেতর বেরিয়ে পড়বার গুপ্তপথ।' তার পর রাড়ুব উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'বন্ধুগণ, তোমরা সব এস। ওরা পালিয়েছে, উড়ে গেছে। পুরানো কেল্লাটার দেওয়ালে ফাট ছিল, সেই ছিদ্র দিয়ে ব্যাটারা সরে পড়েছে। নিশ্চয়ই শয়তান এসে ওদের উদ্ধার করেছে। একটি প্রাণীও নেই।'

পিস্তলের আওয়াজে তাহার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। একটা গুলি তাহার কনুই স্পর্শ করিয়া সম্মুখের দেওয়ালে গিয়া ঠেকিল।

'ওহো, এখানে যেন কেউ আছেন দেখছি,' রাড়ুব বলিল, 'কে এই শিষ্টাচারটি আমায় দেখালেন ?'

কেহ জবাব দিল, 'আমি।'

রাডুব চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। অন্ধকারে ইমানুসের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল।

'যা হোক, অন্তত একজনকে আমি পেয়েছি। অন্যেরা সব পালিয়েছে, কিন্তু তুমি আর তা পারছ না বলে রাখছি।'

ইমানুস বিদ্রূপাত্মক স্বরে কহিল, 'সত্যি নাকি ?'

রাডুব এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল— 'ওহে, মাটির ওপর পড়ে আছ যে ওখানে— তুমি কে ?'

'আমি হচ্ছি সেই, যে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের তুচ্ছ করে।'

'তোমার ডান হাতে কি ?'

'একটা পিস্তল।'

'আর বাঁ হাতে ?'

'আমার নাড়িভুঁড়ি।'

'তুমি আমার বন্দী।'

'সাধ্য থাকে তো আমাকে আটকাও।'

ইমানুস মাথা নত করিয়া আপনার অন্তিম নিশ্বাসের ফুৎকারে দহ্যমান পলিতার অগ্নিশিখা উস্‌কাইয়া দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিল।

মুহূর্তমধ্যে গভেন ও সিমুর্দ্যান সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে হলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই প্রাচীরগাত্রের ছিদ্রপথটি দেখিতে পাইল। হল্‌টি ও বাহিরের সোপানশ্রেণী তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। সোপানের পাদমূলে একটা পথ গিরিগহ্বরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। অবরুদ্ধগণ নিশ্চিতই পলায়ন করিয়াছে। ইমানুসকে তাহারা ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া দেখিল— সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। লণ্ঠন হস্তে গভেন আবর্তিত প্রস্তরখণ্ডটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। এটার কথা সে অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু এই কিংবদন্তী সে কোনোদিনই বিশ্বাস করে নাই। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে প্রস্তরখণ্ডের উপর পেন্সিলে লিখিত কয়েকটি কথার উপর গভেনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লণ্ঠন নিকটে আনিয়া সে পড়িল, 'আপাতত বিদায়, ভাইকাউণ্ট ল্যান্টিনেক।'

গেচাম্প তাহার অধ্যক্ষের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন নিরর্থক। সমস্ত প্রদেশ তাহাদের অনুকূল, ঝোপঝাড় খাদ জঙ্গল গর্ত গহ্বরের অবধি নাই। নিঃসন্দেহ তাহারা ইতিমধ্যেই বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে ধরিতে পারা অসম্ভব। এখন কি করা যায়? সংগ্রাম আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। গভেন ও গেচাম্প নিরাশাপূর্ণ দৃষ্টি ও বাক্য -বিনিময় করিল। সিমুর্দ্যান গম্ভীরভাবে সব শুনিতে লাগিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

'মইটা কি হল, গেচাম্প?'— গভেন জিজ্ঞাসা করিল।

'কমাণ্ডেন্ট, মইটা আসে নি।'

'কিন্তু আমরা তো দেখেছিলাম, রক্ষী-পরিবৃত একটা শকট আসছে।'

গেচাম্প কেবল বলিল, 'তাতে মই ছিল না।'

'কি ছিল তা হলে?'

সিমুর্দ্যান বলিল, 'গিলোটিন।'

১৫

চাবি এবং ওয়াচঘড়ি এক পকেটে রাখিতে নাই

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক বস্তুত বড়ো বেশি দূর যাইতে পারেন নাই। তবে তিনি সম্পূর্ণই আক্রমণকারীদের হস্তবহির্ভূত এবং নিরাপদ হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি হ্যালম্যালোর অনুসরণ করিলেন।

সোপানশ্রেণী যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে একটা সুরঙ্গ-পথ খাদের ও সেতুর খিলানের পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে পথটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি খাদের দিকে এবং অপরটি অরণ্যের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নিবিড় ঘন জঙ্গলে এই বিসর্পিত-গতি পথটি সুগুপ্ত। ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্ত অন্য উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

মার্কুইসের এখন কেবল সোজা সম্মুখের দিকে চলিয়া গেলেই হয়। ছদ্ম-বেশের অভাবে তাঁহাকে কোনো অসুবিধায় পড়িতে হইল না। ব্রিটেনীতে আসিয়া অবধি তিনি তাঁহার কৃষকপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করেন নাই। এতদ্দেশে এই পোশাকেই তাঁহার সুবিধা ছিল।

সুরঙ্গ-পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া মার্কুইস এবং হ্যালম্যালো অপর পাঁচ-জনকে আর দেখিতে পাইল না। হ্যালম্যালো বলিল, 'সরে পড়তে ওদের বেশিক্ষণ লাগে নি।'

মার্কুইস বলিলেন, 'তাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর।'

'মনসেইনিয়রকে কি আমি ছেড়ে যাব?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো তা আগেই বলেছি। নিরাপদ হতে হলে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পালাতে হবে। যেখানে দুজনের যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানেও একজন অনায়াসে চলে যেতে পারে। একসঙ্গে গেলে আমরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তুমি আমার এবং আমি তোমার জীবনহানি ঘটাব।'

'এ অঞ্চল কি মনসেইনিয়রের পরিচিত?'

'হ্যাঁ।'

'মনসেইনিয়র এখনো কি "পিয়ারিগডেনে" গিয়েই মিলিত হতে বলছেন?'

'আগামীকল্য মধ্যাহ্নে।'

'আমি ঠিক যাব। আমরা সকলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।'

তার পর হ্যালম্যালো বলিল, 'মনসেইনিয়র, যখন আমি ভাবি যে, মুক্ত সমুদ্রবক্ষে আমরা দুজন একত্র ছিলাম, আমি আপনার প্রাণসংহারে উদ্যত হয়েছিলাম, আপনি আমার মুনিব— এ কথা বললেই সব চুকে যেত অথচ আপনি তা বলেন নি, তখন আমার মনে হয় আপনি কী আশ্চর্য লোক!'

মার্কুইস বলিলেন, 'ইংলণ্ড! ইংলণ্ড ভিন্ন আর উপায় নাই। পনেরো দিনের মধ্যে ইংরাজদের ফ্রান্সে আসা চাই-ই।'

'মনসেইনিয়রকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। আমি হুকুম তামিল করেছি।'

'সে কথা কাল হবে।'

'তা হলে কাল পর্যন্ত বিদায়, মনসেইনিয়র।'

'ভালো কথা, তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'হয়তো, মনসেইনিয়র। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছবার জন্য আমি এত ব্যস্ত হয়েছিলেম যে, আজ খেয়েছি কিনা সে কথা মনেই নেই।'

মার্কুইস তাঁহার পকেট হইতে এক টুকরা কেক বাহির করিয়া তাহার

অর্ধাংশ হ্যালম্যালোকে দিলেন এবং অপরার্ধ নিজে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হ্যালম্যালো বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আপনার ডাইনে খাদ, বাঁয়ে বন।'

'উত্তম। এখন আমাকে ছেড়ে তুমি নিজের পথ দেখ।'

হ্যালম্যালো আদেশমত কার্য করিল। অন্ধকারের মধ্যে সে দ্রুত অগ্রসর হইল। কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত মার্কুইস লতাগুল্মের আলোড়ন শব্দ এবং শুষ্কপত্রের মর্মর শুনিতে পাইলেন ; তার পর সব নিঃশব্দ হইল। হ্যালম্যালোর পশ্চাদ্ধাবন করা অতঃপর আর সম্ভব ছিল না। এই বনটি বিপক্ষ-ভয়ভীত ব্যক্তিগণের আত্মগোপনের বিশেষ অনুকূল। তাহাদের পলাইতে হয় না, তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। এইজন্যই ভেণ্ডি সাধারণতন্ত্রের পক্ষে এমন দুর্ধর্ষ হইয়াছিল।

মার্কুইস নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কিছুতেই নিজেকে বিচলিত হইতে দেন না। কিন্তু এতক্ষণ পরে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের বদ্ধ বায়ুর বাহিরে আসিয়া মুক্ত বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে করিতে তিনি আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বিপদের চরম সীমায় উপনীত হইয়া আবার মুক্তির স্বাদ পাওয়া, কবরের গহ্বরে চিরতরে সমাহিত হইতে হইতে তাহার কবল হইতে সহসা বহুদূরে অপসারিত হওয়া, এক কথায় মৃত্যু হইতে জীবনে ফিরিয়া আসা— ল্যান্টিনেকের মতো লোকের পক্ষেও ইহার আঘাতটা অল্প নহে। বিপদে চিরাভ্যস্ত, অদৃষ্ট-চক্রের আবর্তনে বহুবার পরীক্ষিত মার্কুইসও প্রথমটায় সুস্থির থাকিতে পারিলেন না।

মার্কুইস মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, তিনি একটু আনন্দিত হইয়াছেন। এরূপ আনন্দ তিনি অনেক দিন অনুভব করেন নাই। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে ভাব দমন করিলেন। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন কয়টা বাজিয়াছে।

মোটে দশটা বাজিয়াছে দেখিয়া তিনি বড়োই আশ্চর্য বোধ করিলেন। জীবন-মরণের মহাসংকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়া মানুষ সর্বদাই দেখিয়া বিস্মিত হয় যে, ঐ ভীষণ মুহূর্তগুলির স্থায়িত্বও সাধারণ মিনিটগুলির অপেক্ষা অধিক নহে। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে তোপের আওয়াজে যুদ্ধারম্ভ বিজ্ঞাপিত হয়। অর্ধঘণ্টা পরে সাতটা ও আটটার মধ্যে লাটুর্গ আক্রান্ত হয়— তখন সন্ধ্যা

ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই ভীষণ দুর্ধর্ষ সংগ্রাম আটটার সময় আরম্ভ হইয়া দশটার মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। এই মহানাটক অভিনীত হইতে মোটে একশত কুড়ি মিনিট লাগিল! মহাপ্রলয়ও কখনো কখনো তড়িৎগতিতে সম্পন্ন হয়। এমন আকস্মিক এবং এত দ্রুত সংঘটিত বলিয়াই উহার সংহার-লীলা এমন প্রচণ্ড।

একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বরং আশ্চর্য বোধ হইবে যে, সংগ্রাম এতক্ষণ চলিয়াছিল। এত অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষে এরূপ প্রবল সৈন্যবাহিনীকে দুই ঘণ্টা ঠেকাইয়া রাখা এক অসাধারণ ব্যাপার।

কিন্তু এখন আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। হ্যালম্যালো নিশ্চয়ই অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজনও নাই। ঘড়িটা আবার ওয়েস্টকোটের পকেটে রাখিলেন, কিন্তু পূর্বে যে পকেটে ছিল তাহাতে রাখিলেন না। কারণ তিনি দেখিলেন সেই পকেটে ইমানুস-প্রদত্ত লৌহদ্বারের চাবিটা রহিয়াছে, কি জানি চাবিতে লাগিয়া ঘড়ির কাচ ভাঙিয়া যাইতে পারে। অতঃপর তিনি অরণ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন বাম দিকে ফিরিলেন তখন তাঁহার বোধ হইল যেন চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্ধকার ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে ঈষৎ বিদীর্ণ হইয়াছে।

মার্কুইস ফিরিলেন। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া খাদের দিকে অনতিদূরে অত্যুজ্জ্বল বৃহৎ আলোক তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সেই দিকে দ্রুত ধাবমান হইয়াই সহসা থামিলেন। তাঁহার মনে হইল এই আলোকে নিজেকে প্রকাশিত করা তাঁহার পক্ষে নিরতিশয় নির্বুদ্ধিতার কার্য হইবে। যাহাই ঘটিয়া থাকুক, উহাতে তাঁহার কিছুই যায় আসে না। পুনরায় তিনি হ্যালম্যালো-প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে কতকটা অগ্রসর হইলেন।

লতাগুল্মের অন্তরালে লুক্কায়িত মার্কুইস সহসা মাথার উপরে এক ভীষণ আর্ত চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন। মনে হইল যেন এই শব্দ একেবারে মালভূমির প্রান্ত হইতে উত্থিত হইতেছে। মার্কুইস উপরের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বিতীয় স্তবক

শয়তানে দেবতা

১

'হায়, হায়! পেয়ে হারালাম!'

টাওয়ারটা যখন মিচেল ফ্লেচার্ডের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখনো সে উহা হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। তাহার পা অবশ হইয়া অসিতেছিল, তবুও এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে ভাবিয়া সে কিছুমাত্র কাতর হইল না। নারী দুর্বল, কিন্তু জননী শক্তিময়ী। সে চলিতে আরম্ভ করিল।

দিনদেব অস্তমিত হইলেন। প্রদোষের আভাও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে সেই জনহীন কাননভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মিচেল ফ্লেচার্ড তখনো চলিতেছে। অন্ধকারে দূরে কোথায় ঘড়িতে আটটা বাজিতেছে সে শুনিতে পাইল। তার পরে নয়টা বাজিয়া গেল। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ— যেন ঘাত প্রতিঘাতের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি— তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। হয়তো তাহা দূরে প্রবাহিত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ।

কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত পদযুগল রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। টাওয়ারস্থ আলোকের ক্ষীণ রশ্মিতে পথ দেখিয়া সে চলিতেছিল। অন্ধকার আকাশের গায়ে কারা-দুর্গের আলোকোজ্জ্বল অবয়বরেখা রহস্যময় দেখাইতেছিল।

উহার সমুন্নতশীর্ষ বিরাট মূর্তি যেন মিচেল ফ্লেচার্ডের হৃদয়ে আশা ও শরীরে শক্তি সঞ্চার করিতেছিল।

ক্রমে ঐ আলোক উজ্জ্বলতর এবং কোলাহল উচ্চতর হইয়া উঠিল ; তার পর সহসা সব কমিয়া গেল। আলোক নিবিয়া গেল, অরণ্য একেবারে নিঃশব্দ হইল। না জানি কি দুর্নিমিত্ত ঘটিয়াছে।

ঠিক এই মুহূর্তে মিচেল ফ্লেচার্ড মালভূমির প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার পাদমূলে সুগভীর খাদ— নৈশান্ধকারে উহার তলদেশ অদৃশ্য। অনতিদূরে মালভূমির উপরে চক্র, ধাতব দ্রব্য ও শৃঙ্খলাদি— এইগুলি সজ্জিত

তোপের সারি। সম্মুখে কামান দাগিবার আগুনে ঈষদালোকিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা— যেন নিবিড় কৃষ্ণ ছায়ায় গঠিত। খাদের গর্ভে প্রোথিত খিলানের উপরে সেতু ও সেতুপ্রাসাদ, তৎপার্শ্বে গোলাকৃতি সুউচ্চ টাওয়ার বা কারাদুর্গ। সুদূর হইতে সন্তানহারা জননী এই টাওয়ারের অভিমুখেই চলিয়া আসিয়াছে।

টাওয়ারের গবাক্ষ দিয়া আলোকের চঞ্চল গতাগতি লক্ষিত হইতেছিল। ভিতর হইতে সমুত্থিত কোলাহলে মিচেল ফ্লেচার্ড অনুমান করিল তথায় বহু-সংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছে। বস্তুত মাঝে মাঝে অভ্যন্তরস্থ জনগণের অতিকায় ছায়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিল।

রমণী মালভূমির কিনারায় সেতুর সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, সেখান হইতে সেতুটি বুঝি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যাইবে। মাঝখানে সুগভীর খাদটার জন্য সেতুর উপর যাইতে পারিতেছে না। অন্ধকারে সে বুঝিতে পারিল সেতুপ্রাসাদটি ত্রিতল। কতক্ষণ সে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহা বলা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুর্গের ছায়ামূর্তি ও খাদের গভীরতার কথা ভাবিতে ভাবিতে সময়জ্ঞান আর তাহার ছিল না। কি এটা— এই বিরাট অট্টালিকা? কি হচ্ছে ঐটার ভিতরে? এইটাই কি লাটুর্গ? তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এই কি তাহার গন্তব্যস্থল, যাহার উদ্দেশে সে সুদূরের যাত্রী হইয়া বিঘ্নসংকুল দুর্গম পথে বাহির হইয়াছিল? মনে মনে সে প্রশ্ন করিল, কেন আমি এখানে আসিয়াছি? সে দুর্গের দিকে চাহিয়া রহিল আর কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে সমুদয় পদার্থ আবৃত হইয়া গেল। রমণী ও অট্টালিকাস্তূপের মধ্যবর্তী স্থল হইতে প্রচণ্ড ধূমরাশি উত্থিত হইল। একটা জীমূতমন্দ্রবৎ নির্ঘোষ তাহার কর্ণপটহে আঘাত করিল। সে ভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিল। পরক্ষণেই আবার তীব্র আলোকে তাহার মুদ্রিত নেত্রপল্লব রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। সে আবার চোখ মেলিয়া চাহিল।

আর অন্ধকার নাই। দিবসের আলোকের মতো অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে চারি দিক উদ্‌ভাসিত। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড।

কৃষ্ণবর্ণ ধূম-যবনিকা এখন রক্তাস্তরণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। লেলিহান অনলশিখা বিসর্পিত গতিতে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতেছে। একটা

জানালার চৌকাঠ জ্বলিতেছে এবং তাহার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে আগুনের ঝলক বাহির হইতেছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন একটা জ্বলন্ত মুখবিবরের মধ্য হইতে অগ্নিজিহ্বা প্রসারিত হইতেছে। এইটি সেতুপ্রাসাদের নিম্নতলের একটি গবাক্ষ। সমগ্র সেতুপ্রাসাদের কেবল এই অংশটিই দেখা যাইতেছিল, আর সমস্তই ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মিচেল ফ্লেচার্ড মূক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার ক্লান্ত মস্তিষ্কে সব গোলমাল হইয়া গেল। কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অবাস্তব তাহার আর ধারণা রহিল না। তাহার কি এখন পলায়ন করা উচিত? না, এইখানেই সে দাঁড়াইয়া থাকিবে? একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো কোনো উপায় সে দেখিতে পাইল না। সমস্তই অলীক প্রতীয়মান হইতেছিল।

এই সময়ে বাতাস আসিয়া ধূম সরাইয়া লইয়া গেল। লাটুর্গের ভ্রূকুটি—ভীষণ বিরাট মূর্তি অগ্নির স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আঁধারের পৃষ্ঠপটের উপর ফুটিয়া উঠিল এবং এই নিদারুণ বহ্ন্যুৎসবের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রাচীন দুর্গের সমস্ত অংশই মিচেল ফ্লেচার্ডের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

সেতুপ্রাসাদের সর্বনিম্নতল জ্বলিতেছিল। উপরের দুই তল এখনো অগ্নিস্পৃষ্ট হয় নাই; সেগুলি যেন আগুনের পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান।

মিচেল ফ্লেচার্ড যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে মাঝে মাঝে ধূম ও অগ্নিঝলকের ফাঁকে ফাঁকে সে দুর্গের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে পাইতেছিল। বাতায়ন-সকল উন্মুক্ত।

দ্বিতলের গবাক্ষপথে মিচেল ফ্লেচার্ড দেখিতে পাইল, প্রাচীরগাত্রে সজ্জিত পুস্তকাধারশ্রেণী, তন্মধ্যে রাশি রাশি গ্রন্থ। তাহার চোখে আরো পড়িল, নীড়ের মধ্যে সুখসুপ্ত পাখিগুলির মতো জড়াজড়ি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া কয়েকটি অস্পষ্ট আবছায়ার মতো কি যেন মেঝের উপর শয়ান রহিয়াছে। কখনো কখনো ওরা যেন নড়িতেছে, এমন তাহার বোধ হইল। অপলক নেত্রে সে সেদিকে চাহিয়া রহিল।

আঁধারের মধ্যে এই কয়টি কী?

এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, ওরা জীবন্ত পদার্থ। কিন্তু তাহার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। সে জ্বর-কাতর, সারাদিন

কিছু খায় নাই, বিশ্রাম না করিয়া কত পথ চলিয়া আসিয়াছে; তাহার দেহ অবসন্ন, মাঝে মাঝে মস্তিষ্কবিভ্রম ঘটিতেছিল— যদিও নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য সে প্রাণপণে যুঝিতেছিল। সেই এক দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল; কি জানি কেন তথা হইতে সে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না। নিশ্চয়ই এগুলি আসবাবপত্রের সমষ্টি— কক্ষমধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া অধিবাসীরা চলিয়া গিয়াছে। কক্ষনিম্নে হুতাশনের বিকট হুঙ্কার ও উল্লম্ফন!

সহসা অগ্নিদেবতা যেন একটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যে বৃহৎ শুষ্ক আইভি লতাটি জানালার চৌকাঠ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল তাহারই অভিমুখে শিখা বিস্তার করিল। এই জানালার উপরেই মিচেল ফ্লেচার্ডের দৃষ্টি সম্বদ্ধ ছিল।

শুষ্ক লতা-পল্লবের ইন্ধন আবিষ্কার হওয়া মাত্র একটি স্ফুলিঙ্গ লুব্ধ আগ্রহে উহার উপর গিয়া পড়িল; অমনি একটি অগ্নিশিখা ভয়ংকর দ্রুততার সহিত ঊর্ধ্ব দিকে পল্লব হইতে পল্লবান্তরে ছুটিয়া চলিল এবং নিমেষ মধ্যে দ্বিতলে উপনীত হইল। তখন সেই পরিব্যাপ্ত বহ্নি-বিভায় দ্বিতলস্থ কক্ষ সম্পূর্ণ আলোকিত হইয়া উঠিল এবং মেঝের উপর সুষুপ্ত ছোট্ট প্রাণী তিনটির মূর্তি সুস্পষ্ট দেখা গেল— একটি সুন্দর ছবি— অযত্ন-বিন্যস্ত কোমল হস্তপদ, মুদিত নয়নপল্লব, সস্মিতবদন, দেবশিশুগুলি।

জননী তাহার সন্তানগুলিকে চিনিল।

তখন তাহার মর্মস্থল হইতে এক অতি ভীষণ চীৎকার নির্গত হইল। তেমন অবর্ণনীয় মর্মভেদী যন্ত্রণার আর্ত চীৎকার কেবল সন্তান-মাতার বক্ষ হইতেই বাহির হওয়া সম্ভব। এমন অমানুষিক অথচ হৃদয়স্পর্শী শব্দ আর কিছুই নাই। কোনো রমণী এইরূপ চীৎকার করিলে মনে হইবে, ইহা বুঝি বাঘিনীর গর্জন; আর বাঘিনী এইরূপ গর্জন করিলে মনে হইবে, ইহা বুঝি রমণীর ক্রন্দন।

মিচেল ফ্লেচার্ডের এই মর্মভেদী বিলাপধ্বনি ব্যাঘ্রগর্জনের মতোই শুনাইল।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক এই চীৎকারই শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়া তিনি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তখন সুরঙ্গের নির্গম পথ ও খাদের মধ্যবর্তীস্থলে। মার্কুইস দেখিলেন সেতু দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, আর লাটুর্গ সেই আগুনের রক্ত আভায় রঞ্জিত। মাথার উপরের লতাগুল্ম সরাইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, মালভূমির শেষ প্রান্তে, খাদের অপর পার্শ্বে, দহ্যমান

সেতুপ্রাসাদের সম্মুখে, অতিবিস্তৃত বহ্নিলীলার পূর্ণ আলোকে দাঁড়াইয়া রুক্ষকেশ, আলুথালু বেশ, যন্ত্রণাপীড়িত, ভয়চকিত এক রমণীমূর্তি।

ইহারই চীৎকারে মার্কুইস আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এই নারীর বদনমণ্ডল এখন আর মিচেল ফ্লেচার্ডের বদনমণ্ডল নহে— এ যেন সর্পকেশী অতি ভীষণা মেডুসার মুখ— যাহার দৃষ্টিপাত-মাত্র মানুষ পাষাণ হইয়া যাইত। তাহার যন্ত্রণাক্ষুব্ধ মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। বিধাতার তীব্র রোষ যেন এই কৃষক রমণীতে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই অজ্ঞাতকুলশীলা, বিচারমূঢ়া, জ্ঞানহীনা গ্রাম্য নারী যেন সহসা মহাকাব্যবর্ণিত নৈরাশ্যের একটা বিরাট মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। বিপুল গভীর বেদনা আত্মাকে বৃহৎ করিয়া তোলে, এখন আর সে সামান্য জননী নহে— তাহার ক্রন্দনে নিখিল-মাতৃত্বের অন্তর্গূঢ় বেদনা বিশাল ব্যোম পরিব্যাপ্ত করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। সুগভীর পরিখার পার্শ্বে, বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলার সম্মুখে, এই ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের সান্নিধ্যে মূর্তিমতী অতি-প্রাকৃত শক্তির মতো রমণী দণ্ডায়মান— তাহার মহত্ত্বের সুউচ্চ শির যেন গগন স্পর্শ করিতেছে। তাহার আর্তনাদ বন্য পশুর মতো, কিন্তু তাহার অবস্থানটি দেবীর মতো। তাহার অগ্নিময় মুখ হইতে যেন অভিশাপের জ্বালাময় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তাহার অশ্রুসিক্ত অক্ষিদ্বয় হইতে অসহনীয় বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

মার্কুইস কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত করুণ বিলাপের মতো রমণীর হৃদয়বিদারী কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি মার্কুইসের মস্তকের উপর আসিয়া প্রতিহত হইতেছিল।

'হা ঈশ্বর! আমার সন্তানগুলি! ঐ যে আমার সন্তানগুলি! ঐ যে আমার ছেলেমেয়েরা! কে কোথায় আছ, বাঁচাও, বাঁচাও! আগুন! আগুন! আগুন! গেল, পুড়ে গেল! হায় পিশাচেরা! জর্জেটি! গ্রোস-এলেন— রেনিজিন! ওরে আমার বাছারা! হ্যাঁ, এর মানে কি? কে এমন কাজ করেছে? কে বাচ্চাদের ওখানে রেখেছে? ওরা যে ঘুমিয়ে আছে। ওহো, আমি পাগল হয়ে যাব। না, না, তা হতে পারে না। ওগো, বাঁচাও বাচাও!'

লাটুর্গে এবং মালভূমিতে লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে, দেখা গেল। শিবিরের সৈন্যগণ সকলেই আগুনের দিকে দৌড়িয়া গেল। আক্রমণকারীগণকে

এখন অগ্নি নির্বাণের উপায় দেখিতে হইবে। গভেন, সিমুর্দ্যান এবং গেচাম্প আদেশ দিতেছিল। কী করা যায়? শুষ্কপ্রায় খাদগর্ভের ঝরনা হইতে মাত্র কয়েক বালতি জল পাওয়া যাইতে পারে। সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। উদ্‌বিগ্ন মুখে সকলে মালভূমির প্রান্তে দাঁড়াইয়া হুতাশনের ক্রমবর্ধমান প্রতাপ লক্ষ করিতেছিল।

ভয়ংকর দৃশ্য। অথচ চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর তাহাদের কিছু করিবার উপায় ছিল না।

আইভি লতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া অনলশিখা ক্রমে সর্বোচ্চ তলে উপনীত হইল এবং ক্ষুধিত আগ্রহে তথাকার সঞ্চিত তৃণস্তূপ গ্রাস করিয়া ফেলিল। সমগ্র শস্যাগার নিঃশেষে জ্বলিতে লাগিল। নিষ্ঠুর পবনের সহায়তা পাইয়া লেলিহান বহ্নিশিখা পৈশাচিক আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল— মনে হইতেছিল, যেন ইমানুসের দুষ্ট আত্মা আগুনকে উস্‌কাইয়া দিতেছে, আর পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত তাহার সর্বশেষ ধ্বংসকার্যে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে।

লাইব্রেরিতে তখনো আগুন ধরে নাই, যদিও তাহার দুই তলই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরির ছাদ খুব উঁচু এবং প্রাচীর অত্যন্ত পুরু ছিল বলিয়া সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত এখনো উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আর বড়ো বিলম্ব ছিল না। নিম্নের অগ্নিশিখা প্রস্তরখণ্ডগুলিকে চুম্বন করিতেছিল, আর উপরের অগ্নি-শিখা ঘুরিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়া মৃত্যুর ভীষণ আলিঙ্গনে তাহাদিগকে আকড়াইয়া ধরিতেছিল। নীচে অগ্নিকুণ্ড, উপরে অগ্নিময় খিলান। যদি কক্ষতল প্রথমে ধসিয়া যায়, শিশুগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইবে, যদি ছাদ পড়িয়া যায়, তাহারা জ্বলন্ত অঙ্গারের নীচে সমাহিত হইবে।

শিশুকয়টি তখনো ঘুমাইতেছে। ধূম ও অনলশিখা এক একবার সরিয়া গেলে দেখা যাইতেছিল সেই অগ্নিময় গুহার ভিতরে উল্কাজ্যোতির আবেষ্টনের মধ্যে উহারা সুখসুপ্ত শান্ত, সুন্দর, নিস্পন্দ, যেন তিনটি স্বর্গশিশু পরম নিশ্চিন্ত মনে নরকের এক প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছে। জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে অবস্থিত এই দেবশিশুদের দেখিয়া, সমাধিগর্ভে নিহিত দোলনাশয্যাগুলির দিকে চাহিয়া বোধ হয় হিংস্র ব্যাঘ্রের চোখেও জল আসিত।

আর সেই হতভাগিনী জননী তখনো আর্তনাদ করিতেছে, 'আগুন, আগুন।

এরা কি সব কালা নাকি, কেউ যে আসছে না? ওরে, আমার বাচ্চাদের পুড়িয়ে মারল রে! ঐ যে লোক দেখা যাচ্ছে, ওগো তোমরা এস না? কতকাল ধরে আমি ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এখানে এসে পেলেম ওদের বেড়া আগুনের মধ্যে! হায়, হায়, পেয়ে হারালেম। বাঁচাও বাঁচাও! তিনটি স্বর্গশিশু— তিনটি স্বর্গশিশু জলে গেল। কি করেছে বেচারারা? ওরা তো নিষ্পাপ! আমায় গুলি করেছিল, এখন আবার আমার বাছাদের পুড়িয়ে মারছে। কে এই-সব করছে? এস, দুঃখিনীর ধনগুলিকে রক্ষা কর! একটা কুকুরের উপরেও লোকের দয়া হয়। এ বেচারাদের উপর তোমাদের কি একটু দয়া হয় না? এরা যে সব ঘুমিয়ে আছে। জর্জেটি, ও জর্জেটি— ঐ যে তার মুখখানা দেখতে পাচ্ছি। রেনিজিন, গ্রোস-এলেন— ওদের এই নাম। আমি ওদের মা। কী ভয়ংকর! আমি দিনরাত হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছি— আজও সকালবেলা একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে ওদের কথাই বলছিলেম। রাক্ষসেরা কোথায়? সর্বনাশ হল, সর্বনাশ হল! বড়োটির এখনো পাঁচ বছর হয় নি, সকলের ছোট্টটির দু বছরও হয় নি। ঐ যে ওদের খালি পাগুলি দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বর আমাকে ওদের দিয়েছিল, আর শয়তান কেড়ে নিচ্ছে! আমি ওদের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি। এইজন্যই কি আমি এত পথ ছুটে এসেছি! দেখ, আমার পাগুলি রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে! ওগো, দয়া কর, দয়া কর; বাঁচাও। আমার সন্তানদের আমায় দাও— ওদের নইলে যে আমার চলবে না, এ কি সম্ভব, এতগুলো মানুষ থাকতে আমার বাছারা পুড়ে মরবে? ঐ সাংঘাতিক বাড়িটা কী? ওরে পাষণ্ড, খুনেরা! আমার কাছ থেকে চুরি করে এনে ছেলেদের ওখানে পুড়িয়ে মারছে! ওরা যদি এমন ভাবে মারা যায়, তবে ঈশ্বরকে আমি অভিসম্পাত দেব!'

অভাগিনী জননীর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মালভূমির উপরে অন্য কণ্ঠস্বরও শোনা যাইতেছিল।

'একটা মই! একটা মই!'

'মই তো নেই।'

'জল!'

'জল নেই।'

'দোতলায়— টাওয়ারে— একটা দোর আছে।'

'সেটা তো লোহদ্বার।'

'অসম্ভব!'

উন্মাদিনী সন্তানমাতা আরো উচ্চৈঃস্বরে তাহার আর্ত বিলাপ নিবেদন করিতেছিল— 'আগুন! আগুন! বাঁচাও। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির! আমার সন্তানদের না বাঁচালে আমি মরে যাব। ওদের আগুন থেকে সরাও, নইলে আমাকে ঐ আগুনে ফেলে দাও।'

মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হুতাশনের ভৈরব গর্জন শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

মার্কুইস পকেটে হাত দিয়া লোহদ্বারের চাবিটা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন। তার পর আবার অবনত শিরে সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন।

২

প্রস্তরদ্বার হইতে লোহদ্বারে

সৈন্যদলের বৃহৎ বাহিনী কোনো উপায় করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনটি শিশুকে উদ্ধার করিতে তিন সহস্র লোকও অসমর্থ! মানুষের শক্তি কি নগণ্য!

একটা মই পর্যন্ত পাওয়া গেল না। জাভেনেতে যে মইয়ের জন্য লোক প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আসিয়া পৌঁছে নাই। জ্বলন্ত জানালাগুলির হাঁ আগ্নেয়গিরির মুখের মতো ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। শুষ্কপ্রায় ঝরনার জলে এই বিপুল অগ্নিদাহ নির্বাণের চেষ্টা, অনলোদ্‌গারী ভিসুভিয়সের গহ্বর-মুখে এক অঞ্জলি বারি নিক্ষেপের মতোই বাতুলতার কর্ম হইত।

সিমুর্দ্যান, রাডুব ও গেচাম্প খাদের মধ্যে নামিয়া গেল; গভেন আবার টাওয়ারের সেই কক্ষে আরোহণ করিল, যেখানে ঘুরানো পাথর, গুপ্ত পথ এবং লাইব্রেরিতে যাওয়ার লোহদ্বার রহিয়াছে। সেইখানেই ইমাহুস গন্ধক-পলিতা প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং সেইখানেই অগ্নিকাণ্ডের আরম্ভ।

গভেন সঙ্গে কুড়িজন লোক লইয়া গেল; লোহদ্বার ভগ্ন করা ভিন্ন আর

উপায়ান্তর নাই। উহার শৃঙ্খল ও অর্গল ভাঙিবার সম্ভাবনা ছিল না।

তাহারা কুঠারাঘাত আরম্ভ করিল। কুঠার ভাঙিয়া গেল। একজন বলিল, 'ইস্পাতের কুঠার এই লৌহ-কবাটের উপর পড়িয়া কাচের মতন গুঁড়াইয়া যাইতেছে।'

পিটানো লোহার ডবল পাতে এই লৌহ-কবাট তৈরি। এক-একখানা পাত তিন আঙুল পুরু, আর পরস্পর কীলকবদ্ধ।

তাহারা লৌহদণ্ড দ্বারা দরজাটি নাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উক্ত দণ্ডগুলি দীপশলাকার মতো পট্‌পট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

বিষণ্ণ মুখে গভেন বলিল, 'কামানের গোলা ভিন্ন এই দোর ভাঙবার আর উপায় দেখছি না। একটা কামান যদি এখানে তুলে আনতে পারা যেত।'

'কেমন করে আনব ?' অনুচরবর্গের মধ্যে একজন বলিল।

ভীষণ সংকট। চল্লিশখানা বাহু নিরুপায় হইয়া আপনাদের প্রচেষ্টা স্থগিত করিল। পরাজিত, অভিভূত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় কুড়িজন লোক অটল অনড় দ্বারের দিকে চাহিয়া মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিম্ন হইতে একটা রক্তিমাভা বাহির হইল। পশ্চাতে প্রতি মুহূর্তেই হুতাশনের বেগ বর্ধিত হইতেছে।

ইমানুসের ভীতিজনক মৃতদেহ কক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে— বিজয়ী পিশাচের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্রূর হাসির রেখা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোধ হয় সমগ্র সেতু-প্রাসাদ ধসিয়া যাইবে। আর আশা নাই।

আবর্তিত শিলাখণ্ড এবং গুপ্তপথের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি গভেন কহিল, 'এই পথেই মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক পলায়ন করিয়াছে।'

গভেনের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই কে বলিয়া উঠিল, 'এবং ফিরিয়া আসিয়াছে।'

গুপ্তদ্বারের প্রস্তর-ফ্রেমের মধ্যে পলিত কেশ এক বৃদ্ধের বদনমণ্ডল লক্ষিত হইল। ইনিই মার্কুইস।

গভেন এই মুখ এত নিকটে বহুদিন দেখে নাই। সে শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অন্যেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মার্কুইসের হাতে এক সুবৃহৎ চাবি। লোকগুলির উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি সোজা লৌহদ্বারের নিকট চলিয়া গেলেন এবং খিলানের

নীচে নুইয়া তালাতে চাবি লাগাইয়া ঘুরাইলেন। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইল। দ্বারের অপর পার্শ্বে আগুনের ঢেউ খেলিতেছে। মার্কুইস তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মস্তক উন্নত— পদক্ষেপ দৃঢ়। দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁহার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এই দহ্যমান কক্ষে মার্কুইস কেবল কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি মেঝের সেই অংশ ধসিয়া গিয়া লৌহদ্বার ও তাঁহার মধ্যে এক অগ্নিময় ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। মার্কুইস সেই দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না— অকম্পিতপদে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ধূমের মধ্যে ক্রমে তাহার ঋজু দেহ অদৃশ্য হইয়া গেল।

মার্কুইস কি আর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন? তাঁহার পদনিম্নে কক্ষতল কি আরো ধসিয়া গেল? তাঁহার আত্মবিসর্জনই কি সার হইল? গভেন ও তাহার সঙ্গীরা তাহা বলিতে পারে না। তাহাদের সম্মুখে ধূম ও অগ্নির প্রাচীর। তৎপশ্চাতে মার্কুইস— কে বলিবে, জীবিত না মৃত?

৩

শিশুদের নিদ্রাভঙ্গ

অবশেষে শিশুরা নেত্র উন্মীলন করিল।

লাইব্রেরির ভিতরে আগুন এখনো প্রবেশ করে নাই; তবে অগ্নির গোলাপি রাগে কক্ষের ছাদ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর রক্তিম আলো শিশুরা আর কখনো দেখে নাই। ঔৎসুক্যের সহিত তাহারা ইহার দিকে চাহিয়া রহিল। জর্জেটি তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। বিরাট অগ্নিদাহের বিচিত্রোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা তাহাদের প্রশংসমান দৃষ্টির সম্মুখে বিকশিত হইতেছে; উড্ডীয়মান, কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশি কখনো সহস্রশীর্ষ কৃষ্ণসর্পবৎ, কখনো বা উজ্জ্বল লোহিত রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। অগ্নি তাহার মণিরত্ন বিতরণে কোনোকালেই কার্পণ্য করে না। তাহার কারখানায় যে মণিমাণিক্য তৈরি হয়, সে তাহা নিঃশেষে বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। অঙ্গার ও হীরক যে একই পদার্থ তাহা মিথ্যা নহে।

উপরিতলের প্রাচীর ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটলের ভিতর দিয়া মণি-মঞ্জুষা-বিক্ষিপ্ত রত্নরাজির স্থায় আগুনের ফুলকি-সকল বর্ষিত হইতেছিল। শস্যাগারের প্রজ্বলিত তৃণস্তূপ হইতে জ্বলন্ত কণিকাগুলি গবাক্ষপথে উড়িয়া যাইয়া স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছিল।

'ছুন্দল্।' জর্জেটি মন্তব্য করিল। তিনজনেই উঠিয়া বসিল।

বাহিরে মা বলিয়া উঠিল, 'ঐ যে ওরা জেগেছে।'

রেনিজিন উঠিয়া দাঁড়াইল; দেখাদেখি গ্রোস-এলেন এবং জর্জেটিও তাহাই করিল।

জানালার দিকে হাত বাড়াইয়া রেনিজিন বলিল, 'আমার গরম লাগছে।'

কপোত কূজনের স্বরে জর্জেটিও বলিল, 'আমাল গলম।'

মা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বাছারা! রেনি! এলেন! জর্জেটি!'

শিশুরা তখন বাহিরের দিকে চাহিল। বয়স্ক লোকেরা যাহাতে ভীত হয়, শিশুদের তাহাতে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। অজ্ঞানতাতেই অনেক সময় সাহস। নিষ্পাপ শিশুরা নরকাগ্নি দর্শন করিলে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বোধ হয় মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবে।

জননী আবার চেঁচাইয়া উঠিল, 'রেনি! এলেন! জর্জেটি!'

রেনিজিন মাথা ফিরাইল। এই স্বরে তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। শিশুদের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাহা আবার জাগিয়াও উঠে সহজেই। সমস্ত অতীতের কাহিনী যেন গতকল্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেনিজিন তাহার মাকে দেখিল। ঐখানে সহসা মাকে দেখিতে পাওয়া তাহার নিকট কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইল না। এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেন একটা আশ্রয় পাইয়া সে ডাকিয়া উঠিল, 'মা!'

জর্জেটি বলিল, 'আম্-মা!' আর তাহার ছোট্ট হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

ত্রস্ত জননীর ব্যথিত বক্ষ মন্থন করিয়া আবার আর্ত চীৎকার বাহির হইল, 'আমার বাছারা!'

তিনজনেই গিয়া জানালা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সৌভাগ্যক্রমে সে দিকে আগুন ছিল না।

রেনিজিন বলিল, 'বড্ড গরম; আমার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।' তার পরে

ডাকিয়া বলিল, 'মা, এখানে এস।'

জর্জেট তাহার পুনরাবৃত্তি করিল, 'এছো, ম্-মা।'

উন্মাদিনী জননী তখন ঝোপের পর ঝোপ অতিক্রম করিয়া খাদের দিকে ছুটিয়া চলিল— তাহার উস্কোখুস্কো চুলগুলি মাথার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; পরিধানের বস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন, হস্তপদ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত। উপরে গভেন, নীচে সিমুর্দ্যান ও গেচাম্প নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া। সৈনিকগণ কিছু করিতে না পারিয়া হাত পা কামড়াইতে লাগিল। তাপ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে দিকে কাহারো লক্ষ্য ছিল না। তাহাদের দৃষ্টি সেতুর দিকে, খিলানের উচ্চতার দিকে, দুর্গের বিভিন্ন তলের দিকে, দুরধিগম্য জানালাগুলির দিকে। শিশুদের রক্ষা করিতে হইলে এক্ষণই সাহায্যের আবশ্যক। বিলম্ব হইলে সে চেষ্টা নিরর্থক হইবে। তিনতলা বাহিয়া উঠিতে হইবে। উপায় নাই! উপায় নাই!

কর্তিত স্কন্ধ, ছিন্নকর্ণ রাডুব মিচেল ফ্লেচার্ডকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গেল— তাহার গাত্র হইতে ঘর্ম ও রক্তধারা বহিতেছে।

'একি!' সে বলিল, 'আরে, এ যে সেই রমণী যাকে গুলি করা হয়েছিল। তুমি তা হলে আবার বেঁচে উঠেছ?'

জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার ছেলেমেয়েগুলি!'

'ঠিক বলেছ,' রাডুব কহিল, 'এখন প্রেতাত্মা কি ছায়ামূর্তির কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।'

সে প্রাচীর বাহিয়া সেতুর উপর আরোহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রস্তরখণ্ডগুলির জোড়ের জায়গা এতই মসৃণ যে, সে তাহাতে নখ বিঁধাইয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিল না; হাত ফস্কাইয়া পড়িয়া গেল। প্রতি মুহূর্তেই আগুন ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। জানালার ফ্রেমের মধ্যে শিশু তিনটির মস্তক প্রদীপ্ত হুতাশনের রক্তিমালোকে রঙিন ছবির মতো দেখাইতেছিল। ক্ষিপ্তপ্রায় রাডুব আকাশের দিকে স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ হস্ত প্রসারণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দেবতার প্রাণে কি দয়া নাই!'

হতাশাপীড়িত জননী জানু পাতিয়া যুক্তকরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'দয়া কর! দয়া কর!'

দহ্যমান কাষ্ঠাদির ফট্ ফট্ শব্দ অগ্নিগর্জনের উপরে শোনা যাইতেছিল। পুস্তকাধারের কাচগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সশব্দে কক্ষতলে পতিত হইতেছিল। স্পষ্ট বুঝা গেল কাঠের কাজ সব ভস্মীভূত হইয়া গেল। ইহার প্রতিবিধান মানবীয় শক্তির সাধ্যাতীত। আর এক মুহূর্তের মধ্যেই বোধ হয় সমগ্র সেতু-প্রাসাদ ভূপতিত হইবে। নিরুপায় সৈনিকগণ রুদ্ধনিশ্বাসে এই শেষ পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কচি শিশুদের কোমল কণ্ঠের 'মা! মা!' ধ্বনি তাহাদের কানের ভিতর দিয়া মর্মে আঘাত করিতেছিল।

সমগ্র জনতা আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ গবাক্ষ পার্শ্বে যেখানে শিশুগণ দণ্ডায়মান সেখানে অনলশিখার লোহিত পৃষ্ঠপটের উপর এক দীর্ঘ মূর্তির কৃষ্ণছায়া নিপতিত হইল।

সকলেই গ্রীবা উত্তোলন করিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিল। ওখানে— লাইব্রেরিতে— অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে জনৈক পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার তুষারশুভ্র কেশকলাপ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহারা চিনিল— মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক। একবার তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আবার তাঁহাকে দেখা গেল।

অমিততেজা বৃদ্ধ একটা প্রকাণ্ড মই জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিতেছিলেন, এটা সেই পলায়নের মই, যাহা লাইব্রেরিতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। মেঝের উপর ওটাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মার্কুইস সেটাকে জানালার নিকট টানিয়া লইয়া গেলেন। মইটার একপ্রান্ত ধরিয়া আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত জানালার ভিতর দিয়া গলাইয়া তিনি ওটাকে খাদের তলদেশ পর্যন্ত নামাইয়া দিয়া প্রাচীরগাত্রে সন্নিবেশিত করিলেন।

মইটা যেমন তাহার হাতের কাছে নামিয়া আসিল রাডুব ওটাকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক।'

মার্কুইস উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন, 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন।'

রাডুব কহিল, 'যা খুশি তোমার চেঁচাতে পার; ইচ্ছা হয়, আবোল-তাবোল বক— কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুমি দয়ার দেবতা।'

মইটা নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে ন্যস্ত হইল, এবং তদ্দ্বারা প্রজ্বলিত পাঠাগার ও ভূমিতলের মধ্যে একটা চলাচলের পথ সংস্থাপিত হইল। বিশজন লোক উপরে

ছুটিয়া চলিল— রাডুব সকলের অগ্রে। নিমেষ মধ্যে মইয়ের ধাপে ধাপে তাহারা ঝুলিতে লাগিল এবং তাহাতে এক মনুষ্য-সোপান তৈরি হইয়া গেল। সর্বোচ্চ ধাপে রাডুব জানালা স্পর্শ করিল। সে উর্ধ্বমুখে আগুনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সমবেত সৈনিকবৃন্দ পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাতে সকলেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিল— কেহ মালভূমিতে, কেহ খাদে, কেহ টাওয়ারের দিকে ছুটিতে লাগিল।

মার্কুইস আবার অদৃশ্য হইলেন এবং পরক্ষণেই একটি শিশুকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অমনি প্রচণ্ড করতালি শব্দে জনতার আনন্দ চারি দিক নিনাদিত করিল।

মার্কুইস হাতের কাছে যে শিশুটিকে পাইয়াছিলেন, তাহাকেই তুলিয়া আনিয়াছিলেন। এটি— গ্রোস-এলেন।

গ্রোস-এলেন বলিল, 'আমার ভয় করছে।'

মার্কুইস বালকটিকে রাডুবের হাতে দিলেন, রাডুব তাহাকে পশ্চাতের সৈনিকের নিকট, এবং সে আবার আর-একজনের নিকট দিল। গ্রোস-এলেন যখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপে হস্ত হইতে হস্তান্তরে বাহিত হইয়া সিঁড়ির নিম্নে নীত হইতেছিল, তখন মার্কুইস আবার গিয়া রেনিজিনকে আনিয়া রাডুবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রেনিজিন হাত পা আছড়াইতেছিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সার্জেণ্টকে তাহার ছোটো ছোটো হস্তে ঘুষি মারিতেছিল।

এদিকে আগুনে কক্ষটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মার্কুইস ফিরিয়া জর্জেটির নিকট গেলেন। সে তথায় একাকী। মার্কুইসকে দেখিয়া জর্জেটি হাসিতে লাগিল। এই পাষাণহৃদয় ব্যক্তিটিও অনুভব করিল, তাঁহার আঁখির পাতা আর্দ্র হইয়া আসিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নামটি কি?'

মেয়েটি বলিল, 'অর্জেটি।'

তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সে তখনো হাসিতেছে। মার্কুইস যখন তাহাকে রাডুবের হস্তে দিতেছিলেন, তখন শিশুর নিষ্পাপ সৌন্দর্যে এমন উচ্চমনা অথচ এমন কঠোর মার্কুইসও একেবারে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া গেলেন; বৃদ্ধ শিশুটিকে চুম্বন করিলেন।

সৈনিকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'ঐ যে ছোট্ট মেয়েটি!' জর্জেটি সকলের উল্লাসধ্বনির মধ্যে ক্রমে কোলে কোলে মাটিতে নামিয়া আসিল। কেহ করতালি দিল; কেহ লাফাইতে লাগিল; বৃদ্ধ সৈনিকগণের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ শোকাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; মেয়েটি হাসিতে লাগিল।

মইয়ের পাদমূলে সন্তান-মাতা রুদ্ধশ্বাসে দণ্ডায়মান— এই আকস্মিক, অভাবিত, অসম্ভব পরিবর্তনে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। যেন নিমেষ মধ্যে নরক হইতে নন্দনে নীত হইয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; আনন্দের আতিশয্যেও হৃদয় ব্যথিত হয়। সে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া গ্রোস-এলেন, রেনিজিন ও জর্জেটিকে আপনার ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল, তার পর উচ্চহাস্য করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

উচ্ছ্বসিত সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'ওরা সকলেই রক্ষা পেয়েছে।'

সকলেই রক্ষা পাইল বটে, কেবল সেই বৃদ্ধ মার্কুইস ব্যতীত।

কিন্তু তাঁহার কথা কেহই ভাবিল না— বোধ হয় তিনি নিজেও তাহা ভাবেন নাই। স্বপ্নমুগ্ধের মতো আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ জানালায় ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলেন— যেন অগ্নিদেবতাকে মন স্থির করিবার জন্য সময় দিতেছিলেন। তার পর কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখাইয়া, ধীরে ধীরে জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং উন্নত মস্তকে গর্বিত পদক্ষেপে মইয়ের ধাপ অতিক্রম করিয়া মহিমামণ্ডিত ছায়ামূর্তির মতো নীরবে নামিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বহ্নিতরঙ্গ, সম্মুখে সুগভীর খাদ— কিছুতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মইয়ের উপর যাহারা ছিল, তাহারা লম্ফ দিয়া পড়িল; দর্শকেরা শিহরিয়া উঠিল। সুউচ্চ সৌধশিখর হইতে অবতরণকারী এই লোকটিকে ঘিরিয়া যেন একটা দিব্য ভীতির অদৃশ্য ছায়া বিরাজ করিতেছিল। তিনি শান্তভাবে সম্মুখের অন্ধকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, লোকেরা যেন ততই পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল। তাঁহার মর্মর-গঠিতবৎ মলিন বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ আবেগশূন্য। তাঁহার উদ্ধত দৃষ্টি প্রশান্ত এবং তুষারশীতল। প্রতি পদক্ষেপে তিনি বিস্মিত জনতার যতই সমীপবর্তী হইতেছিলেন, ততই তাঁহার ঋজু, উন্নত মূর্তি উন্নততর দেখাইতেছিল। তাঁহার দৃঢ় পদক্ষেপে কম্পিত মই হইতে শব্দ নির্গত হইতেছিল।

সিঁড়ির সর্বশেষ ধাপ অতিক্রম করিয়া মার্কুইস যখন ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহার স্কন্ধে একটি হস্ত অর্পিত হইল। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন।

'আমি তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিলাম।' ইহা সিমুর্দ্যানের উক্তি।

প্রত্যুত্তরে ল্যান্টিনেক কহিলেন, 'আমি তোমার কার্যের অনুমোদন করি।'

কর্তব্য-সংঘাত

প্রথম স্তবক

বিজয়ান্তের সংগ্রাম

১

ল্যান্টিনেক ধৃত হইল

শ্যেন-দৃষ্টি সিমুর্দ্যানের তত্ত্বাবধানে লাটুর্গের নিম্নতলস্থ অন্ধকূপের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং মার্কুইস তথায় নীত হইলেন। একটা ল্যাম্প, এক কলসি জল ও একটি রসদের রুটি কক্ষমধ্যে রক্ষিত হইল। ভূমিতলে এক বোঝা খড় ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পনেরো মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই-সকল ব্যাপার সমাধা হইল এবং অন্ধকূপের দ্বার পুনরায় সশব্দে বন্ধ হইল।

অতঃপর সিমুর্দ্যান গভেনের সন্ধানে চলিলেন। দূরে প্যারিসের গির্জার ঘড়িতে এই সময়ে এগারোটা বাজিয়া গেল। সিমুর্দ্যান তাঁহার ভূতপূর্ব ছাত্রকে বলিলেন, 'আমি কোর্টমার্শ্যাল (সামরিক বিচার-আদালত) আহ্বান করতে যাচ্ছি; তুমি তাতে থাকবে না। তুমি গভেন বংশের সন্তান, ল্যান্টিনেকও সেই বংশীয়। তুমি তার অতি নিকটতম আত্মীয়, সুতরাং তোমার পক্ষে তার বিচারক হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। ক্যাপেটের প্রাণদণ্ডের অনুকূলে ভোট দিয়েছিল বলে ইগ্যালিটের আমি নিন্দা করি। কোর্টমার্শ্যালে তিনজন বিচারক থাকবে— একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী— সে পদে থাকবে গেচাম্প; একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী, সার্জেন্ট রাডুবকে নিলেই চলবে; আর আমি। সভাপতির কাজ আমিই করব। এতে তোমার কোনো সংস্রব আর এখন রইল না। আমরা কনভেনশনের ব্যবস্থানুসারে কাজ করব; আমরা কেবল ভূতপূর্ব মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের সনাক্ত সম্বন্ধে প্রমাণ নেব। আগামী কাল কোর্ট-মার্শ্যাল, তার পরদিন গিলোটিন। এইবার ভেণ্ডি মরল।'

গভেন একটি কথাও কহিল না। প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তির চিন্তায় সিমুর্দ্যানও ব্যস্ত ছিলেন। গভেনকে একাকী রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কখন কোন্ স্থানে শেষ কার্যটি নিষ্পন্ন হইবে, সিমুর্দ্যানকে তাহার নির্ধারণ ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তখনকার কালে বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া জল্লাদের

কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা এবং তৎসম্বন্ধে সহায়তা করা বিচারকের পক্ষে সদ্‌দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইত। সিমুর্দ্যানেরও সে অভ্যাস ছিল। ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট ও 'স্প্যানিশ ইনকুইজিশন' হইতে তিরানব্বই সালের বিভীষিকার রাজত্বেও এই প্রথাটি চলিয়া আসিয়াছিল।

গভেন অন্যমনস্ক।

অরণ্য হইতে একটা শীতল হাওয়া শন্ শন্ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল ; কার্যভার গেচাম্পের হস্তে সমর্পণ করিয়া গভেন লাটুর্গের পাদমূলে কানন-পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে আপনার শিবিরে প্রবেশ করিল। সেনাপতির পদমর্যাদাসূচক একটা ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ও মস্তক আবৃত করিয়া গভেন সেই রক্তাক্ত প্রান্তরে একাকী পদচারণা করিতে লাগিল। এইখানেই যুদ্ধ হইয়াছিল ; তখনো আগুন জ্বলিতেছে, কিন্তু সেদিকে আর কাহারো লক্ষ্য নাই। রাডুব শিশুগণ ও তাহাদের জননীর নিকট দাঁড়াইয়াছিল— তাহারও বক্ষ সেই জননীর বক্ষেরই মতো মাতৃস্নেহে উদ্‌বেল। সেতুপ্রাসাদ প্রায় ভস্মীভূত। সৈনিকগণ মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য গর্ত খুঁড়িতেছিল ; আহতদের শুশ্রূষা করা হইতেছে ; প্রতিরোধ-প্রাচীর ভগ্ন করা হইয়াছে ; কক্ষ ও সোপান হইতে মৃতদেহগুলি অপসারিত হইয়াছে ; যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতার সহিত যুদ্ধান্তে সব সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করা হইতেছিল। এই-সব কিছুই কিন্তু গভেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

গভীর চিন্তায় গভেন এতই তন্ময় ছিল যে, সিমুর্দ্যানের আদেশে দুর্গরক্ষী সৈন্যগণের সংখ্যা যে দ্বিগুণ করা হইয়াছিল তাহাও তাহার নজরে পড়িল না।

অন্ধকারের মধ্যে বোধ হয় দুইশত ফুট দূরে গভেন দেখিতে পাইল সেই দুর্গ-প্রাচীরের ভাঙনটা, যাহার কালো মুখের ভিতর দিয়া সে কারাদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সেই ভূতলস্থ কক্ষ, ঐখানে প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল। মার্কুইসের কারাকক্ষের দ্বারও এই তলে। ভাঙনের নিকট দাঁড়াইয়া সশস্ত্র প্রহরী ঐ দ্বারে চৌকি দিতেছিল।

এই রকম অন্যমনস্ক ভাবে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কানের ভিতর মৃত্যুঘোষী ঘণ্টাধ্বনির মতোই এই কয়টি কথা বাজিতে লাগিল— 'আগামীকল্য কোর্টমার্শ্যাল, তার পরদিন গিলোটিন।'

অগ্নি তখনো সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী যতটা জল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহা উহার উপর ঢালিতেছিল। তবু থাকিয়া থাকিয়া বহ্নি তাহার শিখা বিস্তার করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা তল সশব্দে ধসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল, আর যেন প্রলয়-দেবতার তাণ্ডব নৃত্যে আলোড়িত বিরাট মশাল হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের ঘূর্ণিবৃষ্টি ব্যোমপথে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিদ্যুচ্ছটার মতো তীব্র জ্যোতিতে দূরতম দিক্‌প্রান্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল এবং তন্মধ্যে লাটুর্গের ছায়ামূর্তি অকস্মাৎ অতিকায় দৈত্যের মতো কাননপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দেখাইতেছিল। সেই ভাঙনের সম্মুখে অস্পষ্ট অন্ধকারে গভেন ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছিল। সময় সময় সে দুই হাতে মাথার পশ্চাদ্‌ভাগ চাপিয়া ধরিতেছিল। গভেন ভাবিতেছিল।

গভেনের আত্মজিজ্ঞাসা

অতলস্পর্শ চিন্তাসাগরে সে মগ্ন। একটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটিযাছে।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের এ কী রূপান্তর!

অথচ এই পরিবর্তন গভেন স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জটিল ঘটনাজালের পরিণতি যে এমন অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইবে সে তাহা কখনো কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এমন ব্যাপার সম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব আজ সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহা আজ নিতান্তই প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, অপরিহার্য সত্যরূপে সম্মুখে উপস্থিত।

ইহাকে এড়াইবার জো নাই। সংকল্প এখন স্থির করিতে হইবে। যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহার উত্তর না দিয়া উপায় নাই। কে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল?— ঘটনাচক্র।

কেবল ঘটনাচক্রই বা বলি কেন? ঘটনা পরিবর্তনশীল, কিন্তু বিবেক অপরিবর্তনীয়। ঘটনাচক্র যখন আমাদের অন্তরাত্মার নিকট কোনো প্রশ্ন উপস্থিত করে, আমাদের অন্তরস্থ চিরজাগ্রত বিবেক তখন আমাদিগকে তাহার উত্তর দিতে বাধ্য করে।

আকাশের মেঘ আমাদিগকে ছায়ায় আবৃত করে, কিন্তু মেঘের উপর হইতে নক্ষত্রনিচয় তাহাদের কিরণরেখা আমাদের দিকে প্রেরণ করে। ছায়া কিংবা আলো— ইহাদের কোনোটাই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

গভেন যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া; নির্দয় বিচারকের কঠোর প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেছে। বিচারক— তাহার নিজেরই বিবেক।

গভেন অনুভব করিল তাহার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সুদৃঢ় সংকল্প, পবিত্র শপথ, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত-- সমস্তই তাহার অন্তরস্থ এই ভীষণ ভূমিকম্পে ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। এইমাত্র সে যাহা দেখিয়াছে, যতই সে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া যাইতে লাগিল।

গুরুতর সমস্যা! আর গভেন তাহার সহিত সংসৃষ্ট। সিমুর্দ্যান যতই কেন বলুন না, 'এর সঙ্গে তোমার আর কোনো সংশ্রব নাই,' গভেন কিছুতেই এ ব্যাপার হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিতে পারিল না। প্রভঞ্জনের বেগে মহান মহীরুহ যখন সমূলে উৎপাটিত হয় তখন তাহার বক্ষে যে বেদনা বাজে, গভেনও বুকের মধ্যে সেইরূপ বেদনা অনুভব করিল।

মনুষ্য-চরিত্র মাত্রেরই একটা ভিত্তিভূমি থাকে। তাহা টলিয়া উঠিলে বড়োই বিপদ। গভেনের এখন সেই দারুণ বিপদ সমুপস্থিত। দুই হাতে মাথা চাপিয়া সে এই সমস্যার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এইরকম একটা ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সহজ নহে; মানসিক যন্ত্রণা তাহাতে খুবই বেশি। তাহার সম্মুখে যেন রাশীকৃত অঙ্ক-সংখ্যা, সেগুলির সমষ্টি তাহাকে করিতে হইবে। গণিতের নিয়মে যেন মানুষের অদৃষ্টকে কষিয়া দেখিতে হইবে। গভেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল। বিষয়টা সে ভাবিয়া দেখিতে বিশেষ চেষ্টা করিল; চিন্তাসূত্র একত্রিত করিয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে করিতে অন্তর-মধ্যে উদ্ভূত বিদ্রোহভাবকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইল; মনের সম্মুখে সমস্ত ঘটনাবলী সে যেন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করিল।

এই রকম প্রশ্ন সময় সময় কাহার না মনোমধ্যে উদিত হয় যখন জীবনপথে অগ্রসর হওয়া কি পশ্চাৎপদ হওয়া— ইহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

গভেন এইমাত্র এক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। পার্থিব

সংগ্রাম সমাপ্ত হইতে না হইতেই এক স্বর্গীয় সংগ্রামের সূচনা— সু এবং কু -এর দ্বন্দ্ব। অবশেষে পাষাণ-হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে।

সমস্ত অনর্থের মূল— সমস্ত অকল্যাণের আশ্রয়— হিংস্র, ভ্রান্ত, অন্ধ, গর্বিত, আত্মম্ভরী, একগুঁয়ে এই লোকটার অকস্মাৎ এ কী আশ্চর্য পরিবর্তন! মানব-প্রেম মানবত্বকে ছাপাইয়া উঠিল। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল? ক্রোধ ও জিঘাংসার অভ্রংলিহ পর্বতশৃঙ্গ কিরূপে ভূমিসাৎ হইল? কোন্ অস্ত্রে, কোন্ যুদ্ধোপকরণের সাহায্যে? সে যে শিশুর দোলনা-শয্যা।

গভেনের চোখে ধাঁধা লাগিল। সামাজিক বিরোধের সংঘর্ষ যখন দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কৃষ্ণ মূর্তি যখন পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাস্য করিতে করিতে দারুণ বিষ উদ্‌গীরণ করিতেছে, যখন প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি কামানের গোলার মতো প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেছে, আর ন্যায় সাধুতা ও সত্যের ধারণাও একেবারে তাহাদের চিত্তপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্তেই কিনা অজ্ঞেয় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অদৃশ্য অঙ্গুলি-সংকেতে চিরন্তন সত্যের মহতী জ্যোতিতে চারি দিক উদ্‌ভাসিত হইয়া

মিথ্যা ও আপেক্ষিক সত্যের অন্ধ দ্বন্দ্বের মধ্যে সহসা যেন সার সত্যের শান্ত মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। দুর্বলের অকথিত আবেদনই যেন সন্ধি স্থাপনের সুযোগ ঘটাইল।

অতি অল্পকালের মধ্যে গভেন পর পর কত চিত্রই না দেখিল। সে দেখিল, তিনটি অসহায় জীব— সদ্যপ্রসূত বলিলেই হয়— অনাথ, পরিত্যক্ত, অনুন্মেষিত বিচারবুদ্ধি, এখনো ভালো করিয়া কথা বলিতে পারে না, মহাবিপদের মুখেও হাস্যময়— এইরূপ তিনটি শিশুও প্রতিহিংসা, ক্রোধ. বিদ্বেষ, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি গৃহযুদ্ধের সর্বপ্রকার ভীষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়ী হইল। সে দেখিল, পাপ-যজ্ঞের' আহুতির জন্য প্রজ্বলিত ভীষণ নরকাগ্নিও অবশেষে নির্বাপিত হইল। সে আরো দেখিল, প্রাচীন আভিজাত্যের দুর্দমনীয় অহংকার ও নিষ্ঠুরতা, দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা— যাহা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সকল প্রকার অন্যায়েরই সমর্থন করে, বৃদ্ধ বয়সের পাষাণ-কঠিন কূট রাজনীতি— সমস্তই শিশুর সরল দৃষ্টির সম্মুখে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা— শিশু যে এই-সকলের

সমষ্টি। শিশু-আত্মাকে ঘিরিয়া দেববালাগণ বুঝি নিঃশব্দ চরণপাতে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

যুদ্ধের ভৈরব হুঙ্কার, হত্যার গুপ্ত মন্ত্রণা, বজ্রপাণি মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য— এই-সকলের মধ্যে সহসা শিশুর শুভ্র নির্মলতা পুঞ্জীভূত পাপরাশিকে পদদলিত করিয়া সগর্বে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, আর সেই শিরে বিজয় মুকুট।

তখনকার মতো মনে হইতেছিল বুঝি অন্তর্বিপ্লব আর নাই; বর্বরতা নাই; পাপ নাই; বিদ্বেষ নাই; অন্ধকার নাই। শিশুহাস্যের উষালোকে এই-সব বিকট প্রেতছায়া বুঝি মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই দ্বন্দ্বে ভগবান ও শয়তানের উভয়েরই হস্ত যেমন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল, ইতিপূর্বে বুঝি আর তেমন হয় নাই। মানুষের বিবেকই এই দ্বন্দ্বের সংগ্রামের ক্ষেত্র। এতক্ষণ সংগ্রাম চলিয়াছিল ল্যান্টিনেকের বিবেকে। এখন আবার সেইরূপ সংগ্রাম— বুঝি তদপেক্ষাও গুরুতর, তদপেক্ষাও কঠিনতর সংগ্রাম— আরম্ভ হইল আর-এক বিবেকে। তাহা গভেনের।

গভেন ভাবিতে লাগিল।

শত্রু-পরিবেষ্টিত, দণ্ডিত, আইনের আশ্রয়বঞ্চিত মার্কুইস সার্কাসের বন্য জন্তুর মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও লৌহ ও অগ্নি -বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ যে অলৌকিক ব্যাপার। এরূপ সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ যে-পলায়ন তিনি তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অরণ্য আবার তাঁহার অধিকারের মধ্যে আসিয়াছিল, কাননের নিভৃত নেপথ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল; অরণ্যের ভূনিম্নে আত্মগোপন করিয়া আবার নবশক্তিতে যুদ্ধারম্ভ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী গভেনকে বরণ করিয়া থাকিলেও ল্যান্টিনেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অচিরেই পুনরায় অসংখ্য দুর্গস্বামী, অসীম-কান্তার-বিহারী, অদৃশ্য, অনভিগম্য, দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ দস্যু-দলপতি হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য, মুক্ত পশুরাজ আবার জালের ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছে। মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক স্বেচ্ছায় বিপদকে পুনরায় বরণ করিয়া লইয়াছেন।

তিনি যখন অগ্নি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, তখন গভেন লক্ষ্য করিয়াছিল, তিনি

কী নির্ভীক। নিজে পুড়িয়া মরিতে পারেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার যখন কাঠের মই দিয়া নামিয়া আসিয়া কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন তখনো তিনি কেমন নির্ভীক।

কেন তিনি এরূপ করিলেন? তিনটি শিশুকে বাঁচাইবার জন্য। তাহারা— সাধারণতন্ত্রের দল— তাহারা এই লোকটার সম্বন্ধে কি করিতে যাইতেছে? গিলোটিনে তাঁহাকে হত্যা করিতে?

এই শিশুত্রয় কি মার্কুইসের নিজের সন্তান? তাঁহার বংশের দুলাল? না। তাঁহার সমাজের? তাও নয়। অজ্ঞাতকুলশীল, জীর্ণচীর-পরিহিত, নগ্নপদ, কুড়িয়ে পাওয়া, তিনটি ভিখারী ছেলেমেয়ের জন্য এই অভিজাতবংশীয় বৃদ্ধ সামন্তরাজ বিপন্মুক্ত, স্বাধীন, নিরাপদ হইয়াও আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছেন! শিশুদিগকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি আপনার গর্বোন্নত শির— যাহা এতাবৎ কাল জনগণের ভীতিস্থল ছিল, কিন্তু অধুনা আত্মত্যাগে মহান, সেই শির— অনায়াসে শত্রুর উদ্যত খড়্গতলে পাতিয়া দিলেন। আর তাহারা সেই বলি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত হইয়াছে।

আত্মরক্ষা ও অপরের জন্য আত্মবিসর্জন— এই দুইয়ের মধ্যে বাছাই করিয়া লইবার সমস্যা যখন উপস্থিত হইল তখন মহাপ্রাণ মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। আর তাঁহার এই উদার নির্বাচনই বিনা দ্বিধায় মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে বধ করা হইবে। বীরত্বের কী অদ্ভুত পুরস্কার! মহত্ত্বের প্রতিদান বর্বরতায়! রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে কী কলঙ্কের কথা! সাধারণতন্ত্রের কী মহাপতন!

কুসংস্কারপূর্ণ, দাসমনোভাবাপন্ন এই লোকটা সহসা যেন রূপান্তরিত হইয়া মনুষ্যসমাজে ফিরিয়া আসিল; আর জগতের মুক্তি ও স্বাধীনতাকামীরা এখন ভ্রাতৃবিরোধ, রক্তপাত প্রভৃতি গৃহযুদ্ধের মলিন পঙ্কেই ডুবিয়া থাকিবে? ক্ষমা, ত্যাগ, আত্মবিসর্জন প্রভৃাত স্বর্গীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে ভ্রান্তির পক্ষীয়েরা, কিন্তু সত্যের সৈনিকগণের নিকট তৎসমুদয়ের আদর নাই।

তবে এই পরাজয়কেই মানিয়া লইতে হইবে? মহাপ্রাণতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জগতের চক্ষে প্রবলতর পক্ষই কি নিজেদের দুর্বল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? বিজয়গৌরব-দীপ্ত ললাট কি হত্যাপরাধে কলঙ্কিত হইবে? লোকে বলাবলি

করিবে, রাজপক্ষীয়েরা শিশুদের রক্ষা করিল, আর সাধারণতন্ত্রীরা বৃদ্ধের প্রাণসংহার করিল!

মুগ্ধ জগৎ চাহিয়া দেখিবে— এই বীর, অশীতিবর্ষীয় শক্তিমান বৃদ্ধ, এই নিরস্ত্র যোদ্ধপুরুষ, যাঁহাকে শৌর্যাভিভূত করিয়া ধরা যায় নাই, পরন্তু কাপুরুষসুলভ পন্থাবলম্বনে আটক করা হইয়াছে, একটা সুমহৎ কার্য সমাপনের পরক্ষণে যিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন— জগৎ দেখিবে— নির্ভীক পদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের সোপান আরোহণ করিতে করিতে তিনি কোন্ মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্লোকে মহাপ্রস্থান করিতেছেন। সেই শির, যাহাকে ঘিরিয়া হুতাশনের কবল হইতে সত্যরক্ষিত শিশুত্রয়ের সকৃতজ্ঞ মূক আবেদন নিঃশব্দে ব্যক্ত হইবে, কোন্ প্রাণে তাহারা সেই শির ঘাতকের কুঠারনিম্নে স্থাপন করিবে। কসাইয়ের পক্ষেও নিন্দনীয় এইরূপ শাস্তিতে মার্কুইসের বদনমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল, আর সাধারণতন্ত্রের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিবে! পরিতাপের কথা আরো এই যে, এমন একটা নৃশংস কাণ্ড সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি গভেনের সম্মুখেই অনুষ্ঠিত হইবে!— যে ইহা বারণ করিতে পারিত, সে-ই চুপ করিয়া থাকিবে। 'ইহাতে তোমার আর কোনো সংস্রব নাই'— এই সদম্ভ অভয়বাণীতেই সে কি নিজেকে পাপমুক্ত মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে? এরূপ স্থলে স্বীয় ক্ষমতার অব্যবহারই কি দুষ্কার্যের সহায়তা নহে? গভেনের মনে এই কথা না উঠিয়া পারিল না যে এই পৈশাচিক কার্যে লিপ্ত যাহারা তাহাদের মধ্যে অনুষ্ঠানকারী অপেক্ষাও যে বিনা আপত্তিতে উহা অনুষ্ঠিত হইতে দিতেছে, তাহার আচরণই অধিকতর ঘৃণ্য, কারণ সে তো কাপুরুষ!

কিন্তু এই প্রাণদণ্ড— সে নিজেই কি এই প্রাণদণ্ডের ভয় দেখায় নাই? গভেন— দয়াশীল গভেনই কি ঘোষণা করে নাই যে, ল্যান্টিনেকের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হইবে না— যে, ল্যান্টিনেক ধৃত হইলে সে নিজেই তাঁহাকে সিমুর্দ্যানের হস্তে সমর্পণ করিবে? গভেন তো সেই মস্তক সিমুর্দ্যানকে দিতে বাধ্য। তাই হোক। কিন্তু— বাস্তবিক, ইহা কি সেই মস্তক?

এতদিন গভেন ল্যান্টিনেকের কেবল একটা দিকই দেখিয়া আসিয়াছে। সে নিষ্ঠুর যোদ্ধা, রাজকেন্দ্রীয় সামন্ত প্রথার উন্মাদ ভক্ত, বন্দীর হত্যাকারী, রক্তপিপাসু দুর্দান্ত নরপিশাচ। এরূপ লোককে গভেন ভয় করে নাই। তাহার

প্রাণদণ্ড ঘোষণা করিতে গভেনের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। দুর্দান্তের প্রতি সেও কঠোর হইতে পারিত। যাহারা হত্যা করে, সেও তাহাদিগকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পথ সরল ও সুনির্দিষ্ট ছিল, তাহার অনুসরণ করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কিন্তু সহসা সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে পথের ঋজুরেখা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা বাঁক— ঘুরিবামাত্র চক্ষে নূতন জগৎ, দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন, রঙ্গমঞ্চে ল্যান্টিনেকের এক অপরিচিত মূর্তির আবির্ভাব। রাক্ষসের স্থলে বীরপুরুষ, তাহার চেয়েও বেশি, মানুষ— হৃদয়বান মানুষ। আর এ তো হত্যাকারী নহে, এ যে রক্ষক। স্বর্গীয় জ্যোতিতে গভেনের চক্ষু ঝল্সিয়া গেল। মহানুভবতার বজ্রাঘাতে গভেন আহত হইল।

এই আলোকের আঘাত কি আলোকের প্রতিঘাত উৎপন্ন করিবে না? অতীতের প্রতিনিধি কি ভবিষ্যতের প্রতিনিধিকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে? বর্বরতা ও কুসংস্কার -যুগের মনুষ্য সহসা দিব্যপক্ষ বিস্তার করিয়া ঊর্ধ্বব্যোমে উড়িয়া যাইবে, আর দেখিবে যে, আদর্শের পূজারী নিম্নে তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল ভূপৃষ্ঠে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে! অতীতের শোণিতার্দ্র পঙ্কে গভেন গড়াগড়ি দিবে, আর ল্যান্টিনেক মহান ভবিষ্য-নবজীবনের অরুণ-কিরণে মণ্ডিত হইয়া সগর্বে দণ্ডায়মান রহিবে!

আর-একটা কথা— বংশের দাবি! সে যে রক্তপাত করিতে যাইতেছে— রক্তপাত হইতে দেওয়া এবং রক্তপাত করা একই কথা— তাহা কি নিজেরই রক্ত নহে? গভেনবংশেরই রক্ত নহে? তাহার পিতামহ মৃত কিন্তু তাহার খুল্ল-পিতামহ এখনো জীবিত। মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকই সেই খুল্ল-পিতামহ। গভেনের মনে হইল, যেন তাহার পিতামহের প্রেতাত্মা সমাধিগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বীয় ভ্রাতার এই যে বলপূর্বক সমাধির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। যেন তিনি দিব্যজ্যোতির্মণ্ডিত স্বীয় মস্তকের অনুরূপ সেই শুভ্র শিরের সম্মান করিতে গভেনকে আদেশ করিতেছেন। গভেন ও ল্যান্টিনেকের মাঝখানে যেন এক অশরীরী মূর্তি দাঁড়াইয়া— চক্ষে তাহার তিরস্কারসূচক সরোষ দৃষ্টি।

মানুষকে অমানুষ করাই কি রাষ্ট্রবিপ্লবের লক্ষ্য! সর্বপ্রকার পারিবারিক বন্ধন ছেদন করা এবং অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক সংস্কারকে গলা টিপিয়া

মারিয়া ফেলা— এই করিতেই কি রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎপত্তি ? কখনোই নহে। এই-সকল চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করিবার জন্য নহে, পরন্তু সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই '৮৯ সালের অভ্যুদয়। ব্যাস্টিল-ধ্বংস মানব জাতির মুক্তিরই সূচনা করিয়াছে ; সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ বংশ-প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছে।

প্রশ্ন এই, ল্যান্টিনেক যখন পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উদার মানব-প্রেমের প্রশস্ত ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল, গভেন কি তখন সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে ফিরিয়া যাইবে ? খুল্ল-পিতামহের অগ্রগতি কি ভ্রাতুষ্পুত্রের পশ্চাদ্‌গমন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে ? না, উভয়েই আসিয়া আলোকের উচ্চস্তরে মিলিত হইবে ?

স্বীয় বিবেকের সহিত লড়াই করিতে করিতে এই প্রশ্নই এখন গভেনের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার উত্তরটাও যেন মন হইতে স্বতঃই বাহির হইয়া আসিল, ল্যান্টিনেককে বাঁচাতেই হইবে। হ্যাঁ, তা তো বটেই ; কিন্তু— কিন্তু ফ্রান্স ?

সমস্যা এইখানে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ফ্রান্সের মহাবিপদ উপস্থিত— জার্মানি রাইন নদী অতিক্রম করিয়া আসিতেছে ; ইটালি আল্পসের এবং স্পেন পিরেনিজের গিরিশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত। একমাত্র ভরসা— সাগর। পরিখীকৃত-সাগরা ফরাসীভূমি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু সেই সাগর এখন আর তাহার আয়ত্তের মধ্যে নহে। সেখানে ইংলণ্ডেরই প্রভুত্ব। সত্য, ইংলণ্ড এই সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। কিন্তু একজন ইংলণ্ডের জন্য এই সমুদ্রে সেতু-বন্ধনের উদ্‌যোগী ; সে আপনার অনুকূল হস্ত ইংলণ্ডের দিকে প্রসারিত করিয়াছে ; পিট, ক্রেগ, কর্নওয়ালিশ, ডাণ্ডাস প্রভৃতি জলদস্যুদিগকে সে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলিতেছে, 'এসো ইংলণ্ড, ফ্রান্সকে আসিয়া অধিকার কর।' এই ব্যক্তিই মার্ক্‌ইস ডি ল্যান্টিনেক

সে এখন ধরা পড়িয়াছে। তিন মাসের উন্মত্ত প্রচেষ্টা ও অনুসরণের ফলে অবশেষে শিকার জালে পড়িয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের হস্ত এইমাত্র এই দেশবৈরীকে ধরিতে পারিয়াছে ; '৯৩ সালের বজ্রমুষ্টি এইমাত্র এই রাজপক্ষীয় হত্যাকারীর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। বিধাতার রহস্যময় অমোঘ বিধানে— দেশমাতৃকার এই কুসন্তান এখন স্ববংশেরই অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হইয়া শাস্তির প্রতীক্ষা

করিতেছে। স্বদেশের শত্রুতাসাধন করিতে যাইয়া এই কুলাঙ্গার এক্ষণে স্ব-বাসের পাষাণকারায় নিজেই বন্দী। ইহাতে সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের হস্ত স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। কালের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাশত্রু-নিপাতের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। এত হত্যা, এত রক্তপাতের পর সে এখন শৃঙ্খলিত। আর তাহার যুঝিবার শক্তি নাই, আর সে কোনো অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইবার তাহারই বুদ্ধিতে পরিচালিত ভেণ্ডির বিদ্রোহানল চিরতরে নির্বাপিত হইবে। যে এতদিন নির্দয় ভাবে নরহত্যা করিয়া আসিয়াছে— এইবার তাহার মরিবার পালা উপস্থিত। এমন লোককেও কি কেহ বাঁচাইতে চেষ্টা করে?

সিমুর্দ্যান অর্থাৎ '৯৩ সাল, ল্যান্টিনেক অর্থাৎ রাজতন্ত্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কে তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে শিকার ছিনাইয়া লইবে? সর্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ল্যান্টিনেক আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মন্দিরে। বাহির হইতে কেহ আসিয়া সেই দ্বার অর্গলমুক্ত করিবে কি? এই সমাজদ্রোহী আজ মৃত— তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ, জিঘাংসা ও গৃহবিবাদের অবসান হইয়াছে। তাহাকে পুনর্জীবিত করা কি সংগত হইবে? মৃত মুখে ক্রুর হাসি কি তাহা হইলে পুনরায় ফুটিয়া উঠিয়া বিদ্রূপ করিবে না, 'বেশ তো আবার বাঁচিয়া উঠিলাম, ওরা কি নির্বোধ?'

আবার সে দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পৈশাচিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবে— আবার গৃহদাহ, গ্রাম ধ্বংস, নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা অবাধে চলিতে থাকিবে।

তার পর ল্যান্টিনেকের যে কার্য গভেনকে এত মুগ্ধ করিয়াছে বাস্তবিক বলিতে গেলে গভেন সেটাকে একটু বেশি বাড়াইয়া দেখিতেছে নাকি? তিনটি শিশুকে ল্যান্টিনেক ভীষণ অপমৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু সেই সংকটের মুখে কে তাহাদের নিক্ষেপ করিয়াছিল? ল্যান্টিনেক নিজেই নয় কি? সজ্জিত ইন্ধনের মাঝখানে শিশু-শয্যাগুলিকে স্থাপন করিয়াছিল কে? ইমানুস নয় কি? আর সেই ইমানুস কে? সে তো মার্কুইসের তাঁবেদার। তাহার কার্যের জন্য তাহার প্রভু মার্কুইসই তো দায়ী। ল্যান্টিনেকই অগ্নিদ এবং হত্যাকারী। কি এমন বাহাদুরীর কাজ সে করিয়াছে? তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি সে শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করে নাই— এই মাত্র। নিজেরই অনুষ্ঠিত কর্মের

ভীষণ পরিণামে শেষটায় সে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। মহাপাপীরও অন্তরে কিছু-না-কিছু করুণার লেশ প্রচ্ছন্ন থাকে— আতঙ্কিতা জননীর মর্মন্তুদ ক্রন্দনে ক্ষণেকের জন্য মার্কুইসের অন্তরে সেই সুকুমার বৃত্তিটি জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারই প্ররোচনায় সে অন্ধকারের গর্ত হইতে আলোকে ফিরিয়া আসে, প্রারব্ধ অপকর্মের সমাপ্তি ঘটিতে দেয় নাই। শেষ পর্যন্ত সে রাক্ষসের কাজ করে নাই— এইটুকুই তাহার সপক্ষে বলিবার। এই যৎসামান্য কর্মের প্রতিদানে তাহাকে সব ফিরাইয়া দিতে হইবে? জীবন, মুক্তি, অরণ্যের আধিপত্য, প্রান্তরের অবাধ গতি, শস্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য— সব তাহাকে দিতে হইবে? আর সে তৎপরিবর্তে দাসত্বের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর বিস্তারে তাহার সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিতে থাকিবে?

এই উদ্ধত লোকটার সঙ্গে কোনো আপস মীমাংসা, বোঝাপড়াও হইতে পারে না। আর সে বিদ্রোহ করিবে না এবং সকল প্রকার দুষ্কার্য হইতে বিরত হইবে এইরূপ শর্তে যদি তাহার নিকট মুক্তির প্রস্তাব উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ঘৃণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্তাবকারীর মুখের উপরই বলিবে— 'এরূপ লজ্জা তোমাদেরই থাক্, আমাকে হত্যা কর।'

এক কথায়, উহাকে বধ করা কিংবা মুক্তি দেওয়া ভিন্ন আর তৃতীয় পন্থা নাই। সে যেন এক উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান— ঊর্ধ্বে উড়িয়া যাইতে কিংবা নিম্নে ঝম্প প্রদান করিতে সে সর্বদাই সমান প্রস্তুত। অদ্ভুত লোক! তাহার প্রাণ নেওয়া?— ইহাতে কত-না উদ্‌বেগ! তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া?— কত বড়ো দায়িত্ব! ল্যান্টিনেক রক্ষা পাইলে ভেণ্ডির সংগ্রাম আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে; নির্বাপিত অগ্নি মুহূর্তমধ্যে পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে। সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করিয়া, ফ্রান্সের বুকের উপর ইংলণ্ডের আসন না পাতিয়া ল্যান্টিনেক নিরস্ত হইবে না। সুতরাং ল্যান্টিনেকের প্রাণরক্ষা মানে ফ্রান্সের বলিদান— নির্দোষ নরনারী, বালক-বালিকার জীবন-বিনাশ, রাষ্ট্রবিপ্লবের সংহার! পরস্পরবিরোধী চিন্তাসংঘর্ষের অনিশ্চিতালোকে গভেন দেখিল, তাহার সম্মুখে এই দুরূহ সমস্যা— শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের মুক্তিদান!

ঘুরিয়া-ফিরিয়া আবার সেই প্রথম প্রশ্ন গভেনের মনে উত্থিত হইল—

বস্তুতই কি ল্যান্টিনেক এক হিংস্র ব্যাঘ্র? হয়তো সে ইতিপূর্বে সেইরূপ ছিল, কিন্তু এখনো কি তাই? গভেনের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ধারা ওলট-পালট হইয়া গেল। বিবেকের সহিত বুদ্ধির আভ্যন্তরিক সংগ্রামে তাহার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ল্যান্টিনেকের অবিচলিত কর্তব্যনিষ্ঠা, মহান্ আত্মত্যাগ এবং অসাধারণ নিঃস্বার্থ-পরতা অস্বীকার করা যায় না। এইগুলিই আসল সত্য। রাজত্ব, রাষ্ট্রবিপ্লব, পার্থিব সকল ব্যাপারের বহু উর্ধ্বে মানবতার মহাসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সবলমাত্রই দুর্বলের আশ্রয়স্থল, পিতার মতো শিশুদিগকে রক্ষা করা সকল বয়স্ক ব্যক্তিরই কর্তব্য— ল্যান্টিনেক নিজের জীবন বলিদান দিয়া তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। সে একজন সমরকুশল সেনাপতি হইয়াও উপস্থিত-প্রতিহিংসার সুযোগ হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছে। রাজতন্ত্রের এক বিশাল স্তম্ভ হইয়াও সে তিনটি অজ্ঞাত-কুলশীল কৃষকশিশুর তুলনায় দেড় হাজার বৎসরের রাজতন্ত্র তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছে। ইহার পরেও কি তাহাকে ব্যাঘ্র বলা চলে? এখনো তাহার প্রতি হিংস্র পশুবৎ ব্যবহার করা কি সংগত হইবে? গৃহযুদ্ধের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরতল যে সুমহৎ আত্মত্যাগের দিব্যালোকে আলোকিত করিয়াছে, সে রাক্ষস নহে। কৃপাণপাণি নরঘাতক এখন দেবত্বের জ্যোতিতে মণ্ডিত। স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান আবার অমরায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি মাত্র ত্যাগের কার্যদ্বারা ল্যান্টিনেক তাহার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। পার্থিব জগতে হারিয়া গিয়া সে অধ্যাত্ম জগতে জয়ী হইয়াছে। সে আজ নিষ্পাপ, সে আজ মুক্ত। এখন হইতে সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

সাধারণ মানুষ যাহা করিতে পারে না, ল্যান্টিনেক এইমাত্র তাহাই করিয়া আপনার অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে। এইবার গভেনের পালা। এই ঘাতপ্রতিঘাতময় যুগ-সন্ধির অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল নিদারুণ নিষ্পেষণ হইতে ল্যান্টিনেক মানবশিশুকে রক্ষা করিয়াছে। এখন সেই স্ববংশীয়কে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গভেনের। এমন অবস্থায় তাহার কর্তব্য কি? বিধাতা তাহার উপর যে ভার অর্পণ করিয়াছেন সে কি সেই ন্যায় রক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ হইবে? কখনোই নহে। তাহার মুখ হইতে অনুচ্চস্বরে এই কথা বাহির হইল, 'ল্যান্টিনেককে বাঁচাইতেই হইবে।' অমনি তাহার মনের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠিল— 'বেশ ভালো।

তাই কর। ইংরেজদের তাহাতে খুব সুবিধা হইবে। শত্রুর সহায় হও। ল্যান্টিনেককে বাঁচাও, আর ফ্রান্সের সর্বনাশ কর।' গভেন কাঁপিয়া উঠিল। 'হায়, স্বপ্নমুগ্ধ! তুমি যেরূপে সমস্যার সমাধান করিতে চাও, তাহা কোনো কাজের সমাধানই নয়।'

অন্ধকারে গভেন দেখিল, দুর্জ্ঞেয় মহাকালের আননে যেন বিদ্রূপের হাসি। সে তখন এক সংকটময় ত্রি-পথে উপস্থিত— এক দিকে মানবপ্রেম, এক দিকে গোত্র, এক দিকে স্বদেশ। প্রত্যেকেই সত্য— অথচ সকলেই পরস্পরের বিরোধী, এ বলে এইটে কর, ও বলে এইটে কর। সে কি করিবে? যুক্তি বলে এক, হৃদয় বলে আর। এ যেন দুই প্রতিপক্ষ কৌঁসুলির বক্তৃতা। তর্কশাস্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ভাবাবেগ বিবেকের উপর। যুক্তি আসে মানুষের মন হইতে; অন্যটি— আরো গভীরতর উৎস হইতে। এইজন্য ভাবাবেগ যুক্তি অপেক্ষা অস্পষ্ট হইলেও অধিকতর ক্ষমতাশালী।

তবুও নিরেট যুক্তির প্রভাব কম নহে। গভেন দ্বিধায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে কি পাগল হইয়া যাইবে? দুইটি অতলস্পর্শ গহ্বর তাহার সম্মুখে। সে কি মার্কুইসকে মরিতে দিবে? না তাহাকে বাঁচাইবে? হয় এই, না-হয় ঐ গহ্বরে তাহাকে ঝম্পপ্রদান করিতে হইবে। কে বলিবে, ইহার কোন্‌টির ভিতর দিয়া কর্তব্যের পথ?

৩

সৈন্যাধ্যক্ষের শিরশ্ছেদ

এই বিজেতৃগণকে এখন 'কর্তব্য' লইয়াই বোঝাপড়া করিতে হইতেছিল। কর্তব্যটি সিমুর্দ্যানের চক্ষে কঠোর মাত্র; কিন্তু গভেনের চক্ষে ভয়ংকর। একজনের নিকট উহা সহজ; অপরের নিকটে জটিল, বক্র, বিভিন্নমুখী।

রাত বারোটা বাজিয়া গেল; তার পর একটা।

নিজের অজ্ঞাতসারে গভেন ক্রমে ক্রমে দুর্গ-প্রাচীরের ভাঙনের দিকে অগ্রসর হইল। নির্বাপিতপ্রায় অগ্নি থাকিয়া থাকিয়া আলোকের ঝলক নিক্ষেপ করিতেছিল। সেই আলোকে কারাদুর্গের অপর পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষণে ক্ষণে

পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছিল, আবার ধূমে আবৃত হইয়া যাইতেছিল। এই আলো-আঁধারের সংমিশ্রণে শান্ত্রীগণকে ছায়ামূর্তির মতো দেখাইতেছিল। চিন্তামগ্ন গভেন পুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া এই ধূম ও অগ্নিশিখার লড়াই দেখিতেছিল। তাহার মনের ভিতর যে সংগ্রাম চলিতেছিল, উহা তাহারই অনুরূপ।

নিভন্ত চুল্লি হইতে সহসা একটি দীঘ বহ্নিশিখা বহির্গত হইয়া মালভূমির শীর্ষদেশ আলোকিত করিয়া তুলিল. এবং তাহাতে সিন্দূর-বাগরক্ত পটের উপর একটা মালগাড়ির কৃষ্ণ ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

গভেন বিস্ফারিত নেত্রে ইহার দিকে চাহিয়া রহিল। শকটের চতুষ্পার্শ্বে অশ্বারোহী— তাহাদের মস্তকে মিলিটারী পুলিশের শিরস্ত্রাণ। সূর্যাস্তকালে গেচাম্পের দূরবীন দিয়া সে দূরদিগন্তে যে শকট লক্ষ্য করিয়াছিল ইহা তাহাই বলিয়া গভেনের অনুমান হইল। কেহ কেহ গাড়িতে উঠিয়া উহা হইতে একটা বোঝা নামাইতেছে। বোঝাটা খুব ভারী বোধ হয়। মাঝে মাঝে লৌহ-ঝনৎকার শব্দ শোনা যাইতেছিল। জিনিসটা কি ঠিক ঠাহর করা কঠিন। কাঠের মতো যেন কি। দুইজন লোক একটা বাক্স নামাইল ; তন্মধ্যে, যতদূর দেখা যায়, একটা ত্রিকোণ পদার্থ।

আলোকরেখা মিলাইয়া গেল। আবার সব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গভেন সেই আঁধারে ঢাকা পদার্থটার দিকে চাহিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

লণ্ঠন জ্বালা হইল। মালভূমির উপর লোক-সকল আনাগোনা করিতে লাগিল। গভেন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সব স্পষ্ট দেখা যায় না। কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে, কিন্তু কথা বোঝা যায় না। কখনো যেন কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেছে. এরূপ শব্দ শোনা যায়। কাস্তে ধার দেওয়ার মতো ধাতব-পদার্থের ঘর্ষণজনিত একপ্রকার শব্দও মাঝে মাঝে তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল।

দুইটা বাজিল।

ধীরে ধীরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি-পরিচালিত হইয়া গভেন সেই ভাঙনের নিকট উপস্থিত হইল। অন্ধকারের মধ্যেও সৈন্যাধ্যক্ষের ওভারকোট চিনিতে পারিয়া শান্ত্রী তাহাকে সামরিক অভিবাদন জানাইল। গভেন কারাদুর্গের নিম্নতলে প্রবেশ করিল। উহা এখন রক্ষীগৃহে পরিণত

হইয়াছে। ছাদ হইতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। তাহার ক্ষীণালোকে তৃণাবৃত মেঝের উপরে শয়ান সৈনিকগণকে না মাড়াইয়া কোনোরূপে কক্ষতল অতিক্রম করা যায়।

ইহাদের অধিকাংশই নিদ্রিত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ইহারা লড়াই করিতেছিল; এখন ক্লান্ত হইয়া যেখানে সেখানে শুইয়া পড়িয়াছে। এই কক্ষে কি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল— ভীষণ আক্রমণ ও সংঘর্ষ। কত আঘাত, কত প্রতিঘাত; কত হুংকার, কত আর্তনাদ! এখন সব শেষ হইয়াছে। এই সৈনিকগণের কত সাথী এখানে অন্তিম নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে; আর এখন তাহারা সেইখানেই সুপ্তিমগ্ন। এই তো যুদ্ধ! আগামীকল্য হয়তো আবার সুপ্ত ও মৃত একই নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে।

গস্তেন প্রবেশ করিলে কয়েকজন উঠিয়া দাঁড়াইল— তাহাদের মধ্যে একজন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। গস্তেন অন্ধকূপের দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাকে বলিল, 'খোলো।'

অর্গল অপসারিত হইল; দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

গস্তেন সেই কারাকক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পশ্চাতে দ্বার আবার রুদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় স্তবক

সামন্ত প্রথা ও রাষ্ট্র-বিপ্লব

১

পিতামহ

সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে, বায়ু প্রবেশের ছিদ্রপথের পার্শ্বে একটি প্রজ্বলিত দীপ স্থাপিত। এক পাত্র জল, একটি রুটি এবং এক আঁটি খড়ও তথায় ছিল। পাহাড় কাটিয়া এই ভূনিম্নস্থ কারাকক্ষ তৈরি হইয়াছে। কোনো বন্দী তৃণস্তূপে অগ্নিসংযোগের মতলব করিলেও তাহাতে এই কারাগার ভস্মীভূত হওয়ার আশঙ্কা মোটেই ছিল না— বরং বন্দীরই দম আটকাইয়া মরিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল।

দ্বার যখন উদ্‌ঘাটিত হইল মার্কুইস তখন সেই অন্ধকক্ষে পদচারণা করিতে-ছিলেন— যেমন করিয়া আবদ্ধ বন্যজন্তু পিঞ্জর-মধ্যে যন্ত্রচালিতবৎ পুনঃপুনঃ একই পদ্ধতিতে সম্মুখে ও পশ্চাতে চলাফেরা করিতে থাকে।

দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তিনি মাথা তুলিয়া চাহিলেন। ভূমিতলে স্থাপিত দীপালোকে উভয়েরই বদনমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল।

তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন। প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই বোধ হয় এমন কিছু ছিল যাহাতে উভয়কেই নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

অবশেষে মার্কুইস উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'নমস্কার, মশায়। দীর্ঘকাল আপনার সহিত সাক্ষাতের সুখ আমার হয় নাই। হুজুরের বহুত মেহেরবানি, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ধন্যবাদ। আমিও একটু আলাপ-সালাপ করতে চাই। একলা একলা বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। দেখুন, আপনার বন্ধুরা মিছামিছি বড্ড সময়ের বাজে খরচ করছেন— সনাক্তের প্রমাণ, কোর্টমার্শ্যালের বিচার, এই-সব ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতির অনুষ্ঠানে অনেকটা সময় লাগবারই কথা। দরকার হলে আমি এর চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে পারতাম। আরে, ভেতরে এস না? এ তো আমার নিজেরই বাড়ি। ভালো, যা সব হচ্ছে, তার সম্বন্ধে তুমি কি বল? খুব নূতন রকমের নয়? একটা গল্প বলি, শোনো। কোনো সময়ে এক রাজা ও এক রানী ছিল। রাজা

হচ্ছে রাজাই, আর রানী হচ্ছে ফ্রান্স। প্রজারা করলে কি, না রাজার মাথাটা কেটে ফেলে রানীকে বিয়ে দিয়ে দিল রবস্‌পীয়রের সঙ্গে ; সেই ভদ্রলোক এবং রানীর একটি মেয়ে হল, তার নাম গিলোটিন, যার সঙ্গে, দেখা যাচ্ছে, আগামী-কাল প্রাতে আমার সাক্ষাৎকার হবে। আমি তাতে খুবই আহ্লাদিত, এই যেমন তোমাকে দেখে আহ্লাদিত হলেম। সেই কাজেই কি তুমি এসেছ ? তোমার পদবৃদ্ধি হয়েছে কি ? তুমি কি সেনাপতি হতে পারবে ? আর যদি শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে দেখা করতে এসে থাক, তা হলে তোমার সহৃদয়তায় আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হলেম। ভাইকাউণ্ট, তুমি বোধ হয় এখন ভুলে গেছ, একজন অভিজাতবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোক কিরকমের হয়। তবে দেখে নাও, এই একজন তোমার সম্মুখেই রয়েছে। সে হচ্ছি আমি। নমুনাটি বেশ ভালো করে দেখে নাও। এ অতি আশ্চর্য জিনিস— এ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বংশমর্যাদার গৌরবে উৎফুল্ল এবং পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়, পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে ; বিশ্বস্ততা, রাজার প্রতি কর্তব্য, ধর্ম ও ন্যায়পরতায় আস্থাবান— অথচ আহ্লাদের সহিত তোমাকে গুলি করে মারতে পারে।

'অনুগ্রহ করে বসো। শিলাতলেই উপবেশন করতে হবে, কেননা আমার বৈঠকখানায় তো আরামকেদারা নেই। আর পঙ্কে যার বাস, মাটির উপর বসতে তার আপত্তিই বা কি থাকতে পারে ? আমি যে তোমাকে অপমান করবার জন্য এ কথা বলছি, তা নয়। আমরা যাকে বলি পাঁক, তোমরা তাকেই বল "নেশন"। তুমি বোধ হয় আশা কর না যে, আমি "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জয়" বলে চেঁচাব। আমার ভবনের এটা একটা খুব প্রাচীন কক্ষ। পুরাকালে জমিদারেরা এখানে চাষা প্রজাদের ধরে এনে আটক করে রাখত ; এখন চাষারা জমিদারদের আটক করছে। এই-সব বাঁদরামির আজকাল নাম হচ্ছে রাষ্ট্র-বিপ্লব।

'বোধ হচ্ছে আর ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার মস্তকটি স্কন্ধচ্যুত হবে। আমি তাতে বিশেষ অসুবিধা দেখছি না। তবে, আমাকে যারা ধরেছে তাদের একটু ভদ্রতাজ্ঞান থাকলে আমার নস্যের কৌটাটা তারা পাঠিয়ে দিত। ওটা সেই আয়না-সাজানো ঘরে রয়েছে, যেখানে ছেলেবেলায় তুমি খেলা করতে— যেখানে আমি তোমাকে জানুর উপর বসিয়ে নাচাতাম। একটি কথা তোমায় বলে রাখছি,

বাপু। তুমি গন্ডেন বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাক, তোমার ধমনীতে অভিজাত-বংশের রক্ত প্রবাহিত—হ্যাঁ, সেই রক্ত যা আমারও ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে, অথচ সে রক্তের প্রভাব আমাকে করেছে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, তাতেই তোমাকে করেছে ইতর। ব্যক্তিগত বাতিকই হয়তো এর মূলে। তুমি হয়তো বলবে, তোমার এই ইতর বুদ্ধির জন্য তুমি দায়ী নও। আমি যে ভদ্রলোক তাতে আমারও হয়তো বাহাদুরি নেই। হতে পারে। একজন বদমায়েশের এ জ্ঞান নাও থাকতে পারে যে সে বদমাশ। যে আবহাওয়ার মধ্যে তার বাস, তাতে করেই তার স্বভাব হয়তো অমন ধারা হয়ে ওঠে। আমরা যে যুগে বাস করছি, এই কালে মানুষকে বোধ হয় তার কার্যের জন্য দায়ী করা যায় না। জগতের সমস্ত পাপের জন্য তোমার রাষ্ট্রবিপ্লবই দায়ী, আর এই তোমাদের বড়ো বড়ো অপরাধী যারা তারা কেউই বস্তুত দোষী নয়। কি মূর্খের দল! আচ্ছা, ধর না, তোমাকেই প্রথমে। আমি তোমায় তারিফ করি। তোমার মতো একজন প্রতিভাসম্পন্ন যুবক, পদস্থ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, ব্রিটেনীর রাজকুলসম্ভূত, একজন ভাইকাউন্ট, পার্থিব যে-সকল বিষয় লোকে আকাঙ্ক্ষা করে তোমার তা সবই রয়েছে, অথচ সেই-সব ছেড়ে তুমি কি নিয়ে মেতে আছ! তোমার শত্রুরা মনে করে, লোকটা কী ধড়িবাজ, আর মিত্ররা ভাবে, কী বোকা! ভালো কথা, পাদরী সিমুর্দ্যানকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবে।'

ওয়েস্টকোটের পকেটে হাত রাখিয়া মার্কুইস অতি সহজে এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশ মাত্র ছিল না। কিছুক্ষণ থামিয়া একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'তোমাকে বধ করবার জন্য আমি বিধিমত চেষ্টা করেছি, এ কথা তোমার নিকট গোপন রাখবার প্রয়োজন দেখছি না। আমি নিজে তিন তিনবার তোমাকে লক্ষ্য করে কামান দেগেছি। কাজটা হয়তো ঠিক ভদ্রোচিত হয় নি—কিন্তু সংগ্রামকালে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রীতিকর কার্যের প্রত্যাশা করাটা ঘোরতর অন্যায় হবে। মনে রাখবে দাদা, এখন আমরা নাতি ঠাকুর্দায় পরস্পর লড়াই করছি। এখন কেবল আগুন আর তলোয়ারের খেলা। উপরন্তু রাজাকেও হত্যা করা হয়েছে। বাহবা শতাব্দী!'

নিজেকে আবার একটু সামলাইয়া লইয়া মার্কুইস স্বীয় বক্তব্যের সূত্রানুসরণ

করিয়া চলিলেন, 'অথচ ভল্‌টেয়ারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলে, আর রুশোকে জেলে পুরতে পারলে এ-সবের কিছুই ঘটত না। কি আপদ— এই-সব চিন্তাশীল মানুষগুলো!'

মার্কুইস একবার কোটের পকেটে হাত দিয়া যেন নস্যের কৌটাটা খুঁজিলেন। তার পর তাঁহার বাক্যস্রোত আবার বহিয়া চলিল, 'প্রথমে হল দরখাস্ত আর দাবি, তার পর এল এই-সব তথাকথিত দার্শনিকের দল! হুঁ, ওদের না পুড়িয়ে পোড়ানো হল কি না ওদের লেখাগুলিকে! রাজ-পারিষদ-গণের মধ্যেও অনেকে ওদের সঙ্গে গেল; টুরগোঁ, কুইনে প্রভৃতি বোকারাও তাতে যোগ দিলে, আর অমনি ঝগড়া বেধে গেল। এ-সমস্তের জন্যই সেই কলম-পেষা পদ্য-লিখিয়ে ডিডিরো, এলেমবার্ট প্রভৃতি "বিশ্বকোষের" দল দায়ী। ভাবলে দুঃখ হয় যে প্রুশিয়ার রাজার মতো একজন বনেদী ঘরের লোকও এদের সঙ্গে যোগ দিলে! আমি হলে এই-সব কাগজওয়ালাদের একেবারে দাবিয়ে দিতুম। জানো তো আমরা বংশপরম্পরায় দণ্ডদাতা হাকিম। ঘরের দেওয়ালে এখনো সাজা দেবার যন্ত্রগুলির চিহ্ন রয়েছে। আমাদের আমলে কাগজওয়ালারা টিকতেই পারত না। যদ্দিন কাগজে লেখা চলবে, তদ্দিন গুপ্ত-ঘাতকেরও অভাব হবে না; যদ্দিন কালি থাকবে তদ্দিন কালো দাগ পড়বেই; মানুষের হাতে হংসপুচ্ছ যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন বোকামি ও গুণ্ডামি প্রশ্রয় পাবেই। পুঁথিতেই অপরাধের সহায়তা করে।··· হ্যাঁ, কি গান না তোমরা গেয়ে বেড়াও?— "মানবের স্বত্ব।" "জনসাধারণের অধিকার"— মাথা আর মুণ্ডু! যখন বলি যে লর্ড অমুক কাউণ্ট অমুকের ভগ্নীকে বিয়ে করলেন, আবার তার ছেলে হল অমুক, যিনি গভেন বংশের আদি পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা— হ্যাঁ, একটা পরিষ্কার কথা, তার বেশ মানে বোঝা যায়, এবং ওখানে যে একটা স্বত্ব আছে তাও সুস্পষ্ট। কিন্তু তোমার এই-সব জোচ্চোর, বদমাশ— এরা আবার স্বত্ব কি বলে? দেশধ্বংসী রাজহন্তার দল! কী ভয়ংকর!···

'তোমার জন্য বাস্তবিকই আমার দুঃখ হয়। তুমি গর্বিত ব্রিটেনী রাজবংশের সন্ততি; তোমার আমার একই পূর্ব পিতামহ! আর তুমি কিনা আমার সহিস-কোচমানের দলে গিয়ে ভিড়েছ। এটা মনে রেখো, তুমি যখন শিশু আমি তখনই বুড়ো হয়েছি, এখনো আমি তোমার তত্ত্বখানিই উপরে। বড়ো

হয়ে তোমার অধঃপতন হয়েছে। তোমার আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আমরা যার যার পথে চলেছি— আমি চলেছি সাধুতার পথে, আর তুমি তার বিপরীত দিকে।...

'এ-সব ব্যাপারের পরিণাম কিরূপ দাঁড়াবে জানি নে। তোমার বন্ধুবর্গ তো সবই পাপিষ্ঠ, নরাধম। খুব উন্নতিই হচ্ছে বটে! সিটিজেন, তোমরাই যখন আজকাল কর্তা, করো যা খুশি। কিছুতেই পেছ-পা হোয়ো না, চুটিয়ে দেশটা শাসন করে নাও। কিন্তু তবু বলে রাখছি, ধর্ম ধর্মই, রাজমহিমা আমাদের দেশের ইতিহাসের পনেরোশো বছর জুড়ে রয়েছে, আর মাথা কেটে ফেললেও ফরাসী অভিজাতবর্গ এখনো ঢের বেশি উঁচু। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই— প্রাচীন ফরাসীভূমি ছিল একটি শান্তিপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত গৌরবান্বিত রাজ্য। তাতে নৃপতিগণের দেহ পবিত্র এবং প্রভুত্ব সর্বময় বিবেচিত হত; তার পর রাজগোষ্ঠী, তার পর রাজপুরুষগণ, সেনাপতিবৃন্দ এবং রাজসচিবগণ; তৎপরে বিচারকবর্গ এবং শাসনকর্তৃসম্প্রদায়— এইরূপে পর পর সব পদমর্যাদানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল; তোমরা এই সবই বিনষ্ট করেছ। প্রদেশগুলির তোমরা ধ্বংস করেছ; অথচ তোমরা জান না এইগুলি বস্তুত ফ্রান্সের কতখানি ছিল। ফ্রান্সের গৌরব, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র ফ্রান্স লইয়াই। তাহার এক-একটি প্রদেশে ইউরোপের এক-একটি দেশের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। পিকার্ডিতে জার্মেনির স্বাধীনতা-স্পৃহা; শ্যাম্পেনে সুইডেনের সদাশয়তা; বারগাণ্ডিতে হল্যাণ্ডের শিল্পকুশলতা; ল্যাঙ্গুইডেতে পোল্যাণ্ডের কর্মক্ষমতা; গ্যাসকনিতে স্পেনের গাম্ভীর্য; প্রোভেন্সে ইটালির বিজ্ঞতা; নরম্যাণ্ডিতে গ্রীসের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান, আর ডফিনেতে সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্বস্ততা। তোমরা এ-সব কিছুই জানতে না, অথচ সব ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে কি কালাপাহাড়ী কাণ্ডই না তোমরা করেছ, নিরেট মূর্খের দল! তোমরা এখন সব নিজেদের গা বাঁচাতেই ব্যস্ত। তোমাদের মধ্যে মহৎ লোক আর জন্মাবে না; বীরপুরুষ আর তোমরা দেখবে না; প্রাচীন ঐশ্বর্যকে তোমরা চিরতরে নির্বাসন দিয়েছ। জাতি হিসাবে তোমাদের অস্তিত্ব এখন আর নেই। বেশ, চলুক, চলুক তোমাদের কাজ। তোমরা সব নব্যতন্ত্রী— লোকের চক্ষে যতদূর হীন হবার হও!'

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া মার্কুইস পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু

আমাদের মহত্ত্ব অটুট রইবে, যতই কেন না তোমরা রাজহত্যা, অভিজাত-হত্যা আর পুরোহিত-হত্যা কর। ভাঙো, ধ্বংস কর, প্রাচীন বিধিব্যবস্থা পদদলিত কর ; চূর্ণ কর রাজসিংহাসন ; দেবতার বেদীর উপর উঠে যত পার ধেই ধেই নৃত্য কর। যাও, তোমরা গোল্লায় যাও। তোমরা ভীরু, কাপুরুষ, রাজদ্রোহী—আনুগত্য বা মহান আত্মবিসর্জনের যোগ্যতা তোমাদের নেই। আমার কথা ফুরালো। ভাইকাউণ্ট, আমাকে এখন গিলোটিনে চড়াতে পার— আমি এখন প্রস্তুত, মশায়ের হুকুমের প্রতীক্ষা করছি।'

তার পর আরো বলিলেন, 'নিছক সত্য কথাটি তোমার সামনে বলতে আমি একটুও দ্বিধা করি নি। কেনই বা করব ? আমি তো মরেই আছি।'

গভেন শুধু বলিল, 'আপনি মুক্ত।'

কমাণ্ডেণ্টের ওভারকোট স্বীয় গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া গভেন মার্কুইসের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাহা মার্কুইসের স্কন্ধের উপর ফেলিয়া দিয়া শিরস্ছদটি চোখের উপর পর্যন্ত টানিয়া দিল। দুইজনের উচ্চতা একই রূপ ছিল।

মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ-সব কি হচ্ছে ?'

গভেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'লেফ্‌টানেণ্ট, আমাকে দোর খুলে দাও।'

দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

গভেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, সাবধানে দ্বার বন্ধ কর।'

এই বলিয়াই সে হতবুদ্ধি মার্কুইসকে ঠেলিয়া দ্বারের বাহির করিয়া দিল। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, গার্ডরুমে পরিণত এই হলটির অন্ধকার শৃঙ্গনির্মিত লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে কোনোরূপে বিদূরিত হইতেছিল মাত্র। রক্ষীগণের মধ্যে যাহাদের এখনো নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই, তাহারা শুধু অস্পষ্টভাবে লক্ষ করিল, কমাণ্ডার-ইন-চিফের ওভারকোট ও শিরশ্ছদে আবৃত দীর্ঘাকৃতি একজন লোক তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবেশপথের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল এবং লোকটি বাহির হইয়া গেল।

মার্কুইস ধীরে ধীরে গার্ডরুম অতিক্রম করিয়া ভাঙনের ভিতর দিয়া বাহির হইলেন। সান্ত্রী তাঁহাকে গভেন ভাবিয়া বন্দুক উত্তোলনপূর্বক সম্মান প্রদর্শন করিল। দুর্গের বাহিরে মাঠের তৃণাস্তরণ তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিল ; মাত্র

দুই শত গজ দূরে নিবিড় অরণ্যানী, আর সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত অবারিত প্রান্তর, নিশীথিনীর গোপন ক্রোড়, মুক্তি, জীবন! মার্কুইস সহসা থামিলেন। এতক্ষণ তিনি যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতেছিলেন। বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন, মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া ভালো কি মন্দ করিয়াছেন। গভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মার্কুইস দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিলেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমাঙ্গুলিতে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ।' তার পর আবার ছুটিয়া চলিলেন।

কারাকক্ষের দ্বার পুনরায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গভেন ভিতরে রহিল।

২

কোর্টমার্শ্যাল

আমরা যখনকার কথা বর্ণনা করিতেছি, তখনো কোর্টমার্শ্যালের নিয়মপ্রণালী রীতিমত বিধিবদ্ধ হয় নাই। বিচার-কমিটিতে প্রেসিডেন্টই সর্বেসর্বা ছিলেন। কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ তাঁহারই ইচ্ছানুসারে নির্বাচিত হইত; ভোট লওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন; এক কথায় তিনিই ছিলেন বিচারক এবং সর্বময় কর্তা।

নিম্নের যে হলঘরে প্রতিরোধ প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল এবং যাহা এক্ষণে গার্ডরুমে পরিণত, সিমুর্দ্যান তাহাই কোর্টমার্শ্যালের বিচার আদালতের জন্য মনোনীত করিলেন। কারাকক্ষ হইতে বিচারালয় এবং বিচারালয় হইতে বধ্যমঞ্চ— সমস্ত পথই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা, এই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

তাঁহার আদেশানুসারে দিবা দ্বিপ্রহরে কোর্টের কার্য আরম্ভ হইবে। তিনটি বেতের চেয়ার, একটি দেবদারু কাঠের টেবিল, দুইটি প্রজ্বলিত চর্বিবাতি, টেবিলের সম্মুখে একটি টুল— কোর্টের জাঁকজমকের মধ্যে এইমাত্র।

চেয়ারে বিচারকগণ উপবেশন করিলেন। টুলটা আসামীর জন্য। টেবিলের দুই পার্শ্বে আরো দুইটি টুল ছিল— একটিতে কমিশনার-অডিটার এবং অপরটিতে রেজিস্ট্রার বসিবে।

টেবিলের উপর গালার কাঠি, সাধারণতন্ত্রের পিতল-নির্মিত শীলমোহর,

কয়েক টুকরা সাদা কাগজ, এবং দুইটি মুদ্রিত ইস্তাহার। উহাদের একটিতে ল্যান্টিনেককে আইনের আশ্রয়-বর্জিত করার ঘোষণা, অপরটিতে কনভেনশনের আদেশ।

মাঝের চেয়ারখানির পশ্চাতে একরাশ ত্রিবর্ণের পতাকা। সেই অনাড়ম্বর সারল্যের যুগে সাজসজ্জায় খুব কম সময়ই লাগিত। রক্ষীগৃহকে বিচারালয়ে পরিবর্তিত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ছিল না।

মাঝের চেয়ারখানি প্রেসিডেন্টের জন্য। উহা কারাকক্ষের দ্বারের নিকট স্থাপিত ছিল।

সৈনিকগণই দর্শকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

আসামীর কাষ্ঠাসনের পার্শ্বে দুইজন রক্ষী দণ্ডায়মান।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারে সিমুর্দ্যান, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম জজ কাপ্তেন গেচাম্প এবং বাম পার্শ্বে দ্বিতীয় জজ সার্জেন্ট রাডুব উপবেশন করিলেন।

সিমুর্দ্যানের মস্তকে ত্রিবর্ণের 'বো'-যুক্ত হ্যাট, কটিতে কৃপাণ এবং কোমরবন্ধে দুইটি পিস্তল। ললাটের লোহিত ক্ষতচিহ্নে তাহার কঠোর মূর্তিকে অধিকতর কঠোর দর্শন করিয়া তুলিয়াছে।

রাডুবের রক্তস্রাব একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই। একটা রুমাল দিয়া তাহার মাথার ক্ষতস্থল বাঁধা। রুমালের উপর একটি রক্তের ফোঁটা ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল।

কোর্টের কাজ তখনো আরম্ভ হয় নাই। বিচার-মঞ্চের টেবিলের পার্শ্বে একজন অশ্বারোহী অপেক্ষা করিতেছে। চঞ্চল অশ্ব সম্মুখের পদযুগল দ্বারা ক্ষিতিতল বিমর্দিত করিতেছিল। সিমুর্দ্যান লিখিতেছেন। এই কয়টি ছত্র তিনি লিখিলেন—

'কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টি। সিটিজেন-সদস্যগণ, ল্যান্টিনেক ধৃত হইয়াছে। আগামীকল্য তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।'

ডেস্‌প্যাচ্‌টিতে তারিখ দিয়া তিনি স্বাক্ষর করিলেন। তার পর উহা ভাঁজ করিয়া সীলমোহরাবদ্ধ-করত দূতের হস্তে অর্পণ করিলেন। দূত নিষ্ক্রান্ত হইল।

অতঃপর সিমুর্দ্যান উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'কারাকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত কর।'

দ্বাররক্ষী সৈন্যদ্বয় অর্গল মোচন করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল এবং কারাকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মুক্ত দ্বারের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি সিমুর্দ্যান মস্তক উন্নত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বন্দীকে আনয়ন কর।'

দ্বারের খিলানের নিম্নে, সৈনিকদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সে গভেন।

সিমুর্দ্যান চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, 'একি! এ যে গভেন?'

গভেন বলিল, 'হ্যাঁ, আমিই বটে।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

'আর, ল্যান্টিনেক?'

'তিনি মুক্ত।'

'মুক্ত!'

'হ্যাঁ।'

'পালিয়েছে?'

'পালিয়েছে।'

কাঁপিতে কাঁপিতে সিমুর্দ্যান বলিলেন— তাঁহার কথাগুলি জড়াইয়া আসিতেছিল— 'অসম্ভব কি, এই দুর্গ তো তাহারই ভবন; বহির্গমনের কত পথ হয়তো সে অবগত আছে। সম্ভবত কারাকক্ষের কোনো গুপ্ত নির্গম-পথ আছে। আমার ভাবা উচিত ছিল, সে পলায়নের চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে, আর এ-বিষয়ে অপরের সাহায্য লইবারও তাহার কোনো প্রয়োজন হইবে না।'

গভেন কহিল, 'সে সাহায্য পাইয়াছে।'

'পলায়নের সাহায্য?'

'হ্যাঁ।'

'কে তাহাকে সাহায্য করিল?'

'আমি।'

'আপনি ?'

'আমি।'

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন ?'

স্থির অকম্পিত কণ্ঠে গভেন বলিল, 'আমি একাকী কারাকক্ষে প্রবেশ করি; আমার ওভারকোট গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিই; এবং আমার শিরশ্ছদে তাহার মস্তক উত্তমরূপে আবৃত করি। তার পর সে বাহির হইয়া গেল, আর তাহার স্থলে আমি এখানে রহিয়া গেলাম।'

'নিশ্চয়ই আপনি ইহা করেন নাই।'

'আমিই করেছি।'

'এ অসম্ভব।'

'ইহা সত্য।'

'ল্যান্টিনেককে আমার নিকট উপস্থিত করুন।'

'সে তো আর এখানে নেই। আমার পোশাক পরা ছিল বলে সৈনিকগণ তাকে আমি মনে করে চলে যেতে দিয়েছে। রাত্রি অন্ধকার ছিল।'

'আপনি খেপেছেন!'

'যা ঘটেছে আমি তাই বললাম।'

কিছুক্ষণের জন্য সব নিঃশব্দ। তার পর আমৃতা আমৃতা করিয়া সিমুর্দ্যান অতিকষ্টে বলিল, 'জানেন আপনার কার্যের সাজা—'

'প্রাণদণ্ড।' গভেন বলিল।

সিমুর্দ্যানের বদনমণ্ডল মৃতের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। বজ্রাহতবৎ তিনি নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আর বহিতেছিল না। ললাটে বৃহৎ ঘর্মবিন্দু।

বিশেষ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'প্রহরীগণ, বন্দীকে বসাও।'

গভেন টুলের উপর যাইয়া উপবেশন করিল।

সিমুর্দ্যান পুনরায় কহিলেন, 'তোমাদের কৃপাণ উন্মোচিত কর।'

ইতিমধ্যে সিমুর্দ্যানের কণ্ঠস্বর আবার পূর্ববৎ স্বাভাবিক হইয়াছে।

তিনি বলিলেন, 'আসামী, উঠিয়া দাঁড়াও।'

গভেনের প্রতি আর তিনি 'আপনি' ও 'আপনার' শব্দ প্রয়োগ করিলেন না।

৩

বিচারক

গভেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

'তোমার নাম কি?' সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর হইল, 'গভেন।'

সিমুর্দ্যান জবানবন্দী করিতে লাগিলেন, 'পেশা?'

'আমি উত্তর উপকূলের তল্লাসি বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ।'

'যে লোকটা পলায়ন করিয়াছে তুমি তাহার কোনো আত্মীয় বা কুটুম্ব?'

'আমি তাহার ভ্রাতুষ্পৌত্র।'

'কনভেনশনের হুকুম তুমি অবগত আছ?'

'সেই হুকুমের ঘোষণাপত্র একটা আপনার টেবিলের উপর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি।'

'এই ঘোষণা সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?'

'আমি উহাতে স্বাক্ষর করেছিলুম, আমিই উহা লিখেছিলুম এবং আমিই উহা প্রচারার্থ পাঠিয়েছিলুম।'

'তুমি আত্মসমর্থনের জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করতে পার।'

'আমি নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করব।'

'তোমার যা বলবার বলতে পার।'

সিমুর্দ্যানের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাবাভিব্যক্তিবিহীন। কিন্তু সেই স্থৈর্য পাষাণময় পর্বতশৃঙ্গের কঠোরতার অনুরূপ; নির্বিকার মানব-চিত্তের প্রশান্তি তাহাতে ছিল না।

গভেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, যেন সে তাহার বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রগুলিকে একত্রিত করিতেছিল।

সিমুর্দ্যান পুনরায় কহিলেন, 'সপক্ষে তোমার কী বলিবার আছে?'

গভেন ধীরে মস্তক উত্তোলন করিল, কিন্তু বিচারকগণের দিকে না চাহিয়া বলিল, ‘এইটুকু মাত্র। একটা জিনিস আর-একটাকে দেখতে দেয় নি। চোখের সামনের একটি মহৎ কার্য দূরের শত পাপকার্যকে ঢেকে ফেলেছিল। এক দিকে একটি বৃদ্ধ; অপর দিকে তিনটি শিশু।— এরাই সকলে আমার কর্তব্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ভস্মীভূত গ্রাম, লুন্ঠিত শস্যক্ষেত্র, বন্দী ও আহতগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারীর উপর গুলি চালানো— এ-সব আমি ভুলে গেছিলাম; বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্বক ইংলণ্ডের হস্তে ফ্রান্সের সমর্পণ, এ আমার মনে রইল না; আমি আমাদের দেশদ্রোহীকে ছেড়ে দিলুম। আমি দোষী। আমার কথা শুনে মনে হতে পারে, আমি নিজের বিরুদ্ধে বলছি, কিন্তু বস্তুত তা নয়। অপরাধী যখন তার নিজের দোষ স্বীকার করে, তখন জীবনের যা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ— ইজ্জৎ, সে তাই রক্ষা করে।’

সিমুর্দ্যান বলিলেন, ‘তোমার আত্ম-সমর্থনে আর কি কিছুই বলবার নাই?’

‘আর-একটা কথা আমি বলতে চাই। সেটা এই—। আমি যখন এখানকার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তখন সকলের দৃষ্টান্তস্থানীয় হওয়া আমার উচিত; আপনাদের উচিত আদর্শ বিচারকের মতো কাজ করা।’

‘কি হলে তা হয়?’

‘আমার প্রাণদণ্ড।’

‘সেটা ন্যায়সঙ্গত হবে, তুমি বুঝতে পারছ?’

‘শুধু ন্যায়সঙ্গত না, আবশ্যকও বটে।’

‘বসো।’

অতঃপর কমিশনার-অডিটার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে, ভূতপূর্ব মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেককে আইনের আশ্রয়বর্জিত করার ঘোষণা-পত্র এবং তৎপরে, বিদ্রোহী বন্দীর পলায়নের সহায়তাকারীগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে— এতদ্‌সম্বন্ধীয় কন্‌ভেন্‌শনের হুকুম পাঠ করিল। ইস্তাহারের নীচের দিকে মুদ্রিত এই কয়টি কথা পড়িতে পড়িতে তাহার পাঠ সমাপ্ত হইল— ‘এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত বিদ্রোহীকে সাহায্য করা বারিত হইল, আদেশ অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড— (স্বাক্ষর) গুস্নাসি সৈন্যদলের অধ্যক্ষ গভেন।’ পাঠান্তে কমিশনার-অডিটার পুনরায় আসন গ্রহণ করিল।

বক্ষোপরি হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'আসামী, মনোযোগ দাও। জনসাধারণ, চাহিয়া দেখ এবং চুপ করিয়া শোন। আইনের অমোঘ বিধান তোমরা লক্ষ্য কর। এখন ভোট লওয়া হইবে এবং অধিকাংশের মতানুসারে হুকুম দেওয়া হইবে। আসামীর সমক্ষে প্রত্যেক বিচারক তাঁহার নির্ধারণ উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিবেন। ন্যায়বিচারে গোপন করিবার কিছুই নাই।'

তার পর বলিলেন, 'প্রথম বিচারক এক্ষণে তাঁহার ভোট দিবেন।'

কাপ্তেন গেচাম্প নতদৃষ্টিতে মুদ্রিত ইস্তাহারটির দিকে চাহিয়াছিলেন— যেন তথায় এক অতলস্পর্শ গহ্বর। সিমুর্দ্যান কি গভেন— কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি বলিলেন— 'আইনের বিধান অমোঘ। একজন বিচারক সাধারণ মানুষের মতো নহে। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট— কেননা হৃদয় বলিয়া তাঁহার কিছু নাই; আর কোনো কোনো বিষয়ে তিনি সাধারণ মানুষের উপরে, কেননা ন্যায়ের তরবারি তাঁহার হস্তে। ৪১৪ রোমীয় অব্দে ম্যান্‌লিউস বিনা আদেশে দেশ জয় করার অপরাধে আপন তনয়ের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য এরূপ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। আইন নিয়মানুগত্যের অনেক উপরে। একটা করুণাপ্রণোদিত কার্যে আমাদের দেশ আবার বিপন্ন হইল। অবস্থা-বিশেষে দয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কমাণ্ডেণ্ট গভেন বিদ্রোহী ল্যান্টিনেকের পলায়নে সহায়তা করিয়াছেন। গভেন দোষী। আমার রায়— মৃত্যুদণ্ড।'

'রেজিষ্ট্রার, লিখে নাও,' সিমুর্দ্যান বলিলেন।

রেজিষ্ট্রার লিখিল, 'কাপ্তেন গেচাম্প— মৃত্যুদণ্ড।'

দৃঢ় উচ্চকণ্ঠে গভেন বলিয়া উঠিল, 'গেচাম্প, তুমি ঠিক রায় দিয়েছ, তোমাকে ধন্যবাদ।'

সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'এখন দ্বিতীয় বিচারকের পালা। সার্জেণ্ট রাডুব, এইবার আপনি বলুন।'

রাডুব উঠিয়া দাঁড়াইল, গভেনের দিকে ফিরিয়া তাহাকে সামরিক অভিবাদন করিল এবং তার পর উচ্চৈঃস্বরে, যেন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন

করিয়া বলিল, 'আইন যদি এমন ধারা হয় তবে গিলোটিনে আমারও প্রাণ যাওয়া উচিত ; কারণ ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি হলেও বুড়ো যা করেছে প্রথমে তাই করতুম এবং তার পর আমার কমাণ্ডেণ্ট যা করেছে তা করতুম। যখন দেখলুম, ঐ আশি বছরের বুড়ো আগুনে ঝাঁপ দিলে তিনটে বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্যে, তখন আমার আত্মাপুরুষ বলে উঠল, "শাবাশ, বুড়ো, ধন্য তোমার সাহস।" আর যখন শুনলুম আমারই কমাণ্ডেণ্ট তোমাদের ঐ গিলোটিন-রাক্ষসের কবল থেকে সেই বুড়োকে রক্ষা করেছেন, তখন আমার বুকটা যেন ফুলে দশ হাত হয়ে উঠল— ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছা হল, কমাণ্ডেণ্ট, তুমি আমাদের প্রধান সেনাপতি হও, তুমি খাঁটি সোনা, আমি হলে তোমাকে "সেণ্ট লুইয়ের ক্রশ" পুরস্কার দিতুম, তবে কিনা এখন আর ক্রশ নেই, সেণ্টও নেই, লুইও নেই।

'এরা সব করছে কি ! আমরা কি এখন সব বোকা বনে যাব ? এরই জন্য কি আমরা জেমাপে, ভাসি, ব্লুরুসের যুদ্ধ জিতেছিলুম ? তা হলে তাই বল, একবার বুঝে পড়ে নেওয়া যাক। এই তোমাদের কমাণ্ডেণ্ট গভেন— যিনি আজ চার মাস ধরে রাজপক্ষীয় গাধাগুলিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, যিনি ডল্-এ এমন কার্য করেছেন, যা করতে মাথার মতো মাথা চাই— তাঁকে তোমরা গিলোটিনে নিকেশ করতে চাও ! কোথায় তাঁকে তোমরা প্রধান সেনাপতি নির্বাচন করবে, না, তোমরা কাটতে যাচ্ছ তাঁর গলা ! দেখেশুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে সমুদ্রে ঝাঁপ দিই।

'আর আপনি, সিটিজেন গভেন, আপনি আমার অধ্যক্ষ না হলে আমি বলতুম যে, "এইমাত্র আপনি যে-সব কথা বললেন সে-সব স্রেফ পাগলামি। বাচ্চাদের বাঁচিয়ে বুড়ো খুব ভালো কাজ করেছে ; বুড়োকে বাঁচিয়ে আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন ; আর এই-সব ভালো কাজের জন্যই লোকদের আমরা গিলোটিনে চড়াব নাকি ? তা যদি হয়, তবে আমি বলছি, আমার আর মাথার ঠিক নেই। গায়ে চিমটি কেটে দেখছি— এ-সব কি স্বপ্ন না সত্যি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। তা হলে বুঝি এই বাচ্চাগুলির পুড়ে মরাই উচিত ছিল। আর এই বুড়োকে গিলোটিনে চড়ানোই আমাদের কমাণ্ডেণ্টের কর্তব্য ছিল ! তার চেয়ে— দেখুন, আমি একটা কথা বলছি— এই, আমাকেই না-

হয় গিলোটিনে চড়িয়ে দিন। বাচ্চাগুলি যদি মারা যেত, তা হলে লাল পল্টনের মান-ইজ্জৎ কিছু থাকত কি? তা-ই কি আপনারা চেয়েছিলেন? তা হলে আমরা সকলে একে অপরকে মেরে ফেললেই তো সব চুকে যায়। আমি দেখছি আমাদের পরিণাম ঘনিয়ে এসেছে। আমি যা বুঝি তাই বললুম, অত মারপ্যাঁচ আমার মধ্যে নেই। আরে, আমরা এই লড়াইয়ে প্রাণ দিতে গেছলুম কি জন্যে? সে কি আমাদের সেনাপতিকে আর কেউ হত্যা করতে পারবে বলে? শুনুন, ও-সব হবে-টবে না। আমি আমার অধ্যক্ষকে চাই-ই। কাল তাঁর প্রতি আমার যতটুকু শ্রদ্ধা ছিল, আজ তার শতগুণ বেড়ে গেছে। তাঁকে নাকি গিলোটিনে দেবে? হুঁ! হাসিও পায়, দুঃখও লাগে! লোকে যা-খুশি বলুক। ও কাজটি অসম্ভব।'

র‍াডুব বসিয়া পড়িল। তাহার ক্ষত হইতে আবার সবেগে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল।

সিমুর্দ্যান সার্জেণ্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন— 'আসামী খালাস পায়, এই আপনার রায়?'

র‍াডুব বলিল, 'আমার রায়, তাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক।'

'আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি তাকে খালাস দিতে বলেন?'

'আমি বলছি, তাঁকে সাধারণতন্ত্রের সর্বাধ্যক্ষ করা হোক।'

'সার্জেণ্ট র‍াডুব, আপনার ভোট কমাণ্ডেণ্ট গভেনের মুক্তির জন্য?— হ্যাঁ কি না?'

'আমার ভোট এই যে, ওঁর মাথাটা না কেটে আমার মাথাটা কাটা হোক।'

'খালাস'— রেজিষ্ট্রারকে সম্বোধন করিয়া সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'লিখে নাও, খালাস।'

রেজিষ্ট্রার লিখিল, 'সার্জেণ্ট র‍াডুব: খালাস।' তার পর বলিল, 'এ যে সমান সমান হল। এক ভোট প্রাণদণ্ডের পক্ষে, এক ভোট খালাসের পক্ষে।'

এইবার সিমুর্দ্যানের পালা। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার হ্যাট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

তাঁহার বদনমণ্ডল এখন আর শুধু বিবর্ণ নহে— একেবারে পাঁশুটে হইয়া পড়িয়াছে।

উপস্থিত জনতার সকলে যদি আস্তরণাবৃত শবদেহ হইতে তবুও বোধ হয় তথাকার নিস্তব্ধতা ইহা হইতে অধিক হইত না।

ধীর গম্ভীর অকম্পিত কণ্ঠে সিমুর্দ্যান বলিলেন— 'আসামী, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহার শুনানি হইল। সাধারণতন্ত্রের নামে এই সামরিক বিচারাদালত অধিকাংশের মতানুসারে'—

সহসা তিনি একটু থামিলেন। সমস্ত জনতা রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রাণদণ্ডের আদেশ জ্ঞাপন করিতে তাঁহার কি দ্বিধা হইতেছিল? না, প্রাণরক্ষার কথা বলিতে যাইয়া তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন?

সিমুর্দ্যান তাঁহার প্রারব্ধ বাক্য শেষ করিলেন,

'—তোমার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন।'

একটা ভীষণ আত্মজয়ের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল।

এ ভাব শুধু মুহূর্তের জন্য। ক্ষণপরেই তাহা আর রহিল না। সিমুর্দ্যান পুনরায় পূর্ববৎ আবেগহীন মর্মরমূর্তিতে পরিণত হইলেন। তিনি উপবেশন করিলেন; মস্তকোপরি হ্যাট স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'গভেন, আগামীকল্য সূর্যোদয়ে তোমার শিরশ্ছেদ হইবে।'

গভেন উঠিয়া দাঁড়াইল; অভিবাদন করিয়া বলিল, 'আমি আদালতকে ধন্যবাদ দিতেছি।'

সিমুর্দ্যান কহিলেন, 'দণ্ডিত ব্যক্তিকে এখান হইতে লইয়া যাও।' তাঁহার ইঙ্গিতে কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইলে এবং গভেন প্রবেশ করিলে পুনরায় রুদ্ধ হইল। দুইজন সান্ত্রী দ্বারের দুই পার্শ্বে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল।

সার্জেন্ট রাডুব সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

৫

প্রভু

একটা শিবিরকে বোলতার চাকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, বিশেষভাবে রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে। রাষ্ট্রের জন্য উদ্বুদ্ধ সৈনিকের দংশন শক্তি শত্রুতাড়নের

পর সেনাপতির উপর প্রযুক্ত হইতে দ্বিধা করে না। লাটুর্গ অধিকারী সাহসী সৈনিকগণ এক্ষণে বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। ল্যান্টিনেক পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া প্রথমে তাহারা গভেনের বিরুদ্ধে খাপ্পা হইয়া উঠিল; ল্যান্টিনেকের স্থলে গভেন যখন বন্দীশালা হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন খবরটা বিদ্যুদ্বেগে চারি দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অমনি সেনাদলের মধ্যে বলাবলি আরম্ভ হইল— 'হুঁ, গভেনের বিচার হচ্ছে! ও তো সব ভুয়ো! ভূতপূর্ব সম্ভ্রান্তগণ আর পাদরীর দল, এদেরও আবার কেউ বিশ্বাস করে! এইমাত্র এক ভাইকাউন্ট এক মার্কুইসকে বাঁচিয়ে দিলেন, এখন এক পাদরী সেই সম্ভ্রান্তবংশীয়কে মুক্তি দিবেন— এই তো হবে।'

কিন্তু যখন গভেনের দণ্ডাদেশ জানা গেল তখন সৈন্যগণের মধ্যে আবার অন্যরূপ গুঞ্জন উত্থিত হইল।

'এ যে ভয়ংকর! আমাদের যুবক অধ্যক্ষ একটা বীরের মতো বীর! না-হয় সে ভাইকাউন্টই আছে; আরে তাতেই তো তার প্রশংসা আরো বেশি যে, সে তবু সাধারণতন্ত্রের দলে যোগ দিয়েছে। আর তাকেই চড়ানো হবে গিলোটনে! পণ্টর্সনের উদ্ধারকর্তা, ডল ও লাটুর্গ বিজয়ী, যাঁর বিক্রমে আমরা দুর্ধর্ষ, এই ভেণ্ডিতে যিনি সাধারণতন্ত্রের তরবারি স্বরূপ, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে সাহস করে এই সিমুর্দ্যান! কেন, কী জন্যে? না, তিনি এক বুড়োকে বাঁচিয়েছিলেন, যে বুড়ো তিনটি ছেলেমেয়েকে আগুন থেকে বাঁচিয়েছে।'

এইরূপে বিজয়ী সৈনিকগণ শিবিরমধ্যে তাহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছিল। সকলের ক্রোধ সিমুর্দ্যানকে ঘিরিয়া প্রধূমিত হইতেছিল। একজনের বিরুদ্ধে চারি হাজার লোক— মনে হইতে পারে ইহা একটা প্রচণ্ড শক্তি; বস্তুত তাহা নহে। এই চারি সহস্র সৈনিক জনতা মাত্র— আর সিমুর্দ্যান একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি। সিমুর্দ্যানের কুঞ্চিত ভ্রূ সহজেই সৈন্যগণকে সংযত রাখিল। সিমুর্দ্যানের পশ্চাতে কমিটি-অব্-পাব্লিক-সেফ্টির প্রবল প্রতাপ, ইহাতে সেই কঠোরতার যুগে তাহাকে অধৃষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত ক্রমে ফিস্ফিসানিতে এবং তৎপরে মৌনতায় পর্যবসিত হইল।

সিমুর্দ্যানই গভেনের এবং অপর সকলের ভাগ্যের নিয়ন্তা। সকলেই জানে তাঁহাকে কিছু বলা বৃথা। অপরের অশ্রুত ভাষায় বিবেক তাঁহাকে যা বলে তিনি

শুধু তাহাই করেন। সামরিক বিচারপতি হিসাবে তিনি যে হুকুম করিয়াছেন, সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তাহা রদ করিতেও পারেন। একমাত্র তিনিই দয়া দেখাইতে সমর্থ। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। একটু ইঙ্গিতে তিনি গভেনকে মুক্তি দিতে পারেন। জীবন-মরণের তিনিই এখন কর্তা। গিলোটিন তাঁহার আদেশবাহী। এই সাংঘাতিক মুহূর্তে তিনিই সর্বক্ষমতাময় প্রভু।

তাহারা শুধু অপেক্ষা করিতে পারে। রাত্রি আসিল।

৫

কারাকক্ষে

বিচার আদালত পুনরায় বন্দীগৃহে পরিণত হইয়াছে। বন্দীর সংখ্যা এখন দ্বিগুণিত। কারাকক্ষের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে ডবল পাহারা।

মধ্যরাত্রে এক ব্যক্তি প্রজ্জলিত লণ্ঠন হস্তে হল অতিক্রম করিয়া কারাকক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সান্ত্রীগণের নিকটে স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে আদেশ দিল। ইনি সিমুর্দ্যান।

সিমুর্দ্যান ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার অর্ধোন্মুক্ত রহিল। কক্ষের অভ্যন্তর অনালোকিত, নিঃশব্দ। সিমুর্দ্যান অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হইয়া হস্তধৃত লণ্ঠনটি মেঝেতে রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আবছায়ার অন্তরালে কে একজন নিদ্রামগ্ন, তাহার নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। সুষুপ্তির এই শান্তিময় সংগীত শ্রবণ করিয়া সিমুর্দ্যান নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

কারাকক্ষের অভ্যন্তরে দ্বারের বিপরীত দিকে তৃণাস্তৃত মেঝের উপর গভেন শয়ান। তাহারই শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে আগন্তুক আকৃষ্ট হইয়াছিল। গভেন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিমুর্দ্যান তাহার সমীপস্থ হইলেন এবং অপলকনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঘুমন্ত শিশুর পানে স্নেহাতুরা জননীও বুঝি এমন কোমল দৃষ্টিতে চাহে না। সিমুর্দ্যানের প্রবল ইচ্ছাশক্তিও সে দৃষ্টিকে সংযত করিতে পারিল না। মুষ্টিবদ্ধ হস্তে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া সিমুর্দ্যান কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর জানু পাতিয়া গভেনের পার্শ্বে

উপবেশন করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার করপল্লব গ্রহণ করিয়া সস্নেহে তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইলেন।

গন্ডেন নড়িয়া উঠিল। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে গন্ডেন সিমুর্দ্যানকে চিনিতে পারিল।

'একি, আপনি গুরুদেব!' গন্ডেন বলিয়া উঠিল। 'আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন মৃত্যু এসে আমার হস্ত চুম্বন করছে।'

সিমুর্দ্যান চমকিয়া উঠিলেন। সহসা যেন তাঁহার মস্তিষ্ক মথিত করিয়া চিন্তার খরস্রোত ভীষণবেগে আবর্তিত হইতে লাগিল— সে ঘূর্ণাবর্তে বুঝি-বা তাঁহার অন্তরাত্মা নিমজ্জিত হইয়া যায়।

সিমুর্দ্যানের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ কথায় মোটেই ফুটিল না। শুধু তাঁহার মুখ হইতে একটি শব্দ বাহির হইল 'গন্ডেন!'

দুইজন পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল— সিমুর্দ্যানের চক্ষে সেই দীপ্তি যাহাতে অশ্রুর উৎস শুকাইয়া যায়। গন্ডেনের মুখে মিষ্ট হাসি।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়া গন্ডেন মাথা উঠাইল এবং বলিতে লাগিল— 'আপনার বদনমণ্ডলে যে তরবারির আঘাতচিহ্ন এখনো রয়েছে, সে আঘাত আমাকে বাঁচাতে গিয়েই আপনি পেয়েছিলেন। গতকল্যও আপনি একেবারে যুদ্ধের সংঘর্ষস্থলে আমার পাশে ছিলেন, তাও আমারই জন্যে। আপনি আমার শৈশবের শয্যাপার্শ্বে এসে না দাঁড়ালে আমি আজ কোথায় থাকতাম? কোন্ আঁধারে না জানি মিলিয়ে যেতাম। আজ যদি আমার কর্তব্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়ে থাকে, সে আপনারই শিক্ষার ফলে। ভুল সংস্কারের শিকলে আমার হাত-পা তো জন্মাবধি বাঁধা ছিল, আপনিই সে বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। আপনারই জন্যে আমি মানসিক স্বাধীনতার মধ্যে বর্ধিত হতে পেরেছি। মমির শবদেহে জীবন সঞ্চার আপনিই তো করেছেন। আমার বিবেক সে তো আপনারই দান। আপনার জন্যই আমার অস্তিত্ব। আমি শুধু "জমিদার" ছিলাম, আপনি আমাকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সিটিজেনে পরিণত করেছেন। আপনার শিক্ষায় আমার আত্মার দিব্যজ্ঞান জন্মেছে। সত্য ও আলোকের চাবি আমার হাতে আপনিই দিয়েছেন। প্রভু, গুরু, আপনাকে ধন্যবাদ, আমার সবই আপনার হতে।'

সিমুর্দ্যান সেই তৃণশয্যায় গন্ডেনের পাশে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'তোমার

সঙ্গে বসে খেতে এসেছি, গস্তেন।'

গস্তেন কালো রুটিটি ভাঙিয়া একখণ্ড সিমুর্দ্যানের হাতে দিল। সিমুর্দ্যান তাহা গ্রহণ করিয়া খাইতে লাগিলেন। তার পর গস্তেন জলের পাত্রটি আগাইয়া দিল।

সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'তুমি আগে পান কর।'

গস্তেন সামান্য পরিমাণ জল পান করিয়া জগটি তাহার সঙ্গীর হাতে দিল। সিমুর্দ্যান এক চুমুকে জগের সমস্ত জল নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন।

গস্তেন আহার্য-দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতেছিল; সিমুর্দ্যান শুধুই পান করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছিল যে, একজনের মন শান্ত, অপরের প্রাণে দারুণ জ্বালা! কারাকক্ষে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। দুইজনে কথাবার্তা হইতেছিল।

গস্তেন বলিল, 'ঘটনাবলী ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের বর্তমান রহস্যপূর্ণ। যবনিকার অন্তরালে যেন কোনো অদৃশ্যশক্তি কাজ করছে। বিপ্লবের যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা বড়োই হিংস্র, নির্মম; আর যা অদৃশ্য তা মহান। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এটা আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এ যে অদ্ভুত, অথচ সুন্দর। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার প্রয়োজন রয়েছে। এইজন্যই এত আশ্চর্য এই '৯৩ সাল। বর্বরতার বংশমঞ্চের নীচে সভ্যতার সুন্দর দেবায়তন গড়ে উঠছে।'

'তা বটে', সিমুর্দ্যান বলিলেন। 'অস্থায়ী সাময়িক বন্দোবস্ত হতেই ক্রমে স্বত্ব ও কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়ে উঠবে। সমানুপাতে কর, বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব, সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিলোপ এবং সর্বোপরি উচ্চ নীচ -নির্বিশেষে পক্ষপাতহীন আইনের সরল বিধান। ইহাই সাধারণতন্ত্র।'

গস্তেন বলিল, 'আমার কিন্তু আদর্শমূলক কল্পনার সাধারণতন্ত্রই বেশি ভালো লাগে।'

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, 'গুরুদেব, এইমাত্র আপনি যা বললেন তার মধ্যে ভক্তি, আত্মবিসর্জন, আত্মবিলোপ, দয়া, প্রেম, স্নেহ এ-সবের স্থান কোথায়? সকলের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন বেশ ভালো কথা; কিন্তু সকলকে এক সূত্রে বাঁধতে পারলে তা আরো ভালো। ন্যায়ের তুলাদণ্ডের উপরে মানবপ্রেমের বীণা। আপনার সাধারণতন্ত্র মাপে, ওজন করে, মানুষের

কার্য নিয়মিত করে ; আমার সাধারণতন্ত্র তাকে মুক্ত আকাশে উড্ডীন করে। এইখানেই-একটা সিদ্ধান্ত ও দূরগগনবিহারী একটা ঈগলপাখির মধ্যে পার্থক্য।'

'উড়ে গিয়ে শুধু মেঘের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে বৈ তো নয় ?'

'আর আপনি তো হিসেব-নিকেশের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।'

'এক সুরে বাঁধার কথা যা বলছ, তার অনেকখানিই খেয়াল মাত্র।'

'আজ্ঞে, বীজগণিতের মধ্যেও খেয়াল-কল্পনার অভাব নেই।'

'আমি জ্যামিতির নিয়মানুসারে মানুষ গঠন করতে চাই।'

গভেন বলিল, 'আমার কিন্তু হোমার-অঙ্কিত চিত্রানুরূপ মনুষ্যই অধিকতর পছন্দসই।'

সিমূর্দ্যান ঈষৎ হাস্যমিশ্রিত কঠোর দৃষ্টি গভেনের উপর নিবদ্ধ করিলেন— যদিই বা তদ্দ্বারা সেই ভাবপ্রবণ তরুণ আত্মার উচ্ছ্বাস সংযত করা যায়।

'কাব্য ! কবিদের বিশ্বাস করতে নেই।'

'ঐ উক্তি আমার জানা আছে। তা হলে তো আলো, বাতাস, ফুল, বসন্তের সুরভি-নিশ্বাস, নক্ষত্রের মণিমালা— সবই অবিশ্বাস করতে হয়।'

'এ-সবের কোনোটাই মানুষের খোরাক জোগায় না।'

'তা কী করে বলা যায় ? ভাবও আমাদের শরীর পোষণ করে। চিন্তা করা অনেকাংশে ভোজন করারই মতন।'

'ও-সব তত্ত্বকথা রেখে দাও। দুই আর দুইয়ে চার হয়— এ যেমন সুস্পষ্ট সাধারণতন্ত্রও তেমনই সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। যার যা পাওনা তা দিয়ে ফেললে'—

'যা তার পাওনা নয় সেটুকু দেওয়া তবু বাকি থাকে।'

'তোমার কথার মানে কি ?'

'প্রত্যেকেই অপরকে তার দাবির অতিরিক্ত ছেড়ে দিতে প্রস্তুত না থাকলে সমাজ টিঁকতে পারে না।'

'আইনের বাইরে আর কিছু আছে বলে তো আমি স্বীকার করি না।'

'আইনের বাইরেই তো সব।'

'আমি বুঝি কেবল আইনসংগত দাবি ও অধিকার।'

'আমার দৃষ্টি আরো ঊর্ধ্বে।'

'আইনের উপরে আবার কি থাকতে পারে?'

'নৈতিক ও স্বাভাবিক দাবি।'

মাঝে মাঝে থামিয়া তাহারা যেন ভাবিয়া লইতেছিল।

এইবার লিমুর্দ্যান বলিলেন, 'ওরকম সাধারণ কথায় চলবে না, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার?'

'তাই দিচ্ছি। আপনি চান এমন আইন যাতে আবশ্যক হলে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে সৈনিকের কার্য করতে বাধ্য করা যায়। আমি— আমি চাই সামরিক দায়িত্ব একেবারে উঠিয়ে দিতে— আমি শান্তির পিয়াসী। আপনি দুঃখীর দুঃখ মোচন করতে ইচ্ছুক; আমি চাই, সংসারে যেন দুঃখের অস্তিত্বই না থাকে। আপনার অভিপ্রায়, আয়ের অনুপাত অনুসারে লোকের উপর কর ধার্য হয়; আমি চাই কর একেবারে তুলে দিতে। স্টেটের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে সমাজের যৌথ উদ্‌বর্তন থেকে তা নির্বাহ হয়— এই আমার অভিপ্রায়।'

'কথাটা আরো খোলসা করে বল।'

'বলছি, শুনুন। প্রথমত সমাজের পয়ঃশোণিতপুষ্ট অকেজো অঙ্গের— এই যেমন যাজক, বিচারক ও সৈনিকশ্রেণী— এদের সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। তার পর ধনকে খাটাতে হবে। ফ্রান্সের চার ভাগের তিন ভাগ পতিত জমি, এ আবাদ করা চাই। আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক গোচারণভূমি মিছামিছি পড়ে আছে, সেগুলিকে আবাদ করতে হবে। এক-একটা গ্রামের জমি সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে যেন প্রত্যেকে সমপরিমাণ চাষের জমি ও বাড়ি পেতে পারে। যার যার জমি নিজেরা চাষ করবে। তা হলে দেশের মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ শতগুণ বেড়ে যাবে। এখন ফ্রান্সের চাষারা বছরে গড়পড়তায় চার দিন মাংস খেতে পায়; উত্তমরূপে আবাদ হলে, ফ্রান্স ত্রিশ কোটি লোকের অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীদের খোরাক জোগাতে পারবে। মানুষের আশ্চর্য সহকারী এই জড় প্রকৃতি, অথচ লোকে এর যথেষ্ট কদর করে না। একে যথোপযুক্তরূপে কাজে লাগাতে হবে। প্রবহমান বাতাস, প্রতি জলপ্রপাত, চুম্বকশক্তির প্রত্যেক স্ফুরণকে নিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অসংখ্য শিরা-উপশিরা— তা দিয়ে জল, তৈল এবং আগুনের স্রোত বইছে। এই-

সব শিয়া ফুটো করে জলাশয়ের জন্য জল, প্রদীপের জন্য তৈল এবং গৃহচুল্লির জন্য অগ্নির বন্দোবস্ত করতে হবে। সমুদ্র-তরঙ্গের গতি ও কার্য এবং জোয়ার-ভাটার নিয়ম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মহাসাগরের কথা ভাবুন— একটা প্রকাণ্ড শক্তির আধার, অথচ বর্তমানে বৃথাই সেই শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। মানুষ কী বোকা, এই শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে না!'

'তুমি যে দেখছি একেবারে স্বপ্নের পুরো জোয়ারে ভেসে চলেছ।'

'আমি যা বলছি, এর মধ্যে অবাস্তব কিছু নেই।'

তার পর গভেন বলিল, 'আর নারী? তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা?'

সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'সে যেমন আছে তাকে তেমনই থাকতে দাও— পুরুষের দাসী।'

'বেশ, কিন্তু এক শর্তে।'

'সেটা কি?'

'পুরুষকেও নারীর পরিচারক হতে হবে।'

সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'এও আবার একটা কথা? পুরুষ হবে পরিচারক? কখনোই নয়। পুরুষ সর্বদাই প্রভু। রাজা কেবল এক জায়গায় আমি মানি— সে হচ্ছে গৃহে। আপনার ভবনে পুরুষই রাজা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এক শর্তে।'

'কি?'

'যে, নারী হবে সেখানকার রানী।'

'অর্থাৎ তুমি চাও, পুরুষ ও নারীর'—

'সাম্য।'

'সাম্য! এ কথা কল্পনায়ও আসে তোমার? দুইটি প্রাণী যে একেবারেই বিভিন্ন।'

'আমি বলছি সাম্য— এদের একত্ব কিংবা অভেদত্ব তো আমি বলি নি।'

কিছুক্ষণের জন্য দুইজনেই আবার চুপ করিয়া রহিল। মৌন ভঙ্গ করিয়া সিমুর্দ্যান কহিলেন, 'আর, এদের সন্ততি? তাদের উৎসর্গ করবে কার কার্যে?'

'প্রথমে পিতার— যিনি জনক, তার পর মাতার— যিনি জননী, তার পর শিক্ষকের— যিনি গড়ে তোলেন, তার পর নগরের— যা সভ্যতার সোপান,

তার পর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির ; সর্বশেষে বিশ্বমানবের কল্যাণে।'

'কই, ঈশ্বরের উল্লেখ তো তুমি করলে না ?'

'জনক, জননী, শিক্ষক, নগর, দেশ, বিশ্বমানব— এদের প্রত্যেকটি ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের সোপানের এক-একটি ধাপ।'

সিমুর্দ্যান নীরব।

গভেন বলিতে লাগিল, 'সোপানের সর্বোচ্চ ধাপে উঠতে পারলেই ভগবৎ প্রাপ্তি হল। তখন স্বর্গের দ্বার আপনা হতেই খুলে যাবে, প্রবেশ করলেই হল।'

সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'গভেন, পৃথিবীতে ফিরে এসো। যা সম্ভব তাই করতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।'

'গোড়াতেই এমন কিছু করবেন না প্রভু, যাতে সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।'

'যা সম্ভব সেটা সর্বদাই সাধ্যায়ত্ত।'

'আজ্ঞে, সকল সময় তা হয় না। কঠোর ব্যবহারে কল্পনার ডিম্ব অকালেই টুটে যায়। অণ্ডের মতো আত্মরক্ষায় অসমর্থ আর কি আছে ?'

'তবু কল্পনাকে জোর করে বাস্তবের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া আবশ্যক। ভাবের ধোঁয়াকে বস্তু-জগতের কর্মময় ব্যাপারে পরিণত করতে হবে। তাতে কল্পনার সৌন্দর্যহানি ঘটলেও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে ; আকৃতিতে খর্ব হয়ে পড়লেও সেটা প্রকৃতিতে উৎকৃষ্টতর হবে। স্বত্ব ও অধিকার আইনে স্বীকৃত হবে— তা হলেই আইন অমোঘ ও নিরপেক্ষ হল। ইহাই সম্ভব।'

'আমি বলি এর চেয়েও অনেক অধিক সম্ভব।'

'আবার তুমি স্বপ্নজগতে বিচরণ করছ।'

'সম্ভব জিনিসটা এক অদ্ভুত বিহঙ্গম, যা সর্বদাই মানুষের মাথার অনেক ঊর্ধ্বে উড়ে বেড়ায়।'

'একে ধরা চাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু জীবন্ত।'

গভেন আবার বলিতে লাগিল, 'আমার কথাটা হচ্ছে অবিরাম অগ্রসরণ। মানুষ পিছন পানে চলবে, এটা যদি বিধাতার অভিপ্রায় হত, তা হলে তিনি তাদের মাথার পশ্চাদ্ভাগে একটা চোখ দিতেন। আমাদের উচিত সর্বদাই

উষার অভিমুখে, ফোটার দিকে, জন্মের দিকে তাকানো। প্রাচীন বনস্পতির করুণ মর্মর বৃক্ষজীবনের অসমাপ্ত কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য নূতন মহীরুহের নিকট আবেদন মাত্র। প্রতি শতাব্দী তার কাজ করে যাচ্ছে— সে কাজ কখনো নাগরিক সভ্যতার উন্নতি, কখনো-বা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধন; আজ স্বত্ব-সমস্যা, কাল বেতন-সমস্যা। স্বত্ব এবং বেতন আসলে একই কথা। কিছু না পেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের সৃজন করে ঈশ্বর দেনা করেছেন। স্বত্ব হচ্ছে আমাদের জন্মগত পাওনা; আর বেতন দেওয়া মানে নূতন অধিকার লাভ।'

তত্ত্বদর্শী ঋষির ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতো গভেনের কথা গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতাপূর্ণ, সিমুর্দ্যান অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। তাহাদের সম্বন্ধ এখন পরিবর্তিত হইয়াছে— ছাত্র এখন শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত।

সিমুর্দ্যান একটু আপত্তির সুরে বলিলেন, 'তুমি বড়োই দ্রুত চলেছ।'

গভেন হাসিয়া বলিল, 'হয়তো সেটা আমার সময় সংক্ষেপ বলে।' তার পর বলিল, 'গুরুদেব, একবার চেয়ে দেখুন, আমাদের উভয়ের কল্পনারাজ্যে কত প্রভেদ! আপনি চান সামরিক দায়িত্ব বাধ্যতামূলক হোক। আমি চাই প্রাথমিক শিল্প বাধ্যতামূলক করতে। আপনার স্বপ্ন— পুরুষমাত্রই শিক্ষিত সৈনিক; আমার স্বপ্ন— তারা সকলেই দেশভ্রাতা। আপনি তাকে ভীষণ করে তুলবার প্রয়াসী; আমি চাই তাকে চিন্তাশীল করে তুলতে। আপনার সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরবারির উপর। আর আমার'—

একটু থামিয়া গভেন বলিল, 'আমি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই মানুষের মনের উপর।'

কক্ষতলে নিবদ্ধদৃষ্টি সিমুর্দ্যান বলিলেন, 'সে দিন আসবার পূর্বে কি করবে?'

'যা আছে তাই নিয়ে থাকতে হবে।'

'বর্তমানের উপর তুমি তা হলে কোনো দোষারোপ কর না।'

'না।'

'কেন?'

'কারণ, এ একটা ঝটিকা মাত্র। ঝড় তার কাজের ফলাফল বোঝে। ঝড়ের বেগে দুই-একটা ওক বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, কিন্তু সমগ্র অরণ্যানী তাতে স্বাস্থ্য-

লাভ করে। সভ্যতা মহামারীগ্রস্ত— রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু সে বিষবীজ উড়িয়ে দেবে। হয়তো এ ঝটিকা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে না। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? বড়োই কঠিন কাজ একে দেওয়া হয়েছে। ভয়ংকর দুষ্ট বাষ্পরাশি— এ দূর করতে প্রবল বাত্যারই প্রয়োজন।'

গভেন আরো বলিল, 'কিন্তু দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র থাকলে ঝড় দেখে ভয় পাবার তো কোনো কারণ নেই। বিবেক ঠিক থাকলে চারি দিকের ঘটনাবলী আমার কি করবে?'

অপেক্ষাকৃত মৃদু গম্ভীর স্বরে সে আরো বলিল, 'এমন এক মহাশক্তি আছে যার ইঙ্গিতে আমাদের সর্বদাই চলতে হবে।'

'কী সে মহাশক্তি?' সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিল।

গভেন তাহার অঙ্গুলি মস্তকের উপরে উত্তোলিত করিল। সিমুর্দ্যানের দৃষ্টি সেই ঊর্ধ্বোত্তোলিত অঙ্গুলির অনুসরণ করিল। তাঁহার মনে হইল যেন সেই খিলান-করা ছাদের ভিতর দিয়া বাহিরের নক্ষত্রোজ্জ্বল গগনমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

উভয়েই পুনরায় নিস্তব্ধ হইল।

সিমুর্দ্যান প্রথমে কথা কহিলেন।

'সমাজ প্রকৃতিরও উপরে। আমি বলে রাখছি, তোমার কল্পনা স্বপ্ন মাত্র— সম্ভাবনার বাইরে।'

'গন্তব্যস্থল আমি যা বলছি তাই। নইলে সমাজগঠনের সার্থকতা কি? আবার আদিম নৈসর্গিক বর্বরতায় ফিরে গেলেই চলে, টাহিটি দ্বীপই তা হলে স্বর্গতুল্য বলতে হয়। কিন্তু মনে রাখবেন এই স্বর্গের অধিবাসীরা চিন্তা করতে শেখে নাই। পশুবৎ বিচার-বুদ্ধিহীন অধিবাসীপূর্ণ স্বর্গ অপেক্ষা বুদ্ধিমান-জীব-অধ্যুষিত নরকও বরণীয়। কিন্তু না— নরক চাই না; চাই মানবসমাজ— যা প্রকৃতিরও উপরে। নৈসর্গিক অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে তার বাইরে যাবারই বা প্রয়োজন কি? উই পোকা ও মধুমক্ষিকার মতো একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনযাপন করলেই হয়— খালি খাটো, খালি খাটো, যে খাটুনিতে বুদ্ধির চর্চা নেই। মৌচাকের যা অভাব, উইঢিবির যা অভাব, আমি তা পূরণ করতে চাই। আমি চাই কলা, কাব্য, স্মৃতি-মন্দির, বীরত্বের

বিকাশ, প্রতিভার স্ফুরণ। চিরকালই বোঝা বইবে, মানুষের নিয়তি তা নয়। না— না— না। অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, পারিয়া, দাস, নিগৃহীত আর কেউ থাকবে না। মানুষের প্রত্যেকটি বৃত্তি যেন সে যে সভ্য— সে যে উন্নতিকামী তারই পরিচয় দেয়। মানুষের মন, মানুষের হৃদয়, মানুষের অন্তরাত্মা যেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নামে সর্বদাই সাড়া দেয়। দূর হোক সব বন্ধন! শৃঙ্খলভার বইবার জন্ত মানুষ জন্মায় নি; পাখায় ভর করে অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্ত তার সৃষ্টি! সরীসৃপ জীবন তার নয়; ধরণীর কীট জীবন্ত কুসুমের মতো প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে যাক—এই আমি চাই। আমি চাই'—

বলিতে বলিতে গভেনের বাক্যস্রোত সহসা থামিয়া গেল। তাহার চক্ষে অগ্নিশিখার দীপ্তি; ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতেছিল।

কক্ষের দ্বার খোলাই ছিল। বাহিরের নানাপ্রকার শব্দ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। দূরে সম্ভবত সৈনিকগণের নিদ্রাভঙ্গসূচক বিউগলের শব্দ শোনা গেল; তার পর একসঙ্গে কতকগুলি বন্দুকের গোড়ালি ভূমিতে ন্যস্ত করিবার শব্দ— বোধ হয় পাহারা বদল হইল; তার পর বোধ হইল যেন কারাদুর্গের খুব নিকটে কাঠের বীম ও তক্তা নাড়াচাড়া হইতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া হাতুড়ি পিটানো হইতেছে।

এই-সকল শব্দ শুনিয়া সিমুর্দ্যানের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। তিনি যেন ক্রমেই ভাবনা-সাগরের অতল তলে তলাইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আর বহিতেছিল না। সময় সময় তাঁহার দেহ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার অক্ষিগোলকে যেন উষার আলোক— ক্রমেই উহা উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। তার পর সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাবছ গভেন?'

'আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা।'

গভেন আবার তাহার চিন্তায় ডুবিয়া গেল। সিমুর্দ্যান তৃণশয্যা হইতে উঠিয়া গেলেন, গভেন তাহা লক্ষ্য করিল না। গভেনের ধ্যানমগ্ন মূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইতে হইতে সিমুর্দ্যান কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কারাকক্ষের দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল।

সূর্যোদয়ে

প্রাচীতে উষার আভাস ফুটিয়া উঠিল। দিবাগমের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখিল,. লাটুর্গের মালভূমিতে এক অদ্ভুত, নিশ্চল, রহস্যময় পদার্থ। কুজার্সের অরণ্যের উপর দিয়া উহার মাথা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

রজনীর অন্ধকারে উহা ঐখানে স্থাপিত হইয়াছে। মনে হয় ওটা যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে— তৈরি হয় নাই। উহার ঋজু কঠিন অবয়ব-রেখাগুলি আকাশের পটে চিত্রিত প্রাচীন মিশরের দুর্বোধ্য সাংকেতিক বর্ণমালার মতো দেখাইতেছিল।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, আপন পারিপার্শ্বিকের সহিত জিনিসটার সামঞ্জস্য নাই। কুসুমাকীর্ণ কাননভূমির মধ্যে এই রাক্ষস-মূর্তি— কোন্ প্রয়োজনে? উহার দিকে চাহিতে চাহিতে দর্শকের বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে— দেহের রক্ত যেন শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়।

জিনিসটা একটা টেবিলের মতো মঞ্চ— চারটা খুঁটি উহার চারটা পা; ঐ মঞ্চের একপ্রান্তে দুইটি উঁচু খুঁটি সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; উহাদের উপরের মাথা একখানা আড়াআড়ি কাষ্ঠখণ্ডে সংযুক্ত। সেখান হইতে একটা ত্রিকোণাকৃতি পদার্থ ঝুলিতেছে। প্রভাতের নীলাকাশের পৃষ্ঠে সেই ত্রিভুজটা কালো দেখাইতেছিল। মঞ্চের প্রান্তে একটা মই। খুঁটি দুইটির মধ্যভাগে এবং ত্রিভুজটির ঠিক নিম্নে দুইটি সমানভাগে বিভক্ত একটি তক্তা। খণ্ড দুইটি পরস্পরের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে— কিন্তু মাঝখানে মানুষের গলদেশ-পরিমাণ একটি গোল ছিদ্র রহিয়াছে। এই তক্তার উপরার্ধে ইচ্ছামত একটি বৃত্ত হয়। সম্প্রতি সেগুলি বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। যে দুইটি খুঁটি হইতে ত্রিভুজটি দোদুল্যমান তাহাদের পাদদেশে একটি তক্তা কব্জির উপর আঁটা, আবশ্যক মতো ঘুরানো যায়।

এই তক্তার পার্শ্বে লম্বা একটা খাঁচা। উঁচু খুঁটি দুইটির মধ্যে, মঞ্চের সম্মুখভাগে অপর প্রান্তে আরো একটি চতুষ্কোণ খাঁচা। এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক পদার্থটা লাল রঙে চিত্রিত। ত্রিভুজটি লৌহনির্মিত— বাকি সবই কাঠের। জিনিসটা এতই কুৎসিত এবং অপ্রিয়দর্শন যে, উহা যে মানুষের হাতের তৈরি

তাহাতে কাহারো সন্দেহ হয় না, অথচ এমনই দুর্ধর্ষ যে, মনে হয় বুঝি-বা ওটা কোনো দানবীশক্তিরই সৃষ্টি।

এই সৌষ্ঠবহীন পদার্থটা হইতেছে গিলোটিন।

ইহার সম্মুখে, কিয়দ্দূরে আর-এক দৈত্য মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে— সেটা লাটুর্গ। পাথরের রাক্ষস যেন কাঠের রাক্ষসের সাহচর্য করিতেছে। মানুষের হাত লাগিলে কাঠ ও পাথর আর প্রাণহীন জড় পদার্থ থাকে না। মানবীয় ভাবে সেগুলিও কতক পরিমাণে অনুপ্রাণিত হয়। একটা অট্টালিকা যেন একটা মতবাদের মূর্ত অভিব্যক্তি; একটা যন্ত্র, একটা বিশেষ ভাবের দ্যোতক।

লাটুর্গ পঞ্চদশ শত বৎসরের সংক্ষিপ্তসার— মধ্যযুগের অন্ধকার এবং সামন্ত প্রথার দাসত্বের ঘনীভূত প্রতিরূপ। আর গিলোটিন এক বৎসরের— '৯৩ সালের প্রতিমূর্তি। কিন্তু এই বারোটি মাস ঐ পঞ্চদশ শতাব্দীর সহিত সমান পাল্লা দিয়াছে।

লাটুর্গ রাজতন্ত্র; গিলোটিন রাষ্ট্রবিপ্লব। উভয়ের সংঘর্ষ— এক নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

একদিকে খাতক, অপর দিকে মহাজন। হিসাব-নিকাশের দিন সমুপস্থিত।

একদিকে প্রজা, ভূম্যধিকারী, দাস, প্রভু, অভিজাত অনভিজাত সম্বন্ধীয় অসংখ্য বিধিনিষেধ, প্রথা ও দেশাচারের জটিল সংমিশ্রণ; পৌরোহিত্যের প্রভাবান্বিত বিচারাদালত, বন্ধনের উপর বন্ধন, রাজস্বের গুরুভার, আইনের অত্যাচার, কুসংস্কার, বিশেষ অধিকার, ধর্মান্ধতা, সিংহাসন, রাজদণ্ড, রাজাতে দেবত্বের আরোপ; অপর দিকে কেবল একটিমাত্র জিনিস— সংহার-যন্ত্র।

একদিকে গ্রন্থি; অপর দিকে কুঠার।

বহুযুগ ধরিয়া লাটুর্গ এই মহারণ্যের নিভৃতে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। সে এতকাল আপনার উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহ, গলিত সীসক, নরকঙ্কালাবৃত চত্বর, পেষণ যন্ত্র ও অন্ধ কারাকক্ষের সর্বপ্রকার বিভীষিকা লইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদের উপর ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। এই আলোকহীন বনস্থলীতে তাহার বর্বরতার রাজত্ব এতদিন অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছে। কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আজ সহসা আর-এক করালী মূর্তি তাহার সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিল— গিলোটিন।

সময় সময় অচেতন জড় পদার্থকেও অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় পাষাণমূর্তি যেন লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে, উচ্চ দুর্গচূড় যেন সতর্ক প্রহরীর মতো চাহিয়া রহিয়াছে, প্রাসাদতোরণ যেন কোনো বিশেষ ভাবনায় মগ্ন। মনে হইতেছিল, লাটুর্গ যেন গিলোটিনটাকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। ওটা আবার কি? বোধ হয় তাহার মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছিল।

দেখিয়া মনে হয় যেন ওটা মাটি হইতেই গজাইয়াছে। আর বলিতে গেলে এই বিষবৃক্ষটি ঐ ভয়ংকর ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। মানুষের শ্রমবারিনিষিক্ত, অশ্রুধারা-সিঞ্চিত, রক্তপাতক্লিন্ন মৃত্তিকা হইতে, সংখ্যাহীন অত্যাচারের লক্ষ লক্ষ বলি— যুগ-যুগ সঞ্চিত পাপরাশি— যাহার গোপনতলে লুক্কায়িত, সেই ধরণীপৃষ্ঠ হইতেই এক নিয়তি-নির্দিষ্ট দিনে এই অদৃষ্টপূর্ব, দুষ্কৃত-বিধ্বংসী, করবাল-ধারীর উদ্ভব। '৯৩ সাল যেন প্রাচীন জগতকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'দেখ, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ।'

আর গিলোটিন বোধ হয় এই কারাদুর্গটিকে বলিতেছিল, 'আমি তোমারই সন্ততি।'

সেই মুহূর্তে লাটুর্গের ভীমদুর্গ এই নবোত্থিত শক্তির কবলে আপনার বিনাশ অনুভব করিল।

গিলোটিনের নৃমুণ্ডমালিনী মূর্তির সমক্ষে লাটুর্গ যেন ভয়ে কাঁপিতেছিল। ঐ ভীষণ প্রস্তরস্তূপ রাজশ্রীমণ্ডিত হইলেও একটা বিরাট অপকীর্তি; আর সেই কৃষ্ণত্রিভুজসমন্বিত কাষ্ঠখণ্ডের কুখ্যাতি তদপেক্ষাও কলঙ্ক-মলিন। অস্তগামী-প্রতাপ তপন নবোদিত শক্তিসূর্যের খরকরে ম্লানীভূত। অপরাধের ইতিহাস যেন বিচারের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেছে। অতীতের নৃশংসতা যেন বর্তমানের নৃশংসতার সহিত নিজের তুলনা করিয়া দেখিতেছে। এই প্রাচীন দুর্গ, এই প্রাচীন কারাগার, প্রাচীন প্রভুত্বের প্রেতলীলার এই শ্মশানভূমি— যেখানে কতশত নিপীড়িত হতভাগ্যের অন্তিম চীৎকার পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বৃথাই ফিরিয়া আসিয়াছে; সংগ্রাম এবং হত্যার প্রয়োজনে গঠিত এই কারাদুর্গ— বর্তমানে নিরর্থক আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ভগ্ন বিধ্বস্ত, ভগ্নমুষ্টিতে পরিণত, খলিত পাষাণের কদাকার স্তূপ, শত শতাব্দীর স্মৃতির দংশনে জর্জরিত— আজ মরণের

পথে অগ্রসর হইতে হইতে নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছিল, কেমন করিয়া জীবন্ত বর্তমানের এই সংহারমূর্তি দিকে দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। গতকল্য যেন অন্ধকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। বর্বর যুগের নিষ্ঠুরতা তাহার এই আধুনিকতম— রূপান্তরের নিকটে নতমস্তকে পরাভব স্বীকার করিতেছে। মরণোন্মুখ স্বৈরাচার এই কল্কি-অবতারের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

প্রকৃতি করুণাহীন। মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অত্যাচার, মানুষের যন্ত্রণা, এ-সকলের সম্মুখেও সে তাহার পুষ্প, তাহার সংগীত, তাহার সূর্যালোক, তাহার আনন্দ বিকশিত করিয়া মানুষকে কশাঘাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বিধাতৃ-বিধানের স্বর্গীয় সুষমা এবং নরসমাজের কদর্যতার বৈপরীত্য দেখাইয়া প্রকৃতি মানুষকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হত্যা, প্রতিহিংসা, বর্বরতার মধ্যেও মানুষকে অনুভব করিতে হয় যে, চারি দিক হইতে পূতশীল পদার্থনিচয় তাহার দিকে তাকাইয়া আছে; নিখিল প্রকৃতি এবং শান্ত উদার আকাশের তীব্র তিরস্কার হইতে কিছুতেই তাহারি পরিত্রাণ নাই। মানুষের গড়া বিধি-সকলের নগ্ন কদর্যতা শাশ্বত সৌন্দর্যের দিব্য দীপ্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। মানুষ ভাঙে, ধ্বংস করে; মানুষ হত্যা করে, গ্রাম জনপদ ছারখার করে; কিন্তু বসন্ত বসন্তই থাকে, শতদলের সৌন্দর্যের হ্রাস নাই, নক্ষত্র চিরকাল অম্লান।

প্রভাতটি স্নিগ্ধ, রবি-করোজ্জ্বল। মৃদু সমীরণে মাঠের ঝোপঝাড় ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বৃক্ষপত্রে নয়নাভিরাম শিহরণ। লতাপুঞ্জের অন্তরালে নির্ঝর-সকল উপল ঝংকারে যেন অরণ্যের মর্মকথা কহিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। সুনীল জলধির মতো নীল নভোমণ্ডল, তাহাতে ভাসমান শুভ্র মেঘখণ্ড, স্বচ্ছ-সলিল সরিৎ, অরণ্যের শ্যামলিমা সুসমঞ্জস বর্ণবৈচিত্র্য, বিশাল মহীরুহের অটবী, কোমল সবুজ মখমলের মতো তৃণাস্তরণ, শান্ত শস্যক্ষেত্র— সকলের ভিতর হইতে একটা পবিত্রতা— যাহা মানুষের প্রকৃতির চিরন্তন উপদেশ— নিশ্বসিত হইতেছে।

এই শান্তিপূর্ণ সুন্দর দৃশ্যাবলীর মধ্যেই মানুষের নির্লজ্জতার কুৎসিত মূর্তি— কারাদুর্গ এবং বধ্যমঞ্চ, সংগ্রাম ও শাস্তি, অতীতের ও বর্তমানের রক্তপিপাসু অপদেবতা, প্রাচীন যুগের নিশীথ পেচক এবং ভাবীকালের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের

সুদর্শন বাদুড় দণ্ডায়মান। লাটুর্গ এবং গিলোটিনটিকে ঘিরিয়া পুষ্পাকীর্ণ, স্বর্ণাভ মাখানো সোনালী উষার দীপ্তি জড়ানো প্রকৃতি মানুষকে যেন বলিতেছে, 'দেখ, আমি কি করেছি, আর তুমি কি করছ।' সূর্যের আলোক এই আত্মপরীক্ষায় মানুষকে বাধ্য করে।

এরূপ দৃশ্যেরও দর্শকের অভাব ছিল না।

মালভূমির উপর চারি সহস্র সৈনিক যোদ্ধবেশে সজ্জিত। গিলোটিনের তিন দিক ঘেরিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছে; চতুর্থ দিক উন্মুক্ত। সেই দিকে খাদ— সেটা যেন লাটুর্গের দিকে ভ্রূকুটিভঙ্গে চাহিয়া আছে।

এই সৈনিক-সজ্জায় একটা বর্গক্ষেত্রের মতো হইয়াছে। উহার কেন্দ্রস্থলে বধ্যমঞ্চ। দিবাকর যতই দিকচক্রবাল-সীমার ঊর্ধ্বে উঠিতেছিল তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর গিলোটিনের ছায়া ততই হ্রস্ব হইয়া আসিতেছিল।

গোলন্দাজেরা তাহাদের তোপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান; পলিতাগ্রে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে।

একটি নীলাভ ধূম্ররেখা খাদ হইতে উপরে উঠিতেছিল। উহা নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিশিখার শেষ নিশ্বাস।

এই লঘু ধূম্র-যবনিকা লাটুর্গকে বেড়িয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছিল; কিন্তু তাহাতে দুর্গটি আবরিত হইয়া যায় নাই। কারাদুর্গের উচ্চ মঞ্চ এবং গিলোটিনটার মধ্যে কেবল খাদটির ব্যবধান। দুইটার কথাবার্তা চলিতে পারে। মঞ্চের উপর ত্রিবর্ণের পতাকার নীচে বিচারাদালতের চেয়ার ও টেবিল স্থাপিত হইয়াছে।

ক্রমে লাটুর্গের পশ্চাতে দিনদেব গগনমণ্ডলের আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার উজ্জলতর প্রভায় কারাদুর্গের কৃষ্ণছবি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং দেখা গেল পতাকা-নিম্নস্থ কাষ্ঠাসনে কে একজন বুকের উপর হাত দুইটি আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মতো বসিয়া রহিয়াছে।

ইনি সিমুর্দ্যান। তাঁহার অঙ্গে কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটির ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির পরিচ্ছদ। মস্তকে ত্রিবর্ণের 'বো'-যুক্ত হ্যাট; পার্শ্বে তরবারি লম্বমান এবং কটিতে পিস্তল। সিমুর্দ্যান নির্বাক, সমস্ত জনতা মূক, সৈনিকগণ মৌন—

বন্দুক হস্তে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া। অস্পষ্টভাবে কত কথা তাহাদের মনে জাগিতেছিল— এই দারুণ সমর, সংগ্রামের পর সংগ্রাম, পরাজিত কৃষক-বিদ্রোহীর দল, অধিকৃত দুর্গ-সকল, কত বিজয়ের গৌরব— আজ সেই সমস্ত গৌরব যেন লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা নিদারুণ প্রতীক্ষার গুরুভার সকলেরই বক্ষে চাপিয়া রহিয়াছে। তাহারা দেখিতে পাইল, ঘাতক আসিয়া বধ্যমঞ্চোপরি গিলোটিনের পার্শ্বে দাঁড়াইল। প্রভাতরৌদ্রের ক্রমবর্ধমান তেজপুঞ্জ সমস্ত আকাশকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বস্ত্রাবৃত ড্রামের বিষাদগম্ভীর শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। শোকবাদ্য ক্রমে নিকটতর হইল। সৈনিকশ্রেণী পথ ছাড়িয়া দিল, একটি মিছিল সেই সৈনিকবেষ্টিত বর্গক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বধ্যমঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রথমে, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত ড্রাম স্কন্ধে ড্রামবাদকগণ; তৎপর নতশীর্ষবন্দুক হস্তে বন্দুকধারী সৈন্যগণ, তৎপর নিষ্কোষিত-তরবারি-করে একদল অস্ত্রধারী পুলিস, সর্বশেষে দণ্ডিত গভেন। দৃঢ়, অকম্পিত পদে সে হাঁটিয়া যাইতেছিল। তাহার হাতে বা পায়ে শৃঙ্খল ছিল না। অবসরকালে সামরিক কর্মচারীগণ যেরূপ পোশাক পরিয়া থাকে গভেনের পরিধানে সেইরূপ পরিচ্ছদ। তাহার কটিদেশে তরবারি লম্বমান। তাহার পশ্চাতে আর-একদল সৈন্য কুচ করিয়া আসিতেছিল।

সিমুর্দ্যানের প্রশ্নে গভেন যখন বলে 'আমি ভাবছি, ভবিষ্যতের কথা' তখন তাহার বদনমণ্ডল যে ভাবনাগম্ভীর আনন্দের জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, এখনো তাহার মুখে সেই হাসির রেখা। কি উদার মহৎ, কি মর্মস্পর্শী এই হাসিটি।

সৈনিকবেষ্টিত সেই সাংঘাতিক ভূমিতে উপনীত হইয়া প্রথমেই সে দুর্গ-শীর্ষাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। গিলোটিনকে সে গ্রাহ্য করিল না। গভেন জানিত সিমুর্দ্যান এই শেষকার্য সম্পাদনে সহায়তা করা আপন কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। দুর্গশীর্ষে মঞ্চের দিকে সে চাহিল। দেখিল সিমুর্দ্যান সেখানে রহিয়াছেন।

সিমুর্দ্যানের মুখ মৃত্যু-পাণ্ডুর; দেহ শীতল হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরাও তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ শুনিতে পাইতেছিল না। গভেনকে দেখিয়া তাঁহার একটি পেশীও বিচলিত হইল না।

গন্ডেন বধ্যমঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে সে সিমুর্দ্যানের দিকে চাহিল। সিমুর্দ্যানও তাহার দিকে চাহিলেন। বোধ হইল, গভেনের নিঃসংকোচ দৃষ্টি যেন এখন সিমুর্দ্যানের একমাত্র নির্ভরস্থল।

মঞ্চের পাদমূলে পৌঁছিয়া গভেন তদুপরি আরোহণ করিল। অস্ত্রধারী পুলিসের নায়ক তাহার অনুসরণ করিল। গভেন কটিবন্ধনী হইতে তরবারিটি উন্মোচন করিয়া নায়কের হস্তে সমর্পণ করিল; আর গ্রীবাচ্ছদ অপসারিত করিয়া ঘাতকের হস্তে দিল।

বধ্যমঞ্চের উপর গভেন দাঁড়াইয়া— আত্মবিস্মৃত, ধ্যানমগ্ন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! এত সুন্দর বুঝি তাহাকে আর কখনো দেখায় নাই। ললাটস্পর্শী স্বর্ণাভ চূর্ণ কুন্তল বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল— প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শিরশ্ছেদের পূর্বে কেশ কর্তন করিবার পদ্ধতি তখনো চলিত হয় নাই। তাহার তুষারশুভ্র গ্রীবাদেশ তরুণীর গ্রীবার মতোই মনে হয়। তাহার বীরত্বব্যঞ্জক, প্রভুত্বসূচক দৃষ্টি দেবতার কথা মনে করাইয়া দেয়। সৌরকরদীপ্ত গভেনের বদনমণ্ডল দিব্যজ্যোতিমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

দণ্ডিতকে বন্ধন করিতে হইবে। ঘাতক রজ্জু হস্তে অগ্রসর হইল।

সৈনিকেরা যখন দেখিল গিলোটিনের খড়্গ একেবারে তাহাদের যুবক সেনাপতির মাথার উপরে উদ্যত তখন তাহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। শোকমুহ্যমান সহস্র কঠোর হৃদয় মথিত করিয়া আর্ত চীৎকার আকাশে উত্থিত হইল, 'দয়া কর! দয়া কর!'

কেহ কেহ নতজানু হইয়া রহিল; কেহ কেহ হাতের বন্দুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দুর্গশীর্ষে যেখানে সিমুর্দ্যান উপবিষ্ট সেই দিকে যুক্ত-করে চাহিয়া রহিল; একজন গিলোটিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'যদি পরিবর্ত দেওয়া চলে, তবে আমি প্রস্তুত।'

ক্ষিপ্তের মতো সকলে চীৎকার করিতে লাগিল, 'দয়া কর! দয়া কর!' শোণিতলোলুপ সিংহও বোধ হয় সেই সমবেত আর্তনাদে আপনার হিংস্রত্ব ভুলিয়া যাইত। যোদ্ধার চক্ষে জল— এ বুঝি পাষাণও গলাইতে পারে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঘাতক ইতস্তত করিতে লাগিল।

তখন দুর্গশীর্ষ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, 'আইনের হুকুম তামিল কর।'

দ্রুত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে উচ্চারিত হইলেও সেই কঠোর কথাগুলি সকলেই শুনিতে পাইল। সিমুর্দ্যানের বজ্রকণ্ঠ সকলেই চিনিতে পারিল। সৈনিকবৃন্দ শিহরিয়া উঠিল।

ঘাতকের আর দ্বিধা রহিল না। রজ্জুহস্তে সে অগ্রসর হইল।

গভেন বলিল, 'একটু অপেক্ষা কর।'

তখন সিমুর্দ্যানের দিকে ফিরিয়া সে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-করত তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল, তৎপর ঘাতককে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিতে ইঙ্গিত করিল।

বন্ধন কার্য সমাপ্ত হইলে গভেন পুনরায় ঘাতককে বলিল, 'অনুগ্রহপূর্বক আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর।'

অতঃপর সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক।'

তক্তার উপর তাহাকে শায়িত করা হইল। মহৎ শির নিন্দিত যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইল। ঘাতক আস্তে আস্তে তাহার দীর্ঘকেশ সরাইয়া দিয়া স্প্রিংটি স্পর্শ করিল। ত্রিভুজটা নামিয়া আসিতে লাগিল— প্রথমে ধীরে ধীরে, তার পর দ্রুত গতিতে— একটা ভয়ংকর শব্দ হইল—

সেই মুহূর্তে আরো একটা উচ্চ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল; কুঠারপাতের প্রত্যুত্তরে যেন একটা পিস্তলের আওয়াজ হইল। যে মুহূর্তে গভেনের মস্তকহীন দেহ খাঁচার মধ্যে গড়াইয়া পড়িল সেই মুহূর্তে সিমুর্দ্যান কটিনিবদ্ধ একটি পিস্তল তুলিয়া লইয়া তাহার গুলিতে আপনার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মুখ দিয়া রক্তঝলক বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃতদেহ ভূপতিত হইল।

দুইটি মুক্তাত্মা অনন্তের পথে উড়িয়া চলিল— একের ছায়া অপরের জ্যোতিতে মিশাইয়া গেল।